Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

MATRICULATION BENGALI SELECTIONS

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ओ३म्

पुस्तक-संख्या ३७/६

पंजिका-संख्या १८४७८

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कोई महाशय १५ दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते। अधिक देर तक रखने के लिये पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

MATRICULATION
BENGALI SELECTIONS

Revised Edition
(*Reprint*)

PUBLISHED BY THE
UNIVERSITY OF CALCUTTA
1934

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

PRINTED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA

Reg. No. 785B—May, 1934—Y.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		
* আত্মজীবনী	বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ২য় ভাগ ...	১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর		
শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা	শকুন্তলা ...	৮
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		
* পালামৌ ...	পালামৌ ...	১৩
গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়		
* নীতিশিক্ষা ...	মাতৃশিক্ষা ...	২৫
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		
দেবমন্দির ...	দুর্গেশনন্দিনী ...	৩৬
দেবী চৌধুরাণী ...	দেবী চৌধুরাণী ...	৪২

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর		
* দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ম্যাক্সমূলার	আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস …	৪৮
কালীপ্রসন্ন ঘোষ		
* মহত্ত্ব …	প্রভাতচিন্তা …	৫৫
শিবনাথ শাস্ত্রী		
* বঙ্কিমচন্দ্র …	রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ	৬১
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী		
* বাল্মীকির জয় …	বাল্মীকির জয় …	৬৬
যোগীন্দ্রনাথ বসু		
* মাইকেল মধুসূদনের শেষ-জীবন …	জীবনচরিত …	৭৫
অশ্বিনীকুমার দত্ত		
* মাৎসর্য্য …	ভক্তিযোগ …	৮৭
ঈশানচন্দ্র ঘোষ		
* ইল্লীস-জাতক …	জাতক …	৯২

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
* ভ্রাতৃদ্বয় ...	রাজর্ষি ...	১০২
* গুপ্তধন ...	গল্পগুচ্ছ ...	১০৮
মশর্‌রফ হোসেন মরহুম		
* অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ	বিষাদ-সিন্ধু ...	১৩৫
জলধর সেন		
* সীতার অগ্নিপরীক্ষা	সীতাদেবী ...	১৫০
স্বর্ণকুমারী দেবী		
* দীপনির্ব্বাণ ...	গ্রন্থাবলী ...	১৫৮
স্বামী বিবেকানন্দ		
* সুয়েজ খালে ...	পরিব্রাজক ...	১৬৮
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়		
* বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর	বিদ্যাসাগর ...	১৭২
দীনেশচন্দ্র সেন		
* আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	... ...	১৭৮
* বেহুলার বাসর ...	বেহুলা ...	১৮৯

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর		
* জন্মভূমি ...	বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী ...	১৯৫
মোজাম্মেল হক্		
* 'শাহ্‌নামা'-রচনা	ফেরদৌসী-চরিত ...	১৯৯
জগদিন্দ্রনাথ রায়		
* শৈশব-স্মৃতি ...	শ্রুতি-স্মৃতি ...	২০৭
দীননাথ সান্যাল		
* চিত্রকূটে ভরত ...	রামায়ণ ...	২১৫
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়		
* মাষ্টার মহাশয় ...	গহনার বাক্স ...	২২০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		
* রামের সুমতি ...	বিন্দুর ছেলে ...	২৩৩
খগেন্দ্রনাথ মিত্র		
* আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ...	২৫৮
* প্রেমের ঠাকুর ...	সারি ...	২৬৫

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		
* গাড়ীর আড়ি ...	পঞ্চদশী ...	২৭৮
মোহম্মদ বর্‌কতুল্লাহ্‌		
* কবি ফের্দ্দৌসীর প্রতিভা	পারস্যপ্রতিভা ...	২৯৪
এস্‌. ওয়াজেদ আলি		
* ভারতবর্ষ ...	মাশুকের দরবার ..	৩০২

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সূচীপত্র

পদ্যাংশ

রচয়িতা বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
কৃত্তিবাস		
সীতার বনগমন ...	রামায়ণ ...	৩
বলরাম দাস		
উত্তর গোষ্ঠ ...	পদকল্পতরু ...	৭
ভারতচন্দ্র রায়		
শিবের ভিক্ষা-যাত্রা ...	অন্নদামঙ্গল ...	৯
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত		
প্রণাম তোমায় ...	কবিতা-সংগ্রহ ...	১২
মাইকেল মধুসূদন দত্ত		
আত্মবিলাপ ...	কবিতাবলী ...	১৫
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার		
প্রবাসীর জন্মভূমি-দর্শন ...	সদ্ভাব-শতক ...	১৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রচয়িতা ও বিষয়		যে পুস্তক হইতে গৃহীত		পত্রাঙ্ক
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়				
যমুনাতটে	...	কবিতাবলী	...	২৩
নবীনচন্দ্র সেন				
* বুদ্ধের গৃহত্যাগ	...	অমিতাভ	...	২৭
গিরিশচন্দ্র ঘোষ				
* সিদ্ধার্থ ও বিম্বাসার	...	বুদ্ধদেব	...	৩১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর				
* শরৎ	...	চয়নিকা	...	৩৬
* বিচারক	...	কাব্যগ্রন্থ	...	৩৯
* পূজারিণী	...	ঐ	...	৪২
* গান্ধারীর আবেদন	...	ঐ	...	৪৭
* প্রতিনিধি	...	ঐ	...	৫৪
* নির্ঝরিণী	...	মহুয়া	...	৫৯
বিজয়চন্দ্র মজুমদার				
* হিমাচলে	...	যজ্ঞভস্ম	...	৬১
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়				
* ঘুমন্ত শিশু	...	আলেখ্য	...	৬৩
* সাধের বীণা	...	গান	...	৬৭

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
কামিনী রায়		
* ধরায় দেবতা চাহি	দীপ ও ধূপ	৬৯
* এরা যদি জানে	ঐ	৭১
* অনুকারীর প্রতি	ঐ	৭৩
রজনীকান্ত সেন		
* সখা	বাণী	৭৪
অক্ষয়কুমার বড়াল		
শ্রাবণে	প্রদীপ	৭৬
দেবেন্দ্রনাথ সেন		
মা		৭৯
মানকুমারী বসু		
* ভিখারিণী মেয়ে	কাব্যকুসুমাঞ্জলি	৮০
জগদিন্দ্রনাথ রায়		
* দেবতার আক্ষেপ	সন্ধ্যাতারা	৮৪
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত		
* হিমালয়াষ্টক	কুহু ও কেকা	৮৫
* সিন্ধুতাণ্ডব	কাব্যসঞ্চয়ন	৮৯

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
অতুলপ্রসাদ সেন		
* ভারত-ভানু	গীতিগুঞ্জ	৯৪
* সখা	ঐ	৯৫
* দেবতা	ঐ	৯৬
যতীন্দ্রমোহন বাগচী		
* সিংহগড়	জাগরণী	৯৮
ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী		
* কাল-বৈশাখী	গোধূলি	১০৩
কুমুদরঞ্জন মল্লিক		
* শ্রীধর		১০৫
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়		
* মহাপ্রয়াণে আশুতোষ	শতনরী	১০৯
জসীম উদ্দীন		
* কবর		১১২
গোলাম মোস্তফা		
* কুড়ানো মাণিক		১১৮
কালিদাস রায়		
* কৃষাণীর ব্যথা	পর্ণপুট	১২০
* ক্রীতদাস	লাজাঞ্জলি	১২২

---

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গদ্যাংশ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রবেশিকার বাঙ্গালা পাঠ্য

[সংকলন]

আত্মজীবনী

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কলিকাতা যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ "ঠাকুর-পরিবারে" ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়া রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। প্রভূত ধনসম্পদের মধ্যে লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও অল্প বয়সে দেবেন্দ্রনাথের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। ইঁহার যে প্রবন্ধ এখানে উদ্ধৃত হইল, তাহা তাঁহার 'আত্মজীবনী' নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত এবং তাহাতে সেই বৈরাগ্যের কথা আছে। অল্প বয়সে ইনি প্রায়ই রাজা রামমোহন রায়কে দেখিতে পাইতেন এবং সেই সময় হইতেই তাঁহার প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি-সাধনে বদ্ধপরিকর হন। তাঁহার ত্যাগ ও ধর্ম্মবিশ্বাস অসাধারণ ছিল এবং তজ্জন্য তাঁহার অনুরাগী ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে "মহর্ষি" আখ্যা প্রদান করেন। তাঁহার রচিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান,' 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস,' 'উপদেশাবলী,' 'জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি,' 'পরলোক ও মুক্তি,' 'আত্মজীবনী' ও 'বিবিধ ব্রহ্ম-সঙ্গীত' বঙ্গভাষার অলঙ্কার-স্বরূপ। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতী, তন্মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথের নাম জগতের সর্ব্বত্র বিদিত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী ইনি স্বর্গারোহণ করেন।]

দিদিমা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকে জানিতাম না। আমার শয়ন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উপবেশন, ভোজন সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাটে যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলিয়া জগন্নাথ-ক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কান্দিতাম। ধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন এবং প্রতিদিন শালগ্রামের জন্য স্বহস্তে পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিতেন। কখন কখন তিনি সঙ্কল্প করিয়া উদয়াস্তসাধন করিতেন—সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতেন। আমিও সেই সময়ে ছাদের উপর রৌদ্রে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম এবং সে সূর্য্য-অর্ঘ্যের মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গেল—"জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।" দিদিমা এক এক দিন হরিবাসর করিতেন, সমস্ত রাত্রি কথা হইত এবং কীর্ত্তন হইত, তাহার শব্দে আমরা আর রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতাম না। তিনি সংসারের সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেন এবং স্বহস্তে অনেক কার্য্য করিতেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য তাঁহার শাসনে গৃহের সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিত। পরে সকলের আহারান্তে তিনি স্বপাকে আহার করিতেন। আমিও তাঁহার হবিষ্যান্নের ভাগী ছিলাম। তাঁহার সেই প্রসাদ আমার যেমন স্বাদু লাগিত, তেমন আপনার খাওয়া ভাল লাগিত না। তাঁহার শরীর যেমন সুন্দর ছিল, কার্য্যে তেমনি তাঁহার পটুতা ছিল এবং ধর্ম্মেও তাঁহার তেমনি আস্থা ছিল। কিন্তু তিনি মা-গোঁসাইয়ের সতত যাতায়াত বড় সহিতে পারিতেন না। তাহার ধর্ম্মের অন্ধ-বিশ্বাসের সহিত একটু স্বাধীনতাও ছিল। আমি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাঁহার সহিত আমাদের পুরাতন বাটীতে গোপীনাথ ঠাকুর দর্শন করিতে যাইতাম। কিন্তু আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে ভালবাসিতাম না। তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া গবাক্ষ দিয়া শান্তভাবে সমস্ত দেখিতাম। এখন আমার দিদিমা আর নাই। কিন্তু কত দিন পরে কত অন্বেষণের পরে আমি এখন আমার দিদিমার দিদিমাকে পাইয়াছি ও তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া জগতের লীলা দেখিতেছি। দিদিমা মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে আমাকে বলেন, "আমার যাহা কিছু আছে আমি তাহা আর কাহাকেও দিব না, তোমাকেই দিব।" পরে তিনি তাঁহার বাক্সের চাবিটা আমাকে দেন। আমি তাঁহার বাক্স খুলিয়া কতকগুলি টাকা ও মোহর পাইলাম। লোককে বলিলাম যে আমি মুড়ি-মুড়কি পাইয়াছি।

১৭৫৭ শকে দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ-অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। বৈদ্য আসিয়া কহিল, রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না। অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ীর বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলেন, "যদি দ্বারকানাথ বাড়ীতে থাকিত তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পার্‌তিস্ নে।" কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না, তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। তখন তিনি কহিলেন, "তোরা যখন আমার কথা না শুনে আমায় গঙ্গায় নিয়ে গেলি, তেমনি আমি তোদের সকলকে খুব কষ্ট দিব। আমি শীঘ্র মরিব না।" গঙ্গার তীরে লইয়া একটি খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন। আমি সেই সময়ে গঙ্গাতীরে নিয়ত তাঁহার সঙ্গে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

থাকিতাম। দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে আমি ঐ চালার নিকটবর্ত্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপর বসিয়া আছি। ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি,—চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নামকীর্ত্তন হইতেছিল,—"এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলে' প্রাণ যাবে।" বায়ুর সঙ্গে তাহার অল্প অল্প আমার কাণে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাসভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই! ঐশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল, গালিচা-দুলিচা সকলই হেয় বোধ হইল। মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স তখন আঠার বৎসর।

এত দিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই। ধর্ম্ম কি, ঈশ্বর কি, কিছুই জানি নাই। কিছুই শিখি নাই। (শ্মশানের সেই উদাস-আনন্দ, তৎকালে সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না। ভাষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন।

কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি ত প্রস্তুত ছিলাম না, তবে কোথা হইতে এ আনন্দ পাইলাম? এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি বাড়ী আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনিদ্রার কারণ আনন্দ। সারারাত্রি যেন একটা আনন্দ-জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল। রাত্রি প্রভাত হইলে দিদিমাকে দেখিবার জন্য আবার গঙ্গাতীরে যাই। তখন তাঁহার শ্বাস হইয়াছে। সকলে ধরাধরি করিয়া দিদিমাকে গঙ্গার গর্ভে নামাইয়াছে এবং উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে "গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম" নাম ডাকিতেছে। দিদিমার মৃত্যু হইল। আমি নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, তাঁহার হস্ত বক্ষঃস্থলে এবং অনামিকা অঙ্গুলিটি ঊর্দ্ধমুখে রহিয়াছে। তিনি "হরিবোল" বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোকে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল, মরিবার সময়ে উর্দ্ধে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইয়া গেলেন, "ঐ ঈশ্বর ও পরকাল।" দিদিমা যেমন আমার ইহকালের বন্ধু ছিলেন, তেমনি পরকালেরও বন্ধু।

মহাসমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল। আমরা তৈল-হরিদ্রা মাখিয়া শ্রাদ্ধের যূপকাষ্ঠ গঙ্গাতীরে পুতিয়া আসিলাম। এই কয়দিন খুব গোলযোগে কাটিয়া গেল। পরে দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে যেরূপ আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা পাইবার জন্য আমার চেষ্টা হইল। কিন্তু তাহা আর পাইলাম না। এই সময় আমার মনে কেবলই ঔদাস্য আর বিষাদ। সেই রাত্রিতে ঔদাস্যের সহিত আনন্দ পাইয়াছিলাম, এখন সেই আনন্দের অভাবে ঘন বিষাদ আসিয়া আমার মনকে আচ্ছন্ন করিল। কিরূপে আবার সেই আনন্দ পাইব, তাহার জন্য মনে বড় ব্যাকুলতা জন্মিল। আর কিছুই ভাল লাগে না। এ স্থলে ভাগবতের একটি উপাখ্যানের সহিত আমার অবস্থার তুলনা হইতে পারে।

নারদ বেদব্যাসের নিকট আপনার কথা বলিতেছেন,—"আমি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পূর্ব্বজন্মে কোন এক ঋষির দাসী-পুত্র ছিলাম। ঐ ঋষির আশ্রমে বর্ষার কয়েক মাস অনেক সাধুলোক আশ্রয় লইতেন। আমি তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতাম। ক্রমশঃ আমার দিব্যজ্ঞান জন্মিল এবং মনে হরির প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হইল। পরে ঐ সমস্ত সাধু আশ্রম হইতে বিদায় লইবার কালে কৃপা করিয়া আমাকে জ্ঞান-রহস্য শিক্ষা দিয়া যান। ইহার দ্বারা আমি হরি-মাহাত্ম্য সুস্পষ্ট জানিতে পারি। জননী ঋষির দাসী, আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র। 'একাত্মজা মে জননী।' আমি কেবল তাঁহারই জন্য ঐ ঋষির আশ্রম ত্যাগ করিতে পারি নাই। একদা তিনি নিশাকালে গো-দোহন করিবার জন্য বাহিরে যান। পথে একটি কৃষ্ণসর্প পাদস্পৃষ্ট হইবামাত্র তাঁহাকে দংশন করে এবং তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু এইটি আমি স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির বড় সুযোগ মনে করিলাম এবং একাকী ঝিল্লিকাগণনিনাদিত এক ভীষণ মহাবনে প্রবেশ করিলাম। পর্য্যটন-শ্রমে আমার অতিশয় ক্ষুৎ-পিপাসা পাইয়াছিল। আমি এক সরোবরে স্নান ও জলপান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম। মন প্রশান্ত হইল। অনন্তর আমি এক অশ্বত্থ-বৃক্ষের তলে গিয়া বসিলাম এবং সাধুগণের উপদেশ-অনুসারে আত্মস্থ পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে লাগিলাম। মন ভাবে আপ্লুত, নেত্রযুগল বাষ্পপূর্ণ। সহসা হৃৎপদ্মে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইল। সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। আমি যার-পর-নাই আনন্দ পাইলাম। কিন্তু পরক্ষণে তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। সেই শোকাপহ কমনীয় রূপ দেখিতে না পাইয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলাম। মনে বড় বিষাদ উপস্থিত হইল। পরে আমি আবার ধ্যানস্থ হইয়া তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিতে লাগিলাম, কিন্তু আর পাইলাম না। তখন আতুরের ন্যায় অতৃপ্ত হইয়া পড়িলাম। ইত্যবসরে সহসা এক দৈববাণী হইল—'এ জন্মে তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। যাহাদের চিত্তের মল ক্ষালিত হয় নাই, যাহারা যোগে অসিদ্ধ, তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। আমি যে এক বার তোমাকে দেখা দিলাম, ইহা কেবল তোমার অনুরাগবৃদ্ধির জন্য।'"

আমার ঠিক এইরূপই অবস্থা ঘটিয়াছিল। আমি সেই রাত্রিকালে আনন্দ না পাইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাই আবার আমার অনুরাগ উৎপাদন করিয়া দিল। কেবল নারদের এই উপাখ্যানের সঙ্গে আমার একটি বিষয়ের মিল হয় না। তিনি প্রথমে ঋষিদিগের মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানের অনেক উপদেশ পাইয়াছিলেন। আমি কিন্তু প্রথমে কাহারও মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিবার কোন সুযোগই প্রাপ্ত হই নাই, এবং কৃপা করিয়া কেহই আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দেন নাই। আমার চারিদিকে কেবল বিলাস ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশ প্রবাহিত হইতেছিল। (এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন ও আমার সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন এবং তাহার পরে সেই আনন্দময় স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া আমাকে নূতন জীবন প্রদান করিলেন। তাঁহার এ কৃপার কোথাও তুলনা হয় না। তিনিই আমার গুরু, তিনি আমার পিতা।)

1. Character of মহর্ষির Grand mother.

2. Describe the story of Narada.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি দারিদ্র্যে অতিশয় কষ্ট পান, কিন্তু তথাপি অনেক পরিশ্রম করিয়া নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বহু লোক এই উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু "বিদ্যাসাগর" বলিতে বঙ্গদেশে শুধু ঈশ্বরচন্দ্রকেই বুঝায়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু উপরিতন কর্ম্মচারীর সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়াতে চাকুরী ত্যাগ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-সেবায় ব্রতী হন। সাহিত্যসেবা-দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং সেই অর্থ তিনি দুঃস্থ ও অনাথদের উপকারার্থ শতধারায় ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অপরিসীম করুণা তাঁহার রচিত পুস্তকগুলিকে সরস, মধুর ও উদ্দীপনাময় করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার গদ্য-সাহিত্য তাঁহার নিকট অশেষরূপে ঋণী; তাঁহাকে কেহ কেহ "বঙ্গসাহিত্যের জনক" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তিনি 'সীতার বনবাস,' 'শকুন্তলা,' 'ভ্রান্তিবিলাস,' 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি,' 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি প্রায় ২৫খানি পুস্তক রচনা করেন। ইহা ছাড়া সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানি প্রাথমিক শিক্ষা-পুস্তক এবং ব্যাকরণও তৎকর্ত্তৃক রচিত হয়। ইনি প্রাচীন শ্রেণীর পণ্ডিত হইয়াও ইংরেজী ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এবং বিধবা-বিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহ নিবারণ করিতে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক-গমন করেন। গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে "সি. আই. ই." উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।]

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমত্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে; নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে; কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছি; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে; না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু। অনন্তর, তিনি শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর; আর অনর্থক কালহরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদের জলসেচন না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুম-প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না,—অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।

অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিলেন, সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমিই যে কেবল তপোবনবিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে; তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা ঘটিতেছে, দেখ!—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জীবমাত্রই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ আহার-বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে; মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূরময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে; মধুকরমধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! আমি বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। এই বলিয়া, তিনি বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণি! শাখাবাহু-দ্বারা আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজ অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম। অনন্তর, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল। এই বলিয়া, উভয়ে শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হ'য়ে তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে।

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়াছিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, তাত! এই হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে, আমায় সংবাদ দিবে, ভুলিবে না, বল। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনই ভুলিব না।

কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে, এই বলিয়া মুখ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে; যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ-দ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে,—সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! আর আমার সঙ্গে আইস কেন, ফিরিয়া যাও, আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর, পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগ সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল; উচ্চ-নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনে বিলম্ব দেখিয়া, শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই, যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন, তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। তদনুসারে, সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপের ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস! তুমি শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারে আমার এই আবেদন জানাইবে,—আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি; তুমি অতিপ্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে ; আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা ; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে, ঘটিবেক ; তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।

মহর্ষি শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া, শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তোমারেও কিছু উপদেশ দিব,—আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে ; সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখী-ব্যবহার করিবে ; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া-দাক্ষিণ্য-প্রদর্শন করিবে ; সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইবে না ; স্বামী কার্কশ্য-প্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না ; মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয় ; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপা। ইহা কহিয়া, বলিলেন, দেখ, গৌতমীই বা কি বলেন। গৌতমী কহিলেন, বধূদিগকে এই বই আর কি বলিয়া দিতে হইবেক ? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, বাছা! উনি যেগুলি বলিলেন, সকল মনে রাখিও।

1. Kanwas advice to Sharangirval and Sakuntala.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ এবং যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ-পরগনার কাঁঠালপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি 'বেঙ্গল রায়ত্‌স্‌' নামক পুস্তক লিখিয়া বঙ্গদেশের তৎকালীন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের প্রীতি লাভ করেন এবং তাহার ফলে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু বিভাগীয় পরীক্ষা পাস করিতে না পারায় তাঁহাকে ঐ চাকুরী ত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে তিনি অনেক দিন স্পেশাল সব্‌রেজিষ্ট্রার ছিলেন; উপরিতন কর্ম্মচারীর সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়াতে তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দেন। সঞ্জীবচন্দ্র সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'পালামৌ,' 'জাল প্রতাপচাঁদ' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে কয়েক বৎসর তিনি 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

১

অনেক দিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি, এমন নহে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্জ্জন পর্ব্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষুতে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্ব্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে কেবল শোভা-সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভালবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যখন আমার পালামৌ যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে, সে স্থান কোন্ দিকে, কত দূর ; অতএব ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে, এই বিবেচনায় ডাক-গাড়ী ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রাণীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্ব্বপারে গাড়ী থামিল। নদী অতিক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, আমার গাড়ী ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়ওয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

পূর্ব্ব পার হইতে দেখিলাম যে, অপর পারে ঘাটের উপরেই একজন সাহেব বাঙ্গালায় বসিয়া পাইপ টানিতেছেন, সম্মুখে একজন চাপরাসী একরূপ গৈরিক মৃত্তিকাহস্তে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি পারার্থ সেই ঘাটে আসিতেছে, চাপরাসী তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকা-দ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বন্য লোকই অধিক, তাহারা মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে আর হাসিতেছে, আবার অন্যের অঙ্গে সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে তাহাও এক এক বার দেখিতেছে, শেষে হাসিতে হাসিতে দৌড়াইয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটিতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া কূলের উপর উঠিতেছে।

আমি অন্যমনস্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি, এমন সময় কুলিদের কতকগুলি বালক-বালিকা আসিয়া আমার গাড়ী ঘেরিল। "সাহেব একটি পয়সা," "সাহেব একটি পয়সা," এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধুতি-চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালী বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে, তাহা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, "আমি সাহেব নহি।" একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরিবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, "হাঁ, তুমি সাহেব।" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি?" আমি বলিলাম, "আমি বাঙ্গালী।" সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, "না, তুমি সাহেব।" তাহারা মনে করিয়া থাকিবে যে, যে গাড়ী চড়ে সে অবশ্য সাহেব।

বরাকর হইতে দুই-একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসী-দের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়, অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? বাল্যকালে পাহাড়-পর্ব্বতের পরিচয় অনেক শুনা ছিল, বিশেষতঃ একবার এক বৈরাগীর আখ্ড়ায় চূণকাম-করা এক গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া পাহাড়ের আকার অনুভব করিয়া লইয়াছিলাম। বরাকরের নিকটস্থ পাহাড়গুলি দেখিয়া আমার সে বাল্যসংস্কারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল।

অপরাহ্ণে দেখিলাম, একটি সুন্দর পর্ব্বতের নিকট দিয়া গাড়ী যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে, পর্ব্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়ওয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়ওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইবেন?" আমি বলিলাম, "একবার এই পর্ব্বতে যাইব।" সে হাসিয়া বলিল, "পাহাড় এখান হইতে অনেক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।" আমি এ কথা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথায় যাইতে আমার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়ওয়ানের নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থানে পনর মিনিট কাল দ্রুতপাদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্ব্বত পূর্ব্বমত সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্ব্বত-সম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় কঠিন। ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃপুনঃ পাইয়াছিলাম।

পর দিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগে পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহার-সম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমনবার্ত্তা কিরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর অবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম। যাঁহার বাটীতে যাইতেছি, তাঁহার সহিত আমার কখনও চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই; তাঁহার নাম শুনিয়াছি, সুখ্যাতিও যথেষ্ট শুনিয়াছি, সজ্জন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা সকলেই করে। কিন্তু সে প্রশংসায় কর্ণপাত বড় করি নাই, কেন-না, বঙ্গবাসিমাত্রই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা; যাহা নিন্দা শুনা যায়, তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ ও বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভাল কাপড়, ভাল জুতা পরায়,—কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনাদের পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়,—কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ প্রতিবাসীরা! যাঁহাদের প্রতিবাসী নাই, তাঁহাদের ক্রোধ নাই। তাঁহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিন দিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিনে প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে, দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে আপনার অলঙ্কার দেখাইবে। তাহার পরই ঋষিকে ওকালতীর পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীর দরখাস্ত করিতে হইবে।)

এক্ষণে সে সকল কথা যাক। যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাহার উদ্যানে গাড়ী প্রবেশ করিলে, তাহা কোন ধনবান্ ইংরাজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারান্দায় গুটিকত বাঙ্গালী বসিয়া আমার গাড়ী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ী থামিলে আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন; না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্ত্তা। তিনি শতলোক-সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয়, সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

(যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা; অতএব

২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই অধিকাংশ বৃদ্ধকেই সুন্দর দেখি। কোন মহানুভব ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি।)

২

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দ্দেশমত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন, মর্ত্তে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম। পরে চারি পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল; কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তারপর আরও দুই এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান, সমুদয় যেন মেষদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজি-দ্বারা সর্ব্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষে আরও কতদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে—সর্ব্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগনায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়, যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন, অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম সকল তরঙ্গগুলি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়াছিল, কোন কোনটি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়া পশ্চিমদিকে নামে নাই। এইরূপ অর্দ্ধ পাহাড় লাতেহার-গ্রামপার্শ্বে একটি আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে মৃত্তিকা নাই, সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়; এক স্তরে নুড়ি আর এক স্তরে কাল পাথর ইত্যাদি। কিন্তু কোন স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই, লক্ষ্য করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্ণে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে আমার একটা "নেমোকহারাম" ফরাসিস কুক্কুর আপন ইচ্ছামত তাঁবুতে চলিয়া গেল, আমি ক্রোধে চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চীৎকার অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্ব্বমত হ্রস্ব-দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল; আবার চীৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ব্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চ-নীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম, শব্দ কোন একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়, সেই স্তর যেখানে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উঠিয়াছে বা নামিয়াছে, শব্দও সেইখানে উঠিতে-নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী হয়, যতদূর পর্য্যন্ত সেই স্তরটি আছে ততদূর পর্য্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম, সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝর্ ঝর্ করিতেছে। তাহার এক স্থান অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর এক অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইতেছিল, অশ্বত্থ বৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর এক দিন এই অশ্বত্থ গাছ আমার মনে পড়িয়াছিল; তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই।

এক্ষণে সে সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই একটি বলি। অপরাহ্ণে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বত-শ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সঙ্কীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পাল্কী চলিতে লাগিল, অনেক স্থলে উভয় পার্শ্বস্থ লতা-পল্লব পাল্কী স্পর্শ করিতে লাগিল। বন-বর্ণনায় যেরূপ "শাল-তাল-তমাল-হিন্তাল" শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল, হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশী কদম্ব বৃক্ষের মত, না হয় কিছু বড়, কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথাও তাহার ছেদ নাই, এইজন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৬৩৭/৭

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ কোলের বাস। কোলেরা বন্য জাতি; খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান্, তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না। যে সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা-বাগানে যায়, তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান্ দেখি নাই, বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রই রূপবান্, অন্ততঃ আমার চোখে। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

অল্প বিলম্বেই অর্দ্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল। প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই। তথায় ত্রিশ বত্রিশটি গৃহস্থ বাস করে। সকলেরই পর্ণকুটীর। আমার পাল্কী দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আব্‌লুসের মত কাল, সকলেই যুবতী, সকলেরই কটিদেশে একটি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ান; বক্ষে পুতির সাতনরী, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্‌সী ঝুলিতেছে; কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল; মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতীরা পরস্পর কাঁধ-ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু দেখিল কেবল পাল্কী আর বেহারা। পাল্কীর ভিতরে কে বা কি, তাহা কেহই দেখিল না।

৩

নিত্য অপরাহ্ণে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম; কেন, তাহা কখনও ভাবিতাম না; পাহাড়ের কিছুই নূতন নাই; কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমার সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি, এ বেগ আমার একার নহে; যে সময় উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে। জলে যে যাইতে পারিল না, সে অভাগিনী; সে গৃহে বসিয়া দেখে, উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে; বাহির হইয়া সে দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ হয়, আমিও পৃথিবীর রং-ফেরা দেখিতে যাইতাম! কিন্তু আর একটু আছে, সেই নির্জ্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।

এই পাহাড় অতি নির্জ্জন, কোথাও ছোট জঙ্গল নাই, সর্ব্বত্র ঘাস, অতি পরিষ্কার, তাহাও বাতাস আসিয়া নিত্য ঝাড়িয়া দেয়। মহুয়া গাছ তথায় বিস্তর। তাহারই মধ্যে একটিকে আমি বড় ভালবাসিতাম, তাহার নাম "কুমারী" রাখিয়াছিলাম। তখন তাহার ফুল কি ফল হয় নাই; কিন্তু তাহার ছায়া বড় শীতল ছিল। আমি সেই ছায়ায় বসিয়া "দুনিয়া" দেখিলাম। এই উচ্চ স্থানে বসিলে পাঁচ সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত দেখা যাইত। দূরে চারি দিক্ পাহাড়ে ঘেরা, যেন সেইখানেই পৃথিবীর শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই পাহাড়ের নিম্নে গাঢ় ছায়া, অল্প অন্ধকার বলিলেও বলা যায়। তাহার পর জঙ্গল। জঙ্গল নামিয়া ক্রমে স্পষ্ট হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে দুই একটি গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে ধূম উঠিতেছে। আমার তাবু যেন একটি শ্বেত কপোতী—জঙ্গলের মধ্যে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছে! আমি অন্যমনস্কে এই সকল দেখিতাম; আর ভাবিতাম, এই আমার "দুনিয়া"।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যেরূপ নিত্য লাতেহার পাহাড়ে যাইতাম, সেইরূপ আর এক দিন যাইতেছিলাম; পথে দেখি একটি যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে সঙ্গে যাইতেছে। আমি ভাবিলাম, যখন স্ত্রীলোক সাধিতেছে, তখন যুবার রাগ নিশ্চিত ভাতের উপর হইয়াছে; আমি বাঙ্গালী, সুতরাং এ ভিন্ন আর কি অনুভব করিব? এক-কালে এরূপ রাগ নিজেও কতবার করিয়াছি, তাই অন্যের বীরদর্প বুঝিতে পারি।

আমি যখন নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এইমাত্র আমার গরুকে বাঘে মারিয়াছে; আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, সে বাঘ না মারিয়া কোন্ মুখে আর জলগ্রহণ করিব?" আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "চল, তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" আমার অদৃষ্টদোষে বগলে বন্দুক, পায়ে বুট, পরিধানে কোট-পেণ্টুলন, বাস তাঁবুতে; সুতরাং এ কথা না বলিলে ভাল দেখায় না। বিশেষতঃ অনেকে আমায় সাহেব বলিয়া জানে, অতএব সাহেবি ধরণে নিঃসঙ্কোচ-চিত্তে চলিলাম।

যুবার সঙ্গে কতক দূরে গেলে সে আমায় বলিল, "আমি বাঘটি স্বহস্তে মারিব।" আমি হাসিয়া সম্মত হইলাম। যুবা আর কোন কথা না বলিয়া চলিল, তখন হইতে নিজের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ ভালবাসার সঞ্চার হইল। "স্বহস্তে মারিব" এই কথায় বুঝাইয়াছিল, পরহস্তে বাঘ মারা সম্ভব; আমি সাহেব-বেশধারী, অবশ্য বাঘ মারিলে মারিতে পারি, যুবা এ কথা নিশ্চিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভাবিয়াছিল, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাহার পর কতক দূরে গিয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যুবা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। যুবার স্কন্ধে টাঙ্গি, সে একবার তাহা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তাহার পর কতক দূরে গিয়া দেখি, পাহাড়ের এক স্থানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ন্যায় একটি গর্ত্ত বা গুহা আছে, তাহার মধ্যস্থানে প্রস্তরনির্ম্মিত একটি কুটীর, চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। যুবা সেই গর্ত্তের নিকট, একস্থানে দাঁড়াইয়া অতি সাবধানে ব্যাঘ্র দেখাইল। প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভালমানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর নখর-সংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয়, নিদ্রার পূর্ব্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল। যে দিকে ব্যাঘ্র নিদ্রিত ছিল, যুবা সেই দিকে চলিল; আমায় বলিল, "মাথা নত করিয়া আসুন, নতুবা প্রাঙ্গণে ছায়া পড়িবে।" তদনুসারে আমি নতশিরে চলিলাম। শেষে সে একখানি বৃহৎ প্রস্তরে হাত দিয়া বলিল, "আসুন, এইখানি ঠেলিয়া তুলি।" উভয়ে প্রস্তরখানিকে স্থানচ্যুত করিলাম। তাহার পর উহা ঘোররবে প্রাঙ্গণে পড়িল; শব্দে কি আঘাতে তাহা ঠিক জানি না, ব্যাঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পর পড়িয়া গেল। এ নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না।

---

1. Description of Palamow.

2. Tiger hunting expedition of Sanjib chandra.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নীতিশিক্ষা

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

[ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ চিকিৎসা-নৈপুণ্যে তিনি তাঁহার সময়ে কলিকাতার চিকিৎসক-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এলোপ্যাথা চিকিৎসা-সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন ; তাহা ছাড়া তাঁহার রচিত নানা-বিষয়ক প্রবন্ধ তৎসময়ে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত রামায়ণের অনেকাংশের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দেশবিশ্রুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি নিজের মনের মত করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরিত্রগঠনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিলেন।]

সচরাচর এতদ্দেশে শিশুরা পিতার যেরূপ বাধ্য হয়, মাতার সেরূপ বাধ্য হয় না। মাতার অসাবধানতা এবং মূর্খতাবশতঃই যে এরূপ ঘটে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শৈশবাবস্থা হইতে মাতা উহাদিগকে এত অধিক আদর দিতে আরম্ভ করেন যে, নিজে কোন বিষয় হইতে নিবারণ করা দূরে থাকুক, দাসদাসী বা অপর কেহ শিশুকে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে নিষেধ করিলে তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। ইহাতে যে কেবল সন্তানের স্বভাব নষ্ট করা হয়, এমন নহে, পরে আপনাকেও বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াতে বিদ্যা-শিক্ষা করান আবশ্যক হইলে, যদ্যপি শিশু অবাধ্য হয় ও পিতামাতার কথা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

না শুনে, তখন মাতা নিজের দোষ জানিতে পারেন। কখন কখন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্য কারণবশতঃ মাতা রুষ্ট হইয়া থাকিলে অতি সামান্য দোষেই শিশুকে তাড়না করেন, কিন্তু এরূপ আচরণ মাতার পক্ষে অতি গর্হিত। বিনা দোষে শিশুকে তাড়না করিলে মাতার প্রতি উহার যেরূপ অশ্রদ্ধা জন্মে, অন্য কোন কারণে তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মাতা শিশুকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবেন।

শৈশবাবস্থা হইতেই যাহাতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল প্রবল হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে পিতামাতার বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যে সকল উপায়-দ্বারা এই অতিপ্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায়, প্রথমে তাহাদের সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া, পরে ঐ সকল বৃত্তির বিষয় উল্লেখ করা যাইবে।

১। অবস্থার বৈষম্য।—অনেকেই অবগত আছেন যে, এক ব্যক্তির সন্তানের মধ্যে যদ্যপি কেহ অসৎসঙ্গে ও কেহ সৎসঙ্গে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে কেবল ঐ কারণবশতঃই তাহাদের মনোবৃত্তি ও চরিত্র বিভিন্ন হইবে। জন্মগ্রহণের পরেই সভ্য-জাতিদিগের সন্তানাপেক্ষা অসভ্যজাতিদিগের সন্তানের মনোবৃত্তির যে বিশেষ বিভিন্নতা থাকে, এমন বোধ হয় না; কেবল পিতা-মাতার আচরণ-দর্শনে ও সামাজিক নিয়মের প্রভাবেই একজন রিপুপরবশ ও নিষ্ঠুর কার্য্যে রত হয় এবং একজন অপেক্ষাকৃত সুশীল ও শান্তস্বভাব হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থার প্রভাব অতিপ্রবল বলিয়া পিতামাতা সন্তানকে সচ্চরিত্র করিতে বিশেষ যত্ন পাইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজের দোষে অনেক স্থলে উহারা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠে। কু-পল্লীতে বাস করিয়া সন্তানকে সুনীতিশিক্ষা দেওয়া যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা সহর-অঞ্চলের লোকে অনেকে অবগত আছেন। সামাজিক দোষ ও সাধারণের কুসংস্কার দূরীভূত না হইলে এ বিষয়ে সুবিধা হওয়া সম্ভব নহে। এই নিমিত্ত বাটীতে সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া উত্তম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইহা সুসাধ্য নহে।

২। দৃষ্টান্ত।—পিতা, মাতা, বাটীর অন্যান্য পরিবার, দাস, দাসী ও শিক্ষকের দৃষ্টান্তানুসারেই প্রায় বালকেরা কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে। এ বয়সে তাহারা যেরূপ অনুকরণ করিতে শিখে, অপর কোন সময়েই প্রায় তদ্রূপ দেখা যায় না। অনুকরণ করা ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ বলিলেও বলা যায়; ক্রিয়ার দোষ-গুণ বিবেচনা না করিয়া ইহারা অন্যের দৃষ্টান্তানুসারে কার্য্য করে। এমন কি, তিরস্কার এবং প্রহার-দ্বারা উহাদের চরিত্র শোধন করিতে গেলে অপরের প্রতি উহাদের স্বভাবও ঐরূপ উগ্র হইয়া উঠিবে। এ জন্য যাঁহাদের দৃষ্টান্তানুসারে শিশু কার্য্য করিবে ও যাঁহারা উহাকে শিক্ষাপ্রদান করিতে ভার লইবেন, উহার সম্মুখে তাঁহাদের নিজের আচরণের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা অতীব কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে তাঁহারা অনেক সময়ে সুনীতি শিক্ষা দিতে যাইয়া কুনীতি শিক্ষা দিবেন এবং চরিত্র সংশোধন করিতে গিয়া উহা অধিকতর দূষিত করিবেন। মিথ্যা কথা, কটু কথা, হীনাবস্থার লোকের প্রতি অবজ্ঞা, দাসদাসীর প্রতি ক্রোধ-প্রকাশ ইত্যাদি শিশুর সম্মুখে একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন। এতদ্ভিন্ন এই সকল উপায়-দ্বারা শিশুকে বাধ্য করিলে অপকার ব্যতীত উপকারের সম্ভাবনা নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩। উপদেশ।—যদিচ বাল্যাবস্থায় কেবল উপদেশ-দ্বারা চরিত্র-সংশোধন-সম্বন্ধে অত্যল্পই উপকার দর্শে, কিন্তু অন্যান্য উপায়ের সহিত ইহাও অবলম্বন করা উচিত। সময় বুঝিয়া উপদেশ দিতে পারিলে এবং উহা বোধগম্য হইলে, অবশ্যই উহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সময়ে উহার দ্বারা কোন উপকার বোধ না হইলেও উহা স্মরণ থাকিতে পারে এবং ভবিষ্যতে হয়ত বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে উহা কার্য্যে আইসে। উপদেশানুসারে কার্য্য করুক বা না করুক, এই সময় হইতে মনোযোগপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিতে শিক্ষা করিলেও অনেক উপকার বিবেচনা করিতে হইবে। নীতিকথা বালককে কণ্ঠস্থ করাইয়া, বা সত্যের গুণ ও মিথ্যার দোষ বর্ণন করিয়া উপদেশ প্রদান করিলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, নীতিবিষয়ক গল্পের ছলেই উহাকে উপদেশ দেওয়া উচিত। উপদেশ দিবার জন্যই যে ঐ সকল গল্প করা হইতেছে, বা শিশু কোনও পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিতেছে, তাহা প্রথমে শিশুকে বলিবার আবশ্যকতা নাই; উহা শেষ হইলে গল্পের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে, এবং কখন কখন শিশু আপনা হইতেই উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। নীতিগর্ভ বিষয় বর্ণন করিয়া বালককে উহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে কহিলে উহার বিবেচনাশক্তি যেরূপ পরিচালিত হয় এবং ঐ তাৎপর্য্য মনোমধ্যে যেরূপ বদ্ধমূল হইয়া যায়, সাধারণরূপে উপদেশ প্রদান করিলে কখনই তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল তিরস্কার বা প্রহার-দ্বারা বালককে অপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিলে, উহা যে বাস্তবিক অপকর্ম্ম, তাহা বোধ হওয়া দূরে থাকুক, যিনি এরূপ আচরণ করেন, তাঁহার প্রতি উহার অশ্রদ্ধা জন্মে। এ জন্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাড়না না করিয়া যাহাতে বালকের নিজের দোষ বোধগম্য হয়, সেইরূপ চেষ্টা করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

৪। অভ্যাস।—বালকের নীতিশিক্ষা-সম্বন্ধে অবস্থা, দৃষ্টান্ত ও উপদেশ-অপেক্ষা অভ্যাসকে অতিফলদায়ক উপায় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ইহা-দ্বারা সদাচার আমাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া যায় এবং একবার স্বভাবসিদ্ধ হইলে, উহা প্রতিপালন করিতে কোনও কষ্ট বোধ হয় না, এবং ইচ্ছা হইলেও সহসা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। এ জন্য শৈশবাবস্থা হইতেই শিশুকে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করাইলে এবং উহা একবার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গেলে বিনা ক্লেশে, বিনা যত্নে, বিনা চিন্তায় ও ইচ্ছা ব্যতীত ভবিষ্যতে শিশু ঐরূপ আচরণ করিতে সমর্থ হইবে।

বাল্যাবস্থায় আমাদের নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল কিরূপে পরিচালনা করা উচিত, তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইবে।

(ক) স্বার্থপরতা।—আপনার জন্য এবং জীবনপ্রবাহরক্ষার্থ ইহা অতিপ্রয়োজনীয়। শৈশবাবস্থায় এবং বাল্যাবস্থায় আহার-সম্বন্ধেই এই বৃত্তি অতিপ্রবল হইতে দেখা যায়। জীবনধারণার্থ যদিচ প্রচুর পরিমাণে আহার করা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু সচরাচর শিশুদিগকে সাবধান না করিলে ও শরীর সুস্থ থাকিলে, উহারা অত্যধিক পরিমাণে আহার করে বলিয়া পীড়া হইবার সম্ভাবনা। আহারীয় দ্রব্যাদির গুণাগুণ না বুঝিয়া স্বাদু হইলেই তাহা অধিক পরিমাণে খাইতে চাহে। এ জন্য পিতামাতার এ বিষয়ে অতি-সাবধান হওয়া আবশ্যক। যাহাতে শিশু লোভী না হয় এবং আহারীয় দ্রব্যাদি দর্শন করিলেই খাইতে না চাহে, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। অত্যধিক আহার করিলে যে কেবল শারীরিক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এমন নহে, ইহা-দ্বারা মানসিক বৃত্তিসকলও প্রখর হইতে পারে না।

(খ) জিঘাংসা।—বাল্যাবস্থার পূর্ব্বেই অনেকের এই প্রবৃত্তি অতিবলবতী হইয়া উঠে, এবং এই বয়সে জীবনী-শক্তির আধিক্যকেই ইহার মুখ্য কারণ বলিতে হইবে। এ সময়ে বিপদ্‌কে বিপদ্ বলিয়া বোধ হয় না, সাহসের পরিসীমা থাকে না, এবং কি মনুষ্য, কি ইতর জন্তু—কাহারও সহিত ব্যবহারে মনে সন্দেহের লেশমাত্র উদয় হয় না। এরূপ স্বভাব এক পক্ষে বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অন্যান্য বৃত্তির অধীন হইয়া না চলিলে, পরে ইহা-দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, হিংসা প্রভৃতি বৃত্তিতে এই সময়ের জীবনী-শক্তি চালিত না করিয়া, শারীরিক পরিশ্রম, ক্লেশসাধ্য কার্য্য-সম্পাদন এবং বাল্যাবস্থায় কিঞ্চিৎ মানসিক চিন্তা-দ্বারা উহা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিবে। নিরাশ্রয় ইতর জন্তু-দিগের প্রতি বালকেরা সচরাচর অতিনিষ্ঠুর আচরণ করিয়া থাকে। অতিসামান্য জীবকেও বিনা কারণে আঘাত করিতে দেখিলে, উহা হইতে যে বালককে কেবল নিবৃত্ত করা উচিত, এমন নহে ; যাহাতে পুনরায় ঐরূপ আচরণ না করে, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে যত্নবান্ হইবে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এ বয়সে কি সৎকর্ম্ম, কি দুষ্কর্ম্ম, শিশুরা যাহা দেখে, তাহারই অনুকরণ করিতে চাহে। এ জন্য বলিদান প্রভৃতি নিষ্ঠুরতার কার্য্য ইহাদিগকে কখনই দেখান উচিত নহে।

কখন কখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাটীর মধ্যে এক বালক অপর বালককে আঘাত করিলে, আহত বালককে আঘাত-কারীর প্রতি আঘাত করিতে বলা হয়। এরূপ আচরণ নিতান্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিষিদ্ধ; ইহাতে কেবল প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি বলবতী হয় ও বালকদ্বয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা জন্মে। বিদ্যালয়ে যে কখন কখন এক বালককে অপর বালকের কান মলিয়া দিতে আদেশ করা হয়, তাহা যে কতদূর অন্যায়, তাহা বলিতে পারা যায় না। তাড়না করা আবশ্যক হইলে পিতামাতা বা শিক্ষক স্বয়ং তাড়না করিবেন; ভ্রাতা, ভগিনী বা সহাধ্যায়ী বালকদিগের মধ্যে একজনের দ্বারা অপরকে প্রহার করাইলে, পরস্পরে কোন ক্রমেই সদ্ভাব থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রবৃত্তির উগ্রতাবশতঃই অনেক স্থলে শিশুরা গৃহের দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া ফেলে। শিশুর এরূপ স্বভাব-দ্বারা বিশেষ অপকার হউক বা না হউক, যাহাতে উহা ক্রমে প্রবল হইয়া না উঠে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবে। কখন কখন শিশু এইরূপ অপকার করিলে, স্নেহবশতঃ মাতা উহার প্রতি লক্ষ্য করেন না, কিন্তু উহা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিলে, পরে যে কত অনিষ্টকর হয়, তাহা বিবেচনা করা উচিত।

(গ) গোপন করিবার ইচ্ছা।—যাহাদের উপর সন্তান-প্রতি-পালনের ভার অর্পিত হয়, শিশুর এই প্রবৃত্তির প্রতি তাহাদের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। যদিচ সর্ব্বদা মনোমধ্যে যাহা উদয় হয়, তাহা গোপন রাখা উচিত বলিয়া এই বৃত্তি বিশেষ উপকারক, কিন্তু ইহা হইতে, বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায়, অনেক অপকার হইয়া থাকে। কি বালক, কি যুবা, উপযুক্ত নীতিশিক্ষা না পাইলে, নিজের সুবিধার জন্য মিথ্যা কহিতে সঙ্কুচিত হয় না, এ জন্য অতি-শৈশবাবস্থা হইতেই মিথ্যার দোষ ও সত্যের গুণ উহাদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। সক্রোধে শিশুকে তাড়না

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিলে অনেকস্থলে নিজের দোষ গোপন করিবার জন্য বা আঘাতের ভয়ে শিশুরা মিথ্যা কহিয়া থাকে; তজ্জন্য যাহাতে পিতামাতা বা শিক্ষককে দেখিয়া ভয় প্রাপ্ত না হয়, উহাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিবে। তাড়না না করিলে যদ্যপি শিশু দুরন্ত হয়, তাহাও ভাল; কিন্তু তাড়নার ভয়ে সুবোধ হয়, অথচ মিথ্যা কহে, তাহা কোন ক্রমেই প্রার্থনীয় নহে। কাল্পনিক গল্পের দ্বারা শিশুকে সান্ত্বনা বা ভয় প্রদর্শন করিবার প্রথা প্রায় সকল বাটীতেই প্রচলিত আছে। এই উপায়-দ্বারা কখন কখন আশু উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাতে শিশু ক্রমে মিথ্যাবাদী হইয়া উঠে, তজ্জন্য এই প্রথাকে অতিকুপ্রথা বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। যে কোন কারণেই হউক, যেরূপ সুবিধার জন্যই হউক, মিথ্যা বলাই দূষণীয়, বিশেষতঃ শিশুর নিকটে মিথ্যা বলা নিতান্ত গর্হিত।

(ঘ) অর্জ্জন-স্পৃহা।—এই দ্রব্যটি নিজের, এই দ্রব্যটি পরের, আপনার দ্রব্যটি রক্ষা করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত, এই সকল সংস্কার অর্জ্জন-স্পৃহা-মধ্যে গণ্য। অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত ইহা অতি-প্রয়োজনীয়, কিন্তু বলবতী হইয়া উঠিলে ইহার প্রভাবে স্বার্থপরতা অত্যন্ত প্রবল হয়। শিশুরা আহারীয় বা ক্রীড়ার কোন উত্তম দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে, উহা প্রায় অপরকে দিতে চাহে না। উহাদের নিজের দ্রব্যাদির প্রতি যত্নবান্ হইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত, কিন্তু তাহা বলিয়া আবশ্যক হইলে অপরকে, বিশেষতঃ ভাই-ভগিনীকে উহা দিতে অসম্মত হওয়াও উচিত নহে। এই দ্রব্য নিজের, এই দ্রব্য পরের—এরূপ প্রভেদ করিতে এমন প্রকারে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক যে, উহারা যেন আপনার ব্যতীত পরের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্রব্য লইতে না চাহে। কিন্তু যাহাতে আপনার দ্রব্য অপরকে দিতে কষ্টবোধ না করে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(ঙ) সাবধানতা।—অকারণ আপদ্-বিপদে পতিত হইতে না দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু এই প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া যাহাতে শিশুর স্বভাব ভীরু না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবে। অবিবেচক লোকেই কেবল আমোদের জন্য ভয়ঙ্কর জন্তু বা ভূত-প্রেতাদির গল্প করিয়া শিশুকে ভয় প্রদর্শন করে। ইহাতে যে কেবল স্বভাব ভীরু হইয়া ক্রমে সে নিতান্ত কাপুরুষ হইয়া উঠে, এমন নহে; অনেক স্থলে এই কারণে নানাপ্রকার শারীরিক পীড়াও জন্মে।

সৎকর্ম্মের জন্যই কেবল আপদ্-বিপদ্ অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে, শিশুকে এইরূপ শিক্ষা দিবে। যে স্থলে কোন উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই, কেবল সাহস-প্রকাশ করাই প্রধান উদ্দেশ্য, সে স্থলে বিপদে পড়া উচিত নহে। নিরাশ্রয় ব্যক্তির প্রাণ-রক্ষা করিবার জন্য নিজের কিঞ্চিৎ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও জলে ঝাঁপ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কেবল নিজের ক্ষমতা-প্রকাশ করিবার জন্য অধিক দূর সাঁতার দিতে প্রবৃত্ত হওয়া মূর্খের কার্য্য। শিশুকে সচ্চরিত্র ও মনুষ্য-নামের যোগ্য করিতে হইলে যাহাতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহের অধীন থাকে, সেইরূপ চেষ্টা করিবে।

(চ) দয়া।—দয়ার ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি আর নাই। কেবল উপদেশ-দ্বারা শিশুকে ইহা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না। দয়ার পাত্রের সংসর্গে না আসিলে, ইহা যে কি পর্য্যন্ত আবশ্যক, ও ইহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে, মন যে কত দূর পর্য্যন্ত

 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তৃপ্ত হয়, তাহা জানিতে পারা যায় না। দরিদ্রকে দান করিতে হইলে, বাটীতে বালকবালিকা থাকিলে, উহাদের হস্ত-দ্বারাই বিতরণ করা উচিত। হীনাবস্থার লোকদিগের পক্ষে অর্থ-দান করা অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যাহাতে শিশুরা আচার-ব্যবহারে দুরবস্থার লোকদিগের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য না করে, কি ধনী, কি দরিদ্র—সকলেরই এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

(ছ) অধীন লোকের প্রতি অসদ্ব্যবহার।—অধীন লোক ও দাসদাসীর প্রতি যাহাতে বালকবালিকারা অসদ্ব্যবহার না করে, পিতামাতা যেন তাহাতে সর্ব্বদা সতর্ক হয়েন। তোমাদের কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতেছে বলিয়াই যে ঐ সকল লোকের আত্মগৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে, এমন বিবেচনা করা উচিত নহে। যে অবস্থার লোক হউক না কেন, অবজ্ঞাতে যেরূপ হৃদয় পীড়িত হয়, তদ্রূপ প্রায় আর কিছুতেই হয় না। সচরাচর বাটীর লোকে দাসদাসীর প্রতি দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ ও অবজ্ঞা করাতেই সন্তানের স্বভাব ঐরূপ হইয়া উঠে। অতএব অপর কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবল শিশুর মঙ্গলার্থ ঐরূপ আচরণ হইতে নিবৃত্ত হইবে। অধিকন্তু প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিলে উহারা শিশুর প্রতি যেরূপ অনুরক্ত ও উহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠে, অন্য কোন কারণে তদ্রূপ হইতে পারে না।

(জ) নম্রতা।—বাল্যাবস্থা হইতেই যাহাতে শিশুর স্বভাব উদ্ধত না হয়, এবং পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি ভক্তি থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। বিদ্যাভ্যাসের সময়ে স্বভাব উদ্ধত হইলে, বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যাঁহাদের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইতে হইবে, যাঁহারা সর্ব্বদা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বালকের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের নিকট নম্রস্বভাব না হইলে এবং তাঁহাদের যোগ্যতার প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে কখনই সম্যক্ রূপে উপকৃত হইতে পারা যায় না। কেবল বালকের নিজের উপকারের জন্যই যে এইরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক, এমন নহে; ইহা ব্যতীত মানবসমাজও রক্ষা হইতে পারে না। বিদ্যা, বুদ্ধি বা পদ-দ্বারা যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সম্মান না করিলে, কুশলে সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নহে।

কিন্তু অর্থ, চাটুকারিতা ও বলবীর্য্য প্রভৃতি-দ্বারাও অনেকে সমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। বালকদিগকে এই সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত ব্যক্তিদিগকে সম্মান করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। এরূপ অভ্যাস হইলে বরং নীচত্ব প্রকাশ পায়। বুদ্ধিবৃত্তি বা উৎকৃষ্ট মানসিক বৃত্তিসকল চালনা করিয়া যাঁহারা বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, সমাজ তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করুক বা না করুক, তাঁহারাই মাননীয়, এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিয়াই বালকদিগকে কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

কখন কখন শিক্ষকের অপটুতা-দর্শনে বালকেরা, সম্মুখে না পারাতে, গোপনে উঁহাকে উপহাস করে; এই কু-অভ্যাস অতিশয় গর্হিত এবং পিতামাতা ইহাতে সতর্ক না হইলে, কোন দিন তাঁহাদিগকেও যে উহারা উপহাস করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেবমন্দির

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[চব্বিশ-পরগনার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা যাদবচন্দ্র অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। যাদবচন্দ্রের চারি পুত্র—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ও হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইলে, ইনি পর বৎসরই উক্ত কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সঙ্গে সঙ্গেই ইনি গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন।

ইনি পঠদ্দশাতেই পদ্যরচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে 'প্রভাকর' ও অন্যান্য সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিতেন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছেই ইঁহার বাঙ্গালা লেখার হাতেখড়ি। এই সময় ইনি 'ললিতা ও মানস' নামক একখানি, ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক রচনা করেন। ইহার অনেক দিন পরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকখানির নাম এই: দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, আনন্দমঠ, রজনী, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, রাজসিংহ, ইন্দিরা, কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব। ইনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' নামক একখানি নূতন ধরনের উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫৬ বৎসর বয়সে ইনি স্বর্গারোহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক ও ঔপন্যাসিক।]

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা-বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশগগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমত ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত-সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।

অল্পকালমধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিয়া ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্যসংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময় একবার বিদ্যুৎ-প্রকাশ হওয়াতে, পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে, এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লাফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন। অবতরণমাত্র জানিতে পারিলেন যে, প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর সংস্রবে ঘোটকের চরণ স্খলিত হইয়াছিল; অতএব নিকটে আশ্রয়স্থান আছে জানিয়া, অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন। নিজে অন্ধকারে সাবধানে সোপানমার্গে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাড়িতালোকে জানিতে পারিলেন যে, সম্মুখস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির। কৌশলে মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেখিলেন যে, দ্বার রুদ্ধ; হস্তমার্জ্জনে জানিলেন, দ্বার বহির্দ্দিক্ হইতে রুদ্ধ হয় নাই।

এই জনহীন প্রান্তরস্থিত মন্দিরে, এমত সময়ে, কে ভিতর হইতে অর্গল আবদ্ধ করিল, এই চিন্তায় পথিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। মস্তকোপরি প্রবলবেগে ধারাপাত হইতেছিল, সুতরাং যে কোন ব্যক্তি দেবালয়-মধ্য-বাসী হউক, পথিক ভূয়োভূয়ঃ বলদর্পিত করাঘাত করিতে লাগিলেন কেহই দ্বারোন্মোচন করিতে আসিল না। ইচ্ছা, পদাঘাতে কবাট মুক্ত করেন, কিন্তু দেবালয়ের পাছে অমর্য্যাদা হয়, এই আশঙ্কায় পথিক ততদূর করিলেন না; তথাপি তিনি কবাটে যে দারুণ করপ্রহার করিতেছিলেন, কাষ্ঠের কবাট তাহা অধিকক্ষণ সহিতে পারিল না, অল্পকালেই অর্গলচ্যুত হইল। দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনি মন্দিরমধ্যে অস্ফুট চীৎকার-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, ও তন্মুহূর্ত্তে মুক্তদ্বারপথে ঝটিকা-বেগ প্রবাহিত হওয়াতে, তথায় যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল। মন্দিরমধ্যে মনুষ্যই বা কে আছে, দেবই বা কি মূর্ত্তি, প্রবিষ্ট ব্যক্তি তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আপনার অবস্থা এইরূপ দেখিয়া নির্ভীক যুবাপুরুষ কেবল হাস্য করিয়া, প্রথমতঃ ভক্তিভাবে মন্দিরমধ্যস্থ অদৃশ্য দেবমূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া, অন্ধকারমধ্যে ডাকিয়া কহিলেন, "মন্দিরমধ্যে কে আছ?" কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না, কিন্তু অলঙ্কার-ঝঙ্কারশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, বৃষ্টিধারা ও ঝটিকা-প্রবেশরোধার্থ দ্বার যোজিত করিলেন এবং ভগ্নার্গলের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিবর্তে আত্মশরীর দ্বারে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "যে কেহ মন্দিরমধ্যে থাক, শ্রবণ কর; এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। বিঘ্ন করিলে যদি পুরুষ হও, তবে ফল ভোগ করিবে; আর যদি স্ত্রীলোক হও, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও, রাজপুতহস্তে অসিচর্ম্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।"

"আপনি কে?"

বামাস্বরে মন্দিরমধ্য হইতে এই প্রশ্ন হইল। শুনিয়া সবিস্ময়ে পথিক উত্তর করিলেন, "স্বরে বুঝিতেছি, এ প্রশ্ন কোন সুন্দরী করিলেন। আমার পরিচয়ে আপনার কি হইবে?"

মন্দিরমধ্য হইতে উত্তর হইল, "আমরা বড় ভীত হইয়াছি।"

যুবক তখন কহিলেন, "আমি যে-ই হই, আমাদিগের আত্মপরিচয় আপনারা দিবার রীতি নাই। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে, অবলাজাতির কোন প্রকার বিঘ্নের আশঙ্কা নাই।"

রমণী উত্তর করিল, "আপনার কথা শুনিয়া আমার সাহস হইল, এতক্ষণ আমরা ভয়ে মৃতপ্রায় ছিলাম। এখনও আমার সহচরী অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা রহিয়াছেন। আমরা সায়াহ্নকালে এই শৈলেশ্বর শিবপূজার জন্য আসিয়াছিলাম। পরে ঝড় আসিলে, আমাদিগের বাহক ও দাস-দাসীগণ আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারি না।"

যুবক কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না, আপনারা বিশ্রাম করুন; কাল প্রাতে আমি আপনাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিব।" রমণী কহিল, "শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

অর্দ্ধরাত্রে ঝটিকা-বৃষ্টি নিবারিত হইলে, যুবক কহিলেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"আপনারা এইখানে কিছুকাল কোনরূপে সাহসে ভর করিয়া থাকুন। আমি একটা প্রদীপ-সংগ্রহের জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাই।"

এই কথা শুনিয়া যে কথা কহিতেছিল, সে কহিল, "মহাশয়, গ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না। এই মন্দিরের রক্ষক একজন ভৃত্য অতি নিকটেই বসতি করে; জ্যোৎস্না প্রকাশ হইয়াছে; মন্দিরের বাহির হইতে তাহার কুটীর দেখিতে পাইবেন। সে ব্যক্তি একাকী প্রান্তরমধ্যে বাস করিয়া থাকে, এজন্য সে গৃহে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিবার সামগ্রী রাখে।"

যুবক এই কথানুসারে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে দেবালয়-রক্ষকের গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহদ্বারে গমন করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। মন্দির-রক্ষক ভয়-প্রযুক্ত দ্বারোদ্ঘাটন না করিয়া, প্রথমে অন্তরাল হইতে কে আসিয়াছে দেখিতে লাগিল। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে পথিকের কোন দস্যুলক্ষণ দৃষ্ট হইল না, বিশেষতঃ তৎস্বীকৃত স্বর্ণমুদ্রার লোভ সংবরণ করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। সাত-পাঁচ ভাবিয়া মন্দির-রক্ষক দ্বার খুলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিল।

পান্থ প্রদীপ আনিয়া দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সেই মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে দুই জন মাত্র কামিনী। যিনি নবীনা, তিনি দীপ দেখিবামাত্র সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হইয়া বসিলেন। পরন্তু তাঁহার অনাবৃত প্রকোষ্ঠে হীরকমণ্ডিত চূড় এবং বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত পরিচ্ছদ, তদুপরি রত্নাভরণপারিপাট্য দেখিয়া পান্থ নিঃসন্দেহ জানিতে পারিলেন যে এই নবীনা হীনবংশসম্ভূতা নহেন। দ্বিতীয়া রমণীর পরিচ্ছদের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অপেক্ষাকৃত হীনার্ঘতায় পথিক বিবেচনা করিলেন যে, ইনি নবীনার সহচারিণী দাসী হইবেন ; অথচ সচরাচর দাসীর অপেক্ষা সম্পন্না। বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ বোধ হইল। সহজেই যুবাপুরুষের উপলব্ধি হইল যে, বয়োজ্যেষ্ঠারই সহিত তাঁহার কথোপকথন হইতেছিল। তিনি সবিস্ময়ে ইহাও পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে, তদুভয়মধ্যে কাহারও পরিচ্ছদ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নহে ; উভয়েই পশ্চিমদেশীয় অর্থাৎ হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের বেশধারিণী। যুবক মন্দিরাভ্যন্তরে উপযুক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিয়া রমণীদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার শরীরোপরি দীপরশ্মি-সমূহ প্রপতিত হইলে রমণীরা দেখিলেন যে, পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে ; শরীর এতাদৃশ দীর্ঘ যে, অন্যের তাদৃশ দৈর্ঘ্য অসৌষ্ঠবের কারণ হইত। কিন্তু যুবকের বক্ষোবিশালতা এবং সর্ব্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনগুণে, সে দৈর্ঘ্য অলৌকিক শ্রী-সম্পাদক হইয়াছে। প্রাবৃট্-সম্ভূত-নবদূর্ব্বাদল-তুল্য, অথবা তদধিক মনোজ্ঞ কান্তি ; বসন্তপ্রসূত-নবপত্রাবলী-তুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপুত জাতির পরিচ্ছদ শোভা করিতেছিল, কটিদেশে কটিবন্ধে কোষসম্বদ্ধ অসি, দীর্ঘ করে দীর্ঘ বর্শা ছিল ; মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি একখণ্ড হীরক ; কর্ণে মুক্তা-সহিত কুণ্ডল ; কণ্ঠে রত্নহার।

পরস্পর সন্দর্শনে উভয় পক্ষই পরস্পরের পরিচয়ের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু কেহই প্রথমে পরিচয়-জিজ্ঞাসার অভদ্রতা স্বীকার করিতে সহসা ইচ্ছুক হইলেন না।

---

1. Short Story.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেবী চৌধুরাণী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নিশি ব্রজেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া দেবীর শয্যাগৃহে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিল, শয়নঘর দরবারের কামরার মত অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত। বেশীর ভাগ একখানা স্থবর্ণমণ্ডিত মুক্তার ঝালরযুক্ত ক্ষুদ্র পালঙ্ক আছে। কিন্তু ব্রজেশ্বরের সে সকল দিকে চক্ষু ছিল না। এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী প্রথিতনাম্নী দেবীকে দেখিবে। দেখিল, কামরার ভিতর অনাবৃত কাষ্ঠের উপর বসিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী একটি স্ত্রীলোক। নিশি ও সাগরে ব্রজেশ্বর যে চাঞ্চল্যময়তা দেখিয়াছিল, ইহাতে তাহার কিছুই নাই। এ স্থিরা, ধীরা, নিম্নদৃষ্টি—লজ্জাবনতমুখী। নিশি ও সাগর, বিশেষতঃ নিশি সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কারমণ্ডিতা, বহুমূল্য বসনে আবৃতা—কিন্তু ইহার তা কিছুই নাই। দেবী ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের ভরসায় বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু সাক্ষাতের সময় উপস্থিত হইলে, দেবী সে সকলই ত্যাগ করিয়া সামান্য বস্ত্র পরিয়া হাতে কেবল একখানিমাত্র সামান্য অলঙ্কার রাখিয়া ব্রজেশ্বরের প্রতীক্ষা করিতেছিল; প্রথমে নিশির বুদ্ধিতে দেবী ভ্রমে পড়িয়াছিল। শেষে বুঝিতে পারিয়া আপনা আপনি তিরস্কার করিয়াছিল, "ছি! ছি! ছি! কি করিয়াছি! ঐশ্বর্য্যের ফাঁদ পাতিয়াছি!" তাই এ বেশ-পরিবর্ত্তন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রজেশ্বরকে পৌঁছাইয়া দিয়া নিশি চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর প্রবেশ করিলে দেবী গাত্রোত্থান করিয়া ব্রজেশ্বরকে প্রণাম করিল। দেখিয়া ব্রজেশ্বর আরও বিস্মিত হইল—কই, আর কেহ ত প্রণাম করে নাই? দেবী তখন ব্রজেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইল—ব্রজেশ্বর দেখিল, যথার্থ দেবীমূর্ত্তি! এমন আর কখনও দেখিয়াছে কি? হাঁ, ব্রজ আর একবার এমনই দেখিয়াছিল। সে আরও মধুর,—কেননা, দেবীমূর্ত্তি তখন বালিকার মূর্ত্তি—ব্রজেশ্বরের তখন প্রথম-যৌবন। হায়! এ যদি সেই হইত! এ মুখ দেখিয়া ব্রজেশ্বরের সে মুখ মনে পড়িল, কিন্তু দেখিল, এ মুখ সে মুখ নহে। তার কি কিছুই এতে নাই? আছে বৈকি—কিছু আছে। ব্রজেশ্বর তাই অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। সে ত অনেক দিন মরিয়া গিয়াছে—তবে মানুষে মানুষে কখন কখন এমন সাদৃশ্য থাকে যে, একজনকে দেখিলে আর একজনকে মনে পড়ে। এ তাই, না, ব্রজ?

ব্রজ তাই মনে করিল। কিন্তু সেই সাদৃশ্যে হৃদয় ভরিয়া গেল—ব্রজের চক্ষে জল আসিল, পড়িল না। তাই দেবী সে জল দেখিতে পাইল না। দেখিতে পাইলে আজ একটা কাণ্ডকারখানা হইয়া যাইত। দুইখানা মেঘেই বৈদ্যুতি ভরা।

প্রণাম করিয়া, নিম্ননয়নে দেবী বলিতে লাগিল, "আমি আপনাকে আজ জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বড় কষ্ট দিয়াছি। কেন এমন কুকর্ম্ম করিয়াছি, শুনিয়াছেন। আমার অপরাধ লইবেন না।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "আমার উপকারই করিয়াছেন।"

বেশী কথা বলিবার ব্রজেশ্বরের শক্তি নাই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেবী আরও বলিল, "আপনি আমার এখানে দয়া করিয়া জলগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার বড় মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। আপনি কুলীন—আপনারও মর্য্যাদা রাখা আমার কর্ত্তব্য। আপনি আমার কুটুম্ব। যাহা মর্য্যাদাস্বরূপ আমি আপনাকে দিতেছি, তাহা গ্রহণ করুন।"

ব্র। স্ত্রীর মত কোন্ ধন? আপনি তাই আমাকে দিয়াছেন, ইহার বেশী আর কি দিবেন?

ও ব্রজেশ্বর! কি বলিলে? স্ত্রীর মত ধন আর নাই? তবে বাপবেটায় মিলিয়া প্রফুল্লকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে কেন?

পালঙ্কের পাশে একটি রূপার কলসী ছিল, তাহা টানিয়া বাহির করিয়া দেবী ব্রজেশ্বরের নিকটে রাখিল; বলিল, "ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে।"

ব্র। আপনার বজরায় এত সোণা-রূপার ছড়াছড়ি যে, এই কলসীটা নিতে আপত্তি করিলে সাগর আমায় বকিবে। কিন্তু একটা কথা আছে—

কথাটা কি, দেবী বুঝিল, বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এ চুরি-ডাকাইতির নহে। আমার নিজের কিছু সঙ্গতি আছে—শুনিয়া থাকিবেন। অতএব গ্রহণপক্ষে কোন সংশয় করিবেন না।"

ব্রজেশ্বর সম্মত হইল—কুলীনের ছেলের আর অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের "বিদায়" বা "মর্য্যাদা"-গ্রহণে লজ্জা ছিল না—এখনও বোধ হয় নাই। কলসীটা বড় ভারী ঠেকিল, ব্রজেশ্বর সহজে তুলিতে পারিল না; বলিল, "এ কি এ? কলসীটা নিরেট না কি?"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেবী। টানিবার সময়ে উহার ভিতর শব্দ হইয়াছিল—নিরেট সম্ভবে না।

ব্র। তাই ত! এতে কি আছে?

কলসীতে ব্রজেশ্বর হাত পূরিয়া তুলিল—মোহর! কলসী মোহরে পরিপূর্ণ।

ব্র। এগুলি কিসে ঢালিয়া রাখিব?

দেবী। ঢালিয়া রাখিবেন কেন? এগুলি সমস্তই আপনাকে দিয়াছি।

ব্র। কি?

দেবী। কেন?

ব্র। কত মোহর আছে?

দেবী। তেত্রিশ শ।

ব্র। তেত্রিশ শ মোহরে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর। সাগর আপনাকে টাকার কথা বলিয়াছে?

দেবী। সাগরের মুখে শুনিয়াছি, আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

ব্র। তাই দিতেছেন?

দেবী। টাকা আমার নহে, আমার দান করিবার অধিকার নাই। টাকা দেবতার, দেবত্রা আমার জিম্মা। আমি আমার দেবত্রা-সম্পত্তি হইতে আপনাকে এই টাকা কর্জ্জ দিতেছি।

ব্র। আমার এ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন পড়িয়াছে—বোধ হয়, চুরি-ডাকাইতি করিয়াও যদি আমি এ টাকা সংগ্রহ করি, তাহা হইলেও অধর্ম্ম হয় না; কেননা, এ টাকা নহিলে আমার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাপের জাতিরক্ষা হয় না। আমি এ টাকা লইব। কিন্তু কবে পরিশোধ করিতে হইবে?

দেবী। দেবতার সম্পত্তি, দেবতা পাইলেই হইল। আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনিলে পর, ঐ টাকার আসল আর এক মোহর সুদ দেব-সেবায় ব্যয় করিবেন।

ব্র। সে আমারই ব্যয় করা হইবে। সে আপনাকে ফাঁকি দেওয়া হইবে। আমি ইহাতে স্বীকৃত নহি।

দেবী। আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপে পরিশোধ করিবেন।

ব্র। আমার টাকা জুটিলে আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

দেবী। আপনার লোক কেহ আমার কাছে আসিবে না, আসিতে পারিবে না।

ব্র। আমি নিজে টাকা লইয়া আসিব।

দেবী। কোথায় আসিবেন? আমি একস্থানে থাকি না।

ব্র। যেখানে বলিয়া দিবেন।

দেবী। দিন ঠিক করিয়া বলিলে, আমি স্থান ঠিক করিয়া বলিতে পারি।

ব্র। আমি মাঘ-ফাল্গুনে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব। কিন্তু একটু বেশী করিয়া সময় লওয়া ভাল। বৈশাখ মাসে টাকা দিব।

দেবী। তবে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রাত্রে এই ঘাটেই টাকা আনিবেন। সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত আমি এইখানে থাকিব। সপ্তমীর চন্দ্রাস্তের পর আসিলে আমার দেখা পাইবেন না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইল। তখন দেবী পরিচারিকাদিগকে আজ্ঞা দিল, মোহরের ঘড়া ছিপে উঠাইয়া দিয়া আইসে। পরিচারিকারা ঘড়া ছিপে লইয়া গেল; ব্রজেশ্বরও দেবীকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আশীর্ব্বাদ করিয়া ছিপে যাইতেছিল, তখন দেবী নিষেধ করিয়া বলিল, "আর একটা কথা বাকী আছে। এ ত কর্জ্জ দিলাম—মর্য্যাদা দিলাম কই ?"

ব্র। কলসীটা মর্য্যাদা।

দেবী। আপনার যোগ্য মর্য্যাদা নহে। যথাসাধ্য মর্য্যাদা রাখিব।

এই বলিয়া দেবী আপনার আঙ্গুল হইতে একটা আঙ্গটি খুলিল। ব্রজেশ্বর তাহা গ্রহণ করিবার জন্য সহাস্য-বদনে হাত পাতিল। দেবী হাতের উপর আঙ্গটি ফেলিয়া দিল না—ব্রজেশ্বরের হাতখানি ধরিল—আপনি আঙ্গটি পরাইয়া দিবে।

---

1. Describe Conversational story between Devi and Brajeswar.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ম্যাক্সমূলার

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিলাত গিয়া ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবাসীর মধ্যে প্রথম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি গীতা ও মেঘদুতের বাঙ্গালা অনুবাদ করেন এবং 'বোম্বাই-চিত্র' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইঁহার রচিত ঈশ্বর-বিষয়ক সঙ্গীতগুলি বহুজন-প্রশংসিত। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সময় প্রোফেসার ম্যাক্সমূলার আমার সংস্কৃতের পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষান্তে যখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই, তখন তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে ও আমার স্বর্গীয় পিতামহ ও পিতৃদেব-সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা বলেন।

ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর প্রেমাকর্ষণ সর্ব্বপ্রথমে কিরূপে হয়, সে বিষয়ে তিনি বলেন যে, অতি শৈশবকাল হইতে লোকমুখে ভারতবর্ষের নানা প্রকার বিবরণ শুনে তিনি সেটাকে একটা স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় জ্ঞান করতেন। রূপকথায় যেমন থাকে যে, যোদ্ধা একদিন হঠাৎ স্বপ্ন দেখলেন যে, কোন অজানা দেশে এক পরমা সুন্দরী কন্যা বন্দীভাবে বাস করছে, তাই দেখে যোদ্ধার মন এমন বিচলিত হ'ল যে, কত খোঁজ ক'রে, যুদ্ধ ক'রে যতদিন না তার উদ্ধার-সাধন করতে পারতেন, ততদিন যেমন নিশ্চিন্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

থাকতেন না, তেমনি ভারতবর্ষকেও তিনি তাঁর স্বপ্নরাজ্যের সুন্দরী ব'লে কল্পনা করতেন। তার পর যখন তাঁর দশ বৎসর বয়স, তখন তাঁর স্কুলের কপিবুকের মলাটে হঠাৎ একদিন কাশীর স্নানের ঘাটের চিত্র দেখে স্বপ্নাবিষ্টের মত সেই দিকে চেয়ে ব'সে রইলেন। চিত্রটি যদিও বিশেষ পরিস্ফুট ছিল না, তবু সে ছবিখানি তাঁর বেশ মনে ছিল। তিনি বল্লেন, "কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বাস্তবিক তখন আমার কতটুকু জ্ঞান ছিল? কেবল এই শুনেছিলাম যে, ভারতবাসীরা কৃষ্ণকায়, তারা বিধবাদের জ্বলন্ত চিতায় অর্পণ করে, আর স্বর্গলাভ করবার জন্য জগন্নাথদেবের রথচক্রের তলে নিজেদের নিক্ষেপ ক'রে শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে। আমার কপিবুকের চিত্রে কিন্তু দেখিলাম যে, তারা বেশ লম্বা এবং সুশ্রী। আর গঙ্গাতীরে যে সকল মন্দিরাদি অঙ্কিত ছিল, তাদের সৌষ্ঠব ও উচ্চ চূড়াগুলিতে এমন একটি মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছিল যে, আমার স্বদেশের গির্জ্জা ও প্রাসাদগুলি তাদের নিকট হীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিজের কল্পনায় মগ্ন হ'য়ে ব'সে আছি, এমন সময় হঠাৎ আমার শিক্ষকম'শায় এসে কাণটি ঝাকিয়ে দিয়ে বল্লেন যে এতক্ষণ কুড়েমি ক'রে ব'সে থাকার দরুন আমাকে আরও অনেকগুলি পাতা কপি করতে হবে। এই তো গেল ভারতের সঙ্গে আমার প্রথম সকরুণ পরিচয়!

"তার পর বহু বৎসর কেটে গেল। ১৮৪১ সালে আমি যখন লিপ্‌সিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি, তখন আমার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হ'বার লক্ষণ দেখা গেল। একদিন শুনলাম যে, সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্য নূতন শ্রেণী খোলা হয়েছে এবং প্রোফেসার ব্রক্‌হস্ ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে লেক্‌চার দেবেন। আমি রীতিমত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সংস্কৃত-শিক্ষা আরম্ভ ক'রে দিলাম এবং নলোপাখ্যান, শকুন্তলা ও ঋগ্বেদের কতক অংশ পড়তে শিখবার পর বার্লিন ও তৎপরে প্যারিসে সংস্কৃত-চর্চ্চা করতে যাই।

"সেই সময় ভারতবর্ষ দেখবার ইচ্ছা আমার বড়ই প্রবল হয়েছিল। য়ুরোপীয় ছাত্রদের যেমন রোম অথবা এথেন্স দেখবার একটা তীব্র স্পৃহা থাকে, আমারও তেমনি একবার ভারতবর্ষ দর্শন ক'রে কাশীর পবিত্র গঙ্গায় স্নান করবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু তখন তাহা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল, কারণ একে তো তখন ভারতবর্ষ ছিল ছয় মাসের পথ, তার উপর অধিক ব্যয়সাধ্য। ভারতের মুখ দর্শন করা জীবনে আমার ভাগ্যে ঘটিল না। যৌবনকালে অর্থাভাবে যাওয়া ঘটে নাই এবং পরে যদিও আমার ভারতীয় বন্ধুদের দ্বারা বারবার নিমন্ত্রিত হয়েছি, কিন্তু একে বৃদ্ধকাল, তায় নানা কর্ত্তব্য-কর্ম্মে জড়িত হয়ে পড়ে এই সব ছাড়িয়ে যাওয়া দুর্ঘট হ'ল। তা ছাড়া শুধু ভারতবর্ষ একবার বেড়িয়ে এলেই তো আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ত না। অন্ততঃ দুই তিন বৎসর সেখানে বাস করতে না পারলে, ভাষাগুলি ভাল ক'রে শিখতে না পারলে এবং দেশীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করতে না পারলে আমার পক্ষে ভারতভ্রমণ বৃথা হ'ত। আমার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তো শুধু উপর থেকে নয়, তাহা বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়ে। কেবল যদি কলিকাতা বা বোম্বাই ঘুরে আসা আমার উদ্দেশ্য হ'ত, তাহ'লে তো বিলাতের অক্সফোর্ড বা বণ্ড ষ্ট্রীট একবার বেড়িয়ে এলেই হয়!

"কিন্তু যদিও আমি কোন দিন ভারতে পদার্পণ করিনি, তথাপি সৌভাগ্যবশতঃ য়ুরোপে ভারতের কয়েকজন অসাধারণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রতিভাশালী ও সুযোগ্য সন্তানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। অনেকে আমাকে বলেন যে, এই সকল মহৎ-চরিত্র ব্যক্তিগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ায়, ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে আমার একটা ভুল ধারণা জন্মেছে; কারণ সর্ব্ববিষয়ের উৎকৃষ্টতা দেখলাম, কিন্তু নিকৃষ্টতা কিছু জানতে পারলাম না। আমার মনে হয়—তাতে ক্ষতি কি? ভারতবাসীর চরিত্রের চরমোৎকর্ষ যে কতদূর হ'তে পারে তাহা তো দেখলাম। অবশ্য আমি এমন আশা করি না যে, একটা সমগ্র জাতি কেবল রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, মালাবারী বা রমাবাইয়ের ছাঁচে ঢালা হবে, কিন্তু তা ব'লে, যে দেশের মধ্যে থেকে এই সব মহৎ-চরিত্র লোক জন্মগ্রহণ করেছেন, সে দেশের জাতীয় চরিত্র উপেক্ষা করবার নয়।

"৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসীরা এমন অবাধে ভ্রমণ করত না। কালাপানি পার হওয়ার বিভীষিকা তখন খুব প্রবল ছিল; সুতরাং ১৮৪৪ সালে যখন একদিন সহরময় রাষ্ট্র হ'ল যে, ভারতের একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু প্যারিসে এসেছেন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোটেলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহে বাস করছেন, তখন প্যারিসে হুলস্থূল পড়ে গেল এবং আমারও তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি তখন কলেজ ডি ফ্রান্সে প্রোফেসার বারনুফের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করতাম, এবং যখন দেখলাম যে, নবাগত ভদ্রলোকটি আমারই এই প্রোফেসারের কাছে পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'তে বড় বেশী বিলম্ব হ'ল না। প্রোফেসার বারনুফ একদিন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তার পর থেকে তাঁর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হ'ল। তিনি হচ্ছেন তোমার পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর।

"দ্বারকানাথ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত না হ'লেও সংস্কৃত সাহিত্য-জ্ঞান তাঁর বেশ ছিল। প্রথম যখন তাঁকে আমি দেখি, তখন তিনি ইন্‌ষ্টিটুট্ ডি ফ্রান্সে প্রোফেসার বার্‌নুফের সঙ্গে কথা কইছিলেন। প্রোফেসার তাঁকে নিজের ভাগবতপুরাণের উৎকৃষ্ট ফরাসী তর্জ্জমার বইখানি উপহার দিলেন। এক দিকে সংস্কৃত শ্লোকগুলি, অপর দিকে ফরাসী তর্জ্জমাগুলি ছাপান ছিল। দ্বারকানাথ তাঁর সুগঠিত অঙ্গুলিগুলি ফরাসী তর্জ্জমার পাতার উপর রেখে নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, 'আহা! এইগুলি যদি আমি পড়তে পারতাম!' তাঁর স্বদেশের প্রাচীন ভাষা জানবার জন্য তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না, যত ফরাসী ভাষার জন্য ছিল।

"যখন তিনি শুনলেন যে, আমি সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য কিরূপ আগ্রহান্বিত, তখন আমার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ হ'ল। তিনি প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং আমিও গিয়ে সারা সকালটা তাঁর কাছে প্রায়ই কাটিয়ে আসতাম। ভারতের নীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হ'ত। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং ইটালীয় ও ফরাসী সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি গান করতেন, আর আমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতাম—এই ভাবে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটে যেত। তিনি বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন। একদিন আমি তাঁকে বল্লাম একটি খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইতে, তাতে তিনি যে গানটি প্রথমে গাইলেন, সেটা ঠিক ভারতীয় নয়, পারসিক গজল, এবং আমিও তাতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিশেষ কোন মাধুর্য্য পেলাম না। খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি মৃদু হেসে বল্লেন, 'তুমি তা উপভোগ করতে পারবে না।' তার পর আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য একটি গান নিজে বাজিয়ে গাইলেন। সত্য বলিতে কি, আমি বাস্তবিকই কিছু উপভোগ করতে পারলাম না। আমার মনে হ'ল যে, গানে না আছে সুর, না আছে ঝঙ্কার, না আছে সামঞ্জস্য। দ্বারকানাথকে এই কথা বলায় তিনি বল্লেন, 'তোমরা সকলেই এক রকমের। যদি কোন জিনিষ তোমাদের কাছে নতুন ঠেকে বা প্রথমেই তোমাদের মনোরঞ্জন করতে না পারে, তোমরা অমনি তার প্রতি বিমুখ। প্রথম যখন আমি ইটালীয় গীতবাদ্য শুনি, তখন আমিও তাতে কোন রস পাইনি, কিন্তু তবু আমি ক্ষান্ত হইনি ; আমি ক্রমাগত চর্চ্চা করতে লাগলাম, যতক্ষণে না আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম। সকল বিষয়েই এইরূপ। তোমরা বল আমাদের ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, আমাদের দর্শন দর্শনই নয়। য়ুরোপ যাহা প্রকাশ করে আমরা চেষ্টা করি তাহা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে, কিন্তু তাই ব'লে ভারতবর্ষ যাহা প্রকাশ করে তাকে অবহেলা করি না। আমরা যেমন তোমাদের সঙ্গীতবিদ্যা, কাব্য, দর্শন আলোচনা করি, তোমরাও যদি তাই করতে, তাহ'লে তোমরাও আমাদের দেশের বিদ্যাগুলির মর্ম্ম বুঝতে পারতে এবং আমাদের যে অজ্ঞ ও ভণ্ড মনে কর, বাস্তবিক আমরা তা নই, বরং অজ্ঞাত বিষয়ে তোমরা যা জান, আমরা হয়তো তারও অধিক জানতে পেরেছি দেখতে।' বাস্তবিক তিনি নিতান্ত ভুল বলেননি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"এই কথাগুলি বলতে বলতে তিনি ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন; তাঁকে ঠাণ্ডা করবার জন্য আমি অন্য বিষয়ের অবতারণা ক'রে বল্লাম যে, আমি শুনেছি যে ভারতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তি অঙ্কশাস্ত্র হইতে। আমি একবার সঙ্গীতশাস্ত্রের একটা সংস্কৃত খস্ড়া দেখেছিলাম, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। প্রোফেসার উইল্সন একজন সঙ্গীতজ্ঞ লোক এবং তিনি বহুবৎসর ভারতবর্ষে বাস করেছিলেন, সেই জন্য তাঁকে আমি ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যা শিখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিলেন না। তিনি বল্লেন যে, তিনি গান শিখবার জন্য একবার একজন কালোয়াতের কাছে গিয়েছিলেন, তাতে কালোয়াত বলেন যে, ছয় মাস পর্য্যন্ত সপ্তাহে দুই তিন দিন ক'রে তাঁর কাছে এসে গান শিখলে পর তিনি বলতে পারেন যে, এই ছাত্র সঙ্গীতবিদ্যা শিখবার উপযুক্ত কি না এবং তার পর একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল রীতিমত শিক্ষা করলে তবে পারদর্শী হ'তে পারবেন। এই কথা শুনে প্রোফেসার উইল্সন সেইখানেই ক্ষান্ত দিলেন। সঙ্গীতরত্নাকর প্রভৃতি বিখ্যাত সঙ্গীত-পুস্তকগুলি লাইব্রেরীতে দেখে আমার বড়ই লোভ হ'ত শিখবার জন্য, কিন্তু প্রোফেসার উইল্সনের মুখে ঐ কথা শুনে পর্য্যন্ত আমাকেও ইচ্ছা দমন করতে হ'ল। তোমাদের ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে আর একজন সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আছেন—তিনি হচ্ছেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহত্ত্ব

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

[ঢাকা জেলার ভরাকৈর গ্রামে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি টোলে সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন এবং ইংরাজী ভাষায়ও ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি অল্প বয়স হইতে নানা বিষয়ে বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইঁহার বক্তৃতা-শক্তি অসাধারণ ছিল। ইঁহার সম্পাদিত 'বান্ধব' নামক মাসিক পত্র এক সময়ে বঙ্গদর্শনের প্রতিযোগিতা করিয়াছিল। ইনি 'প্রভাত-চিন্তা,' 'নিশীথ-চিন্তা,' 'নিভৃত-চিন্তা,' 'ভক্তির জয়,' 'ছায়াদর্শন' প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং ইহাদের প্রায় সকলগুলিই প্রথমতঃ প্রবন্ধাকারে বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি ভাওয়াল ষ্টেটের অধ্যক্ষ হইয়া রাজভাণ্ডার হইতে অনেক দুঃস্থ বঙ্গীয় লেখকের সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঢাকার 'সারস্বত সভা' ইঁহাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি প্রদান করেন এবং গভর্নমেণ্ট হইতে ইনি "রায় বাহাদুর" ও "সি. আই. ই." উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ৬৯ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক-গমন করেন।]

কবিতা স্বভাবতঃই মনুষ্যের হৃদয়-হারিণী হয় কেন—এই প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর হইতে পারে। সংসারে যাহা দেখিতে পাই না, কবিতার কমনীয় স্নিগ্ধ আলোকে কখনও কখনও সেই স্পৃহণীয় শোভা নয়নগোচর হয়, এইজন্য কবিতা হৃদয়-হারিণী। সর্ব্বত্র যাহা শুনি না, কবিতার অস্ফুট আলাপে সময়ে সময়ে, সেই প্রীতিপবিত্র মধুর ধ্বনি মনুষ্যের শ্রুতিপথে প্রবেশ করে, এইজন্য কবিতা হৃদয়-হারিণী। অথবা, পৃথিবীর ফুলে ও ফলে, কিংবা পৃথিবীর কোন বস্তুতেই, যে রসের স্বাদ পাই না, কবিতায় কদাচিৎ তাদৃশ অনির্ব্বচনীয় রস-স্বাদে কৃতার্থ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হই, এইজন্য কবিতা হৃদয়-হারিণী। কিন্তু এই সমস্ত উত্তরের উপর সর্ব্বপ্রধান উত্তর এই যে, মাটির মানুষ, প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও, ক্ষুধাতৃষ্ণা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং স্বার্থ ও প্রয়োজনের শাসনে, মহত্ত্বের যে উচ্চগ্রামে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না, কবিতার অপার্থিব মানুষ, সেই দুর্নিরীক্ষ্য ও দুরারোহ উচ্চতায় অবলীলাক্রমে উত্থিত হইয়া, মনুষ্যের কলুষ-পঙ্কিল কল্পনাকে যেন কি এক অলৌকিক শক্তির সহিত ক্রমশঃই সেই উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ কিংবা আহ্বান করে—মনুষ্যকে ক্ষণকালের জন্য হইলেও ক্ষুদ্রতা ও নীচতার নিম্নভূমি হইতে সবলে তুলিয়া লইয়া, মহত্ত্বের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব আলেখ্য দেখাইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ মোহিত করিয়া রাখে ; এইজন্যই কবিতা মনুষ্যের হৃদয়-গ্রাহিণী। পৃথিবীতে যে কয়খানি কাব্য আছে, মহত্ত্বই তাহার মূলমন্ত্র। যে কাব্য, এই মন্ত্র হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধঃপাতের আপাতমধুর সঙ্গীত শুনাইয়া, মনুষ্যের মন ভুলাইতে যত্ন পাইয়াছে, তাদৃশ বিকট বস্তুকে কাব্য বলা শব্দশাস্ত্রের বিড়ম্বনা।

অপিচ, ধর্ম্ম মনুষ্যের মন এবং মনুষ্য-সমাজের উপর স্বভাবতঃই প্রভুর ন্যায় আধিপত্যস্থাপনে সমর্থ হয় কেন? রাজরাজেশ্বর সম্রাট্ তাঁহার সিংহাসনের উপরে বসিয়া যাহাদিগকে চালনা করিতে সক্ষম * হন না, রাজপথের একজন সামান্য ভিক্ষু, শুধু

* সংস্কৃত সাহিত্যে "সক্ষম" শব্দের ব্যবহার নাই, বাঙ্গালায় আছে। বাঙ্গালায় উহা বিশিষ্টরূপে প্রচলিত, অথচ ব্যাকরণ-অনুসারেও শুদ্ধ। ভাববাচি ঘঞ্-প্রত্যয়ান্ত "ক্ষম" বিশেষ্য, অর্থ—সামর্থ্য, শক্তিমত্তা। সুতরাং সক্ষম ও সমর্থ এই দুই শব্দ একার্থবোধক, মান্ততা-হেতু উপান্ত অকারের বৃদ্ধি-নিষেধ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, তাহাদিগকে বিনামূল্যে কিনিয়া লইতে অধিকারী হয় কিসে? এই প্রশ্নেরও অনেক উত্তর আছে। কিন্তু বোধ হয়, যিনিই এই বিশ্বজনীন প্রশ্নের উত্তর করিতে চেষ্টা করিয়া চিন্তার নিভৃত নিবাসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই আপনার অন্তরের অন্তরতম স্থান হইতে এই উত্তর পাইয়াছেন যে,—কাব্যের ন্যায় ধর্ম্মেরও প্রধান লক্ষ্য মহত্ত্ব, এইজন্যই ধর্ম্ম মনুষ্য-জগতের অধিপতি ও মনুষ্য ধর্ম্মের অধীন। বিশ্বসমুদ্রের বিবর্ত্তনে জীবের পর জীবের বিকাশ হইয়াছে, নিকৃষ্টের পর উৎকৃষ্ট—এবং উৎকৃষ্ট-পরম্পরায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং সেই জীব-জগতের জীবন-প্রবাহে মহত্ত্বের আদর্শ-রূপ মানসকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া আজি মনুষ্যকে প্রবৃত্তির জন্য মোহ ও স্বার্থপরতার নিগড় ভাঙ্গিতে শিক্ষা দিতেছে। এমন যে আরাধনার ধন—মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ববিশিষ্ট কোন্ ব্যক্তি ইহাতে উপেক্ষা করিতে পারে? এই পৃথিবী যে দিন ইহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও ভজনালয় হইতে মহত্ত্বের সকল প্রকার কল্পিতমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমুদ্রজলে ভাসাইয়া দিবে, এবং সেই সকল শূন্য দেবালয়ে ও শূন্য ভজনালয়ে নিকৃষ্ট সম্পদের নানাবিধ বিকট বিগ্রহ স্থাপন করিয়া পূজার আয়োজনে শঙ্খঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিবে, পৃথ্বীবাসের সহিত সেই দিন পশুনিবাসের কোন পার্থক্য থাকিবে কিনা, সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ। কেননা, মনুষ্য আপনার মনুষ্যত্বকে বিস্মৃত হইয়া, প্রয়োজনের অনুরোধে কিংবা পাশব শক্তির পীড়নভয়ে পিশাচের নিকটেও মাথা নোয়াইতে পারে। ইহা মানবজাতির পুরাতন কলঙ্ক এবং এ কলঙ্ক শীঘ্র যে পুঁছিয়া যাইবে এমন আশা অতি দুর্ব্বল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিন্তু যদি প্রীতি ও ভক্তির অনুরোধে মাথা নোয়াইতে হয়, তাদৃশ স্থান মহত্ত্বের পাদপীঠ; সুতরাং মহত্ত্বের উপাসনা যদি পৃথিবী হইতে একেবারে প্রক্ষালিত হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রীতি অথবা ভক্তির আর অবলম্বন থাকে কোথায়? এবং যেখানে প্রীতি নাই ও ভক্তি নাই, অথবা প্রীতি ও ভক্তি যেখানে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, কে সেই প্রত্যক্ষ নিরয়ে সাধ করিয়া বাঁচিয়া রহে?

এই সকল কথা ভাবিয়াই বলিয়াছি যে, মনুষ্য-জগতে মহত্ত্বের তুলনা নাই। মহত্ত্ব যদি পর্ণকুটীরে লতাপাতার আচ্ছাদনে পড়িয়া থাকে, সেই পর্ণকুটীর স্বর্ণপ্রাসাদ হইতে সুন্দর দেখায়; মহত্ত্ব যদি অসংখ্যগ্রন্থিযুক্ত জীর্ণাম্বরে পরিহিত রহে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও সেখানে লজ্জায় নিষ্প্রভ হয়। বাহিরের শোভা ও বাহিরের সুচিক্কণ কারুকার্য্য ক্ষুদ্রতারই উপযুক্ত আভরণ। মহত্ত্বের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কোনরূপ কৃত্রিম সহায়তার অপেক্ষা করে না। উহা যদি বাহিরের সকল প্রকার কান্তি ও কমনীয়তাতে বঞ্চিত হইয়া আপাততঃ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তুর ন্যায়ও প্রতীয়মান হয়, তথাপি উহার গৌরব ও সৌরভ কালসহকারে দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে, এবং যাহার চক্ষু আছে, সে-ই যেমন প্রাতঃসূর্য্যের প্রফুল্লজ্যোতি দেখিয়া সেই দিকে তাকাইয়া থাকে, সেইরূপ যাহার চিত্ত আছে, সে-ই মহত্ত্বের প্রদীপ্ত অথচ প্রসন্ন প্রতিভা-দর্শনে পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া রহে।

কিন্তু সে মহত্ত্ব কি?—পরার্থ আত্মশাসন, পরার্থ আত্মসুখ-বিসর্জ্জন। উচ্চাভিলাষ, উচ্চস্পর্দ্ধা, মান ও মনস্বিতা, সাহস ও শৌর্য্য, এ সকল ভাবও মহত্ত্বের উপাদান বলিয়া সদ্‌যুক্তিসহকারেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বীকৃত হইয়া থাকে। যখন দেখিতে পাই যে, ভয়ে যিনি যমের নিকটও দৃষ্টি সংকোচন করেন না, স্নেহে তিনি শিশুর নিকটও গলিয়া পড়েন, ন্যায়ের শাসনে শত্রুকেও তিনি সম্মান করেন, এবং সত্য ও সাধুতার অনুরোধে অনুগত জনের আনুগত্য-অবলম্বনেও তিনি অ-ভ্রূভঙ্গ রহেন; আমরা তখন অনুভব করি ও একবাক্যে বলিয়া উঠি যে, মহত্ত্বই তাঁহার জীবনের মন্ত্রসূত্র, এবং তিনি মহান্। কারণ, যে মহত্ত্বের উপাসনা করে না, সে কখনও শক্তিসত্ত্বে শক্তিসংযম করিতে ইচ্ছুক হয় না, এবং বৈভবের সহিত বিনয়ের মিশ্রণ কিরূপ মধুর ও মনোহর তাহা বুঝিয়া উঠে না। যখন দেখিতে পাই যে, শাকান্নমাত্র যাঁহার সম্বল, তিনি আত্মাবমাননা ও আত্মবিক্রয়ের মূল্যস্বরূপ সাম্রাজ্য-সম্পদ্‌কেও পদতলে দলন করিতে সাহস পাইতেছেন,—তৌলদণ্ডের এক দিকে পৃথিবীর ভোগসুখ, আর এক দিকে আপনার সম্মানরূপ তুলসীপত্র তুলিত করিয়া সেই তুলসীটিকে তিনি অধিকতর ভারবিশিষ্ট মনে করিতেছেন; অথবা অবস্থার অজেয় অত্যাচারে পরাজিত হইয়াও অন্তরে তিনি অপরাজিত রহিতেছেন, এবং অদৃষ্টচক্রের অন্তস্তলে নিপতিত হইয়াও আত্মার বল, আত্মার বীরতা, উচ্চাভিলাষ ও উচ্চতর অধ্যাত্মসামর্থ্যে আপনাকে আপনি মনুষ্যত্বের উন্নত ভূমিতে ধ্রুবনক্ষত্রবৎ স্থির রাখিতে সক্ষম হইতেছেন; আমরা তখন অনুভব করি ও একবাক্যে বলিয়া উঠি যে, মহত্ত্বই তাঁহার জীবনের মন্ত্রসূত্র, এবং তিনি মহান্। কারণ, যে মহত্ত্বের উপাসনা করিতে জানে না, সে সুখ ও সম্মানের তুলনায় কখনও সম্মানের মূল্য অবধারণ করিতে পারে না; এবং মনুষ্য যে শারীর বল ও সম্পদ্-বলের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উপরে মানসিক বলেও বলীয়ান্ হইতে পারে, ইহা কোন ক্রমেই তাহার ভোগ-বিমূঢ় জড়বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হয় না। যখন দেখি যে, বিঘ্নবিপত্তির ভয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ত্ত যাঁহাকে এক পদ হেলাইতে পারে নাই, সুখ-সঞ্জাত স্নিগ্ধ সমীরণের মৃদুল দোলনেই তিনি কৃতজ্ঞতার ভরে দুলিয়া পড়িয়াছেন,—আপদের পর্ব্বত-ভরেও যিনি নুইয়া পড়েন নাই, প্রীতি অথবা শ্রদ্ধার পুষ্প-ভরেই তিনি নত হইয়াছেন,—বিদ্বেষের বিষাক্ত বাক্যও যাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই, ভক্তির অস্ফুট-মধুর সম্ভাষণমাত্রেই তিনি অন্তরে স্পৃষ্ট হইতেছেন; তখন আমরা অনুভব করি ও একবাক্যে বলিয়া উঠি যে, মহত্ত্বই তাঁহার জীবনের মন্ত্রসূত্র, এবং তিনি মহান্।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বঙ্কিমচন্দ্র

শিবনাথ শাস্ত্রী

[১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ-পরগনার অন্তর্গত চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হরানন্দ বিদ্যাসাগর। ইঁহাদের নিবাস জয়নগর-মজিলপুর। ইনি যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং পরে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হন। ইনি 'মেজবৌ,' 'নয়নতারা' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ,' 'পুষ্পমালা' প্রভৃতি কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎ-কালীন বঙ্গসমাজ' একখানি বিশেষ আবশ্যক ও জ্ঞাতব্য তথ্য-পূর্ণ গ্রন্থ। ইঁহার 'আত্মচরিত'ও বাঙ্গালা ভাষার একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।]

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নৈহাটির সন্নিহিত কাঁটালপাড়া নামক গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুদিন ইংরাজ গবর্নমেণ্টের অধীনে ডেপুটী কালেক্টরের কাজ করিতেন।

বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে পাঠ করেন। সেখানে পাঠ করিবার সময়েই তাঁহার বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সে সময়ে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রাদুর্ভাবের কাল। তখন প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্রেই সাহিত্যজগতে কিছু করিতে ইচ্ছুক হইলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেন। গুপ্ত-কবিও তখন প্রতিভার উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উৎসাহদাতাদিগের মধ্যেও একজন ছিলেন। কিন্তু কাব্যজগতে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তৎকালপ্রচলিত রীতি-অনুসারে বঙ্কিম প্রথমে 'প্রভাকরে' লিখিয়া কাব্যরচনা অভ্যাস করিতেন। তখন 'প্রভাকরে' উত্তর-প্রত্যুত্তরে কবিতা লেখা যুবক লেখকদিগের একটা মহা উৎসাহের ব্যাপার ছিল। এই সকল বাগ্‌যুদ্ধ "কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ" নামে প্রথিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভে 'ললিতা ও মানস' নামে একখানি পদ্যগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন।

তিনি হুগলী কলেজ হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে গমন করেন; এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বি. এ. উপাধি সর্ব্বপ্রথমে প্রাপ্ত হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম প্রাপ্ত হন।

১৮৬৪ সালে তাঁহার প্রণীত 'দুর্গেশ-নন্দিনী' নামক উপন্যাস মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। আমরা সে দিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশ-নন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্ব্বে 'বিজয়-বসন্ত,' 'কামিনী-কুমার' প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদম্বরী-ধরণের উপন্যাস, গার্হস্থ্য পুস্তক-প্রচার-সভার প্রকাশিত 'হংসরূপী রাজপুত্র,' 'চক্‌মকির বাক্স' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প, এবং 'আরব্য উপন্যাস' প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা-গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। 'আলালের ঘরের দুলাল' তাহার মধ্যে একটু নূতন ভাব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আনিয়াছিল। কিন্তু দুর্গেশ-নন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ-শক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা,—সকল বিষয়ে বোধ হইল যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

অল্প দিন পরে 'কপালকুণ্ডলা' দেখা দিল। যে তুলিকা দুর্গেশ-নন্দিনীর নয়নানন্দকর কমনীয়তা চিত্রিত করিয়াছিল, তাহা কপালকুণ্ডলার গাম্ভীর্য্যরস-পূর্ণ ভাব সৃষ্টি করিল। লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে 'মৃণালিনী,' 'চন্দ্রশেখর,' 'বিষবৃক্ষ,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'আনন্দমঠ,' 'দেবী চৌধুরাণী,' 'কমলাকান্তের দপ্তর,' 'সীতারাম,' 'রাজসিংহ' প্রভৃতি আরও অনেকগুলি উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় ঔপন্যাসিকদিগের শীর্ষস্থান প্রাপ্ত হইলেন।

বঙ্কিমবাবু স্ব-প্রণীত গ্রন্থসকলে এক নূতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তাহা এক দিকে বিদ্যা-সাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা ও অপর দিকে আলালী ভাষার মধ্যগা। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আমার পূজ্যপাদ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশে' বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকরণকারীদিগের নাম "শব-পোড়া-মড়াদাহের দল" রাখিলেন। অভিপ্রায় এই, যাহারা "শব" বলে তাহারা "দাহ" বলে, যাহারা "মড়া" বলে তাহারা তৎসঙ্গে "পোড়া" বলে, কেহই "শব-পোড়া" বা "মড়াদাহ" বলে না। তাঁহার মতে বঙ্কিমী দল ঐরূপ ভাষা-ব্যবহার-দোষে দোষী। আমরা, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে "শব-পোড়া-মড়াদাহের দল" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে "ভট্টাচার্য্যের চাণা" নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

১৮৭১ সালে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিভা আর এক আকারে দেখা দিল। প্রতিভা এমনি জিনিষ, ইহা যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহাকেই সজীব করে। বঙ্কিমের প্রতিভা সেইরূপ ছিল। তিনি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইতে গিয়া এরূপ মাসিক পত্রিকা সৃষ্টি করিলেন, যাহা প্রকাশমাত্র বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্থান পাইল। তাহার সকলই যেন চিত্তাকর্ষক, সকলই যেন মিষ্ট। বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় লোক-চক্ষুর সমক্ষে উঠিয়া পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, তখন তিনি রুসোর সাম্যভাবের পক্ষ, উদারনৈতিকের অগ্রগণ্য, এবং বেন্থাম ও মিলের হিতবাদের পক্ষপাতী। তিনি তাঁহার অমৃতময়ী ভাষাতে সাম্য-নীতি এরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন যে, দেখিয়া যুবকদলের মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদর্শন বহুদিন থাকিল না। বঙ্কিমবাবু বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হওয়াতে তাহা হস্তান্তরে গেল ও সেই সঙ্গে তাহার আকর্ষণও গেল এবং ক্রমে তিরোভাব হইল।

আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের সাধারণ নিয়মানুসারে বঙ্কিমের প্রতিভার শক্তি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পর মন্দীভূত হইয়া আসিল। তৎপরে তিনি যে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার ভাষা ও চিত্রণ-শক্তির সেই পূর্ব্বকার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উন্মাদিনী শক্তি নাই, সে সজীবতা নাই। তাঁহার দৃষ্টিও সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে পড়িতে লাগিল।

শেষ কয় বৎসর তিনি ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাতে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই অবস্থাতে তিনি আপনার প্রকাশিত 'সাম্য' নামক গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার শেষ-প্রচারিত এই নব ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ ছিল বৃত্তি-নিচয়ের সামঞ্জস্য এবং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার আদর্শ পুরুষ। এই নব ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

এ দিকে তিনি গভর্নমেণ্টের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া, রাজপ্রসাদের চিহ্ন-স্বরূপ "রায় বাহাদুর" ও "সি. আই. ই." উপাধি প্রাপ্ত হন। ঘরে-পরে এইরূপে সম্মানিত হইয়া ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল দিবসে তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করেন। বঙ্কিমবাবু প্রতিভার জ্যোতিতে দেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাল্মীকির জয়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ-পরগনার নৈহাটি গ্রামের প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য-বংশে শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ম হয়। ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং তথা হইতে এম. এ. পরীক্ষা পাস করিয়া উত্তর-কালে ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি কিছুদিন এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ইনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব এবং সংস্কৃত সাহিত্য-সম্বন্ধে বহু মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা-দ্বারা শাস্ত্রী মহাশয় প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" ও "সি. আই. ই." উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন; এসিয়াটিক সোসাইটি ইঁহাকে "ফেলো" করিয়াছিলেন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে "ডি. লিট্." উপাধি দিয়াছিলেন; এবং গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি "অনররি মেম্বর" করিয়া ইঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত 'বাল্মীকির জয়,' 'ভারত-মহিলা' প্রভৃতি পুস্তক মধুর কবিত্বপূর্ণ ভাষার জন্য সর্ব্বত্র আদর লাভ করিয়াছে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইনি পরলোক-গমন করেন।]

১

আজ কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞ করিবেন, তথায় সমস্ত ভূচর, খেচর, উভচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী আহূত হইয়াছে। যজ্ঞ সম্বৎসরব্যাপী,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কৌশাম্বীর চতুর্দ্দিক্‌স্থ বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। কিন্তু মন কাহারও স্থির নহে। এরূপ অগাধ জনসমুদ্র-মধ্যে যখন চারিদিকে এরূপ শত্রুতা ও বৈরিতা, তখন একটুতেই প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া উঠিতে পারে। বাস্তবিক বাধিয়াও উঠিল। কৌশাম্বীনাথ সূর্য্যবংশীয় নরপতি, ব্রাহ্মণপক্ষপাতী। তিনি বশিষ্ঠকে আপন পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। অমনি বিশ্বামিত্রের দল ও পরশুরামের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী খরদূষণ ও বালিরাজকে সঙ্গী পাইলেন। তিনি অনেক দিবসাবধি বহুসংখ্যক প্রবলপরাক্রম দস্যুদলপতিকে অর্থ-দ্বারা বশ করিয়াছিলেন। তাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। বশিষ্ঠ-পক্ষীয় ব্রাহ্মণ এবং অযোধ্যা ও মিথিলার রাজগণ যজ্ঞরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। বশিষ্ঠের আশ্রিত পারদ-হূনাদিজাতিও তাঁহার রক্ষার্থ অস্ত্র ধরিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত রহিলেন। এরূপ স্থলে শান্তিরাজ্যপতি গুহকও নিজ দল সঙ্গে উপস্থিত আছেন। তাঁহার প্রথম চেষ্টা মিটাইয়া দিবেন, শেষ অন্ততঃ যুদ্ধ রহিত করিবেন; না হয় অন্যায়পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। আর বাল্মীকি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলের হাত ধরিয়া বেড়াইতেছেন। কেহই তাঁহাকে মানিতেছে না। বাল্মীকির কান্নায় পাষাণ-হৃদয়ও দ্রব হয়। কিন্তু যাহারা রাজনীতিজ্ঞ, যাহারা উচ্চতর জাতি, যাহারা সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করে, যাহারা আপন প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য আপন প্রিয়তম স্ত্রীপুত্রেরও গলায় ছুরি দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদের মন পাষাণ-অপেক্ষাও কঠিনতর উপাদানে নির্ম্মিত। মানুষ লইয়া যাহারা খেলা করে, আপন সামান্য কার্য্য-সাধনার্থ যাহারা লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্ব্বনাশ, এমন কি প্রাণনাশ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিতে এতটুকু সঙ্কোচ করে না, তাহাদের কি কান্নায় মন গলে ? গলুক আর নাই গলুক, বাল্মীকির বিশ্রাম নাই।

তিনি একবার বশিষ্ঠের নিকট যাইতেছেন, একবার খরদূষণের হাত ধরিতেছেন। সেনাগণ, সমবেত লোকগণ তাঁহার কান্নায় অধীর হইতেছে, কিন্তু বড়লোক রাজনীতিজ্ঞ একেবারে দয়া-মায়া-শূন্য—দৃক্‌পাতও করিতেছেন না। শেষে বশিষ্ঠ হুকুম দিলেন, বেদীতে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত কর। অধ্বর্য্যুগণ বেদীতে আরোহণ করিলেন। বাল্মীকির ভরসা নির্ম্মূল হইল। তিনি কাঁদিয়া গুহকের সম্মুখে গড়াইয়া পড়িলেন। গুহক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। সকলেই জানে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিলেই রক্তস্রোত চলিতে আরম্ভ করিবে। বেদীতে ব্রাহ্মণ উঠিয়াছে শুনিয়াই বিরোধী দল সজ্জিত হইয়া বেদীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। যাজ্ঞিকদল তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবার জন্য অপর পার্শ্বে দাঁড়াইল। গুহক ঠিক সম্মুখে, যে প্রয়োজন হইলে একেবারে মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িতে পারেন। বাল্মীকি বেদীতে উঠিয়া ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অগ্নি কাড়িয়া লইলেন ; শেষে নিজে কুণ্ডের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে টানিয়া বেদীর বাহির করিয়া দিল। তিনি আর আসিতে না পারেন, এ জন্য তিন শত সদস্য তাঁহার হস্তপদাদি বন্ধন করিতে উদ্যত হইল। একটা মহা-গোলযোগ বাধিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা আবার অগ্নি জ্বালিবার উদ্যোগ করিল।

কিন্তু এ কি হইল, অকস্মাৎ কোথা হইতে কয়েক বিন্দু জল ব্রাহ্মণদিগের গায়ে পড়িল ? উপরে মেঘ নাই, অথচ জল পড়িল। জল নিশ্চয়ই অশুচি হইবে সিদ্ধান্ত করিয়া, ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অশুচি বিবেচনা করিয়া স্নানাদি করিয়া শুচি হইবার জন্য প্রস্থান করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত মহাপ্রলয় বন্ধ রহিল। সকলেরই মনে কেমন একটা অলৌকিক ভাবের উদয় হইল। কি হইবে ভয়ে সকলেই ভীত হইল। সকলেই জানিল শীঘ্রই যাহা হউক একটা ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইবে।

২

ঘুরিতে ঘুরিতে বিশ্বামিত্র পড়িতেছেন। ক্রমে ব্রহ্মার কৌশলে সেই অবস্থায় তাঁহার জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে তাঁহার মনের ভাব কি হইল, মানুষে কি লিখিবে? একবার ভাবিলেন আমি কোথায়? একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন, পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত হইল, আবার অজ্ঞান। আবার জ্ঞান হইল। আবার অজ্ঞান। আবার জ্ঞান হইল। আবার অজ্ঞান। একবার ভাবিলেন কোথায় যাইতেছি? একবার মনে করিলেন, বুঝি নরক নিকটে। ভয়ে ভীত হইয়া আবার অজ্ঞান হইলেন।

একবার ভাবিলেন, আমার সৃষ্টি কোথায়? আবার অজ্ঞান। আবার ভাবিলেন, তাহা ত গিয়াছে। তখন ভাবিলেন, যদি পৃথিবীতে থাকিতাম,—আবার অজ্ঞান। কেন দুরাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম,—কেন বড় হইতে গিয়াছিলাম—কেন তপ করিতে গিয়াছিলাম—কেন দিগ্বিজয় করিতে গিয়াছিলাম—কেন সব হারাইলাম! এখন কোথায় যাইতেছি জানি না। ফিরিবার শক্তি নাই। চাহিবার শক্তি নাই। ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বামিত্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই দরবিগলিত অশ্রুধারা ব্রাহ্মণদিগের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গায়ে পড়িল। রোদনে শরীর আরও ক্ষীণ হইল। আবার অজ্ঞান হইলেন। অজ্ঞান হইয়া বোধ হইল, ঋভুগণ গান করিতেছে, আর সব ভাই ভাই গাইতেছে,—বলিতেছে মানুষ যদি মানুষের উপর কর্ত্তা হইতে না চাহিত, তবে কত দিন সব ভাই ভাই হইয়া যাইত। রাজা যদি আপন কাজ করিত, কত দিন সব ভাই ভাই হইয়া যাইত। এই গান শুনিতেছেন, আর মনের ভিতর তলায় যে মন আছে সেখানে দুরাকাঙ্ক্ষাকে স্থান দিব না প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। এমন সময় চৈতন্য হইল। তখন চেতন অবস্থায় কেবল পরহিতে জীবন উৎসর্গ করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আবার অজ্ঞান হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণেরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অগ্নি জ্বালিবার জন্য যে কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড মনুষ্যাকার কি একটা পদার্থ উপর হইতে পড়িতেছে। সকলেই সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে সকলের আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল। সমস্ত লোক এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত হইয়া বাক্‌শক্তি-শূন্য হইয়া রহিল। যাহারা বাল্মীকিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বাল্মীকি দৌড়িয়া যজ্ঞকুণ্ডাভিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন, একটি প্রকাণ্ড পুরুষ তথায় পড়িয়া আছেন। বাল্মীকি অলৌকিক শক্তিবলে জানিতে পারিলেন কুণ্ডস্থ মৃতপ্রায় দেহপিণ্ড বিশ্বামিত্র; তখন তাঁহার ক্রন্দনের অবধি রহিল না। তাঁহার বীণা একেবারে অতি-করুণ স্বরে গান ধরিল। নয়নজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "তোরা দেখ্, তোরা তুচ্ছ মানব, তোরা সামান্য—দেখ্ দেখি, যে বিশ্বামিত্র পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মারও উপর হইয়াছিল, দেখ্ রে নিয়তির বলে তাহার কি হইয়াছে! দেখ্ একবার সেই বিশাল বীর—সেই প্রকাণ্ড তপস্বী—সেই অদ্ভুত মনুষ্য—তাহার কি দশা হইয়াছে! দেখ্ দেখি রে, তোরা সামান্য সুখে-দুঃখে পাগল। দেখ্ বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি আজি ধ্বংস হইয়াছে, তাহার ব্রহ্মত্ব গিয়াছে, তাহার যা ছিল, সে যে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছিল, এখন বুঝি তাহাও নাই, এখন বুঝি তাহার জীবনও নাই। ভাব্ দেখি বিশ্বামিত্রের কি কষ্ট! যখন বিশ্বামিত্র—তাহারই এই দশা, তখন ভাব্ দেখি তোদের কি হইয়াছে! তখন মনে কর্ দেখি তোদের কি হইবে! ঐ দেখ্ ব্রহ্মা আজি বিশ্বামিত্রের জন্য কাঁদিয়া আকুল। যে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের হাতে এত লাঞ্ছনা পাইয়াছে, আজি সেও কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। অতএব তোরা ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ কর্, তোরা স্থির হইয়া থাক্। জীবন দিন কত বই নয়।"

সকলেই নীরব হইয়া বাল্মীকির করুণ বীণাঝঙ্কার শুনিতে লাগিল। সকলের মন গলিয়া গেল। সকলেরই মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইল। অস্ত্র-শস্ত্র, বিবাদ-বচসা ত্যাগ করিল। ক্রমে তাহাদের মন ফিরিল।

এ দিকে ক্রমে বিশ্বামিত্রের সংজ্ঞা হইতে লাগিল। বীণাঝঙ্কার দূরস্থ সঙ্গীত-ধ্বনির ন্যায় তাঁহার কর্ণে লাগিতে লাগিল। তিনি মূর্চ্ছিত, কত ভীষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ক্রমে শরীর শীতল হইতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর বিশ্বামিত্র চক্ষু মেলিলেন। বাল্মীকির গান চলিতে লাগিল। গানের মৃদুমন্দ তিরস্কার ও দয়া-ভিক্ষা বিশ্বামিত্রের মনে শরবৎ বিঁধিতে লাগিল। তিনি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই সম্মুখে দেখিলেন ব্রহ্মা। ক্রমে সমবেত জনগণমধ্যে ব্রহ্মার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। সঙ্গে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও আবির্ভূত হইলেন। নয়নজলে শরীর স্নাত হইতেছে। তিনি যোড়করে ব্রহ্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কোলে করিয়া লইলেন। তাঁহার মুখচুম্বন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, আজি তুমি ব্রাহ্মণ হইলে।"

বিশ্বামিত্র আবার কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন, বাল্মীকির গান চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার দয়ায় মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেব, আমি কোথায় ?" ব্রহ্মা বলিলেন, "পৃথিবীতে। তোমার যন্ত্রণার আমি অবসান করিয়া দিতেছি," বলিয়া নিজ কমণ্ডলুস্থিত স্বর্গীয় বারিবর্ষণে বিশ্বামিত্রের শরীরে বল প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিলেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড রোদন করিতেছে, আর একজন গায়ক গান করিতেছে। বশিষ্ঠ দৌড়িয়া আসিয়া বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। আজি বিশ্বামিত্রের দুর্দ্দিনে তাঁহার দয়া হইয়াছে। আর সে ভাব নাই। যে ভাবে একদিন বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ হইতে দেন নাই, সে ভাব আর নাই। কঠিনতা গলিয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং স্বহস্তে উপবীত লইয়া মন্ত্রপূত করত বিশ্বামিত্রের গলে দিলেন; বলিলেন, "ভাই রে, আজি তোয় আমায় এক হইলাম। আজি তুই বামণ হইলি। আয় দুজনে কোলাকুলি করি।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "দেব, আমি না বুঝিয়া সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া তোমায় অনেক কষ্ট দিয়াছি, অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, অনেক কটূক্তি করিয়াছি। আজি আমার বিপদে তোমার চক্ষু দিয়া জল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পড়িতেছে। তোমার দুঃখে কিন্তু আমি এক দিনও কাঁদি নাই। আজি তোমার করুণা দেখিয়া আমার নয়নজল প্রথম পড়িল। জানিলাম 'ব্রাহ্মণ বড়ই দয়ালু।' আর ব্রহ্মন্, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমায় কত কটক্তি করিয়াছি, তোমায় কারাগারে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিতে গিয়াছিলাম। আজি আমার বিপদে তুমি আমায় প্রাণ দিলে। তোমার করুণা অপার।" ব্রহ্মা বলিলেন, "বৎস, তোমার ন্যায় প্রকাণ্ড পুরুষকে ক্ষমা না করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার ক্ষমা-গুণ বৃথামাত্র।"

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের দেখাদেখি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সব যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করিয়া কোলাকুলি আরম্ভ করিল। সকলে আপনার মনোগত দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। গুহকচণ্ডাল ভয়ানক সময় আশঙ্কা করিতেছিল, তাহার এই শুভ পরিণাম দেখিয়া আহ্লাদে উর্দ্ধনৃত্য করিতে লাগিল। কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞের এই পরিণাম দেখিয়া প্রথমে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, পরে দেখিয়া-শুনিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া ভাণ্ডার-স্থিত যজ্ঞার্থ আহৃত প্রচুর সামগ্রী বিশ্বামিত্রের উপনয়ন-উপলক্ষে অকাতরে দান করিতে লাগিলেন। আর বাল্মীকি আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন, ভাই ভাই গাইতেছেন, আর যাহাকে পাইতেছেন গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন,—স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বানর—কিছু জ্ঞান নাই। শেষে নাচিতে নাচিতে গাইতে গাইতে আসিয়া ব্রহ্মাকে আলিঙ্গন করিলেন। তার পর ব্রহ্মা বলিয়া চিনিতে পারিয়া একটু অপ্রতিভ হইবার জোগাড় করিতেছেন, এমন সময়ে, ব্রহ্মা তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বাল্মীকি! আজি তোমারই জয়।" বশিষ্ঠ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দূর হইতে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বাল্মীকি! আজি তোমারই জয়।" বিশ্বামিত্র আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আজি তোমারই জয়।" চারিদিক্ হইতে "জয় বাল্মীকির জয়" ধ্বনি উঠিতে লাগিল। গুহকের লোক চীৎকার করিয়া উঠিল, "জয় বাল্মীকির জয়।" "জয় বাল্মীকির জয়।" দিগন্ত হইতে প্রতিধ্বনি আসিল, "জয় বাল্মীকির জয়।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মাইকেল মধুসূদনের শেষ-জীবন

যোগীন্দ্রনাথ বসু

[১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ডায়মণ্ড হার্‌বার মহকুমায় যোগীন্দ্রনাথ বসুর জন্ম হয়। ইনি শিশুদিগের জন্য অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে 'ভারতবর্ষের মানচিত্র' নামক কবিতাটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'পৃথ্বীরাজ' নামক বৃহৎ কাব্য রচনার পর ইনি "কবিভূষণ" উপাধি লাভ করেন। কিন্তু 'মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত'ই ইঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।]

মায়াকাননের ন্যায় 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামক আরও একখানি নাটক, মধুসূদন এই সময় বঙ্গরঙ্গভূমির জন্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অতি সামান্য অংশমাত্রই তিনি রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে যে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অসময়ে যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। কিন্তু সেরূপ সাহায্যের দ্বারা তাঁহার ক্লেশ স্থায়িভাবে দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বঙ্গদেশে সে সময় বহু ব্যক্তি মধুসূদনের গুণ-পক্ষপাতী হইয়াছিলেন; সুতরাং মধুসূদনের দুরবস্থা সাধারণের গোচর করিলে বঙ্গসমাজ যে তাঁহার দুঃখে উদাসীন থাকিতেন, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু নিজের দুরবস্থা নিজে সাধারণের গোচর করা মধুসূদনের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। তিনি বরং সপরিবারে অনশনে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু নিতান্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আত্মীয় ও সুহৃদ্ ভিন্ন কাহারও নিকট কখনও নিজের দুরবস্থা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। যাঁহাদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই তাঁহাকে পুনঃপুনঃ ঋণ বা সাহায্য দান করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না। নিজের দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইবার পরে মধুসূদনকে তাঁহার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার বিবাহ দিতে হইয়াছিল। জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি অনেকেই সে সময় তাঁহাকে যথাযোগ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীকে একবার তাঁহার গ্রন্থাবলী উপহার প্রেরণ করিলে তিনিও মধুসূদনকে পাঁচ শত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

রোগশয্যায় মধুসূদন যাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশ-বৎসল ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কোন কার্য্যে প্রশংসার প্রার্থী ছিলেন না, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদিগের বিপদে তিনি নীরবে যেরূপ সাহায্য দান ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, অতি অল্প লোকই তাহা অবগত আছেন। মধুসূদন এবং তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটা মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ন্যায় স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষও মধুসূদনকে সাহায্য করিতে ক্রটী করেন নাই। ইঁহাদিগের দুইজনের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে মধুসূদনকে আরও দুর্দ্দশায় জীবন শেষ করিতে এবং তাঁহার শিশু দুইটিকে প্রকৃতই রাজপথের ভিক্ষুক হইতে হইত। শেষাবস্থায় রোগের যন্ত্রণার অপেক্ষা ঋণের যন্ত্রণাই মধুসূদনের পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইয়াছিল। ঋণদাতাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য, কিছু দিন কলিকাতা হইতে অন্যত্র বাস করা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল।

এই সময় উত্তরপাড়াস্থ সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, স্বর্গীয় বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার দুর্দ্দশা অবগত হইয়া, সহৃদয়তার সহিত তাঁহাকে উত্তরপাড়ায় যাইয়া অবস্থিতির জন্য আহ্বান করেন। মধুসূদন তদনুসারে দুই তিন মাস উত্তরপাড়ার গঙ্গাকূলবর্ত্তী প্রসিদ্ধ লাইব্রেরিগৃহে বাস করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে আরও এক বার তিনি সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ হইত এবং জয়কৃষ্ণবাবু নিজে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাজা প্যারীমোহন এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলে মধুসূদনকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়াতে, মধুসূদনের যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। জয়কৃষ্ণবাবুর সহৃদয় ও পরদুঃখকাতর পৌত্র, স্বগায় বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মধুসূদনের নিকট সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া তাঁহাকে সরূপ অবস্থায়, যতদূর সান্ত্বনা দান করা সম্ভবপর, তাহার কিছুই ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার বাটী হইতে সপরিবার মধুসূদনের জন্য খাদ্য ও পথ্য প্রায়ই প্রেরিত হইত। মধুসূদন তাঁহার সদ্ব্যবহারে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়ায় মধুসূদন একরূপ মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন বলিলেও হয়; কিন্তু সেখানেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কবিতানুশীলনের বিরাম ছিল না। যে দিন তিনি একটু সুস্থ থাকিতেন, সে দিন তাঁহার প্রিয় কবি মিল্টন ও দান্তে প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনর্গল কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন; এবং কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসিলে, নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণন করিয়া, তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন। মধুসূদনের শেষ-জীবনের বিবরণ—লেখক এবং পাঠক উভয়েরই পক্ষে ক্লেশকর। এক এক দিনের ঘটনা চিন্তা করিলে মনে হয় যে, বঙ্গদেশের দীনতম ভিক্ষুকও বুঝি তাঁহার অপেক্ষা শান্তিতে প্রাণত্যাগ করে।

একদিনের একটি ঘটনা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। মধুসূদনের উত্তরপাড়ায় অবস্থানকালে গৌরদাসবাবু সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। একদিন তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন যে, একটি মলিন শয্যার উপর শয়ন করিয়া, মধুসূদন মুহুর্ম্মুহুঃ রক্ত বমন করিতেছেন এবং তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটা, নিম্নে গৃহতলে পতিত হইয়া, রোগের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন। গৌরদাসবাবু হেন্‌রিয়েটাকে মূর্চ্ছিতপ্রায় দেখিয়া তৎকালোচিত সাহায্য দানের জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নিজের যন্ত্রণার অপেক্ষা স্বামীর অবস্থাই তখন হেন্‌রিয়েটার পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল; তিনি অতি কাতর স্বরে গৌরদাসবাবুকে বলিলেন, "আমার জন্য চিন্তা নাই; আমি মরিতে ভয় করি না; যদি পারেন, আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা করুন।" গৃহের এক দিকে এই দৃশ্য! অপর দিকে একটি পাত্রে কতকগুলি পর্য্যুষিত অন্ন-ব্যঞ্জন পড়িয়াছিল। মধুসূদনের ক্ষুধাতুর শিশু দুইটি কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সেই পর্য্যুষিত অন্নে উদরপূর্ত্তি করিয়াছিল। তাহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের দুর্গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য মক্ষিকা রোগীদিগকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। হায়!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই কি মেঘনাদবধের কবির উপযুক্ত অবস্থা! যিনি কল্পনানয়নে লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, বর্ণনাগুণে তাহা পাঠকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অবতারিত করিয়াছিলেন, সংসারের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে এই অবস্থাতেই জীবন শেষ করিতে হইয়াছিল। আত্মকৃত কার্য্যের পরিণাম অতিক্রম করা কাহার সাধ্য? মধুসূদন স্বহস্তে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাহারই ফলভোগ করিতে হইয়াছিল।

উত্তরপাড়ায় তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া মধুসূদন, মৃত্যুর ৭।৮ দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। সপরিবারে কলিকাতায় স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারেন, তখন তাঁহার সাংসারিক অবস্থা এরূপ ছিল না। তিনি নিজে একেবারে উত্থানশক্তি-রহিত হইয়াছিলেন, কোনও স্থান হইতে একটি কপর্দ্দকও আয়ের প্রত্যাশা ছিল না; ইহার উপর তাঁহার পত্নী কতক্ষণে পরলোক-গমন করিবেন এইরূপ অবস্থাপন্না হইয়াছিলেন। কে তাঁহাদিগের ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবেন, কে বা তাঁহাদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিবেন? সুতরাং মধুসূদনের বন্ধুগণ, উপায়ান্তরের অভাবে, তাঁহার পত্নীকে তাঁহার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার আশ্রয়ে রাখিয়া, তাঁহাকে আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। হায়! বঙ্গের নব্যকবি-শিরোমণির ভাগ্যে এই শোচনীয় পরিণাম ছিল! মধুসূদনের বন্ধুগণ, বিশেষতঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় এবং মনোমোহনবাবু তাঁহার রোগশয্যায় সাহায্য করিতে ত্রুটী করেন নাই। সমগ্র বঙ্গদেশ তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ; কিন্তু তাঁহারা যদি কোনরূপে মধুসূদনের দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গসমাজ একটি গুরুতর লজ্জা হইতে রক্ষা পাইত। বঙ্গদেশের আধুনিক সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি যে অনাথ ও ভিক্ষুকদিগের সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, পরে কবির স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেও এ কলঙ্ক-মোচন হইবে না। অবশ্য যুরোপীয় আদর্শে চিকিৎসালয়ে মৃত্যু তাদৃশ অপমানজনক না হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুর আদর্শে সেরূপ নয় বলিয়াই এই সকল কথা বলিতে হইতেছে। যাহা হউক, উপায়ান্তরের অভাবে, মধুসূদন দাতব্য চিকিৎসালয়ে গমন করিতে বাধ্য হইলেন। এত দিন তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, এইবার তাহা চরম সীমায় উপনীত হইল। নিজের সুখের জন্য তিনি যে জনকজননীর প্রাণে বেদনা দিয়া, স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয়-গ্রহণ-দ্বারা, এত দিন পরে, তাঁহার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইল। এখানে তাঁহার চিকিৎসার বা সেবার কোন ত্রুটী হয় নাই, তথাপি তাঁহার মানসিক যন্ত্রণার সীমা ছিল না। মনুষ্য যতই যন্ত্রণাভোগ করুক, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া, আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখিতে পাইলে তাহার যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়। কিন্তু চিকিৎসালয়ে সর্ব্বদা আত্মীয়-বন্ধুগণের মুখ দেখা দূরে থাকুক, তাঁহার মৃত্যুশয্যাশায়িনী, হতভাগিনী পত্নী কি অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, মধুসূদনের পক্ষে তাহাও অবগত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। মধুসূদনের জীবন আদ্যোপান্ত দুঃখের কাহিনী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু এরূপ মানসিক যন্ত্রণা তিনি জীবনে আর কখনও ভোগ করেন নাই। নিদারুণ রোগের মধ্যে যখন এক এক বার তাঁহার চৈতন্য হইত, তখন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পীড়িতা পত্নীর ও শিশু দুইটির কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত। কখনও কষ্টে হৃদয়ের ভাব সংযত করিতেন, কখনও বা বালকের ন্যায় অধীরভাবে ক্রন্দন করিয়া ফেলিতেন।

ক্রমশঃ তাঁহার এবং তাঁহার পত্নীর পীড়া শেষাবস্থায় উপনীত হইল। পতি-পত্নীর মধ্যে কে অপরকে ফেলিয়া অগ্রে প্রস্থান করিবেন, ইহাই তখন তাঁহাদিগের উৎকণ্ঠার বিষয় হইল। মধুসূদন এত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তথাপি বুঝি বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই,—তাই মধুসূদনের মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে, তাঁহার শেষ-জীবনের সুখ-দুঃখভাগিনী হেন্‌রিয়েটা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোক-গমন করিলেন। মধুসূদন তখন দাতব্য চিকিৎসালয়ে, মুমূর্ষু অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহার এক পূর্ব্বতন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে এ সংবাদ প্রদান করিল। মধুসূদনের অশ্রুর উৎস তখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তিনি কেবল কাতর স্বরে বলিলেন, "জগদীশ! আমাদিগের দুই জনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমার আর অধিক বিলম্ব নাই, আমি সত্বরই হেন্‌রিয়েটার অনুবর্ত্তী হইব।" মধুসূদন যদিও বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারও দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং অধিক দিন সে অবস্থায় তাঁহাকে পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে না, তথাপি এই বিপৎপাতে তাঁহার হৃদয় একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। পত্নীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার উপযুক্ত সংস্থান তাঁহার ছিল না; বন্ধুবান্ধবগণের অনুগ্রহে তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। হতভাগিনী পত্নীর সমাধির উপর শেষ-অশ্রুপাত করিয়া তিনি যে শান্তিলাভ করিবেন, বিধাতা সে সৌভাগ্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।) মনোমোহনবাবু ও মধুসূদনের আর দুই একটি সুহৃদ্ হেন্‌রিয়েটাকে সমাধিস্থ করিয়া, দাতব্য চিকিৎসালয়ে মধুসূদনকে এই সংবাদ দিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। পাছে অর্থাভাবে পত্নীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া না হইয়া থাকে, সেই আশঙ্কায় মধুসূদনের হৃদয় উদ্বিগ্ন ছিল। তিনি মনোমোহন-বাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "কেমন মনোমোহন, সকল ত ভদ্রোচিত সম্পন্ন হইয়াছে? কোন ত্রুটী ত হয় নাই?" মনোমোহনবাবু বলিলেন, "না, আমাদিগের এ অবস্থায় যাহা সম্ভবপর, তাহার কিছুরই ত্রুটী হয় নাই।" মধুসূদন তখন মনোমোহনবাবুকে বলিলেন, "মনোমোহন! তুমি যত্নের সহিত সেক্সপিয়ার পড়িয়াছিলে, ম্যাক্‌বেথের সেই কয়টি পঙ্‌ক্তি কি তোমার স্মরণ হয়?" মনোমোহনবাবু বলিলেন, "কোন্ কয়টি পঙ্‌ক্তি?" মধুসূদন বলিলেন, "লেডী ম্যাক্‌বেথের মৃত্যু-সংবাদে ম্যাক্‌বেথ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কয়টি পঙ্‌ক্তি। আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কোনও কথা আর আমার স্মরণ হয় না, কিন্তু দেখ দেখি, আমি সেই কয়টি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করিতেছি, আমার কোন ভ্রম হয় কি না।" এই বলিয়া মধুসূদন ম্যাক্‌বেথ হইতে সুস্পষ্টরূপে এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করিলেন:—

"To-morrow, and to-morrow, and to-morrow
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle
Life's but a walking shadow; a poor player,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing."

আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "কেমন মনোমোহন, ঠিক হইয়াছে ত?" মনোমোহনবাবু বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে, কিন্তু এখন এ সকল কথার প্রয়োজন কি? আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই।" মধুসূদন শুনিয়া একটু হাসিলেন। বোধ হয়, সে হাসির অর্থ এই, আমি যে কিরূপ আরোগ্য লাভ করিব, আমার মনই তাহা বুঝিতেছে। পরে মনোমোহনবাবুকে বলিলেন, "দেখ, এই চিকিৎসালয়ের পরিচারক এবং ধাত্রীদিগকে পুরস্কার দিতে পারি, আমার এমন সম্বল নাই। ইহারা অর্থপ্রয়াসী, ইহাদিগকে কিছু কিছু পুরস্কার দিলে, ইহারা আমায় একটু যত্ন করিত। যদি প্রতিদিন একটি করিয়া টাকা ব্যয় করিতে পারিতাম, তবে এ অবস্থায়ও কিছু শান্তি পাইতাম।" মনোমোহন-বাবু বলিলেন, "প্রতিদিন একটি করিয়া টাকা? সে জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না, যে উপায়ে হউক, তাহা সংগৃহীত হইবে।" তখন মধুসূদন বলিলেন, "মনোমোহন! তোমায় আর অধিক কি বলিব? আমার শিশুগুলি যেন অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ না করে, এই দেখিও।" মনোমোহনবাবু বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যদি আমার নিজের সন্তানগণের অন্নাভাব না হয়, তবে আপনার শিশুগুলিরও হইবে না।"* মধুসূদনের বিশুষ্ক মুখ

* মনোমোহনবাবু সে সত্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি পুত্রবৎ স্নেহে মধুসূদনের পুত্র আলবার্ট নেপোলিয়নকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ক্ষণকালের জন্য প্রফুল্ল হইল ; সস্নেহে মনোমোহনবাবুর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "মনোমোহন! জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।" মনোমোহনবাবু ইহার পর বিদায়-গ্রহণ করিলেন।

মনোমোহনবাবুর সঙ্গে এই বিদায়ের পর মধুসূদন তিন দিবস জীবিত ছিলেন। সেই তিন দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি নিজের অতীত জীবনের কার্য্যাবলীর আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই যে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, এ চিন্তা মর্ম্মান্তিক শেলের ন্যায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিত। কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি তাঁহার নিকট মুক্তকণ্ঠে আপনার ত্রুটী স্বীকার করিতেন, এবং উচ্ছৃঙ্খলতার ও অসদাচারের পরিণাম কি, তাহা বুঝাইবার জন্য নিজের অবস্থার উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবাদ দিয়া আনাইয়া, তিনি অনেকক্ষণ অবধি তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন, এবং ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি সেই দয়াময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছি ; তিনি যে পাপি-তাপীর উদ্ধারের জন্য খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।" সংসার কেবল কর্ম্মক্ষেত্র নয়, মানবাত্মার শিক্ষাক্ষেত্র। কেহ বাল্যে, কেহ যৌবনে, কেহ সম্পদে এবং কেহ বা বিপদে শিক্ষা লাভ করেন। রোগ, শোক এবং দরিদ্রতার কশাঘাত-প্রাপ্ত

তাঁহারই উদ্যোগে আলবার্ট অহিফেন-বিভাগের Sub-Deputy Opium Agent-এর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তরুণ বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

না হইলে দুরন্ত মানব-সন্তানের চেতনা হয় না। যিনি যে দণ্ডের উপযুক্ত, বিশ্ববিধাতা তাঁহার প্রতি সেইরূপ দণ্ড বিধান করিয়া তাঁহাকে উদ্বোধিত করেন। ভগবানের দুরন্ত সন্তান মধুসূদন এতদিন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, তাই সেই ন্যায়বান্ প্রভু স্বীয় দয়াগুণে তাঁহার প্রতি অতিকঠোর দণ্ড প্রয়োগ করিয়া, জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিলেন। আত্মকৃত কার্য্যের অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া এবং যিনি ইহ-পরকালের প্রভু তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া মধুসূদন যে পৃথিবীর শিক্ষাকার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিলে তাঁহার নৈতিক দুর্ব্বলতার কথা আমাদিগের স্মরণ থাকে না।

যে দিন তিনি পরলোক-গমন করেন, সেই দিন প্রাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মধুসূদনের শরীর তখন অবসন্ন এবং বাঙ্নিষ্পত্তির শক্তি তখন লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "ত্রৈলোক্যমোহন! জীবনের কোনও আশা পূর্ণ হয় নাই, অনেক আক্ষেপ লইয়া মরিতেছি, এখন বলিবার শক্তি নাই। তুমি আর এক সময় আসিও, অনেক কথা বলিবার আছে, তোমায় বলিব।" কিন্তু আর বলা হইল না; প্রাণের বেদনা ভাষায় ব্যক্ত করিবার অবসর বিধাতা তাঁহাকে দান করিলেন না। সেই দিন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবার, বেলা দুইটার সময় তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইল।

বাল্যে যাঁহার সেবার জন্য দাসদাসীগণ ব্যগ্র হইয়া থাকিত, পাছে কোনও বিষয়ে তাঁহার পরিচর্য্যার ত্রুটী হয়,—এই চিন্তায় যাঁহার পিতা, মাতা ও আত্মীয়গণ ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আজ এই শেষ-দিনে তিনি ভিক্ষুক ও অনাথগণে বেষ্টিত হইয়া পরলোক-গমন করিলেন। যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য বিধাতা মধুসূদনকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। (জননীরূপিণী মাতৃভাষার সেবা করিয়া, এবং আত্ম-সংযমের অভাবে প্রতিভার পরিণাম কতদূর শোচনীয় হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার আত্মা প্রলোভনময় পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধলোকে প্রস্থান করিল।) (সংসারের পিচ্ছিল বর্ত্মে ভ্রমণ করিতে করিতে অতিসংযতস্বভাব পুরুষকেও স্খলিতপদ হইতে হয়; মধুসূদনও হইয়াছিলেন। তিনি জীবনে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন।) কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবী হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা লইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণ করিবে। সুখে অথবা দুঃখে তাঁহার জীবন যে ভাবে অতিবাহিত হউক, তাঁহার মানব-জন্ম-ধারণ নিরর্থক হয় নাই; তিনি তাঁহার স্বদেশকে উন্নত ও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। মাতৃভাষার সমৃদ্ধি-সাধন করিয়া তিনি তাঁহার স্বদেশীয়গণের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, বিশ্ববিধাতা তজ্জন্য অবশ্যই তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন। পরলোকে তাঁহার জ্ঞান-পিপাসু আত্মা যেমন অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ইহলোকেও তেমনই তাঁহার কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ, তাঁহার মাতৃভাষার সেবকগণ কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন। যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, তত দিন তাঁহার স্বদেশীয়গণ, সত্যই তাঁহার কাব্যসমূহ হইতে

"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মাৎসর্য্য

অশ্বিনীকুমার দত্ত

[১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল জেলার বাটাজোড় গ্রামে অশ্বিনীকুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ব্রজমোহন দত্ত। অশ্বিনীকুমার একজন বিখ্যাত দেশভক্ত এবং নেতা ছিলেন। 'ভক্তিযোগ,' 'কর্ম্মযোগ,' 'জ্ঞানযোগ' প্রভৃতি চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ এবং ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক সঙ্গীতাবলী-রচনার জন্য ইনি সাহিত্য-সমাজে চিরকাল আদৃত হইবেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশভক্তের মৃত্যু হয়।]

অপরের প্রতি প্রেমের বিস্তার মাৎসর্য্যের পরম ঔষধ। যে যাহাকে ভালবাসে সে কখনও তাহার শ্রী দেখিয়া কাতর হইতে পারে না। ভালবাসার পাত্রের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে আনন্দেরই বৃদ্ধি হয়, কখনও প্রাণে মাৎসর্য্য স্থান পাইতে পারে না। অতএব যাহার শ্রী দেখিলে কাতর হই, তাহার সদ্‌গুণ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া যদি কোন প্রকারে হৃদয়ে তাহার প্রতি ভালবাসার ভাব আনিতে পারি, তবে কখনও তাহার প্রতি মাৎসর্য্যের দ্বারা ক্লিষ্ট হইব না। এইরূপ যতই ভালবাসা অপর লোকের উপর ছড়াইয়া পড়িবে, ততই মাৎসর্য্যের হ্রাস হইবে। এই জন্য যাহাদিগের প্রতি কোনরূপ মাৎসর্য্যের ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের সহিত সর্ব্বতোভাবে সৌহার্দ্দ-স্থাপনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সঙ্কীর্ণতা মাৎসর্য্যের প্রধান পোষক। যে মনে করে—সুখ, সম্ভ্রম, সম্পদ্ যাহা কিছু ছিল অমুক ব্যক্তি ভোগ করিয়া লইল,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমার জন্য ত কিছুই রহিল না—সে পরের সুখ, সম্ভ্রম, সম্পদ্ দেখিলে প্রাণে কষ্ট পাইতে পারে ; কিন্তু যাহার মনে হয়, এই প্রকাণ্ড পৃথিবী পড়িয়া রহিয়াছে, অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে লোকের সুখী, সম্ভ্রান্ত অথবা সম্পত্তিশালী হওয়ার পথের অন্ত নাই, প্রত্যেকেরই পৃথিবীতে কোন না কোন প্রকারে শ্রেষ্ঠ হইবার অধিকার আছে, তাহার হৃদয়ে মাৎসর্য্য রাজত্ব করিতে পারে না। যত উদারতার বৃদ্ধি, তত মাৎসর্য্যের নাশ।

পরনিন্দা মাৎসর্য্যের প্রধান সহচর। প্রাণের ভিতর যত মাৎসর্য্যের অধিকার বিস্তৃত হয় তত পরনিন্দায় জিহ্বা নৃত্য করিতে থাকে। পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি যত কমাইতে পারিবেন, মাৎসর্য্যও তত আঘাত পাইবে। পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবৃত্তির দমনের জন্য দুইটি উপায় উৎকৃষ্ট,—(১) নিন্দক আপনার স্বীয় জীবনের দোষগুলি সর্ব্বদা মনের সম্মুখে রাখিবেন। যে ব্যক্তি আপনার দোষগুলি-সম্বন্ধে সর্ব্বদা জাগ্রৎ, সে ব্যক্তি পরের নিন্দা করিতে কখনও আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারে না। আপনার দিকে তাকাইয়া তাহার মুখ শুকাইয়া যায়, সে আর পরের দোষের আলোচনা করিবে কি ? (২) পরের দোষানুসন্ধান না করিয়া পরের গুণানুসন্ধান করিতে করিতে তাহাদিগের গুণ-কীর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস যত বৃদ্ধি পাইবে, পরনিন্দার প্রবৃত্তি তত কমিয়া যাইবে। সর্ব্বদা পরের গুণকীর্ত্তন যাঁহারা করেন সেইরূপ লোকের সংসর্গ এ সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী। নিতান্ত নিকৃষ্ট পাপীর জীবনেও গুণানুসন্ধান করিয়া তাহার গুণ-কীর্ত্তন করিলে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। যাঁহার নিন্দা করিতে তোমার মন উৎসুক হইবে, তাঁহার চরিত্রে ক্রমাগত গুণানুসন্ধান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিতে থাকিবে, কতকগুলি গুণ পাইবেই পাইবে, বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে যখনই আলাপ হইবে, তখনই সেই গুণগুলির বিশেষ উল্লেখ করিবে ও তাঁহার মহত্ত্ব ঘোষণা করিবে। এইরূপ করিতে থাকিলে ক্রমেই পরনিন্দার ইচ্ছা দুর হইবে ও পরগুণালোচনার অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে।

যাহাতে প্রাণে ভাল হইবার জন্য প্রগাঢ় আবেগ জন্মে, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভাল হইতে যাঁহার বলবতী ইচ্ছা আছে, ঈর্ষ্যা তাঁহার ভিতরে কার্য্য করিবার অবকাশ পায় না। ভাল হইবার জন্য যাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হয়, তিনি সর্ব্বদা পরের গুণ-কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া, পরের ভাল দেখিয়া দেখিয়া, আপনাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন; পরের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাইবার তাঁহার সময় থাকে না ও পরের মন্দচিন্তা যে নিজের ভাল হইবার পথে কণ্টক, তাহা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যে অপর কোন ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত, তাহার মন সর্ব্বদা সেই ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার জন্য ধাবিত হয়, তাহার আর ভাল হইবার অবসর থাকে কোথায়?

যাঁহার হৃদয়ে ভাল হইবার ইচ্ছা প্রবল, তিনি পরের ভাল দেখিলে অমনি সেই ভালটুকু নিজের জীবনে আয়ত্ত করিতে সচেষ্ট হন; তাঁহার মনে অপরকে অবনত করিয়া আপনার সমান না করিয়া, নিজে উন্নত হইয়া অপরের সমান হইবার জন্য যত্ন হয়। যে ব্যক্তি মাৎসর্য্যের দাস, সে নিজের উন্নতি ভুলিয়া পরের অবনতি কামনা করে, যাঁহার প্রাণে মাৎসর্য্য নাই, তিনি মনে করেন, "অন্যকে নামাইয়া আমার সমান না করিয়া আমি কেন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উঠিয়া তাহার সমান না হই?" তাঁহার ঈর্ষ্যার নাম শুনিতেও লজ্জা হয়।

মাৎসর্য্যের কুফল-চিন্তা মাৎসর্য্য-দমনের প্রধান উপায়। যে ব্যক্তি ঈর্ষ্যাগ্নিতে আপনার প্রাণটি আহুতি দেয়, তাহার অবস্থা শোচনীয়। যাহা দেখিলে মনুষ্যের প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়, ঈর্ষ্যী তাহাই দেখিয়া যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা পাইতে থাকে। সৌন্দর্য্য, সুখ, সাহস, সদ্‌গুণ দেখিলে কাহার না মনে আনন্দের সঞ্চার হয়? কিন্তু ঈর্ষ্যীর প্রাণে তাহাই নরকাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দেয়। ভাল যাহার নিকটে মন্দ, সুধা যাহার নিকটে বিষ, স্বর্গ যাহার নিকটে নরক, পূর্ণচন্দ্রের আলোক যাহার নিকটে অমানিশার অন্ধকার, তাহার যে কি দুঃখের অবস্থা তাহা কে বর্ণনা করিবে? সহস্র ব্যক্তি এক জনের গুণগান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিল; ঈর্ষ্যীর কর্ণে যাই সেই ধ্বনি প্রবেশ করিল, অমনি তাহার প্রাণ যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল—বল, ইহার ন্যায় হতভাগ্য কে আছে?

যাহার দোষ-চিন্তা ও দোষ-দর্শনই ব্যবসায়, সে যে কিরূপ হতভাগ্য তাহা মনে করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। যে ব্যক্তি চন্দ্রে কলঙ্ক ভিন্ন আর কিছুই দেখে না, কুসুমে কীট ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারে না, মৃণালে কণ্টক ভিন্ন আর কিছু বুঝে না, তাহার ন্যায় দুঃখী এ জগতে আর কে? ঈর্ষ্যীর প্রাণ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন, কণ্টকাকীর্ণ,—ক্লেদপূর্ণ। ভগবান্ সকলকে ঈর্ষ্যার হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

ঈর্ষ্যা হলাহলের ন্যায় অস্থি পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। ঈর্ষ্যীর দিবারাত্র প্রাণে অসুখ। সর্ব্বদা তাহার প্রাণে কষ্ট;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না, হৃদয়ের স্বাচ্ছন্দ্য চলিয়া যায়।

এ জগতে বিবাদ-বিসংবাদ প্রায় ঈর্ষ্যামূলক দেখিতে পাই ; কত কত ব্যক্তি, কত কত জাতি ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইল্লীস-জাতক

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

[১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে ঈশানচন্দ্র ঘোষ যশোহর জেলার খরসুতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্গের গভর্নমেণ্ট শিক্ষাবিভাগে কৃতিত্বের সহিত কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পনর বৎসরের অধিক কাল হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঈশানচন্দ্র অনেক স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তৎপ্রণীত 'হিতোপদেশ' ছোট ছেলেদের জন্য যে সকল দেশীয় কথাসাহিত্যের বই আছে, তন্মধ্যে প্রথম। তিনি পালিভাষা হইতে বুদ্ধদেবের জন্মকাহিনী বা জাতক অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে অশীতিকোটি সুবর্ণের অধিপতি ইল্লীস নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। মনুষ্যের যত কিছু দোষ হইতে পারে, ইল্লীসের দেহে ও চরিত্রে তাহাদের প্রায় কোনটিরই অভাব ছিল না। তিনি খঞ্জ, বক্রাঙ্গ ও টেরাক্ষ ছিলেন; তিনি ধর্ম্মে শ্রদ্ধা করিতেন না, কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি এতদূর কৃপণ ছিলেন যে, অপরকে দান করা দূরে থাকুক, নিজেও কপর্দ্দক-প্রমাণ ভোগ করিতেন না। এই নিমিত্ত লোকে তাঁহার গৃহকে রাক্ষসপরিগৃহীত-পুষ্করিণীবৎ মনে করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার মাতাপিতা প্রভৃতি উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ অকাতরে দান করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রেষ্ঠিপদ লাভ করিয়াই কুলপ্রথা পরিহার করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে দানশালা ভস্মীভূত এবং যাচকগণ প্রহৃত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। তিনি নিয়ত ধনই সঞ্চয় করিতেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একদিন ইল্লীস রাজদর্শনান্তে গৃহে ফিরিবার কালে দেখিতে পাইলেন পথশ্রমক্লান্ত এক জনপদবাসী সুরাভাণ্ড হস্তে লইয়া টুলের উপর বসিয়া আছে, পাত্র পুরিয়া অম্লসুরা পান করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এক এক কবল দুর্গন্ধ শুষ্ক মৎস্য অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিতেছে। এই জুগুপ্সিত দৃশ্য দেখিয়াও কিন্তু ইল্লীসের মনে সুরাপানের বাসনা জন্মিল। কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি সুরাপান করিলে দেখাদেখি বাড়ীর অন্য সকলেও সুরাপান করিতে চাহিবে; তাহা হইলেই ধনক্ষয় হইবে।' কাজেই তিনি তখনকার মত তৃষ্ণা চাপা দিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ইল্লীসের সুরাপানেচ্ছা অধিকক্ষণ নিরুদ্ধ থাকিল না। তাঁহার শরীর পুরাতন কার্পাসের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল, শীর্ণ দেহের উপর ধমনিগুলি দেখা দিল; তিনি শয়নকক্ষে গিয়া মঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভার্য্যা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অসুখ করিয়াছে কি?" ইল্লীস বলিলেন, "না, আমার কোন অসুখ করে নাই।" "তবে কি রাজা কুপিত হইয়াছেন?" "না, রাজা কুপিত হন নাই।" "ছেলেমেয়েরা বা চাকর-চাকরাণীরা কি আপনার কোন অপ্রীতিকর কাজ করিয়াছে?" "না, সেরূপ কিছু ঘটে নাই।" "তাহা হইলে, বোধ হয়, আপনার কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে?" এই প্রশ্নে কিন্তু ইল্লীস নিরুত্তর রহিলেন; কারণ মনের কথা প্রকাশ করিলেই ধনহানির সম্ভাবনা। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া গৃহিণী অবার বলিলেন, "বলুন না, আর্য্যপুত্র, আপনার কি খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে।" ইল্লীস কথা গিলিতে গিলিতে উত্তর দিলেন, "একটা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জিনিষ খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে বটে।” “কোন্ জিনিষ খাইতে ইচ্ছা হয়, আর্য্যপুত্র?” “ইচ্ছা হয় একটু সুরা পান করি।” “এতক্ষণ একথা বলেন নাই কেন? আপনার অভাব কি? আমি এত সুরা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি যে, তাহা এই গ্রামের সমস্ত লোকেও পান করিয়া ফুরাইতে পারিবে না।” “গ্রামের লোককে দিয়া কি হইবে? তাহারা যে যাহা পারে খাটিয়া খাইবে।” “না হয়, আমাদের এই গলিতে যে সব লোক আছে, তাদের জন্যই তৈয়ার করিব।” “তোমার ভাণ্ডারে যে ধন রাখিবার স্থান নাই তাহা আমি জানি।” “আচ্ছা, আমাদের বাড়ীর লোকজনের জন্যই আয়োজন করিব।” “তুমি ত দেখিতেছি, কল্পতরু হইয়া বসিলে!” “তবে কেবল ছেলেদের জন্য তৈয়ার করি?” “ছেলেরা সুরা দিয়া কি করিবে?” “বেশ, আমাদের দুই জনের জন্যই প্রস্তুত করা যাউক?” “তোমার সুরায় প্রয়োজন কি?” এইরূপ কথাবার্ত্তার পর গৃহিণী স্বামীর মনোভাব বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, “আপনি একা যতটুকু সুরা পান করিতে পারিবেন, আমি তাহাই প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।” ইল্লীস বলিলেন, “গৃহে সুরা প্রস্তুত করিলে অনেকেই তাহা দেখিতে পাইবে; অন্য স্থান হইতে আনিয়া এখানে পান করাও অসম্ভব।” শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি একটি মুদ্রা বাহির করিয়া শৌণ্ডিকালয় হইতে একভাণ্ড সুরা ক্রয় করাইয়া আনাইলেন এবং উহা একজন দাসের স্কন্ধে দিয়া নগরের বাহিরে রাজপথের অনতিদূরে নদীতীরবর্ত্তী একটি গুল্মের মধ্যে লইয়া গেলেন। অনন্তর তিনি দাসকে বিদায় দিয়া পাত্র পূরিয়া সুরাপান আরম্ভ করিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইল্লীসের পিতা দানাদিপুণ্যফলে দেবলোকে শক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইল্লীস যখন সুরাপানে নিরত, তখন শক্রের মনে হইল, 'আমি নরলোকে যে দানব্রত পালন করিতাম, তাহা এখনও অনুষ্ঠিত হইতেছে কি না দেখি।' তিনি চিন্তা করিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার কুলাঙ্গার পুত্র কুলধর্ম্ম-পরিহারপূর্ব্বক দানশালা ভস্মীভূত করিয়াছে, যাচকদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়াছে এবং এতই কৃপণ হইয়াছে যে, পাছে কাহাকেও অংশ দিতে হয়, এই আশঙ্কায় একাকী এক গুল্মের ভিতর বসিয়া মদ্য পান করিতেছে। ইহাতে শক্র বড় দুঃখিত হইলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন, 'আমি এখনই ভূতলে যাইব এবং উপদেশবলে যাহাতে আমার পুত্রের মতি-পরিবর্ত্তন ঘটে, সে কর্ম্মফল বুঝিতে পারে এবং পুণ্যানুষ্ঠান-দ্বারা দেবত্ব-লাভে সমর্থ হয়, তাহার উপায় করিব।'

শক্র তখনই নরলোকে অবতরণ করিয়া ইল্লীসের বিগ্রহ ধারণ করিলেন। সেইরূপ খঞ্জ, সেইরূপ বক্রাঙ্গ, সেইরূপ টেরচক্ষু—উভয়ের আকারে কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ রহিল না। তিনি এই বেশে বারাণসী নগরে প্রবেশ করিলেন, রাজদ্বারে উপনীত হইয়া রাজাকে নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন, রাজার অনুমতি পাইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রেষ্ঠিন্, তুমি এমন অসময়ে আসিলে কেন?" শ্রেষ্ঠিরূপী শক্র বলিলেন, "মহারাজ, আমার চুরাশি কোটি সুবর্ণ আছে। আপনি তাহা নিজের ভাণ্ডারে লইয়া আসুন।" "তাহা আনিব কেন? আমার ভাণ্ডারে যে, ইহা অপেক্ষাও অনেক অধিক ধন আছে।" "আপনার যদি এই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধনে প্রয়োজন না থাকে, তবে অনুমতি দিন, আমি ইহা যথারুচি দান করিব।” “স্বচ্ছন্দে দান কর।” তখন শক্র “যে আজ্ঞা, মহারাজ” বলিয়া রাজাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক ইল্লীসের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চারিদিক্ হইতে ভৃত্যেরা ছুটিয়া আসিল; তিনিই যে ইল্লীস এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। তিনি দেহলীর নিকট দাঁড়াইয়া দ্বারবান্‌কে ডাকাইয়া বলিলেন, “দেখ, আমারই মত দেখ্‌তে, এমন কেহ যদি ‘এ বাড়ী আমার’ বলিয়া ঢুকিতে যায়, তবে তাহাকে উত্তম মধ্যম দিয়া দূর করিয়া দিবে।” ইহার পর শক্র প্রাসাদে আরোহণ করিয়া শয়নকক্ষের অভ্যন্তরে মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন এবং ইল্লীসের পত্নীকে ডাকাইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, “ভদ্রে, এস আমরা এখন হইতে দানশীল হই।”

এই কথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠিপত্নী এবং তাঁহার পুত্র-কন্যা-ভৃত্য-দাস সকলেই ভাবিল, ‘এতকাল ত ইঁহার দান করিতে ইচ্ছা হয় নাই; আজ বুঝি মদ খাইয়া মন খুলিয়া গিয়াছে এবং সেই জন্য দান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।’ শ্রেষ্ঠিপত্নী উত্তর দিলেন, “স্বামিন্, আপনার ধন আপনি যথেচ্ছ দান করুন।” শক্র বলিলেন, “তবে এখনই একজন ভেরীবাদক ডাকাইয়া সমস্ত নগরে প্রচার করিতে বল, যে-কেহ স্বর্ণ-রৌপ্য-মণি-মুক্তাদি পাইতে অভিলাষী, সে যেন এখনই ইল্লীস শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হয়।” শ্রেষ্ঠিপত্নী তাহাই করিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক ঝুড়ি, বস্তা প্রভৃতি হাতে লইয়া ইল্লীসের দ্বারে সমবেত হইল। তখন শক্র সপ্তরত্নপূর্ণ ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন এবং উপস্থিত লোকদিগকে বলিলেন, “এই ধন তোমাদিগকে দান করিলাম; যাহার যত ইচ্ছা,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লইয়া যাও।” এই কথা শুনিবামাত্র উহারা প্রথমে যে যত পারিল ধন বাহির করিয়া সুবিস্তীর্ণ ছাদের উপর রাশি রাশি করিয়া সাজাইয়া রাখিল; পরে স্ব স্ব ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া চলিয়া গেল।

সমবেত লোকদিগের মধ্যে এক জনপদবাসী ইল্লীসের একখানি রথ বাহির করিয়া উহা সপ্তরত্নে পূর্ণ করিয়াছিল। গোশালা হইতে গরু আনিয়া সে ঐ রথে যুতিল এবং হাঁকাইতে হাঁকাইতে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজপথ অবলম্বনে চলিল। ইল্লীস যে গুল্মের ভিতর সুরাপান করিতেছিলেন, জনপদবাসী তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া এইরূপে তাঁহার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিল:— ‘আমার প্রভু ইল্লীস শ্রেষ্ঠীর একশত বৎসর পরমায়ু হউক। তিনি যাহা দান করিলেন, তাহা পাইয়া আমি পায়ের উপর পা রাখিয়া যাবজ্জীবন সুখে কাটাইতে পারিব। এ গরু তাঁহার, এ রথ তাঁহার, এ রত্নরাশিও তাঁহার। এ সকল মাও আমায় দেন নাই, বাবাও আমায় দেন নাই।’

জনপদবাসীর কথা কর্ণগোচর করিয়া ইল্লীস ভীত ও ত্রস্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, ‘ব্যাপারটা কি? এ লোকটা দেখিতেছি আমারই নাম করিয়া এই সকল কথা বলিতেছে। রাজা কি আমার সমস্ত বিভব প্রজাদিগের মধ্যে লুঠাইয়া দিলেন?’ তিনি নিমিষের মধ্যে গুল্মের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই গরু ও রথ তাঁহার। তখন “অরে ধূর্ত্ত! আমার গরু, আমার রথ লইয়া কোথায় যাচ্ছিস্?” বলিয়া তিনি গরুর নাসারজ্জু ধরিয়া ফেলিলেন। জনপদবাসীও রথ হইতে লাফাইয়া পড়িল। সে বলিল, “কি বল্লি রে জুয়াচোর, ইল্লীস শ্রেষ্ঠী সমস্ত নগরবাসীকে ধন দান করিতেছেন; তুই কথা বলিবার কে রে?”

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহার পর সে ইল্লীসকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার স্কন্ধে বজ্রমুষ্টি প্রহার করিল এবং রথ হাঁকাইয়া চলিল; ইল্লীস কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আবার রথ ধরিলেন। জনপদবাসীও রথ হইতে নামিল, ইল্লীসের চুল ধরিয়া মাথাটা মাটিতে টানিয়া কনুই দিয়া বেশ করিয়া ঠুকিল, গলাধাক্কা দিয়া তিনি যে দিক্ হইতে আসিয়াছিলেন, সেই দিকে তাঁহাকে ঠেলিয়া দিল এবং পুনর্ব্বার রথে চড়িয়া প্রস্থান করিল।

প্রহারের চোটে ইল্লীসের নেশা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহাভিমুখে ছুটিলেন এবং লোকে তাঁহার ধন লইয়া যাইতেছে দেখিয়া একে-তাকে ধরিয়া "ব্যাপার কি? রাজা কি আমার ভাণ্ডার লুঠ করাইতেছেন?" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি যাহাকে ধরিলেন সেই তাঁহাকে প্রহার করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল। তিনি ক্ষত-বিক্ষত দেহে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলেন, কিন্তু দ্বারবানেরা তাঁহাকে "কোথায় যাস, ধূর্ত্ত?" বলিয়া বংশযষ্টি-দ্বারা প্রহার করিল এবং গলাধাক্কা দিয়া দরজার বাহির করিয়া দিল। ইল্লীস দেখিলেন গতিক বড় খারাপ। এখন রাজার শরণ লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অনন্তর তিনি রাজদ্বারে গিয়া "দোহাই মহারাজ, আপনি কি অপরাধে আমার সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনের আদেশ দিয়াছেন?" বলিয়া আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিলেন।

রাজা বলিলেন, "সে কি মহাশ্রেষ্ঠিন্! আমি তোমার সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনের আদেশ দিব কেন? এই মাত্র তুমিই না বলিয়া গেলে, আমি তোমার ধন গ্রহণ না করিলে তুমি উহা যথাভিরুচি দান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিবে। তাহার পর তুমিই নাকি ভেরী পিটাইয়া নগরবাসী-দিগকে সংবাদ দিয়া দানে প্রবৃত্ত হইয়াছ।” ইল্লীস কহিলেন, “মহারাজ, আমি কখনও আপনার নিকট এমন কথা বলিতে আসি নাই। আমি যে কেমন কৃপণ তাহা আপনার অবিদিত নাই। আমি ত কাহাকে তৃণাগ্রেও তৈলবিন্দু পর্য্যন্ত দান করি না। যে আমার ধন দান করিতেছে, আপনি দয়া করিয়া তাহাকে এখানে আনাইয়া বিচার করুন।”

রাজা শ্রেষ্ঠিরূপী শক্রকে ডাকাইলেন। তিনি আগমন করিলে সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, ইল্লীসের সহিত তাঁহার আকারে কোন প্রভেদ নাই। কাজেই রাজা ও তাঁহার অমাত্যগণ কেহই স্থির করিতে পারিলেন না যে, প্রকৃত ইল্লীস কে। ইল্লীস বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ, আমিই ইল্লীস।” রাজা বলিলেন, “আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই দুই জনের মধ্যে প্রকৃত ইল্লীস কে, তাহা আর কেহ নিশ্চিত বলিতে পারে কি?” ইল্লীস বলিলেন, “আমার ভার্য্যাই নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।” কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা শক্রকেই নিজ পতি স্থির করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। অতঃপর ইল্লীসের পুত্র, কন্যা, ভৃত্য ও দাসদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল এবং তাহারা সকলেই একবাক্যে শক্রকে মহাশ্রেষ্ঠী বলিয়া স্বীকার করিল। তখন ইল্লীস ভাবিলেন, ‘আমার মাথায় একটী চর্ম্মকীল * আছে; উহা চুলে ঢাকা থাকে, নাপিত ভিন্ন অন্য কেহ তাহা জানে না। অতএব নাপিতকে ডাকাইয়া আমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে বলি।’

* চর্ম্মকীল—আঁচিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব ইল্লীসের নাপিত ছিলেন। রাজার আদেশে তাঁহাকে আনয়ন করা হইল এবং রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত ইল্লীস কে, বলিতে পার কি ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ইঁহাদের মাথা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বলিতে পারিব।" রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, দুই জনেরই মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখ।" কিন্তু শক্র তন্মুহূর্ত্তেই নিজের মস্তকে একটী চর্ম্মকীল উৎপাদন করিলেন। বোধিসত্ত্ব দুই জনের মাথা দেখিয়া বলিলেন, "না মহারাজ, ইঁহাদের দুই জনের মাথাতেই দেখিতেছি এক রকম আঁচিল; কাজেই কে প্রকৃত শ্রেষ্ঠী, কে ছদ্মবেশী, তাহা আমার বলিবার সাধ্য নাই।

দুই-ই টেরা, দুইই কুঁজো, দুয়েরই খোঁড়া পা;
দুয়ের মাথায় সমান আঁচিল, কিছু বুঝতে পারি না।"

বোধিসত্ত্বের কথায় ইল্লীস ধনশোকে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শক্র মহাপ্রভাববলে আকাশে উত্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি ইল্লীস নহি।" এদিকে লোকে ইল্লীসের মুখে ও শরীরে জলসেচন করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেবরাজ শক্রকে প্রণাম করিলেন। তখন শক্র তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "শুন ইল্লীস, এই প্রচুর বিভব আমার ছিল, তোমার নহে; আমি তোমার পিতা, তুমি আমার পুত্র। আমি জীবিতকালে দানাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া শক্রত্ব লাভ করিয়াছি; তুমি কিন্তু পিতৃপন্থা পরিহার করিয়াছ, দান কাহাকে বলে জান না, কেবল কার্পণ্য শিখিয়াছ, দানশালা বন্ধ করিয়াছ, যাচকদিগকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিরাশ করিয়া তাড়াইয়া দিতেছ এবং একমনে ধনসঞ্চয় করিতেছ। এ ধনে তোমার ভোগ নাই, অন্যেরও নাই। এ ধন রাক্ষস-পরিগৃহীত পুষ্করিণীর ন্যায়; কেহই ইহার কণামাত্র স্পর্শ করিতে পারে না। যদি প্রতিজ্ঞা কর যে, দানশালা পুনর্নির্ম্মাণ করিবে, এবং দীনদুঃখীর পোষণ করিবে, তবেই তোমার মঙ্গল; নচেৎ তোমার সমস্ত ধন অন্তর্হিত হইয়া যাইবে এবং এই অশনিপাতে তোমার মস্তক চূর্ণ করিব।”

ইল্লীস প্রাণভয়ে বলিয়া উঠিলেন, “আমি এখন হইতে দানশীল হইব।” শক্র তাঁহার প্রতিজ্ঞা-গ্রহণপূর্ব্বক আকাশে আসীন থাকিয়াই তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে শীলাদি শিক্ষা দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর ইল্লীস দানাদি পুণ্যকর্ম্মে রত হইয়া মৃত্যুর পর দেবলোক লাভ করিলেন।

---

1. Short story of Illis Jataka.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভ্রাতৃদ্বয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ত্তমান যুগে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে অন্যতম। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ করিয়া য়ুরোপের জ্ঞানমর্য্যাদার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন। এই পুরস্কারের মূল্য এক লক্ষ টাকার অধিক। তৎপরে তিনি একাধিকবার য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা করেন এবং সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে অভিনন্দিত হন। অনেক দিন পূর্ব্বে বোলপুরে ইনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; সম্প্রতি নালন্দা বিহারের অনুকরণে এই বিদ্যালয়টিকে বিশ্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন এবং তথায় সর্ব্বদেশের পণ্ডিতদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে 'ডক্টর' উপাধি প্রদান করিয়াছেন এবং গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যের উপর ইঁহার অতুল প্রভাব। ইনি বাল্যকালে 'কবি-কাহিনী,' 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ,' 'তারকার আত্মহত্যা' প্রভৃতি বহু কবিতা রচনা করেন। তৎপরে 'সোনার তরী,' 'নৈবেদ্য,' 'গীতাঞ্জলি,' 'ক্ষণিকা,' 'কথা ও কাহিনী' প্রভৃতি বহু কাব্য এবং 'গোরা,' 'চোখের বালি,' 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি বিবিধ উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত অনেক গ্রন্থই জগতের নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইঁহার রাজনীতি, সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছে।]

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজ নিয়মিত রাজকার্য্য সমাপন করিলেন। প্রাতঃকালের সূর্য্যালোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। মেঘের ছায়ায় দিন আবার অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন। অন্যদিন রাজসভায় নক্ষত্ররায় উপস্থিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

থাকিতেন, আজ তিনি উপস্থিত ছিলেন না। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি ওজর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার শরীর অসুস্থ। রাজা স্বয়ং নক্ষত্ররায়ের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নক্ষত্র মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিলেন না। একখানা লিখিত কাগজ লইয়া কাজে ব্যস্ত আছেন এমনি ভান করিলেন। রাজা বলিলেন, "নক্ষত্র, তোমার কি অসুখ করিয়াছে ?"

নক্ষত্র কাগজের এপিট-ওপিট উল্টাইয়া হাতের অঙ্গুরী নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "অসুখ ? না, অসুখ ঠিক নয়—এই, একটুখানি কাজ ছিল—হাঁ হাঁ অসুখ হয়েছিল—কতকটা অসুখের মতন বটে।"

নক্ষত্ররায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। গোবিন্দমাণিক্য অতিশয় বিষণ্ণ মুখে নক্ষত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—হায় হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যেও হিংসা ঢুকিয়াছে, সে সাপের মত লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না। আমাদের অরণ্যে কি হিংস্র পশু যথেষ্ট নাই, শেষে কি মানুষও মানুষকে ভয় করিবে, ভাইও ভাইয়ের পাশে গিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিতে পাইবে না ? এই আমার ভাই, ইহার সহিত প্রতিদিন একগৃহে বাস করি, একাসনে বসিয়া থাকি, হাসিমুখে কথা কই—এ-ও আমার পাশে বসিয়া মনের মধ্যে ছুরি শাণাইতেছে !—গোবিন্দমাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যের মত বোধ হইতে লাগিল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারিদিকে দন্ত ও নখরের ছটা দেখিতে পাইলেন। প্রভাত-আকাশে গোবিন্দমাণিক্য যে প্রেমমুখচ্ছবি দেখিয়াছিলেন তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "নক্ষত্র, আজ অপরাহ্ণে গোমতী তীরের নির্জ্জন অরণ্যে আমরা দুইজনে বেড়াইতে যাইব।"

রাজার এই গম্ভীর আদেশবাণীর বিরুদ্ধে নক্ষত্রের মুখে কথা সরিল না, কিন্তু সংশয়ে ও আশঙ্কায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—মহারাজ এতক্ষণ নীরবে দুই চক্ষু তাঁহারই মনের দিকে নিবিষ্ট করিয়া বসিয়াছিলেন—সেখানে অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে যে ভাবনাগুলো কীটের মত কিল্‌বিল্ করিতেছিল, সেগুলো যেন সহসা আলো দেখিয়া অস্থির হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে ভয়ে নক্ষত্ররায় রাজার মুখের দিকে একবার চাহিলেন—দেখিলেন তাঁহার মুখে কেবল সুগভীর বিষণ্ণ শান্তির ভাব, সেখানে রোষের রেখা মাত্র নাই। মানব-হৃদয়ের কঠিন নিষ্ঠুরতা দেখিয়া কেবল সুগভীর শোক তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। তখনো মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে—কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অবিশ্রাম চীৎকার করিতেছে—কিন্তু দুই একটা চিল এখনও আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুই ভাই যখন নির্জ্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। বড় বড় প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা একটি কথা কহে না, কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদশব্দটুকু পর্য্যন্তও শোনে, তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে, তলস্থিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে। অরণ্যে সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন আর উঠে না—চারিদিকে সুগভীর নিস্তব্ধতার ভ্রুকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল; ভীষণ অদৃষ্টের মত নীরব রাজা এই সন্ধ্যাকালে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়া তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন কিছুই ঠাহর পাইলেন না। নিশ্চয় মনে করিলেন রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন—এবং গুরুতর শাস্তি দিবার জন্যই রাজা তাঁহাকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্ররায় উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু মনে হইল কে যেন তাঁহার পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই।

অরণ্যের মধ্যস্থলে একটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মত আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন, "দাঁড়াও!"

নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল—সেই মুহূর্ত্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল—নীচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই—কেবল সেই "দাঁড়াও" শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন গম্ গম্ করিতে লাগিল—সেই "দাঁড়াও" শব্দ যেন তড়িৎপ্রবাহের মত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শব্দের কম্পনে রীরী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্ম্মভেদী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নক্ষত্র, তুমি আমাকে মারিতে চাও?"

নক্ষত্র বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারিলেন না।

রাজা কহিলেন, "কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট, ও রাজচ্ছত্র? এই মুকুট, এই রাজচ্ছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান? শত সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও ত সহস্র লোকের সুখদুঃখকে আপনার বলিয়া গ্রহণ কর,—এ যে করে সে-ই রাজা, সে পর্ণকুটীরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে-ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক ত তাহারই! রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই—পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়!"

গোবিন্দমাণিক্য থামিলেন। নক্ষত্ররায় মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

মহারাজ খাপ হইতে তরবারি খুলিলেন। নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"ভাই, এখানে লোক নাই, সাক্ষ্য নাই, কেহ নাই—ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি ছুরি মারিতে চায় তবে তাহার স্থান এই, সময় এই—এখানে কেহ তোমাকে নিন্দা করিবে না। তোমার শিরায় আর আমার শিরায় একই রক্ত বহিতেছে, একই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পিতা, একই পিতামহের রক্ত—তুমি সে-রক্ত পাত করিতে চাও, কিন্তু মনুষ্যের আবাসস্থলে করিয়ো না। যেখানে নিশ্চিন্ত চিত্তে পরম স্নেহে ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি করিয়া আছে, সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে ভাইয়ের রক্তপাত করিয়ো না। এই জন্য তোমাকে আজ অরণ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি।”

এই বলিয়া রাজা নক্ষত্ররায়ের হাতে তারবারি দিলেন। নক্ষত্ররায়ের হাত হইতে তরবারি ভূমিতে পড়িয়া গেল। নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, “দাদা, আমি দোষী নই—একথা আমার মনে কখনো উদয় হয় নাই—”

রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া বলিলেন, “আমি তাহা জানি। তুমি কি কখনো আমাকে আঘাত করিতে পার?—তোমাকে পাঁচজনে পরামর্শ দিয়াছে।”

নক্ষত্ররায় বলিলেন, “আমাকে রঘুপতি কেবল এই উপদেশ দিতেছে।”

রাজা বলিলেন, “রঘুপতির কাছ হইতে দূরে থাকিয়ো।”

নক্ষত্ররায় বলিলেন, “কোথায় যাইব বলিয়া দিন্! আমি এখানে থাকিতে চাই না। আমি এখান হইতে—রঘুপতির কাছ হইতে—পলাইতে চাই।”

রাজা বলিলেন, “তুমি আমারই কাছে থাক—আর কোথাও যাইতে হইবে না—রঘুপতি তোমার কি করিবে।”

নক্ষত্ররায় রাজার হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, যেন রঘুপতি তাঁহাকে টানিয়া লইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গুপ্তধন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি। মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বসিয়াছে। পূজা সমাধা করিয়া যখন উঠিল, তখন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রত্যূষের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুঞ্জয় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। তখন সে একবার দেবীর চরণতলে মস্তক ঠেকাইয়া তাঁহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নীচে হইতে একটি কাঁঠাল কাঠের বাক্স বাহির হইল। পৈতায় চাবি বাঁধা ছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিল। খুলিবামাত্রই চমকিয়া উঠিয়া মাথায় করাঘাত করিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের অন্দরের বাগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সেই বাগানের এক প্রান্তে বড় বড় গাছের ছায়ার অন্ধকারে এই ছোট মন্দিরটি। মন্দিরে জয়কালীর মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই নাই; তাহার প্রবেশদ্বার একটিমাত্র। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিবার পূর্ব্বে তাহা বন্ধই ছিল—কেহ তাহা ভাঙ্গে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশবার করিয়া প্রতিমার চারিদিকে ঘুরিয়া হাতড়াইয়া দেখিল—কিছুই পাইল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

না। পাগলের মত হইয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেলিল—তখন ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিতেছে। মন্দিরের চারিদিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃথা আশ্বাসে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালবেলাকার আলোক যখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন সে বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর ক্লান্তশরীরে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিল, "জয় হোক বাবা।"

সম্মুখে প্রাঙ্গণে এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসী। মৃত্যুঞ্জয় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"বাবা, তুমি মনের মধ্যে বৃথা শোক করিতেছ।"

শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল—কহিল,—"আপনি অন্তর্য্যামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিয়া বুঝিলেন? আমি ত কাহাকেও কিছু বলি নাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"বৎস, আমি বলিতেছি, তোমার যাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ কর, শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"আপনি তবে ত সমস্তই জানিয়াছেন—কেমন করিয়া হারাইয়াছে, কোথায় গেলে ফিরিয়া পাইব তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাড়িব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা করিতাম, তবে বলিতাম। কিন্তু ভগবতী দয়া করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন, সেজন্য শোক করিয়ো না।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মৃত্যুঞ্জয় সন্ন্যাসীকে প্রসন্ন করিবার জন্য সমস্ত দিন বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিল। পর দিন প্রত্যুষে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিয়া সফেন দুগ্ধ দুহিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল সন্ন্যাসী নাই।

(২)

মৃত্যুঞ্জয় যখন শিশু ছিল, যখন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তখন এমনি করিয়াই একটি সন্ন্যাসী "জয় হোক্ বাবা" বলিয়া এই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিহর সেই সন্ন্যাসীকে কয়েকদিন বাড়িতে রাখিয়া বিধিমত সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিল।

বিদায়কালে সন্ন্যাসী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কি চাও"—হরিহর কহিল, "বাবা, যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শুনুন। এককালে এই গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বর্দ্ধিষ্ণু ছিলাম। আমার প্রপিতামহ দূর হইতে কুলীন আনাইয়া তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দৌহিত্রবংশ আমাদিগকেই ফাঁকি দিয়া আজকাল এই গ্রামে বড়লোক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এখন অবস্থা ভালো নয়, কাজেই ইহাদের অহঙ্কার সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আর সহ্য হয় না। কি করিলে আবার আমাদের বংশ বড় হইয়া উঠিবে সেই উপায় বলিয়া দিন, সেই আশীর্ব্বাদ করুন।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, ছোট হইয়া সুখে থাক। বড় হইবার চেষ্টায় শ্রেয় দেখি না।"

কিন্তু হরিহর তবু ছাড়িল না, বংশকে বড় করিবার জন্য সে সমস্ত স্বীকার করিতে রাজি আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তখন সন্ন্যাসী তাঁহার ঝুলি হইতে কাপড়ে মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোষ্ঠীপত্রের মত গুটানো। সন্ন্যাসী সেটি মেজের উপরে খুলিয়া ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্রে নানা সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকা, আর সকলের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে, তাহার আরম্ভটা এইরূপ:—

পায়ে ধরে সাধা
রা নাহি দেয় রাধা।
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড় পা॥
তেঁতুল বটের কোলে,
দক্ষিণে যাও চলে॥
ঈশানকোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী। ইত্যাদি।

হরিহর কহিল, "বাবা, কিছুই ত বুঝিলাম না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"কাছে রাখিয়া দাও, দেবীর পূজা কর। তাঁহার প্রসাদে তোমার বংশে কেহ-না-কেহ এই লিখন ঐশ্বর্য্য পাইবে, জগতে যাহার তুলনা নাই।"

হরিহর মিনতি করিয়া কহিল "বাবা কি বুঝাইয়া দিবেন না?"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"না। সাধনার দ্বারা বুঝিতে হইবে।"

এমন সময়ে হরিহরের ছোট ভাই শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি লিখনটি লইবার চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "বড় হইবার পথের দুঃখ এখন হইতেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুরু হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ ইহার রহস্য কেবল একজন মাত্রই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেষ্টা করিলেও আর কেহ তাহা পারিবে না। তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে তাহা কেহ জানে না। অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভয়ে খুলিয়া রাখিতে পার।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু হরিহর এ কাগজটি লুকাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর কেহ ইহা হইতে লাভবান্ হয়, পাছে তাহার ছোট ভাই শঙ্কর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় হরিহর এই কাগজটি কাঁঠাল কাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনতলে লুকাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যায় নিশীথ রাত্রে দেবীর পূজা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কাগজটি খুলিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অর্থ বুঝিবার শক্তি দেন।

শঙ্কর কিছুদিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, "দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভালো করিয়া দেখিতে দাও না।"

হরিহর কহিল, "দুর পাগল। সে কাগজ কি আছে! বেটা ভণ্ডসন্ন্যাসী কাগজে কতকগুলা হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল—আমি সে পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শঙ্করকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নিরুদ্দেশ।

হরিহরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম্ম নষ্ট হইল—গুপ্ত ঐশ্বর্য্যের ধ্যান এক মুহূর্ত্ত সে ছাড়িতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, সে তাহার বড় ছেলে শ্যামাপদকে এই সন্ন্যাসিদত্ত কাগজখানি দিয়া গেল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকুরি ছাড়িয়া দিল। জয়কালীর পূজায় আর একান্ত মনে এই লিখন-পাঠের চর্চ্চায় তাহার জীবনটা যে কোন্ দিক্ দিয়া কাটিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না।

মৃত্যুঞ্জয় শ্যামাপদের বড় ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে এই সন্ন্যাসিদত্ত গুপ্তলিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর যতই হীন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ঐ কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইল। এমন সময়ে গত অমাবস্যারাত্রে পূজার পর লিখনখানি আর দেখিতে পাইল না—সন্ন্যাসীও কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, এই সন্ন্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সন্ধান ইহার কাছ হইতে মিলিবে।

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে বাহির হইল। এক বৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

(৩)

গ্রামের নাম ধারাগোল। সেখানে মৃত্যুঞ্জয় মুদির দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছিল আর অন্যমনস্ক হইয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। কিছু দূরে মাঠের ধার দিয়া একজন সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। একটু পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোকটা চলিয়া গেল এই ত সেই সন্ন্যাসী। তাড়াতাড়ি হুঁকাটা রাখিয়া মুদিকে সচকিত করিয়া একদৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে সন্ন্যাসীকে দেখা গেল না।

তখন সন্ধ্যা; অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। অপরিচিত স্থানে কোথায় যে সন্ন্যাসীর সন্ধান করিতে যাইবে, তাহা সে ঠিক করিতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া মুদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ যে মস্ত বন দেখা যাইতেছে, ওখানে কি আছে ?"

মুদি কহিল, "এককালে ঐ বন সহর ছিল, কিন্তু অগস্ত্য মুনির শাপে ওখানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে ওখানে অনেক ধনরত্ন আজও খুঁজিলে পাওয়া যায় ; কিন্তু দিনদুপরেও ঐ বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে, সে আর ফেরে নাই।"

মৃত্যুঞ্জয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি মুদির দোকানে মাদুরের উপর পড়িয়া মশার জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ চাপ্‌ড়াইতে লাগিল, আর ঐ বনের কথা, সন্ন্যাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বারবার পড়িয়া সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল—তাই এই অনিদ্রাবস্থায় কেবলি তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল—

পায়ে ধরে' সাধা
রা নাহি দেয় রাধা।
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড় পা॥

মাথা গরম হইয়া উঠিল—কোন মতেই এই ক'টা ছত্র সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না। অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিল, তখন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। "রা নাহি দেয় রাধা" অতএব "রাধা"র "রা" না থাকিলে "ধা" রহিল—"শেষে দিল রা" অতএব হইল "ধারা"—"পাগোল ছাড় পা"—"পাগোল"এর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"পা" ছাড়িলে "গোল" বাকি রহিল—অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল "ধারাগোল"—এ জায়গাটার নাম ত "ধারাগোল"'ই বটে!

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।

(৪)

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহু কষ্টে পথ খুঁজিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রামে ফিরিল।

পরদিন চাদরে চিঁড়া বাঁধিয়া পুনর্ব্বার সে বনের মধ্যে যাত্রা করিল। অপরাহ্ণে একটা দীঘির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দীঘির মাঝখানটা পরিষ্কার জল আর পাড়ের গায়ে গায়ে চারি দিকে পথ আর কুমুদের বন। পাথরে বাঁধানো ঘাট ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে জলে চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়া দীঘির চারি দিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

দীঘির পশ্চিম পাড়ের প্রান্তে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল একটা তেঁতুলগাছকে বেষ্টন করিয়া প্রকাণ্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—

তেঁতুল বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে॥

দক্ষিণে কিছুদূর যাইতেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হউক, মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করিল এই গাছটাকে কোনো মতে হারাইলে চলিবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময়ে গাছের অন্তরাল দিয়া অনতিদূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। সেই দিকের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুঞ্জয় এক ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল নিকটে একটা চুল্লি, পোড়াকাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতি সাবধানে মৃত্যুঞ্জয় ভগ্নদ্বার মন্দিরের মধ্যে উঁকি মারিল। সেখানে কোন লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কম্বল, কমণ্ডলু আর গেরুয়া উত্তরীয় পড়িয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বহুদূরে; অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি না, তাই এই মন্দিরে মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুসী হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙ্গিয়া দ্বারের কাছে পড়িয়াছিল; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পাথরের গায়ে কি যেন লেখা দেখিতে পাইল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল একটি চক্র আঁকা, তাহার মধ্যে কতক স্পষ্ট কতক লুপ্তপ্রায় ভাবে নিম্নলিখিত সাংকেতিক অক্ষরে লেখা আছে:—

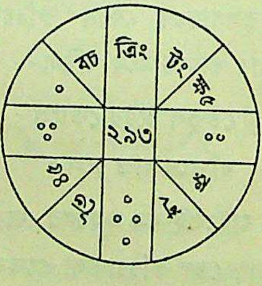

এই চক্রটি মৃত্যুঞ্জয়ের সুপরিচিত। কত অমাবস্যারাত্রে পূজাগৃহে সুগন্ধ ধূপের ধূমে ঘৃতদীপালোকে তুলট কাগজে অঙ্কিত এই চক্রচিহ্নের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রহস্যভেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়াছে। আজ অভীষ্ট সিদ্ধির

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে আসিয়া তরী ডোবে, পাছে সামান্য একটা ভুলে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সন্ন্যাসী পূর্ব্বে আসিয়া সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে তোল্‌পাড় করিতে লাগিল! এখন যে তাহার কি কর্ত্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল, সে হয়ত তাহার ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের ঠিক উপরেই বসিয়া আছে অথচ কিছুই জানিতে পারিতেছে না।

বসিয়া বসিয়া সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল; সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল; ঝিল্লীর ধ্বনিতে বনভূমি মুখর হইয়া উঠিল।

(৫)

এমন সময়ে কিছুদূরে ঘন বনের মধ্যে অগ্নির দীপ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, আর সেই শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

বহুকষ্টে কিছুদূর গিয়া একটা অশ্বত্থগাছের গুঁড়ির অন্তরাল হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার সেই পরিচিত সন্ন্যাসী অগ্নির আলোকে সেই তূলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপরে এক মনে অঙ্ক কসিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের সেই পৈতৃক তূলটের লিখন! আরে ভণ্ড, চোর! এই জন্যই সে মৃত্যুঞ্জয়কে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সন্ন্যাসী একবার করিয়া অঙ্ক কসিতেছে, আর, একটা মাপকাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে,—কিয়দ্দূর মাপিয়া হতাশ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইয়া ঘাড় নাড়িয়া পুনর্ব্বার আসিয়া অঙ্ক কসিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এমনি করিয়া রাত্রি যখন অবসন্নপ্রায়—যখন নিশান্তের শীত বায়ুতে বনস্পতির অগ্রশাখার পল্লবগুলি মর্ম্মরিত হইয়া উঠিল, তখন সন্ন্যাসী সেই লিখনপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, সন্ন্যাসীর সাহায্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্য-ভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। লুব্ধ সন্ন্যাসী যে মৃত্যুঞ্জয়কে সাহায্য করিবে না, তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি রাখা ছাড়া অন্য উপায় নাই, কিন্তু দিনের বেলায় গ্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না; অতএব অন্তত কাল সকালে একবার গ্রামে যাওয়া আবশ্যক।

ভোরের দিকে অন্ধকার একটু ফিকা হইবামাত্র সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। যেখানে সন্ন্যাসী ছাইয়ের মধ্যে আঁক কসিতেছিল সেখানে ভাল করিয়া দেখিল, কিছুই বুঝিল না। চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দেখিল, অন্য বনখণ্ডের সঙ্গে কোনো প্রভেদ নাই।

বনতলের অন্ধকার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল, তখন মৃত্যুঞ্জয় অতি সাবধানে চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে গ্রামের উদ্দেশে চলিল। তাহার ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পায়।

যে দোকানে মৃত্যুঞ্জয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নিকটে একটি কায়স্থগৃহিণী ব্রত উদযাপন করিয়া সেদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেইখানে আজ মৃত্যুঞ্জয়ের আহার জুটিয়া গেল। কয়দিন আহারের কষ্টের পর আজ তাহার ভোজনটি গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই গুরু ভোজনের পর যেমন তামাকটি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খাইয়া দোকানের মাদুরটিতে একবার গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিল, অমনি গত রাত্রির অনিদ্রাকাতর মৃত্যুঞ্জয় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় স্থির করিয়াছিল, আজ সকাল সকাল আহারাদি করিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক তাহার উল্টা হইল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। তবু মৃত্যুঞ্জয় দমিল না, অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইয়া আসিল। গাছের ছায়ার মধ্যে দৃষ্টি আর চলে না, জঙ্গলের মধ্যে পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় যে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না। রাত্রি যখন অবসান হইল, তখন দেখিল সমস্ত রাত্রি সে বনের প্রান্তে একই জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

কাকের দল কা কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুঞ্জয়ের কানে ব্যঙ্গপূর্ণ ধিক্কারবাক্যের মত শুনাইল।

(৬)

গণনায় বারংবার ভুল, আর সেই ভুল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সন্ন্যাসী সুরঙ্গের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সুরঙ্গের মধ্যে মশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে সাঁৎলা পড়িয়াছে—মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় জল চুইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কতকগুলা ভেক গায়ে গায়ে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছুদূর যাইতেই সন্ন্যাসী দেখিলেন সম্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবরুদ্ধ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্ব্বত্র লৌহদণ্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন কোথাও ফাঁকা আওয়াজ দিতেছে না—কোথাও রন্ধ্র নাই—এই পথটার যে এইখানেই শেষ, তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিয়া গেল।

পরদিন পুনর্ব্বার গণনা সারিয়া সুরঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সেদিন গুপ্তসঙ্কেত অনুসরণপূর্ব্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিষ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার এক জায়গায় পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে পঞ্চম রাত্রে সুরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন—"আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আমার কোনো মতেই ভুল হইবে না।"

পথ অত্যন্ত জটিল; তাহার শাখা-প্রশাখার অন্ত নাই—কোথাও এত সঙ্কীর্ণ যে গুঁড়ি মারিয়া যাইতে হয়। বহু যত্নে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সন্ন্যাসী একটা গোলাকার ঘরের মত জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ইঁদারা। মশালের আলোকে সন্ন্যাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খল ইঁদারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সন্ন্যাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শৃঙ্খলটাকে অল্প একটুখানি নাড়াইবামাত্র ঠং করিয়া একটা শব্দ ইঁদারার গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া ঘরময় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাইয়াছি!"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যেমন বলা অমনি সেই ঘরের ভাঙ্গা ভিত্তি হইতে একটা পাথর গড়াইয়া পড়িল আর সেই সঙ্গে আর একটি কি সচেতন পদার্থ ধপ্ করিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া উঠিতেই তাঁহার হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিবিয়া গেল।

(৭)

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" কোনও উত্তর পাইলেন না। তখন অন্ধকারে হাত্ড়াইতে গিয়া তাঁহার হাতে একটি মানুষের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি!"

কোন উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইয়া গিয়াছে।

তখন চক্‌মকি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল আর উঠিবার চেষ্টা করিয়া বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "এ কি, মৃত্যুঞ্জয় যে! তোমার এ মতি হইল কেন?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "বাবা, মাপ কর। ভগবান্ আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমাকে পাথর ছুড়িয়া মারিতে গিয়া সাম্‌লাইতে পারি নাই—পিছলে পাথরশুদ্ধ আমি পড়িয়া গেছি। পা-টা নিশ্চয় ভাঙ্গিয়া গেছে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমাকে মারিয়া তোমার কি লাভ হইত!"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"লাভের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি কিসের লোভে আমার পূজাঘর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই সুরঙ্গের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? তুমি চোর, তুমি ভণ্ড!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমার পিতামহকে যে সন্ন্যাসী ঐ লিখনখানি দিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সঙ্কেত বুঝিতে পারিবে। এই গুপ্ত ঐশ্বর্য্য আমাদেরই বংশের প্রাপ্য। তাই আমি এ কয়দিন না খাইয়া না ঘুমাইয়া ছায়ার মত তোমার পশ্চাতে ফিরিয়াছি। আজ যখন তুমি বলিয়া উঠিলে 'পাইয়াছি' তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিয়া ভিতরে ঐ গর্ত্তটার মধ্যে লুকাইয়া বসিয়া ছিলাম। ওখান হইতে একটা পাথর খসাইয়া তোমাকে মারিতে গেলাম, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল, জায়গাটাও অত্যন্ত পিছল—তাই পড়িয়া গেছি—এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেল সেও ভাল—আমি যক্ষ হইয়া এই ধন আগ্‌লাইব—কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না—কোন-মতেই না! যদি লইতে চেষ্টা কর, আমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে অভিশাপ দিয়া এই কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। এ-ধন তোমার ব্রহ্মরক্ত গোরক্ততুল্য হইবে—এ-ধন তুমি কোনও দিন সুখে ভোগ করিতে পারিবে না। আমাদের পিতা পিতামহ এই ধনের উপরে সমস্ত মন রাখিয়া মরিয়াছেন—এই ধনের ধ্যান করিতে করিতে আমরা দরিদ্র হইয়াছি—এই ধনের সন্ধানে আমি বাড়ীতে অনাথা স্ত্রী ও শিশুসন্তান ফেলিয়া আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া লক্ষ্মীছাড়া পাগলের মত মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—এ-ধন তুমি আমার চোখের সম্মুখে কখনও লইতে পারিবে না।"

(৮)

সন্ন্যাসী কহিলেন—"মৃত্যুঞ্জয়, তবে শোন! সমস্ত কথা তোমাকে বলি।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"তুমি জান, তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম ছিল শঙ্কর।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"হাঁ, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"আমি সেই শঙ্কর।" মৃত্যুঞ্জয় হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ এই গুপ্তধনের উপর তাহার যে একমাত্র দাবী সে সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল, তাহারই বংশের আত্মীয় আসিয়া সে দাবী নষ্ট করিয়া দিল।

শঙ্কর কহিলেন—"দাদা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়া অবধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যতই গোপন করিতে লাগিলেন, আমার ঔৎসুক্য ততই বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেবীর আসনের নীচে বাক্সের মধ্যে ঐ লিখনখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহার সন্ধান পাইলাম আর দ্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া সমস্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেই দিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা স্ত্রী এবং একটি শিশুসন্তান ছিল। আজ তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।

কত দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়াছি, তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসিদত্ত এই লিখন নিশ্চয় কোনও সন্ন্যাসী আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া অনেক সন্ন্যাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আমার ঐ কাগজের সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না।

অবশেষে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের বলে কুমায়ূন পর্ব্বতে বাবা স্বরূপানন্দ স্বামীর সঙ্গ পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, "বাবা, তৃষ্ণা দূর কর, তাহা হইলেই বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সম্পদ্ আপনি তোমাকে ধরা দিবে!"

তিনি আমার মনের দাহ জুড়াইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ্ হইয়া উঠিল। একদিন পর্ব্বতের শিলাতলে শীতের সায়াহ্নে পরমহংস বাবার ধুনীতে আগুন জ্বলিতেছিল—সেই আগুনে আমার কাগজখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষৎ একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই, আজ বুঝিয়াছি। তিনি নিশ্চয় মনে মনে বলিয়াছিলেন, কাগজখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ কিন্তু বাসনা এত সহজে ভস্মসাৎ হয় না!

কাগজখানার যখন কোনও চিহ্ন রহিল না, তখন আমার মনের চারি দিক্ হইতে একটা নাগপাশ বন্ধন যেন সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল। মুক্তির অপূর্ব্ব আনন্দে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম এখন হইতে আমার আর কোন ভয় নাই—আমি জগতে কিছুই চাহি না।

ইহার অনতিকাল পরে পরমহংস বাবার সঙ্গ হইতে চ্যুত হইলাম। তাঁহাকে অনেক খুঁজিলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।

আমি তখন সন্ন্যাসী হইয়া নিরাসক্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বৎসর কাটিয়া গেল—সেই লিখনের কথা প্রায় ভুলিয়াই গেলাম।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এমন সময়ে একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। দুই-এক দিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্ব্ব-পরিচিত।

এককালে বহুদিন যাহার সন্ধানে ফিরিয়াছিলাম, তাহার যে নাগাল পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি কহিলাম, এখানে আর থাকা হইবে না, এ-বন ছাড়িয়া চলিলাম।

কিন্তু ছাড়িয়া যাওয়া ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই যাক না, কি আছে। কৌতূহল একেবারে নিবৃত্ত করিয়া যাওয়াই ভাল। চিহ্নগুলা লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম ; কোনও ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল, কেন সে কাগজখানা পোড়াইয়া ফেলিলাম ! সেখানা রাখিলেই বা ক্ষতি কি ছিল !

তখন আবার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধনরত্নের কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরীবরা ত গৃহী, সেই গুপ্তসম্পদ্ ইহাদের জন্য উদ্ধার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

সেই লিখন কোথায় আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না।

তাহার পরে একটি বৎসর ধরিয়া এই কাগজখানা লইয়া এই নির্জ্জন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি, আর সন্ধান করিয়াছি। মনে আর কোনও চিন্তা ছিল না। যত বারংবার বাধা পাইতে লাগিলাম,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ আরও বাড়িয়া চলিল—উন্মত্তের মত অহোরাত্র এই এক অধ্যবসায়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

ইতিমধ্যে কখন তুমি আমার অনুসরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে পারিতে না; কিন্তু আমি তন্ময় হইয়াছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

তাহার পরে, যাহা খুঁজিতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে পৃথিবীতে কোনও রাজরাজেশ্বরের ভাণ্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সঙ্কেত ভেদ করিলেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

এই সঙ্কেতটিই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। কিন্তু এই সঙ্কেতও আমি মনে মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজন্যই 'পাইয়াছি' বলিয়া মনের উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি, তবে আর এক দণ্ডের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিক্যের ভাণ্ডারের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারি।"

মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি সন্ন্যাসী, তোমার ত ধনের কোনও প্রয়োজন নাই—আমাকে সেই ভাণ্ডারের মধ্যে লইয়া যাও। আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

শঙ্কর কহিলেন, "আজ আমার শেষ বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে! তুমি ঐ যে পাথর ফেলিয়া আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে, তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণকে ভেদ করিয়াছে। তৃষ্ণার করালমূর্ত্তি আজ আমি দেখিলাম। আমার গুরু পরমহংসদেবের নিগূঢ় প্রশান্ত হাস্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এতদিন পরে আমার অন্তরের কল্যাণদীপে অনির্ব্বাণ আলোকশিখা জ্বালাইয়া তুলিল।"

মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করের পা ধরিয়া পুনরায় কাতরস্বরে কহিল, "তুমি মুক্ত পুরুষ, আমি মুক্ত নহি, আমি মুক্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, তবে তোমার এই লিখনটি লও! যদি ধন খুঁজিয়া লইতে পার, তবে লইও।"

এই বলিয়া তাঁহার যষ্টি ও লিখনপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমাকে দয়া কর, আমাকে ফেলিয়া যাইও না—আমাকে দেখাইয়া দাও!"

কোন উত্তর পাইল না।

তখন মৃত্যুঞ্জয় যষ্টির উপর ভর করিয়া হাত্‌ড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পথ অত্যন্ত জটিল, গোলক-ধাঁধার মত, বারবার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় শুইয়া পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে যখন জাগিল তখন রাত্রি কি দিন, কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনও উপায় ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া খাইল। তাহার পর আর একবার হাত্‌ড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। নানাস্থানে বাধা পাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো সন্ন্যাসী, তুমি কোথায়!"

তাহার সেই ডাক সুরঙ্গের সমস্ত শাখাপ্রশাখা হইতে বারংবার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতিদূর হইতে উত্তর আসিল, "আমি তোমার নিকটেই আছি—কি চাও বল!"

মৃত্যুঞ্জয় কাতর স্বরে কহিল, "কোথায় ধন আছে আমাকে দয়া করিয়া দেখাইয়া দাও!"

তখন আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জয় বারংবার ডাকিল, কোনও সাড়া পাইল না।

দণ্ডপ্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর একবার ঘুমাইয়া লইল। ঘুম হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল—"ওগো আছ কি?"

নিকট হইতেই উত্তর পাইল—"এইখানেই আছি। কি চাও?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি আর কিছু চাই না—আমাকে এই সুরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও!"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ধন চাও না?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"না, চাহি না।"

তখন চকমকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলিল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে এস মৃত্যুঞ্জয়, এই সুরঙ্গ হইতে বাহিরে যাই!"

মৃত্যুঞ্জয় কাতর স্বরে কহিল, "বাবা, নিতান্তই কি সমস্ত ব্যর্থ হইবে? এত কষ্টের পরেও ধন কি পাইব না?"

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "কি নিষ্ঠুর!"—বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সময়ের কোনও পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনও অন্ত নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই অন্ধকারটাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। আলোক, আকাশ আর বিশ্বচ্ছবির বৈচিত্র্যের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল—কহিল, "ওগো সন্ন্যাসী, ওগো নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উদ্ধার কর।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "ধন চাও না? তবে আমার হাত ধর। আমার সঙ্গে চল।"

এবারে আর আলো জ্বলিল না। এক হাতে যষ্টি ও এক হাতে সন্ন্যাসীর উত্তরীয় ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া এক জায়গায় আসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "দাঁড়াও!"

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচা-পড়া লোহার দ্বার খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল। সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন—"এস।"

মৃত্যুঞ্জয় অগ্রসর হইয়া যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চক্‌মকি ঠোকার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন মশাল জ্বলিয়া উঠিল, তখন একি আশ্চর্য্য দৃশ্য! চারিদিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভরুদ্ধ কঠিন সূর্য্যালোকপুঞ্জের মত স্তরে স্তরে সজ্জিত। মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মত বলিয়া উঠিল—"এ সোনা আমার—এ আমি কোন মতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, ফেলিয়া যাইও না; এই মশাল রহিল—আর এই ছাতু চিঁড়া আর বড় এক ঘটি জল রাখিয়া গেলাম।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন আর এই স্বর্ণভাণ্ডারের লৌহদ্বারে কপাট পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় বারবার করিয়া এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোট ছোট স্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেজের উপরে ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গের উপর বুলাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপরে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, চারি দিকে সোনা ঝক্‌মক্ করিতেছে। সোনা ছাড়া আর কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল—পৃথিবীর উপরে হয় ত এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে—সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে।—তাহাদের বাড়ীতে পুকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিগ্ধগন্ধ উঠিত, তাহাই কল্পনায় তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইল, পাতিহাঁসগুলি দুলিতে দুলিতে কলরব করিতে করিতে সকাল বেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ীর ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইয়া উর্দ্ধোত্থিত দক্ষিণ হস্তের উপর এক রাশি পিতল কাঁসার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয় দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল—"ওগো সন্ন্যাসী ঠাকুর, আছ কি?"

দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী কহিলেন—"কি চাও?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"আমি বাহিরে যাইতেই চাই—কিন্তু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সঙ্গে এই সোনার দুটো একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না ?”

সন্ন্যাসী তাহার কোনও উত্তর না দিয়া নূতন মশাল জ্বালাইলেন —পূর্ণ কমণ্ডলু একটি রাখিলেন আর উত্তরীয় হইতে কয়েক মুষ্টি চিঁড়া মেজের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় পাত্‌লা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোম্‌ড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগুলাকে লইয়া ঘরের চারিদিকে লোষ্ট্রখণ্ডের মত ছড়াইতে লাগিল। কখনও বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনও বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারংবার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে এমন সম্রাট্ কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে! মৃত্যুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চূর্ণ করিয়া ধূলির মত সে ঝাঁটা দিয়া উড়াইয়া ফেলে—আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত স্বুবর্ণলুব্ধ রাজা মহারাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে!

এমনি করিয়া যতক্ষণ পারিল, মৃতুঞ্জয় সোনাগুলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারি দিকে সেই সোনার স্তূপ দেখিতে লাগিল। সে তখন দ্বারে আঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল— “ওগো সন্ন্যাসী, আমি এ সোনা চাই না—সোনা চাই না।”

কিন্তু দ্বার খুলিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভাঙিয়া গেল কিন্তু দ্বার খুলিল না—এক একটা সোনার পিণ্ড লইয়া দ্বারের উপর ছুড়িয়া মারিতে লাগিল, কোনও ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের বুক দমিয়া গেল—তবে আর কি সন্ন্যাসী আসিবে না! এই স্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শুকাইয়া মরিতে হইবে!

তখন সোনাগুলাকে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল। বিভীষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাস্যের মত ঐ সোনার স্তূপ চারি দিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে—তাহার মধ্যে স্পন্দন নাই, পরিবর্তন নাই—মৃত্যুঞ্জয়ের যে হৃদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সঙ্গে উহাদের কোন সম্পর্ক নাই, বেদনার কোন সম্বন্ধ নাই। এই সোনার পিণ্ডগুলা আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না। ইহারা এই চির অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া, কঠিন হইয়া রহিয়াছে!

পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে? আহা সেই গোধূলির স্বর্ণ! যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়! তাহার পরে কুটীরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

গ্রামের, ঘরের অতি ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনাদৃষ্টির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই যে ভোলা কুকুরটা ল্যাজে মাথায় এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘুমাইতে থাকিত, সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কয়দিন সে যে মুদির দোকানে আশ্রয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লইয়াছিল, সেই মুদি এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়ীমুখে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইত লাগিল মুদি কি সুখেই আছে! আজ কি বার কে জানে! যদি রবিবার হয়, তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন বাড়ী ফিরিতেছে, সঙ্গচ্যুত সাথীকে উর্দ্ধস্বরে ডাক পাড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেয়া নৌকায় পার হইতেছে; মেঠো রাস্তা ধরিয়া, শস্যক্ষেত্রে আল বাহিয়া, পল্লীর শুষ্ক বংশপত্রখচিত অঙ্গন-পার্শ্ব দিয়া চাষীলোক হাতে দুটো একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপ্ড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনযাত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জীবন মিশাইবার জন্য শত স্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্ম্মূল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামা জননী ধরিত্রীর ধূলিক্রোড়ে, সেই উন্মুক্ত আলোকিত নীলাম্বরের তলে, সেই তৃণপত্রের গন্ধবাসিত বাতাস বুক ভরিয়া একটি মাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি, তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।

এমন সময়ে দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, কি চাও!"

সে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই সুরঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গারদ হইতে বাহির হইতে চাই! আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই!"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান্ রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"না, যাইব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"একবার দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও নাই?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয়, তবু আমি এখানে এক মুহূর্ত্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"আচ্ছা, তবে এস।"

মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর কূপের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্র দিয়া কহিলেন—"এখানি লইয়া তুমি কি করিবে?"

মৃত্যুঞ্জয় সে পত্রখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ

মশর্‌রফ হোসেন মর্‌হুম

[মশর্‌রফ হোসেন মর্‌হুম-রচিত 'বিষাদসিন্ধু' একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কার্‌বালা-ক্ষেত্রের বিষাদময় কাহিনী অতি করুণভাবে বিবৃত হইয়াছে। নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি বিষাদসিন্ধু হইতে গৃহীত।]

রে পথিক! রে পাষাণহৃদয় পথিক! কি লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে—হায়! খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি? সীমার! হোসেন তোমার কি করিয়াছিল? হোসেনের শির তোমার বর্শাগ্রে কেন? তুমিই বা সে শির লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে এত বেগে দৌড়িয়াছ কেন? যাইতেছই বা কোথা? সীমার, একটু দাঁড়াও। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও। কাহার সাধ্য তোমার গমনে বাধা দেয়? কাহার ক্ষমতা তোমাকে কিছু বলে? একটু দাঁড়াও। এ শিরে তোমার স্বার্থ কি? খণ্ডিত শিরে প্রয়োজন কি?—অর্থ? হায় রে অর্থ! হায় রে পাতকী অর্থ! তুই জগতের সকল অনর্থের মূল! জীবের জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতা-পুত্রের শত্রুতা, স্বামি-স্ত্রীতে মনোমালিন্য, ভাইভগিনীতে কলহ, রাজা প্রজায় বৈরভাব, বন্ধুবান্ধবে বিচ্ছেদ—বিবাদ, বিসংবাদ, কলহ, বিরহ, বিসর্জ্জন, বিনাশ, এ সকলই তোমার জন্য। সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি। তোমার কি মোহিনী শক্তি! তোমার কুহকে কে না পড়িতেছে? কে না ধোকা খাইতেছে? কে না

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মজিতেছ ? তুমি দূর হও, তুমি দূর হও। কবির কল্পনার পথ হইতে একেবারে দূর হও। কবির চিন্তাধারা হইতে একেবারে সরিয়া যাও। তোমার নাম করিয়া কথা কহিতে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। তোমারই জন্য প্রভু হোসেন সীমার-হস্তে খণ্ডিত ;—রাক্ষস, তোমারই জন্য খণ্ডিত শির বর্শাগ্রে বিদ্ধ !

সীমার অবিশ্রান্ত যাইতেছে। দিনমণি মলিনমুখ, অস্তাচল-গমনে উদ্যোগী। সীমার-অন্তরে নানা ভাব ; তন্মধ্যে অর্থচিন্তাই প্রবল ; চির-অভাবগুলির আশু মোচন করাই স্থির। একাই মারিয়াছি, একাই কাটিয়াছি, একাই যাইতেছি, একাই পাইব, আর ভাবনা কি। লক্ষ টাকার অধিকারাই আমি। চিন্তার কোন কারণ নাই। নিশাও প্রায় সমাগত। যাই কোথা ? বিশ্রাম না করিলেও আর বাঁচি না। নিকটস্থ পল্লীতে কোন গৃহীর আবাসে যাইয়া নিশা যাপন করি। এ ত সকলি মহারাজ এজিদ্ নামদারের রাজ্যভুক্ত, অধীন ও অন্তর্গত। সৈনিক-বেশ,—হস্তে বর্শা, বর্শাগ্রে মনুষ্যশির বিদ্ধ, ভয়ানক রোষের লক্ষণ। কে কি বলিবে ? কার সাধ্য—কে কি বলিবে ?

সীমার এক গৃহীর আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে নিশা যাপন করিবে জানাইল। বর্শাবিদ্ধ খণ্ডিত শির, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, বুঝি জয়সংক্রান্ত কেহ-বা মনে করিয়া গৃহস্বামী আর কোন কথা বলিলেন না, সাদরে সীমারকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, পথশ্রান্তি দূরীকরণের উপকরণাদি ও আহারীয় দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া ভক্তিসহকারে অতিথি-সেবা করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়! যদি অনুমতি করেন তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সীমার বলিল, "কি কথা ?"

"কথা আর কিছু নহে, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ? আর এই বর্শাবিদ্ধ শির কোন্ মহাপুরুষের ?"

"ইহার কথা অনেক। তবে তোমাকে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি, মদিনার রাজা হোসেন—যাহার পিতা আলী, এবং মহম্মদের কন্যা ফতেমা যাহার জননী, এ তাহারই শির। কার্‌বালা-প্রান্তরে মহারাজ এজিদ্-প্রেরিত সৈন্য সহিত সমরে পরাস্ত হইয়া এই অবস্থা। দেহ হইতে মস্তক ভিন্ন করিয়া মহারাজের নিকটে লইয়া যাইতেছি, পুরস্কার পাইব। লক্ষ টাকা পুরস্কার। তুমি পৌত্তলিক, তোমার গৃহে নানা দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে দেখিয়াই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। মহম্মদের শিষ্য হইলে কখনও তোমার গৃহে আসিতাম না। তোমার আদর-অভ্যর্থনাতেও ভুলিতাম না, তোমার আহার্য্যও গ্রহণ করিতাম না।"

"হাঁ, এতক্ষণে জানিলাম, আপনি কে। আর আপনার অনুমানও মিথ্যা নহে আমি একেশ্বরবাদী নহি। নানাপ্রকার দেব-দেবীই আমার উপাস্য। আপনি মহারাজ এজিদের প্রিয় সৈন্য, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। কিন্তু বর্শাবিদ্ধ শির এ প্রকারে না রাখিয়া আমার নিকট দিলে ভাল হইত। আমি আজ রাত্রি আপন তত্ত্বাবধানে রাখিতাম। প্রাতে আপনি যথা ইচ্ছা গমন করিতেন। কারণ যদি কোন শত্রু আপনার অনুসরণে আসিয়া থাকে, নিশীথসময়ে, কৌশলে কি বলপ্রয়োগে এই মহামূল্য শির আপনার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়, কি আপনি ক্লান্তিজনিত অবশ আলস্যে ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইলে আপনার অজ্ঞাতে এই মহামূল্য শির,—আপাততঃ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যাহার মূল্য লক্ষ টাকা—যদি কেহ লইয়া যায়, তবে মহাদুঃখের কারণ হইবে; আমাকে দিন, আমি সাবধানে রাখি, আপনি প্রত্যূষে লইবেন। আমার তত্ত্বাবধানে রাখিলে আপনি নিশ্চিন্ত-ভাবে নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতে পারিবেন।”

সীমারের কর্ণে কথাগুলি বড়ই মিষ্ট বোধ হইল। সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্তাব-শ্রবণমাত্রই সম্মত হইল। গৃহস্বামী হোসেন-মস্তক সম্মানের সহিত মস্তকে লইয়া বহু সমাদরে গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলেন। পথশ্রান্তিহেতু সীমারের কেবল শয়নে বিলম্ব; যেমনি শয়ন, অমনি অচেতন।

গৃহস্বামী বাস্তবিক হজরৎ মহম্মদ মস্তাফার শিষ্য ছিলেন না। নানাপ্রকার দেব-দেবীর আরাধনাতেই সর্ব্বদা রত থাকিতেন। তাঁহার উপযুক্ত তিন পুত্র এবং এক স্ত্রী; নাম “আজর।”

সীমারের নিদ্রার ভাব জানিয়া আজর স্ত্রী-পুত্রসহ হোসেনের মস্তক ঘিরিয়া বসিলেন এবং আদ্যন্ত ঘটনা বলিলেন।

যে ঘটনায় পশুপক্ষীর চোখের জল ঝরিতেছে, প্রকৃতির অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে, সেই দেহবিচ্ছিন্ন হোসেন-মস্তক দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না আঘাত লাগে? দেব-দেবীর উপাসক হউক, এস্‌লাম-ধর্ম্মবিদ্বেষীই হউক, এ নিদারুণ দুঃখের কথা শুনিলে কে না ব্যথিত হয়? পিতাপুত্র সকলে একত্র হইয়া হোসেন-শোকে কাঁদিতে লাগিলেন।

আজর বলিলেন, “মনুষ্যমাত্রই এক উপকরণে গঠিত এবং এক ঈশ্বরের সৃষ্ট। জাতিভেদ ও ধর্ম্মভেদ, সেও সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের লীলা। ইহাতে পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা—কেবল মূঢ়তার লক্ষণ। এমাম হাসান-হোসেনের প্রতি এজিদ্ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহা মনে করিলে হৃদয়মাত্রেরই তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়। সে দুঃখের কথায় কোন্ চক্ষু না জলে পরিপূর্ণ হয়? মানুষের প্রতি এরূপ ঘোরতর অত্যাচার হইলে, আর না হউক, জাতীয় জীবন বলিয়াও কি প্রাণে আঘাত লাগে না? সাধু, পরম ধার্ম্মিক, বিশেষ ঈশ্বর-ভক্ত, মহাপুরুষ মহম্মদের হৃদয়ের অংশ—ইঁহাদের এই দশা? হায়! হায়! সামান্য পশু মারিলে কত মানুষ কাঁদিয়া গড়াগড়ি যায়—বেদনায় অস্থির হয়, আর মানুষের জন্য মানুষ কাঁদিবে না? ধর্ম্মের বিভেদ বলিয়া মানুষের বিয়োগে মানুষ মনোবেদনায় বেদনা বোধ করিবে না? যন্ত্রণা অনুভব করিবে না? মহাপুরুষ মহম্মদ পবিত্র, হাসান পবিত্র, হোসেনের মস্তক পবিত্র, সেই পবিত্র মস্তকের এত অবমাননা? যুদ্ধে হত হইয়াছে বলিয়াই কি এত তাচ্ছিল্য? যাহাই হউক, আজরের এই প্রতিজ্ঞা—জীবন থাকিতে হোসেন-শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিবে না। যত্নের সহিত, আদরের সহিত, ভক্তি-সহকারে সে মহাপ্রান্তর কার্‌বালায় লইয়া যাইয়া, শিরঃশূন্য দেহের সন্ধান করিয়া সদ্গতির উপায় করিবে। প্রাণ থাকিতে এ শির আজ ছাড়িবে না।"

আজরের স্ত্রী বলিলেন, "এই হোসেন, বিবি ফতেমার অঞ্চলের নিধি—নয়নের পুত্তলি ছিলেন। হায়! হায়! তাঁহার এই দশা!! এ জীবন থাক্ বা যাক্, প্রভাত না হইতে হইতে আমরা পবিত্র মস্তক লইয়া কার্‌বালায় যাইব। শেষে ভাগ্যে যা থাকে হইবে।"

পুত্রেরা বলিলেন, "আমাদের জীবন-পণ, তথাপি কিছুতেই সৈনিক-হস্তে এ মস্তক প্রত্যর্পণ করিব না। প্রাতে সৈনিককে বিদায় করিয়া সকলে একত্র কার্‌বালায় যাইব।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জগৎ জাগিল। পূর্ব্বগগন লোহিত রেখায় পরিশোভিত হইল। সীমার শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিল। সে সজ্জিত হইয়া বর্শা-হস্তে দণ্ডায়মান হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওহে! আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। আমার রক্ষিত মস্তক আনিয়া দাও। শীঘ্র যাইব।"

আজর বহির্ভাগে আসিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমার নামটি কি, শুনিতে চাই। আর তুমি কোন্ ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, তাহাও জানিতে চাই। ভাই, রাগ করিও না; ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, যুক্তি, বিধি, ব্যবস্থা, ইহার কিছুতেই এ কথা পাওয়া যায় না যে, শত্রুর মৃতশরীরেও শত্রুতা সাধন করিতে হয়। বন্য পশু এবং অসভ্য জাতিরাই গত-জীবন শত্রুর শরীরে নানা প্রকার লাঞ্ছনা দিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করে। ভ্রাতঃ! তোমার রাজা সুসভ্য, তুমিও দিব্য সভ্য, এ অবস্থায় এ পশু-আচার কেন ভাই?"

"রাত্রিতে আমাকে আশ্রয় দিয়াছ, তোমার প্রদত্ত অন্নে উদর পরিপূর্ণ করিয়াছি, সুতরাং সীমারের বর্শা হইতে রক্ষা পাইলে। সাবধান! ও সকল হিতোপদেশ আর কখনও মুখে আনিও না। তোমার হিতোপদেশ তোমার মনেই থাকুক। ভাই সাহেব! বিড়াল-তপস্বী, কপট ঋষি, ভণ্ড গুরু, স্বার্থপর পীর, লোভী মৌলবী জগতে অনেক আছে,—অনেক দেখিয়াছি, আজিও দেখিলাম। ধর্ম্মাবতারের ধূর্ত্ততা, চতুরতা সীমারের বুঝিতে আর বাকি নাই; কথায় মহাবীর সীমার ভুলিবে না। আর এ মোটা কথাটা কে না বুঝিবে যে, হোসেন-মস্তক তোমার নিকট রাখিয়া যাই, আর তুমি দামেস্কে যাইয়া মহারাজের নিকট বাহাদুরী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জানাইয়া লক্ষ টাকা পুরস্কার লাভ কর। যদি ভাল চাও, যদি প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছা কর, যদি কিছুদিন জগতের মুখ দেখিতে বাসনা হয়, তবে শীঘ্র হোসেনের মাথা আনিয়া দাও।”

“ওরে ভাই! আমি তোমার মত স্বার্থপর অর্থলোভী নহি। আমি দেবতার নাম করিয়া বলিতেছি, অর্থলালসায় হোসেন-মস্তক কখনও দামেস্কে লইয়া যাইব না। টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ, উচ্চ হৃদয়ে টাকার ঘাত-প্রতিঘাত নাই। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম, সুনাম, যশ, কীর্ত্তি, পরদুঃখ-কাতরতা—এই সকল মহামূল্য রত্নের নিকট টাকার মূল্য কি রে ভাই?”

“ওহে ধার্ম্মিকবর! আমি ও সকল কথা অনেক জানি। টাকা যে কি জিনিষ, তাহাও ভাল করিয়া চিনি। মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলিয়া থাকেন; কিন্তু জগৎ এমনি ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকিলে কাহারও স্থান কোথাও নাই,—সমাজে নাই, স্বজাতির নিকটে নাই, ভাইভগিনীর নিকটে কথাটির প্রত্যাশা নাই। স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসে, বল ত জগতে আর কে আছে? টাকা না থাকিলে অমন অকৃত্রিম ভালবাসারও আশা নাই; কাহারও নিকট সম্মান নাই। টাকা না থাকিলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্মমাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তেও টাকা,—জগতে টাকারই খেলা। টাকা যে কি পদার্থ, তাহা তুমি চেন বা না চেন, আমি বেশ চিনি। আর তুমি নিশ্চয় জানিও আমি নেহাৎ মূর্খ নহি, আপন লাভালাভ বেশ বুঝিতে পারি। যদি ভাল চাও, যদি আপন প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে শীঘ্র খণ্ডিত মস্তক আনিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দাও। রাজদ্রোহীর শাস্তি কি—ওরে পাগল! রাজদ্রোহীর শাস্তি কি, তাহা জান?"

"রাজদ্রোহীর শাস্তি আমি বিশেষরূপে জানি। দেখ ভাই! তোমার সহিত বাদবিসংবাদ, কৌশল করিতে আমার ইচ্ছামাত্র নাই। তুমি মহারাজ এজিদের সৈনিক, আমি তাঁহার অধীন প্রজা, সাধ্য কি রাজকর্ম্মচারীর আদেশ অবহেলা করি। একটু অপেক্ষা কর, খণ্ডিত শির আনিয়া দিতেছি; মস্তক পাইলেই ত ভাই, তুমি ক্ষান্ত হও?"

"হাঁ, মস্তক পাইলেই আমি চলিয়া যাই, ক্ষণকালও এখানে থাকি না।"

আজর স্ত্রীপুত্রগণের নিকট যাইয়া বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "হোসেনের মস্তক রাখিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয়া সৈনিক-পুরুষ কিছুতেই যাইতে চাহে না; আমি তোমাদের সহায়ে সৈনিক-পুরুষের ইহকালের মত লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশা এই স্থান হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু আমি স্বয়ং যাজ্ঞা করিয়া হোসেনের মস্তক আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছি; আবার সেও বিশ্বাস করিয়া উহা আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে; এ অবস্থায় তাহার প্রাণবধ করিলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস-ঘাতকতার সহিত নরহত্যা-পাপ-পঙ্কিলে ডুবিতে হয়। রাজ-অনুচর, রাজকর্ম্মচারী, রাজাশ্রিত লোককে প্রজা হইয়া প্রাণে মারা, সেও মহাপাপ। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, নিজ মস্তক স্কন্ধোপরি রাখিয়া হোসেনের মস্তক সৈনিক-হস্তে কখনই দিব না। তোমরা ঐ খড়্গ-দ্বারা আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সৈনিকের হস্তে দাও, সে বর্শায় বিদ্ধ করুক। খণ্ডিত শির প্রাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইলে তিলার্দ্ধ কালও এখানে থাকিবে না বলিয়াছে। তোমরা যত্নের সহিত হোসেনের মস্তক কারবালায় লইয়া, দেহ সন্ধান করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্‌যোগ করিবে, এই আমার শেষ উপদেশ। সাবধান, কেহ ইহার অন্যথা করিও না।"

আজরের জ্যেষ্ঠপুত্র সায়াদ বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আমরা ভ্রাতৃত্রয় বর্ত্তমান থাকিতে আপনার মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন হইবে? এ কি কথা! আমরা কি পিতার উপযুক্ত পুত্র নহি? আমাদের অন্তরে কি পিতৃভক্তির কণামাত্রও স্থান পায় নাই? আমরা কি এমনি নরাকার পশু যে, স্বহস্তে পিতৃমস্তক ছেদন করিব? ধিক্ আমাদের জীবনে, ধিক্ আমাদের মনুষ্যত্বে! খণ্ডিত মস্তক প্রাপ্ত হইলেই যদি সৈনিক-পুরুষ চলিয়া যায়, তবে আমার মস্তক লইয়া তাহার হস্তে ন্যস্ত করুন। সকল গোল মিটিয়া যাউক।"

"ধন্য সায়াদ! তুমি ধন্য! জগতে তুমিই ধন্য! পরোপকার-ব্রতে তুমিই যথার্থ দীক্ষিত। তোমার জন্ম সার্থক; আমারও জীবন সার্থক। যে উদরে জন্মিয়াছ, সে উদরও সার্থক। প্রাণাধিক! জগতে জন্মিয়া পশুপক্ষীদিগের ন্যায় নিজ উদর পরিপোষণ করিয়া চলিয়া গেলে মনুষ্যত্ব কোথায় থাকে?"—ইহা বলিয়াই আজর দোলায়মান খড়্গ টানিয়া লইয়া হস্ত উত্তোলন করিলেন।

পরের জন্য—বিশেষ খণ্ডিত মস্তকের জন্য—আজর হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ জ্যেষ্ঠপুত্রের গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া খড়্গ উত্তোলন করিলেন! পিতার হস্ত-উত্তোলনের ইঙ্গিত দেখিয়া সায়াদ গ্রীবা নত করিলেন, আজরের স্ত্রী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কবির কল্পনা-আঁখি ধাঁধা লাগিয়া বন্ধ হইল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুতরাং কি ঘটিল, কি হইল, লেখনী তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না।

এ দিকে সীমার বর্শা-হস্তে বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া মহা-চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "খণ্ডিত শির হস্তে না করিয়া যে আমার সম্মুখে আসিবে, তাহার মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে, অথচ হোসেনের মস্তক লইয়া যাইব।"

আজর খণ্ডিত শির হস্তে করিয়া সীমার-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, সীমার মহাহর্ষে শির বর্শায় বিদ্ধ করিতে যাইয়া দেখিল যে, সন্তঃকর্ত্তিত, শোণিতরঞ্জিত,—রক্তধারা বহিয়া পড়িতেছে। সীমার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "এ কি? তুমি উন্মত্ত হইয়া এ কি করিলে? এ মস্তক লইয়া আমি কি করিব? লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশায় হোসেন-মস্তক গোপন করিয়া কাহাকে বধ করিলে? তোমার মত নরপিশাচ অর্থলোভী ত আমি কখনও দেখি নাই। আহা! এই বুঝি তোমার হিতোপদেশ! এই বুঝি তোমার পরোপকারব্রত! আরে নরাধম! এই বুঝি তোর সাধুতা! কি প্রবঞ্চক! কি পাষণ্ড! ওরে নরপিশাচ! আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছিস্?"

"ভ্রাতঃ! আমি ঠকাইতে আসি নাই; তুমিই ত বলিয়াছ যে, খণ্ডিত মস্তক পাইলে চলিয়া যাইবে। এখন এ কি কথা—এক মুখে দুই কথা কেন ভাই?"

"আমি কি জানি যে তুমি একজন প্রধান দস্যু? টাকার লোভে কাহার কি সর্ব্বনাশ করিলে কে জানে?"

"তুমি কি পুণ্যবলে হোসেন-মস্তক কাটিয়াছিলে, ভাই? মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইবে কথা ছিল, এখন বিলম্ব কেন? আমার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কথা আমি রক্ষা করিলাম, এখন তোমার কথা তুমি ঠিক রাখ।”

“কথা কাটিলে চলিবে না। যে মস্তক-জন্য কারবালা-প্রান্তরে রক্তের স্রোত বহিয়াছে, যে মস্তক-জন্য মহারাজ এজিদ্ ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, যে মস্তক-জন্য চতুর্দ্দিকে ‘হায় হোসেন,’ ‘হায় হোসেন’ রব হইতেছে, সেই মস্তকের পরিবর্ত্তে এ কি!—ইহাতে আমার কি লাভ হইবে? তুমি আমার প্রদত্ত মস্তক আনিয়া দাও!”

“ভাই! তুমি তোমার কথা ঠিক রাখিলে না, ইহাই আমার দুঃখ। মানুষের এমন ধর্ম্ম নহে।”

সীমার মহাগোলযোগে পড়িল। একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “এ শির এইখানেই রাখিয়া দাও, আমি খণ্ডিত মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইব, পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলাম। আন দেখি, এ বারে হোসেন-শির না আনিয়া আর কি আনিবে? আন দেখি।”

আজরের মুখভাব দেখিয়াই মধ্যমপুত্র বলিলেন, “পিতঃ, চিন্তা কি? আমরা সকলেই শুনিয়াছি, খণ্ডিত মস্তক পাইলেই সৈনিকপ্রবর চলিয়া যাইবেন। অধম সন্তান এই দণ্ডায়মান হইল, খড়্গ হস্তে করুন, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে মহাপুরুষ হোসেনের শির দামেস্করাজের ক্রীড়ার জন্য লইয়া যাইতে দিব না।”

আজর পুনরায় খড়্গ হস্তে লইলেন, যাহা হইবার হইয়া গেল। শির লইয়া সীমারের নিকট আসিলে, সীমার আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিল, ‘এ উন্মাদ কি করিতেছে!’ প্রকাশ্যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলিল, "ওহে পাগল। তোমার এ পাগলামি কেন? আমি হোসেনের শির চাহিতেছি।"

"এ কি কথা? ভ্রাতঃ! তোমার একটি কথাতেও বিশ্বাসের লেশ নাই। ধিক্ তোমাকে!"

পুনরায় সীমার বলিল, "দেখ ভাই! তুমি হোসেনের শির রাখিয়া কি করিবে? এ মস্তকের পরিবর্ত্তে দুইটি প্রাণ অনর্থক বিনাশ করিলে, বল ত ইহারা তোমার কে?"

"এ দুইটি আমার সন্তান।"

"তবে ত তুমি বড় ধূর্ত্ত ডাকাত! টাকার লোভে আপনার সন্তান স্বহস্তে বিনাশ করিতেছ! ছি! ছি! তোমার ন্যায় অর্থপিশাচ জগতে আর কে আছে? তুমি তোমার পুত্রের মস্তক ঘরে রাখিয়া দাও, শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনয়ন কর, নতুবা তোমার নিস্তার নাই।"

"ভ্রাতঃ! আমার গৃহে একটি মস্তক ব্যতীত আর নাই, আনিয়া দিতেছি লইয়া যাও।"

"আরে হাঁ হাঁ, সেইটিই চাহিতেছি, সেই একটি মস্তক আনিয়া দিলেই আমি এখনই চলিয়া যাই।"

আজর শীঘ্র শীঘ্র যাইয়া যাহা করিলেন, তাহা লেখনীতে লেখা অসাধ্য। পাঠক! বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন, এ বারে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ সন্তানের শির লইয়া আজর সীমারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "আমি এতক্ষণ অনেক সহ্য করিয়াছি। পিশাচ! আমার সঞ্চিত শির লইয়া তুই পুরস্কার লইবি? তাহা কখনও পারিবি না।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"আমি পুরস্কার চাহি না। আমার লক্ষ লক্ষ বা লক্ষাধিক লক্ষ মূল্যের তিনটি মস্তক তোমাকে দিয়াছি ভাই! তবু তুমি এখান হইতে যাইবে না?"

"ওরে পিশাচ! টাকার লোভ কে সংবরণ করিতে পারে? হোসেনের শির তুই কি জন্য রাখিয়াছিস্? তোর সকলই কপট। শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনিয়া দে।"

"আমি হোসেনের মস্তক তোমাকে দিব না। এক মস্তকের পরিবর্ত্তে তিনটি দিয়াছি, আর দিব না,—তুমি চলিয়া যাও।"

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, "তুই মনে করিস্ না যে, হোসেন-মস্তক মহারাজ এজিদের নিকট লইয়া যাইয়া পুরস্কার লাভ করিবি। এই যা—একেবারে দামেস্কে চলিয়া যা।" সীমার সজোরে আজরের বক্ষে বর্শাঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিল, এবং বীরদর্পে আজরের শয়নগৃহের দ্বারে যাইয়া দেখিল, স্বর্ণপাত্রোপরি হোসেনের মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে, আজরের স্ত্রী খড়্গ-হস্তে তাহা রক্ষা করিতেছেন। সীমার এক লম্ফে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হোসেনের মস্তক পূর্ব্ববৎ বর্শাবিদ্ধ করিয়া আজরের স্ত্রীকে বলিল, "তোকে মারিব না, ভয় নাই। সীমারের হস্ত কখনই স্ত্রীবধে উত্তোলিত হয় নাই; কোন ভয় নাই।"

আজরের স্ত্রী বলিলেন, "আমার আবার ভয় কি? যাহা হইবার হইয়া গেল। এই পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্য আজ সর্ব্বস্ব-হারা হইলাম, আর ভয় কি? মনের আশা পূর্ণ হইল না—হোসেনের শির কার্‌বালায় লইয়া যাইয়া সৎকার করিতে পারিলাম না, ইহাই দুঃখ। তোমাকে আমার কিছুই ভয় নাই। আমাকে তুমি কি অভয় দান করিবে?"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"কি অভয় দান করিব? তোকে রাখিলে রাখিতে পারি, মারিলে এখনই মারিয়া ফেলিতে পারি।"

"আমার কি জীবন আছে? আমি ত মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনই চাহি না।"

"কি তুই আমার অনুগ্রহ চাহিস্ না? সীমারের অনুগ্রহ চাহিস্ না? ওরে পাপীয়সি! তুই স্বচক্ষেই ত দেখিলি, তোর স্বামীকে কি করিয়া মারিয়া ফেলিলাম! তুই স্ত্রীলোক হইয়া আমার অনুগ্রহ চাহিস্ না?"

এই বলিয়া সীমার বর্শা-হস্তে আজরের স্ত্রীর দিকে যাইতেই, আজরের স্ত্রী খড়্গা-হস্তে রোষভরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখিতেছিস্। ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম, দেখিতেছিস্! তিনটি পুত্রের রক্তে আজ খড়্গা রঞ্জিত করিয়াছি; পর পর আঘাতে স্পষ্টতঃ তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে। পামর! নিকটে আয়, চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি।"

সীমার একটু সরিয়া দাঁড়াইল। আজরের স্ত্রী বলিলেন, "ভয় নাই, তোকে মারিয়া আমি কি করিব! আমার বাঁচিয়া থাকা আর না থাকা সমান কথা। তবে দেখিতেছি, এই খড়্গে তিন পুত্র গিয়াছে, আর ঐ বর্শাতে তুই আমার জীবনসর্ব্বস্ব পতির প্রাণ বিনাশ করিয়াছিস্।" এই কথা বলিতে বলিতে আজর-স্ত্রী সীমারের মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গাঘাত করিলেন। সীমারের হস্তস্থিত বর্শায় বাধা লাগিয়া দক্ষিণ হস্তে আঘাত লাগিল। বর্শা-বিদ্ধ হোসেন-মস্তক বর্শাচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইবামাত্র আজর-স্ত্রী ক্রোড়ে করিয়া বেগে পলাইতে লাগিলেন; কিন্তু সীমার বাম হস্তে সাধ্বী সতীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সজোরে ক্রোড়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইতে হোসেন-শির কাড়িয়া লইল। আজরের স্ত্রী তখন একেবারে হতাশ হইয়া নিকটস্থ খড়্গ-দ্বারা আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, সীমারের বর্শাঘাতে মরিতে হইল না। সীমার হোসেন-শির পূর্ব্ববৎ বর্শায় বিদ্ধ করিয়া দামেস্কাভিমুখে চলিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা

জলধর সেন

[জলধর সেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পর পর অনেকগুলি পত্রিকা সম্পাদন করিয়া অবশেষে সাপ্তাহিক 'বসুমতী'র সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন। পরে কিছুদিন 'হিতবাদী' সম্পাদন করেন। তৎপরে কিছুদিন 'সুলভ সমাচার' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদকতা করিতেছেন। ইনি 'হিমালয়,' 'পথিক,' 'বিশুদাদা,' 'অভাগী' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।]

লঙ্কার অধিপতি রাবণ কুকর্ম্মের ফল পাইলেন। বানরগণ জয়োল্লাসে মগ্ন হইল। তখন রামচন্দ্র হনূমান্‌কে বলিলেন, "বৎস, এই লঙ্কাবিজয়ে তুমিই আমার প্রধান সহায়। তুমিই প্রথমে আমাকে সীতার সংবাদ প্রদান করিয়াছিলে। তোমারই বীরত্বে ও তোমারই দয়ায় আমি প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে ফিরাইয়া পাইয়াছি। এই বানর-সৈন্যদলের মধ্যে তুমিই একমাত্র সীতার পরিচিত। অতএব তুমিই অদ্য রাবণ-বধের সংবাদ সর্ব্বাগ্রে সীতাকে প্রদান করিবার জন্য গমন কর।" হনূমান্ এই আদেশেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার এক একবার মনে হইতেছিল, ছুটিয়া যাইয়া এই সংবাদ সীতাদেবীকে প্রদান করিয়া আসেন। কিন্তু তিনি রামের দাস; প্রভুর অনুমতি গ্রহণ করিয়াই তিনি সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন; এখন প্রভুর অনুমতি ব্যতীত তাঁহার অশোকবনে গমন কর্ত্তব্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নহে, মনে করিয়াই তিনি এতক্ষণ নিরস্ত ছিলেন। এক্ষণে রামের আদেশ-শ্রবণমাত্রই তিনি হৃষ্টচিত্তে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। আজ আর তাঁহার ভয় নাই, আজ আর তাঁহার সঙ্কোচ নাই। আজ যে সংবাদ লইয়া তিনি জানকীর নিকট গমন করিতেছেন, তেমন সংবাদ বহনের ভার তাঁহার উপর কেহ কখন প্রদান করে নাই।

হনূমান্ বায়ুগতিতে সীতাদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া রাবণ-বধের সংবাদ তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং রামচন্দ্র যে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাও নিবেদন করিলেন। সীতাদেবী হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে হনূমান্‌কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস, আজ তুমি আমাকে যে সংবাদ প্রদান করিলে, তাহার জন্য সসাগরা ধরার অধীশ্বরত্ব তোমাকে প্রদান করিবার শক্তি যদি আমার থাকিত, তাহা হইলে তাহাও প্রদান করিলে আমার আশা মিটিত না। বৎস, তোমার এ সংবাদের প্রতিদান নাই। অশোকবনবাসিনী চিরদুঃখিনী সীতা আজ তোমাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে।"

হনূমান্ বলিলেন, "মা, ইহার অধিক পুরস্কার এ জগতে কি আছে, তাহা ত আমি জানি না। আশীর্ব্বাদ কর যেন কায়মনোবাক্যে তোমাদের চরণ-সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি!" তাহার পর হনূমান্ বলিলেন, "মা, আমার একটি প্রার্থনা আছে। যে সমস্ত রাক্ষসী এতদিন তোমাকে নানা কষ্ট দিয়াছে, আমি তাহাদের শাস্তিবিধান করিতে চাই।" হনূমানের এই প্রার্থনা শুনিয়া সীতাদেবী বলিলেন, "বৎস, যাহারা রাজার আশ্রিত ও বশ্য, যাহারা অন্যের আদেশে কার্য্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করে, সেই সমস্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসীর প্রতি কে কুপিত হইতে পারে? আমি অদৃষ্টদোষ ও পূর্ব্ব দুষ্কৃতি-নিবন্ধন এইরূপ লাঞ্ছনা সহিয়াছি। বলিতে কি, আমি স্বকার্য্যেরই ফলভোগ করিয়াছি। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ করিবার কথা আমায় আর বলিও না। আমার এইটি দৈব-গতি। ইহারা রাবণের আজ্ঞা-ক্রমে আমায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। যাহারা অন্যের প্রেরণায় পাপাচরণ করে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যপকার করেন না। ধরিতে গেলে, সকলেই অপরাধ করিয়া থাকে; সুতরাং সর্ব্বত্র ক্ষমা করা উচিত।"

সীতার এই উপদেশপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্ বলিলেন, "মা, আমি অল্পবুদ্ধি; না বুঝিয়া একটা কথা বলিয়াছি, অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। এক্ষণে যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া আপনার কুশল নিবেদন করি এবং অদ্যই আপনাকে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করি।"

সীতাদেবী বলিলেন, "বৎস, তুমি প্রভুর চরণে আমার প্রণাম এবং লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বীরগণকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও। প্রভুকে বলিও, তাঁহার চরণ দর্শন করিবার জন্য আমার এমন ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছে যে, আমার অণুমাত্র বিলম্ব সহিতেছে না।"

হনুমান্ তখন সীতাদেবীর চরণে প্রণাম করিয়া অশোকবন হইতে বহির্গত হইলেন, এবং রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সীতাদেবীর কুশলবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। সীতাদেবী যে রামের শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন, হনুমান্

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সে কথাও বলিলেন। রামচন্দ্র হনূমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন, "বন্ধু বিভীষণ, সীতাকে এই স্থানে আনয়ন করিবার জন্য তোমাকেই অশোককাননে গমন করিতে হইতেছে। তুমি তাঁহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া এই স্থানে লইয়া আইস।" এই কথা বলিয়াই রামচন্দ্র পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন। কেহই রামচন্দ্রের এ প্রকার ভাবান্তরের কারণ অবধারণ করিতে পারিলেন না।

বিভীষণ তখন অশোককাননে গমনপূর্ব্বক সীতাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া রামচন্দ্রের আদেশ ব্যক্ত করিলেন। সীতাদেবী হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে শিবিকারোহণে স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। শিবিকা রাম-শিবিরে উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র সীতাকে শিবিকার বাহিরে আগমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রামের এই অনুরোধ শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। যে রাজসভায় সকলে উপস্থিত রহিয়াছেন, সেখানে সীতাকে সর্ব্বসমক্ষে বাহির হইবার অনুজ্ঞাশ্রবণে কেহই রামচন্দ্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। পতিপ্রাণা সীতা শিবিকা হইতে বাহির হইয়া রামের চরণ-বন্দনা করিলেন। রাম এতদিন পরে সীতাকে দেখিয়া কোথায় আনন্দে অধীর হইবেন এবং তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিবেন, তৎপরিবর্ত্তে তিনি স্থিরভাবে আসনেই উপবিষ্ট রহিলেন। সকলেই অবাক্ হইয়া রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন রাম ধীরে ধীরে সীতাদেবীকে বলিলেন, "প্রিয়ে জানকি! আমি কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমার উদ্ধার-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলাম। দুষ্টমতি চোর আমার সহধর্ম্মিণীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল, তাহার অপরাধের দণ্ডবিধান আমার কর্ত্তব্য। আমি সে কর্ত্তব্য পালন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিয়াছি ; দুরাচার রাবণ সবংশে নিহত হইয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। তুমি এতদিন পরগৃহে অবস্থান করিয়াছ ; তুমি স্বামী, পিতা বা কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে এতদিন ছিলে না। এ অবস্থায় তোমাকে গ্রহণ করা কি কোন সৎকুলজাত পুরুষের কর্ত্তব্য ? আমি তোমাকে কেমন করিয়া গ্রহণ করিব ? কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমার উদ্ধার-সাধন করিলাম, কর্ত্তব্যের অনুরোধেই তোমার সংসর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি। আমার পক্ষে উপায়ান্তর নাই।" রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল ; তিনি অবনতবদনে বসিয়া রহিলেন।

রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতাদেবী কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতা হইলেন। অন্য কোন রমণী স্বামীর মুখে এমন কথা শ্রবণ করিলে শোকে সংজ্ঞাশূন্যা হইতেন ; কিন্তু সীতা রমণীকুলের অলঙ্কার। রামচন্দ্রের মুখে এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া তিনি লজ্জায় ও অপমানে ব্যথিতা হইলেন সত্য, কিন্তু বিচলিতা হইলেন না। পাতিব্রত্যের পবিত্র প্রভায় তাঁহার হৃদয় প্রভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি অতি ধীর ও সংযতকণ্ঠে পতির অবনত মুখে দৃষ্টি সন্নদ্ধ করিয়া বলিলেন, "রাজন্! তোমাকে এখন আর অন্য নামে সম্বোধন করিতে পারিলাম না ; ক্ষমা করিও। তুমি এখন রাজা, তুমি ন্যায়ের কঠোর দণ্ড গ্রহণ করিয়া বিচারকের আসনে উপবিষ্ট ; তাই তোমাকে 'রাজন্' বলিয়া সম্বোধন করিলাম। রাজন্! তুমি রাজার উপযুক্ত কথা বলিয়াছ ; কিন্তু তুমি স্বামীর উপযুক্ত কথা বল নাই। আমি যদি রামপ্রিয়া না হইতাম, তাহা হইলে এ দণ্ড অকাতরে, অম্লানবদনে গ্রহণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিতাম। কিন্তু রাজন্! আমি ত সামান্যা রমণী নহি যে, তুমি আমার উপর এই কঠোর দণ্ড বিধান করিলে। আমি রঘুকুলবধূ, আমি জনকনন্দিনী, আমি সূর্য্যবংশের অমূল্য মণি মহাবীর রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী; দণ্ডবিধানের সময়ে এ কথা কি তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইল না? দুরাত্মা রাবণ আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু আমি তখন অসহায়া। তাহার পর এই এক বৎসরকাল আমি কি ভাবে যাপন করিয়াছি, তাহার অনুসন্ধান করা কি ন্যায়পরায়ণ বিচারকের কর্ত্তব্য ছিল না? মহারাজ দশরথের নন্দনকে কি রাজধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে? আর এক কথা; আমার প্রতি এই মৃত্যুদণ্ডের বিধানের পূর্ব্বে, হে রাজন্! একবার কি নিজের হৃদয়কে কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? রঘুকুলপতি! আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। যে দণ্ডে তুমি আমার প্রতি সন্দেহ করিয়াছ, সেই দণ্ডেই আমার মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে; তবুও যে এতগুলি কথা বলিলাম, তাহা তোমার কৃপা ভিক্ষা করিবার জন্য নহে! রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী কৃপা-ভিখারিণী নহে। কিন্তু হে আমার ভূদেব! হে কলঙ্কভঞ্জন! তুমি এই জনসঙ্ঘের সম্মুখে সীতাকে কলঙ্কিনী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছ। আমি এ কলঙ্ককালি অঙ্গে মাখিয়া মরিতে প্রস্তুত নহি। বৎস লক্ষ্মণ, তোমাকে একদিন দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলাম; তাহার জন্য এই এক বৎসর যথেষ্ট দুঃখ ভোগ করিয়াছি; কিন্তু এখনও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নাই। বৎস, তুমি চিতা প্রস্তুত কর। যদি আমি অসতী হই, যদি আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য কখন রামনাম বিস্মৃত হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমার এ কলঙ্কিত দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর যদি আমি সতী হই, যদি আমি রামগতপ্রাণা হই, তাহা হইলে অগ্নি আমার কিছুই করিতে পারিবে না। তাহার পর আমি রাজাদেশ অবনতমস্তকে পালন করিব।"

সীতার এই নিদারুণ আদেশ শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে রামচন্দ্রের দিকে চাহিলেন; রামচন্দ্র তখন তাঁহাকে সতীর আদেশ পালন করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং স্থিরভাবে বসিয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া রামের এই অটল গাম্ভীর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন; কাহারও সাহস হইল না যে, রামচন্দ্রকে একটি কথা বলেন।

চিতা প্রস্তুত হইল। সীতা তখন গললগ্নীকৃতবাসে রামচন্দ্রের চরণে প্রণামপূর্ব্বক চিতা প্রদক্ষিণ করিবার কালে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—

"মনসি বচসি কায়ে জাগরে স্বপ্নসঙ্গে
যদি মম পতিভাবো রাঘবাদন্যপুংসি।
তদিহ দহ মমাঙ্গং পাবনং পাবকেদং
সুকৃতদুরিতভাজাং ত্বং হি কর্ম্মৈকসাক্ষী॥"

তাহার পর তিনি নির্ভয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন; সকলে এই দৃশ্য দর্শন করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র নিঃস্পন্দনয়নে সীতার এই অলৌকিক কার্য্য দর্শন করিলেন; তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। এমন সময়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, মূর্ত্তিমান্ অগ্নিদেব জানকীকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক চিতা হইতে বাহির হইলেন। সকলে তখন জয়ধ্বনি করিলেন, সকলের হৃদয় তখন মহানন্দে পূর্ণ হইল। অগ্নিদেব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সীতাকে লইয়া রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রাম, এই তোমার সীতা। ইনি নিষ্পাপা। তুমি ইঁহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ কর। আমি তোমাকে বলিতেছি, সীতাদেবী এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার চিন্তা পরিত্যাগ করেন নাই। ইনি সতীকুল-শিরোমণি। তুমি ইঁহার চরিত্রে অণুমাত্রও সন্দেহ করিও না। আজ ইনি যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন, এ জগতে কেহ কখন এমন ভীষণ পরীক্ষা-প্রদানের জন্য অগ্রসর হয় নাই।" এই বলিয়া অগ্নিদেব অন্তর্হিত হইলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দীপ-নির্ব্বাণ

স্বর্ণকুমারী দেবী

[স্বর্ণকুমারী দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা এবং বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ১৮৫৭ সালে ইঁহার জন্ম হয়। স্বর্ণকুমারীর প্রতিভা সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতি নানা বিভাগে বিকশিত হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া যশ লাভ করেন, যথা—দীপ-নির্ব্বাণ, হুগলীর ইমামবাড়ী, বিদ্রোহ, কাহাকে, ছিন্নমুকুল, মেবার রাজ, নবকাহিনী, ফুলের মালা প্রভৃতি। ইহার মধ্যে কয়েকখানি পুস্তক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল। তিনি বহুবর্ষ পর্য্যন্ত 'ভারতী' নামক সুবিখ্যাত মাসিক পত্রের সম্পাদিকা ছিলেন। ১৩৩৯ সালের ১৯শে আষাঢ় ইনি পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। বঙ্গের মহিলাগণের মধ্যে ইঁহার ন্যায় প্রতিভাময়ী সুলেখিকা অধিক নাই।]

প্রথম পরিচ্ছেদ

শক ১০৯৪ ; সময়—সন্ধ্যা।

অদ্য চিতোর নগরীতে মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে,—রাজবাটীতে আজ মহোৎসব। নগরীর স্থানে স্থানে বাদ্যকর বসিয়াছে ; পথে পথে কাঙ্গালদুঃখীদিগকে ধন-বিতরণ হইতেছে ; আলোকে আলোকে নগরী আলোকময়ী হইয়াছে ; পথ ঘাট মাঠ বিপণি সকলই হাস্যময় ; নগরীর সমস্ত লোক উল্লাসে পরিপূর্ণ ; ধনি-দরিদ্র সকল লোকের গৃহের প্রবেশ-দ্বারে কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গলঘট সংস্থাপিত ; মধ্যে মধ্যে তাহাদের গৃহ হইতে মঙ্গলসূচক শঙ্খনিনাদ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শুনা যাইতেছে, রাজবাটী হুলুধ্বনি, শঙ্খ-নিনাদ ও নৃত্য-গীতে পরিপূর্ণ। আজ চিতোর নগরীর যে দিকে নেত্রপাত কর, সকলই উৎসবময়।

আজ এ কিসের উৎসব?

মহারাজ সমরসিংহের আজ আবার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে।

চিতোরাধিপতির প্রথম পক্ষের মহিষীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মে। সে মহিষীর অকালে মৃত্যুর পর মহারাজ লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র না হওয়ায়, তিনি আবার পত্তনরাজ-কন্যা কমলদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। কমলদেবীর আজ প্রথম সন্তান হইল। তিন পুত্র সত্ত্বেও সমরসিংহ পুত্রকামনায় আবার কেন বিবাহ করিলেন? ইহা কৌতূহলজনক বটে, কিন্তু এ কৌতূহল কিছু পরে পরিতৃপ্ত হইবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বক্ষণ হইতে মহারাজ সমরসিংহ আজ চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার সেই সুপ্রশস্ত ও মহত্ত্ব-প্রকাশক ললাট ভাবনায় ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়াছে। তাঁহার সুদীর্ঘ, স্থির এবং উজ্জ্বল নয়নের গম্ভীর অথচ মধুর দৃষ্টি শূন্যদেশে সংলগ্ন রহিয়াছে। সে মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই হৃদয়ে এককালে নানা ভাবের উদয় হয়। যেমন অপার অতুল সাগরশোভা দেখিলে সমস্ত হৃদয় প্রশস্ত হইয়া উঠে, সকলই বিস্তীর্ণ—সকলই মহান্, সকলই আনন্দময় হইয়া মনকে নূতনভাবে পরিণত করে, তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় নাচিয়া উঠে, কিন্তু আবার সেই আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে একটি আতঙ্কের ভাবও তরঙ্গিত হইতে থাকে, সেইরূপ সরমসিংহের সেই স্থির গম্ভীর নয়নে নয়ন সংলগ্ন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইবামাত্রই হৃদয়ে ভক্তি এবং ভালবাসার উদ্রেক হয়, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় কম্পিতও হইতে থাকে। তাঁহার মূর্ত্তি তেজস্বী অথচ অহঙ্কারশূন্য, প্রশান্ত কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক। সমরসিংহ ষড়্‌বিংশবর্ষীয় মাত্র, কিন্তু তাঁহার সেই উন্নত রাজমূর্ত্তি দেখিলে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়ান্ বলিয়া বোধ হয়। মহারাজ যে কক্ষে বসিয়াছিলেন, সহসা একজন ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "রাজমহিষীর একটি পুত্র-সন্তান হইয়াছে।" এই শুভসংবাদ শুনিবামাত্র মহারাজের বদনমণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে বিশাল সমুদ্র সহসা যেন রজত-মার্জ্জিত হইয়া উথলিয়া পড়িল।

সমরসিংহ মহা হৃষ্টচিত্তে পুত্রমুখ দেখিতে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুমার ভূমিষ্ঠ হইল। এই শুভ লগ্নে কুমারের জন্ম দেখিয়া সকলের হৃদয় আহ্লাদে পূর্ণ হইল। সমরসিংহ দেখিয়া যেখানে তাঁহার গুরুদেব মঙ্গলাচার্য্য পুত্রের ভাগ্য নির্ণয় করিতেছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন। মঙ্গলাচার্য্য রাজবাটীর উদ্যানে কুশাসনোপরি উপবিষ্ট, তাঁহার হস্তে পুঁথি, পরিধান পট্টবস্ত্র, সুদীর্ঘ শুভ্রললাটে রক্ত-চন্দনের ত্রিপুণ্ড্র। তিনি পুঁথিতে দৃষ্টি রাখিয়া নব কুমারের ভাগ্য-গণনা করিতেছেন এবং সেই গণনার সহিত তারা-নক্ষত্রের গতি মিলাইবার জন্য যেন মাঝে মাঝে এক একবার আকাশে চাহিয়া দেখিতেছেন। গগনমণ্ডলে মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। আকাশের স্থানে স্থানে তারকারাজি দীপ্তি বিকাশ করিতেছে; আর পূর্ণশশধরের নির্ম্মল কিরণে সমস্ত উদ্যান, সরোবর, বৃক্ষ-পত্র শুভ্রবেশ ধারণ করিয়াছে। এ আলোকের নিকট দীপালোকের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শোভা কোথায়? সে আলোক ইহার নিকট তীব্রতর হইয়া পড়িয়াছিল।

সমরসিংহ আসিয়া দেখিলেন, গুরুদেব গণনা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে বিষাদ-রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া সমরসিংহের আহ্লাদ তিরোহিত হইল; তিনি বলিলেন, "গুরুদেব! নব কুমারের ভাগ্যে কি দেখিলেন? সে ভবিষ্যতে রাজা হইবে ত?"

মঙ্গলাচার্য্য গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হইবে—কিন্তু—" সমরসিংহ "কিন্তু" শুনিয়া বিষাদে ও বিস্ময়ে গুরুদেবের কথা শেষ হইতে না হইতে বলিলেন, "এবারও 'কিন্তু'? হায়! আমি এত কি পাপ করিয়াছি যে, আমার বংশধর কেহ সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিবে না। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণের ভাগ্য নির্ণয় করিয়া আপনি বলিয়াছেন,—'কল্যাণ যদি সিংহাসনারূঢ় হয়, তবে চিতোরের সৌভাগ্য। এমন সুপুত্র তোমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই, কিন্তু কল্যাণ কোন শাপভ্রষ্ট দেব। রাজা হইবার উপযুক্ত বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কল্যাণ পৃথিবীতে থাকিবে কি না সন্দেহস্থল, তুমি তাহার রাজা হইবার আশা ত্যাগ কর।' আমি কল্যাণের মঙ্গল-কামনায় আপনাকে কত যাগ, যজ্ঞ, হোম করিতে বলিলাম, আপনি কিছুতেই তাহার সে গ্রহ খণ্ডন করিতে পারিলেন না। এখন কল্যাণের আশা আমি ত্যাগ করিয়াছি। কল্যাণের কনিষ্ঠ যে দুই ভ্রাতা আছে, আপনি বলিলেন, 'তাহারা রাজা হইবার উপযুক্ত নহে, তাহারা রাজা হইলে চিতোরের মঙ্গল নাই। তুমি আবার বিবাহ কর।' আমি সেই জন্য তাহাদের আশা ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীদেবীকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিবাহ করিলাম। তাঁহার সন্তান হইল না দেখিয়া, আপনার আজ্ঞাক্রমে আবার কমলদেবীকে বিবাহ করিলাম। তিনি অন্তঃসত্ত্বা হইলে আপনি বলিয়াছিলেন, 'এবার যে পুত্র জন্মিবে সেই তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবে।' আমি কত আনন্দিত হইলাম, ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিলাম! এখন আজ আপনি বলিতেছেন, 'রাজা হইবে—কিন্তু!' তবে 'কিন্তু' কি বলুন? আমার অদৃষ্টে নাই, আপনি কি করিবেন?"

গুরু—"বৎস! অত নিরাশ হইও না। অদৃষ্টের লিখন খণ্ডন হয় না, আমি কি করিব? এই নব কুমারের সমস্ত রাজলক্ষণ দেখিতেছি, যে প্রকারে হউক রাজা হইবে। কিন্তু তিন বৎসরে ইহার একটি গ্রহ আছে। তিন বৎসর পর্য্যন্ত ইহাকে সাবধানে রাখিতে হইবে, তিন বৎসর উত্তীর্ণ হইলে আর ভয় নাই।" সহসা এই সময়ে তাঁহারা অদূরে কোলাহল-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। দুই জনে সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন একজন স্ত্রীলোকের হস্ত হইতে কি লইবার জন্য অন্য কয়েকজন স্ত্রীলোক চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে তাহা ছাড়িয়া দিতেছে না; তাহারা কোলাহল করিতে করিতে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইল। একজন বলিল, "মহারাজ, এই পাগলী আপনার সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। তাহাকে আমাদিগের নিকট কোনমতে দিতে চাহিতেছে না। বলপূর্ব্বক লইতে গেলে কুমারের পাছে বেদনা লাগে, এই ভয়ে আমরা বল প্রকাশ করিতেও পারিতেছি না।" তাহার কথা শেষ হইলে মঙ্গলাচার্য্য সমরসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পাগলিনী কে?" সমরসিংহ বলিলেন, "এ কি, আপনি বিন্দু দাসীকে চিনিতে পারিতেছেন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

না? আপনি কি শুনেন নাই, সে পাগল হইয়া গিয়াছে?" মঙ্গলাচার্য্য বলিলেন, "আমি তীর্থ হইতে আসিয়া ও-কথা শুনি নাই। আর পাগল হইয়া উহার যে প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে সত্যই আমি উহাকে চিনিতে পারি নাই। কিন্তু বিন্দু পাগল হইল কেন?"

সমর—"ছয় মাস হইল, উহার একটি সন্তান হইয়াছিল, সেই সন্তানটি দুই-তিন মাসের হইলে বিন্দু বিধবা হয়। তাহার কিছুদিন পরে সেই সন্তানটিরও মৃত্যু হইল। সেই অবধি ও পাগল হইয়া গিয়াছে। পাগলিনী এখন মনে করে, আমি উহার স্বামী; আর উহার বিশ্বাস যে, উহার পুত্র মরে নাই, জীবিত আছে, কে চুরি করিয়া লইয়াগিয়াছে। তাহা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উহার আর বড় পাগলামি দেখা যায় না।" পাগলিনী এই সময়ে সহর্ষে শিশুকে চুম্বন করিতে করিতে বলিল, "মহারাজ! আজ আমি আমার হারাধনকে আবার পেয়েছি। আহা! যেমনটি রহিয়াছিল, ঠিক তেমনিটিই আছে। কে চুরি করিয়াছিল জান?" এই বলিয়া সমরসিংহের কর্ণের নিকট মুখ আনিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আমার সতীন! আজ দেখি, আমার বাছাকে ও কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে আছে। আমি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে তুলে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। কেমন জব্দ করেছি, কি মজা, হা হা হা!"

সপত্নীকে ফাঁকি দিয়াছে, এই আহ্লাদে সে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে আরম্ভ করিল। সমরসিংহ বলিলেন, "না, এ তোমার পুত্র নহে। তুমি যাহার নিকট হইতে লইয়া আসিয়াছ, এ তাহারই পুত্র। তোমার পুত্র হইলে এত দিন অনেক বড় হইত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেখিতেছ না, এ সদ্যোজাত শিশু-সন্তান?" পাগলিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কি—তুমিও সতীনের দিকে হয়ে আমার ছেলে তাকে দিতে বলছ? আমার স্বামীও আমার উপর নির্দ্দয়! না, আমি আমার বাছাকে দেব না, বরং তুমি আমার সতীনের হয়ে থাক। আর আমি তোমার উপর দাবী কর্‌ব না। আমি আর তোমাকে চাই নে। তুমি তার একার স্বামী হও। আমি আমার বাছাকে নিয়ে থাকি। আমার হারানিধি আবার আমি পেয়েছি—আমার ভাবনা কি?" পাগলিনী শিশুকে সমরসিংহের মুখের নিকট আনিয়া আবার বলিতে লাগিল, "দেখ দেখ, আমার বাছার মুখ দেখ দেখি, ঠিক তেমনিটিই আছে। ও মা! এতক্ষণ এনেছি,—তোমার ছেলের মুখে একটা চুমও খেলে না। বুঝেছি, এ যে দুয়োরাণীর ছেলে, সুয়োরাণীর ছেলে হ'লে এতক্ষণ কতগণ্ডা চুম পড়ত।" সমরসিংহ বলিলেন, "আচ্ছা, আমার ক্রোড়ে দেও, চুম্বন করি।"

"তোমার কোলে দিতে ভয় হয়, যে সতীনের বশ, এখনই আমার ছেলে তাকে দিয়ে তার মনস্তুষ্টি কর্‌তে পার। তা এই নেও! তোমারও তো ছেলে। তোমারও তো একবার কোলে কর্‌তে ইচ্ছা হয়। এই নেও, একবার কোলে ক'রে চুম খেয়ে আমাকে দেও।" সমরসিংহ পাগলিনীর ক্রোড় হইতে শিশুকে লইয়া একজন পরিচারিকার ক্রোড়ে দিলেন। সে তাহাকে লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিল। পাগলিনী ক্রোধ ও বিস্ময়ের সহিত ক্ষণকাল রাজার দিকে চাহিয়া রহিল এবং পরে রোষ-কম্পিতস্বরে বলিল, "বিশ্বাসঘাতক! এই ত কর্ত্তব্য। আজ আমার রূপ গিয়াছে, যোহন গিয়াছে, এই ত ঠিক! এই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত উচিত! যাক্ যাক্ সব যাক্, আমার আছে কে? আমার স্বামী আমার না, সতীনের বশ, আমার ছেলে আমার না, সতীনের; তবে আমার আছে কে?” পাগলিনী সরোষে গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। পাগলিনী যতক্ষণ ছিল, মঙ্গলাচার্য্য তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। সে চলিয়া গেলে তিনি বলিলেন, “এই পাগলিনীর ক্রোড়ে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কুমারকে যেন দেওয়া না হয়। একে ত সে ক্ষিপ্ত, তাহার কোলে শিশু-সন্তান দেওয়াই উচিত নহে, উহার মনের ভাব প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কথনও মাতৃচক্ষে দেখিয়া অত্যন্ত স্নেহ করিবে, কখন বা সপত্নীপুত্র ভাবিয়া মন্দ ইচ্ছা জন্মিবারও আশ্চর্য্য নাই। ইহা ছাড়া সে বালককে লইবার জন্য যে প্রকার উৎসুক, তাহা দেখিয়া আমার ভয় জন্মিতেছে, হয় তো উহার দ্বারাই কুমারের কোন মন্দ হইবে, সেই জন্যই উহাকে মাতৃচক্ষে দেখিতেছে। যাহাই হউক, তিন বৎসর পর্য্যন্ত যেন রাজকুমারকে উহার কোলে না দেওয়া হয়, আর একটি রক্ষা-কবচ সর্ব্বদা কুমারের গলদেশে রাখিতে হইবে। তিন বৎসর যদি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায়, তাহা হইলে আর কোন ভয় নাই।” মঙ্গলাচার্য্য আবার বলিলেন, “আর একটা কথা আছে। লক্ষ্মীদেবীর সন্তান নাই, সপত্নীর সন্তান দেখিয়া মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি যদি কিছু অনিষ্ট কামনা করেন, সে পথও রুদ্ধ করা উচিত। কমল-দেবীকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া লক্ষ্মীদেবীকে এই শিশু-সন্তান সমর্পণ কর। এই শিশু আজ অবধি তাঁহার পোষ্য সন্তান হউক। কুমার কমলদেবীর সন্তান এ কথা কেহ যেন কখন উল্লেখ না করে। কুমারকে আপন সন্তানরূপে দেখিলে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লক্ষ্মীদেবীর ঈর্ষা অথবা ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ থাকিবে না।"

মঙ্গলস্বামী যাহা যাহা বলিলেন, মহারাজ তাহাই করিলেন। নব কুমারের কিরণসিংহ নাম প্রদত্ত হইল। লক্ষ্মীদেবী তাহাকে পুত্ররূপে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুমার দিন দিন শ্রীসৌন্দর্য্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পাগলিনী তাহাকে আপন পুত্রজ্ঞানে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার ক্রোড়ে দিতে নিষেধ থাকায় নিতান্ত কাকুতি-মিনতি করিলেও কুমারকে কেহ তাহার ক্রোড়ে দিতে সাহস করিত না। পাগলিনী তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত ও সময়ে সময়ে ক্রুদ্ধ হইত। কিন্তু কি করিবে, স্বামী সতীনের বশ—তাহার কোন বিষয়েই কিছু ক্ষমতা নাই। ক্রমে বালক তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। এত দিনের মধ্যে কুমারকে একবারও ক্রোড়ে না পাইয়া সন্তান-পুনঃপ্রাপ্তির আশায় পাগলিনী ক্রমে নিরাশ হইতে লাগিল। এখন যদি তাহার সপত্নী এক দিনের জন্যও তাহার সন্তানকে তাহার ক্রোড়ে দেন, তাহা হইলেই সে তাহার বাছাকে সতীনকে দিবে, মনে মনে এই স্থির করিয়া পাগলিনী একদিন একজন পরিচারিকাকে বলিল, "সতীনকে গিয়া বল, আমার ছেলেকে তাকে দেব। এখন সে আমার কিরণকে এক বার আমার কোলে দেবে কি না?" তখন পরিচারিকার কোলে কিরণসিংহ ছিল এবং সেখানে আর কেহ ছিল না। পরিচারিকা তাহার কথায় হাসিয়া বলিল, "না গো তা দেবেন না। সোয়ামী যার বশে নেই, তাকে না কি আর সতীন গ্রাহ্য করে?"

পাগলিনী ভাবিয়াছিল, অতদূর স্বীকৃত হইলে তাহার পুত্রকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সে কোলে করিতে পাইবে। এখন পরিচারিকার কথায় আশ্চর্য্য ও হতাশ্বাস হইয়া প্রথমে দাসীকে গালি পাড়িতে লাগিল; তাহার পর আবার শান্ত হইয়া সকাতর অনুনয় আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছুতেই দাসীকে টলাইতে না পারিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "আমার বাছাকে এক বার দেবে না? কি কপাল! স্বামী সতীনের বশ, তাঁহার কথায় আমার সন্তান আমাকে দিতে চায় না। আমি তাতেই স্বীকার। সতীনকেই আমার ছেলে দিলাম। এখন একবার কোলে কর্‌তেও দেবে না!" এইরূপ বলিতে বলিতে শিশুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাতেও পরিচারিকা তাহার ক্রোড়ে কুমারকে দিল না। কোন প্রকারে বালককে ক্রোড়ে প্রাপ্ত না হইয়া, ক্রমে পাগলিনী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে প্রস্থান করিল; বলিল, "আচ্ছা, থাক, আমি একদিন আমার বাছাকে কেমন না নিয়ে যাই দেখবি, একবার আমার ছেলেকে কোলে দিলে না! ভগবান্ আমার ছেলে আমাকে দেবেন।" পরিচারিকা পাগলিনীর কথা বুঝিতে পারিল না। পাগলিনী সেই অবধি রাজবাটী ত্যাগ করিল। পাগলিনীর আপনার কেহ ছিল না। সে একে সামান্য লোক, তাহাতে ক্ষিপ্ত, সে চলিয়া গেলে কেহই আর তাহার অনুসন্ধান করিল না।

---

1. Allegorical story of Dipa Nirban.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুয়েজ খালে

স্বামী বিবেকানন্দ

[ইঁহার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত—'বিবেকানন্দ' সন্ন্যাসাশ্রমের নাম। ইনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার শিমুলয়ার প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাস করিয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রভাবে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরমহংস দেবের দেহত্যাগের পর ছয় বৎসর কাল ইনি হিমালয়ে সাধনায় অতিবাহিত করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো নগরে "পার্লিয়ামেণ্ট অব্ রিলিজিয়ন" নামক মহতী সভায় ইনি হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আমেরিকার নানা স্থানে ইনি বক্তৃতা করিয়া তদ্দেশবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদেশে প্যারী নগরে "কংগ্রেস অব্ রিলিজিয়ন" নামক সভায় ইঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার য়ুরোপীয় শিষ্যগণের মধ্যে মিস্ মারগারেট্ নোব্‌ল্ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ; ইনি 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে পরিচিতা। স্বদেশে স্বামীজি 'রামকৃষ্ণ মিশন,' 'রামকৃষ্ণ হোম,' 'ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়' প্রভৃতি বহু লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান ও সেবাশ্রম স্থাপন করেন। ইঁহার রচিত 'জ্ঞানযোগ,' 'কর্ম্মযোগ,' 'রাজযোগ,' 'চিকাগো বক্তৃতা,' 'ভক্তি-রহস্য' প্রভৃতি পুস্তকে ইঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ৪১ বৎসর বয়সে বিবেকানন্দ পরলোক-গমন করেন।]

এ সুয়েজ খাল খাতস্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন। ফর্ডিনেণ্ড লেসেপ্স নামক এক ফরাসী স্থপতি এই খাল খনন করেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভূমধ্যসাগর আর লোহিতসাগরের সংযোগ হয়ে, ইউরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে।

সুয়েজ খাল।

মানব জাতির উন্নতির বর্ত্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীন কাল থেকে কায করছে, তার মধ্যে বোধ হয়, ভারতের বাণিজ্য সর্ব্বপ্রধান।

ভারতের বাণিজ্যই সকল জাতির উন্নতির কারণ।

অনাদি কাল হ'তে, উর্ব্বরতায় আর বাণিজ্যে, শিল্পে, ভারতের মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তূলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মোতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হ'তে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমী, পশমিনা, কিংখব ইত্যাদি এদেশের মত কোথাও হ'ত না। আবার লবঙ্গ, এলাচ, মরিচ, জায়ফল, জৈত্রী প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান ভারতবর্ষ। কাযেই অতি প্রাচীনকাল হ'তেই, যে দেশ যখন সভ্য হ'ত, তখনই ঐ সকল জিনিষের জন্য ভারতের উপর নির্ভর।

ভারতের পথ।

এই বাণিজ্য দুটি প্রধান ধারায় চল্‌ত; একটি ডাঙ্গাপথে আফ্‌গানি ইরাণী দেশ হয়ে, আর একটি জলপথে রেড্‌ সি হয়ে। সিকন্দর সা, ইরাণবিজয়ের পর, নিয়ার্কুস নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিত-সমুদ্র দিয়ে, রাস্তা দেখ্‌তে পাঠান। বাবিল, ইরান, গ্রীস, রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করত, তা অনেকে জানে না। রোম-ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগদাদ ও ইতালীয় ভিনিস্‌ ও জেনোয়া, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্ত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রোম সাম্রাজ্য দখল কোরে ইতালীয়দের ভারতবাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ কোরে দিলে, তখন জেনোয়া নিবাসী কলম্বুস (ক্রিষ্টোফোরো কলম্বো) আটলান্টিক পার হয়ে ভারতে আসবার নূতন রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন, ফল—আমেরিকা মহাদ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বুসের ভ্রম যায়নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেই জন্যই আমেরিকার আদিমনিবাসীরা এখনও ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত। বেদে সিন্ধু নদের "সিন্ধু," "ইন্দু" দুই নামই পাওয়া যায়; ইরানীরা তাকে "হিন্দু," গ্রীকরা "ইণ্ডুস" কোরে তুললে; তাই থেকে ইণ্ডিয়া—ইণ্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে হিন্দু দাঁড়াল—কালা (খারাপ), যেমন এখন—নেটিভ্।

এদিকে পোর্ত্তুগীসরা ভারতের নূতন পথ, আফ্রিকা বেড়ে আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্ত্তুগালের উপর সদয়া হ'লেন; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য রাজস্ব সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড় জাত। তবে এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিষপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্ছে, তাই ভারতে আর তত কদর নাই। একথা ইউরোপীয়েরা স্বীকার কর্ত্তে চায় না। ভারত—নেটিভ্‌পূর্ণ, ভারত যে তাঁদের ধন, সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মানতে চায় না, বুঝতেও চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়্‌ব? ভেবে দেখ কথাটা কি। ঐ যারা চাষাভুষা তাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কায কোরে যাচ্ছে, তাদের

ইউরোপ ভারতের সভ্যতার নিকট সম্পূর্ণ ঋণী।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব, অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস্, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্ত্তগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য। আর তুমি?—কে ভাবে একথা। স্বামীজি! তোমাদের পিতৃপুরুষ দু'খ'না দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্ম্মবীর, রণবীর, কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্য্যকারিতা;—আমাদের গরীবেরা ঘর-দুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্ত্তব্য কোরে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কায হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, ১০ হাজার লোকের বাহবার সাম্‌নে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য,—সে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী!—তোমাদের প্রণাম করি।

ভারতের ছোট জাত্ পূজার্হ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[১২৬৪ সালের ৫ই শ্রাবণ, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ২১ বৎসর বয়সে তিনি ব্রাহ্ম হন। তৎপরে গভর্নমেণ্ট আফিসে সামান্য বেতনে কেরানীর কার্য্য করিয়া অবসরমত সাহিত্য চর্চ্চা করেন এবং স্বীয় প্রতিভাগুণে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার প্রণীত 'মনোরমার গৃহ,' 'মা ও ছেলে,' 'জীবন-সোপান,' 'বিদ্যাসাগরের জীবনী,' 'কমলকুমার,' 'অদৃষ্ট-লিপি' প্রভৃতি পুস্তক সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। ১৩২৩ সালে চলন্ত ট্রামগাড়ীর নীচে পড়িয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।]

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে, নয় বৎসর বয়সের সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সংস্কৃত পাঠের সূচনা হয় নাই। কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশের দিন হইতে তাঁহার শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালক হইলেন। হালিসহরের অনতি-দূরবর্ত্তী কুমারহট্ট পল্লীনিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের উপর ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপনার ভার ছিল। তিনি বিশিষ্টরূপ আগ্রহসহকারে বালকগণকে শিক্ষা দিতেন এবং শিক্ষা-দান-বিষয়ে তাঁহার সম্যক্ পারদর্শিতা ছিল। ছাত্রগণকে পুত্রবৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্নেহসহকারে শিক্ষাদান-বিষয়ে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের স্মরণ-শক্তি, অধ্যবসায় ও বিদ্যাশিক্ষায় অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কালেজে প্রবিষ্ট হওয়ার ছয় মাস পরে যে পরীক্ষা হয়, ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত মধুসূদন বাচস্পতিও সর্ব্বদা ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বাবধান করিতেন। পিতা প্রতিদিন বেলা ৯টার সময়ে বড়বাজারের বাসা হইতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পটলডাঙ্গায় কালেজ বাটীতে পৌঁছাইয়া দিতেন এবং বেলা চারিটার সময়ে নিজে আসিয়া বালককে বাসায় লইয়া যাইতেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার উপর স্নেহসহকারে দৃষ্টি রাখিবার লোক ছিলেন এবং পিতা নিজে তাঁহাকে পথে যাতায়াতে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন বলিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র অল্প বয়সে মন্দ বালকদের সঙ্গলাভের সুযোগ পান নাই। অনেক কোমলমতি, সরলচিত্ত ও বুদ্ধিমান্ বালক অসৎ সঙ্গে পড়িয়া সর্ব্বদাই বিনষ্ট হয়, এবং উত্তরকালে সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রলাভে বঞ্চিত হইয়া আপনার ও আত্মীয়গণের সর্ব্বনাশ সাধন করে। বিশেষতঃ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় ধর্ম্মশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও পুত্রবৎসল পিতার অভাবে বর্ত্তমান বঙ্গসন্তানগণ দুর্নীতি, দুরাচার ও কুশিক্ষার ঘৃণিত পথে বিচরণ করিয়া বঙ্গগৃহের ও বঙ্গদেশের সমূহ অকল্যাণ সাধন করিতেছে। ঠাকুরদাসের ন্যায় শ্রমশীল, কষ্টসহিষ্ণু, ন্যায়নিষ্ঠ ও সন্তানবৎসল পিতার সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, আপাততঃ আমাদের সেই দিকেই বিশেষ ভাবে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ক্রমে ঠাকুরদাস যখন বুঝিলেন যে ঈশ্বরচন্দ্র একাকী পথে যাইতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং একাকী গেলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, তখন তাঁহাকে একাকী যাইতে দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষুদ্রাবয়বসম্পন্ন ছিলেন। বালক যখন পথে একাকী ছাতা মাথায় দিয়া পড়িতে যাইতেন, তখন দূর হইতে দেখিয়া বোধ হইত, যেন পথে একটি ছাতাই যাইতেছে, ছাতার মধ্যে কেহ আছে বলিয়া বোধ হইত না। ঈশ্বরচন্দ্রের মাথাটি আবার এই ক্ষুদ্র দেহের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। সেই অল্পায়তন দেহের পক্ষে মস্তকটি একটি বৃহৎ ভার বলিয়া বোধ হইত; এজন্য বিদ্যালয়ের অন্যান্য বালকেরা ঈশ্বরচন্দ্রকে "যশুরে কৈ" বলিয়া তামাসা করিত; কখন কখন আবার উল্টাইয়া বলিত, "কযুরে জৈ" আর বালক ঈশ্বরচন্দ্র রাগিয়া যাইতেন। তিনি যতই রাগ করিতেন, বালকেরা ততই তাঁহাকে ঐরূপে ক্ষেপাইত। তাঁহার ক্রোধবৃদ্ধির আর এক কারণ ছিল। তিনি রাগিলে আর কথা কহিতে পারিতেন না। কারণ বাল্যকালে তিনি তোৎলা ছিলেন। *

কালেজে প্রবেশের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিদিন যাহা পড়িতেন, গৃহে আসিয়া পিতার নিকট পুনরায় তাহার আবৃত্তি করিতেন। একটি কথা এদিক্ ওদিক্ হইলে আর নিস্তার থাকিত না। যাহা পড়িতেন তাহা অবিকল শুনাইতে হইত। ভ্রমবশতঃ একটি কথা বলিতে বিস্মৃত হইলে, ঠাকুরদাস

* পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ সূতিকা-গৃহে শিশুর জিহ্বার তলে আল্তায় কিছু লিখিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই লেখার জন্য বালক অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিবে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অমনি ধরিতেন। ঠাকুরদাস এরূপভাবে বালকের পাঠ লইতেন যে, তদ্দর্শনে ঈশ্বরচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল পিতা ব্যাকরণে তর্কবাগীশ মহাশয়ের সমান পণ্ডিত। ফলতঃ পিতা পুত্রের পাঠ শুনিতে শুনিতে ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁহার বয়সের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে হইত। সে পরিশ্রমের ত্রুটি হইলে পিতার নিকট অত্যধিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কখন কখন তিনি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। পিতা রাত্রিতে কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতেন যে, প্রদীপ জ্বলিতেছে আর তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে আর তাঁহার অব্যাহতি থাকিত না। কোন কোন দিন এতই প্রহার করিতেন যে, সে গৃহের স্ত্রীলোকেরা, বিশেষ ভাবে রাইমণি, বালকের সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসিতেন এবং কোন কোন দিন প্রহারের অসহনীয় দৃশ্যে কাতর হইয়া ঠাকুরদাসকে বাসা পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এইরূপ প্রহারের ভয়ে, নিদ্রার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, অনেক সময়ে চক্ষে প্রদীপের তৈল দিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেন। এই উপায়ে রাত্রি-জাগরণপূর্ব্বক পড়াশুনা করিতেন। ইহার উপর ঠাকুরদাস শেষ রাত্রে বালকের ঘুম ভাঙ্গাইয়া বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ও উদ্ভট কবিতা মুখে মুখে শিখাইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই প্রকারে পিতার নিকট প্রায় দুই তিন শত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। অপরদিকে শিক্ষক তর্কবাগীশ মহাশয়ও বালকের অত্যাশ্চর্য্য মেধা-দর্শনে, বিশেষ যত্নের সহিত বিবিধ বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোক মুখে মুখে শিখাইতেন, এবং তাহার অন্বয় ও অর্থ বলিয়া দিতেন। তিনি তিন বৎসরকাল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই ব্যাকরণ শ্রেণীতে পাঠ করেন। দুই বৎসর পরীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফললাভ করিয়াছিলেন। একবার উৎকৃষ্ট পরীক্ষা দিয়াও আশানুরূপ পুরস্কার না পাইয়া একেবারে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন। বিদ্যালয়ের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি যখন যাহা ধরিতেন, কেহ তাহা হইতে সহজে তাঁহাকে বিরত করিতে পারিত না। জেদের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দেশে গিয়া সার্ব্বভৌমের টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করা স্থির করেন। সহজে কেহই তাঁহাকে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তর্কবাগীশ মহাশয়ের স্নেহানুরোধে ও বাচস্পতির আত্মীয়তায় বাধ্য হইয়া সার্ব্বভৌমের টোলে পড়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া পিতার অভিপ্রায়মত কালেজেই পূর্ব্ববৎ পড়িতে লাগিলেন। সেইবারকার পরীক্ষার ফল মন্দ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, সেইবার একজন সাহেব পরীক্ষক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ত্বরিত উচ্চারণে অক্ষমতা-প্রযুক্ত ধীরে ধীরে পরীক্ষা-দান ও কথা সকল পরস্পর হইতে পৃথক্ ভাবে বিলম্বে উচ্চারিত হওয়ায় পরীক্ষক সাহেবের নিকট একটা বিশেষ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ সাহেব স্থানে স্থানে বুঝিতেও ভুল করিয়া থাকিবেন। এই জন্য পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সেবার প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইবারই কথা। বিশেষতঃ তিনি বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কোন বালক শ্রমশীলতায়, দৃঢ়তায় বা বুদ্ধিপ্রকাশে তাঁহাকে পরাজয় করে, ইহা তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না; যেখানে পরাজয়ের সম্ভাবনা অধিক, ঈশ্বরচন্দ্রের জয়লাভের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উত্তেজনা ও আয়োজন সেখানে তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক হইত। এই বালক কি শৈশবে, কি পঠদ্দশায়, কি উত্তরকালে কর্ম্মক্ষেত্রে কিংবা অন্য কোন বিশেষ ঘটনাতে কোথাও কাহারও পশ্চাতে পড়িতে ঘৃণাবোধ করিতেন। চিরদিন তিনি সমভাবে আপনার স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাঁহার সে চেষ্টা সর্ব্বত্রই তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফল প্রদান করিয়া তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিভার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। কখনও কাহারও অনুগ্রহভাজন হইবার প্রবৃত্তি কেহ তাঁহাতে দেখে নাই। যে আত্মনির্ভরের গুণে তিনি সর্ব্বত্র জয়ী হইয়াছেন, বিদ্যালয়ে পঠদ্দশাতেই তাঁহার সে গুণ সমধিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দীনেশচন্দ্র সেন

[১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার বগজুরী গ্রামে দীনেশচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর "কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া" স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' লিখিতে আরম্ভ করেন। এই পুস্তক লেখার গুরুতর শ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ছাড়া তিনি 'ওপারের আলো,' 'রামায়ণী কথা,' 'নীল মাণিক,' 'বেহুলা,' 'ফুল্লরা,' 'মুক্তাচুরি,' 'জড়ভরত' প্রভৃতি বিবিধ পুস্তক রচনা করেন। ইঁহার ইংরাজীতে রচিত 'History of Bengali Language and Literature,' 'Chaitanya and his Age,' 'Folk Literature of Bengal' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ য়ুরোপে আদর লাভ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে অধ্যাপকের পদ এবং সম্মানাত্মক (Honorary) ডি.লিট্. উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন এবং গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়াছেন।]

যখন ভিক্টর হিউগো এবং তাঁহার পুত্র দ্বাদশ বর্ষের জন্য নির্জ্জন সমুদ্রতটে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ তুমি কি ভাবে অতিবাহিত করিবে?" পুত্র উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি এই সময়টা সেক্সপীয়রের গ্রন্থরাজি পাঠ করিব। কিন্তু পিতঃ, আপনি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই সময়টা কি করিয়া কাটাইবেন?" ভিক্টর হিউগো বলিয়াছিলেন, "আমি এই দ্বাদশ বৎসর সমুদ্র দেখিয়া অতিবাহিত করিব।"

বস্তুতঃ এই দুইয়েরই ফল এক। ভিক্টর হিউগো লিখিয়াছেন, জগতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চরিত্র সমুদ্রের ন্যায়ই গূঢ় ও বিরাট্।

স্যার আশুতোষের জীবন-চরিত যতই হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা পাই, ততই বিস্ময়ে মন পূর্ণ হইয়া উঠে। এ যেন সত্যই সমুদ্র-দর্শন।

ভবভূতি লিখিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চরিত্র বজ্রের মত কঠোর এবং কুসুমের মত মৃদু। আশুতোষের অদ্ভুত তেজ ও সত্যনিষ্ঠার কথা কে না জানে? সে অকুতোভয়তা, সেইরূপ ভাবী ফলে সম্পূর্ণ উদাসীনতা, বর্ত্তমান কর্ত্তব্যে একনিষ্ঠতা, সর্ব্বস্ব-পণ বীরত্ব আমরা এ যুগে আর দেখি নাই। এই যুগে চারিদিকে লতিকা-সুলভ বিনতি, হেয় ও ছলনাময় সাংসারিকতা, অপমান-সহনে নিশ্চেষ্ট কাপুরুষতা বাঙ্গালী-চরিত্রের লক্ষণে দাঁড়াইয়াছে,—এই সকল পদদলিত গুল্ম ও তৃণের রাজ্যে তিনি শালতরুর ন্যায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। কতই না ঝঞ্ঝা তাঁহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে—দিক্‌পালগণের বজ্র তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত ছিল, কিন্তু এই তৃণাচ্ছাদিত সমতলরাজ্যে এরূপ অনমনীয় দৃঢ়তা ও বিরাট্ তেজঃপুঞ্জ কোথা হইতে আসিল? "ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ," এই বিদ্যুৎ-ভরা ব্রাহ্মণ্য দীপ্তি মৃত্তিকা-জাত নহে, ইহা স্বর্গের।

আশুতোষের চরিত্রের তেজ ও অমোঘ সাহসিকতার কথা তো অনেকেই লিখিয়াছেন। তিনি সরকারের সঙ্গে ব্যবহারে যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, পরাধীন জাতির কোন লোক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এরূপ অসম্ভব সাহস দেখাইতে পারে, ইহা লোকের ধারণার অতীত ছিল; এই জন্ম বিশ্ববিত্তালয়সংক্রান্ত তাঁহার অসম সাহসের কথা প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই আসমুদ্রহিমাচলবিস্তৃত এই ভারতবর্ষ অতীব বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। স্বাধীন দেশবাসীরাই বোধ হয় এই ঘটনায় তাঁহার প্রতি অধিকতর সম্মান দেখাইয়াছিলেন, কারণ স্বাধীন চরিত্রের মাহাত্ম্য তাঁহারাই ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন।

সুতরাং ভবভূতিকথিত বজ্রাদপি দৃঢ়তার কথা আশুতোষের চরিত্র-প্রসঙ্গে সর্ব্বদাই গৌরবের সহিত ঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু তদীয় চরিত্রে "মৃদুনি কুসুমাদপি" কথার স্বার্থকতা কোথায় একথা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

আমরা তাঁহার চরিত্রের সান্নিধ্য লাভ করিয়া বিশেষভাবে ধন্য হইয়াছি; আমরা তাঁহার হৃদয়-মাধুর্য্যের সংবাদ বিশেষভাবে অবগত আছি। তাঁহার চরিত্র বস্তুতঃ মধুচক্রের ন্যায় ছিল। আমরা অনেক নম্র ও বিনয়ী লোকের সন্ধান জানি, যাঁহাদের ওষ্ঠে হাসিটি লাগিয়া রহিয়াছে, যাঁহারা বীণা-নিক্কণে কথা কহিয়া থাকেন, যাঁহারা ধনি-গৃহের হরির লুটের ন্যায় অজস্র অল্প দরের মিষ্ট কথা বিলাইয়া যান, যাঁহাদের চরিত্র রমণীয়, চিত্ত সরস এবং কথা মধুরাক্ষরা। এই সমস্ত গুণ লইয়া অনেকেই সমাজে বিশেষ প্রশংসা পাইয়া থাকেন। কিন্তু আশুতোষের মাধুর্য্য এ ধাঁচের ছিল না। সে যেন হরিদ্বারের গঙ্গা, তাহা দুর্ভেদ্য শৈল ভেদ করিয়া নিজেকে জগতের কাজে বিলাইয়া দিবার জন্য স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়াছিল। যে গঙ্গা ঐরাবতকে ভাসাইয়া লইতে পারে, যাহার প্রচণ্ড ঘূর্ণপাকে শত শত লোক মৃত্যুমুখে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পতিত হইয়াছে, তাহারই ঘাটে ঘাটে এত লোকের ভিড় কেন? যে তেজস্বী পুরুষের অমিত তেজে ও বজ্রগম্ভীর স্বরে শত শত বীরের হৃদয় কম্পিত হইত, যিনি "বাংলার ব্যাঘ্র" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বাড়ীর দ্বারে এত লোকের নিত্য ভিড় কেন হইত? আশুতোষের অপেক্ষাও ধনী লোক ছিলেন, তদপেক্ষাও ক্ষমতাশালী রাজপুরুষের অভাব দেশে ছিল না—তাঁহাদের কাছে তো প্রত্যহ এরূপ যাত্রীর আবির্ভাব দেখা যাইত না—অথচ এই কঠোরভাষী তেজস্বী লোকটির কাছে রোজ রোজ একটা বৃহৎ নিমন্ত্রণের মতন লোকসমাগম হইত কেন?

তাহার কারণ, আশুতোষের হৃদয়-মাধুর্য্য। নারিকেলের উপরিভাগের কাঠিন্য ছদ্মবেশ মাত্র, তাহার ভিতরের সন্ধান যে জানে সে কি কঠোর আবরণ দেখিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? আশুতোষের হৃদয় সংগোপনে শত শত দুঃখী আর্ত্ত-দিগকে নিত্য আমন্ত্রণ করিত, এ জন্য এই রবাহূতের দল তাঁহার নিকট এমন করিয়া আসিয়া "ধন্না" দিয়া থাকিত। তাঁহার দয়া ছিল ফল্গু নদীর মত, বাহিরে নীরস ও উত্তপ্ত বালুস্তূপের ছদ্মবেশে সেই দয়া নিজেকে লুকাইয়া রাখিত, তথাপি ভ্রমর যেরূপ সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত পুষ্পের সন্ধান জানে, আর্ত্ত ও ব্যথিত হৃদয় তাঁহাকে সেইভাবে চিনিত—একটা জায়গায় যে তাহাদের আশ্রয় ছিল, তাহা তাহারা মনে মনে বুঝিত। এই জন্যই ছিন্ন ও মলিন বেশ, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মুখ, কপালে দুশ্চিন্তাঙ্কিত রেখা, এই সকল ছিল তাঁহার সহানুভূতি ও দয়া পাইবার উপায়। তিনি জানিতেন বাঙ্গালী বড় বিপন্ন, বাঙ্গালী পরিবার বড় দরিদ্র; এই বিপদ্ ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দারিদ্র্যের লক্ষণ দেখিলেই তিনি গলিয়া যাইতেন। তিনি যে ছিলেন দেবতা—এই জন্য মনের নিগূঢ় দুঃখ তিনি বুঝিতেন, এই জন্য দূর দূরান্তর হইতে সেই দরদী মহানুভব ব্যক্তির সন্ধানে এত লোক আসিত।

তিনি মিষ্ট কথায় ভুলাইতেন না, বৃথা আশা দিতেন না, কিন্তু বিপন্নকে আশ্রয় দিবার জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিত। যখন সরকারের সঙ্গে ঝগড়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা বেতন না পাইয়া মহাকষ্টে মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন সে কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাগিয়াছিল আশুতোষের। অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়া তাঁহার চক্ষু ছল-ছল করিয়া উঠিত। লজ্জা, ক্ষোভ ও সহানুভূতিতে ভরপূর—এই মহাত্মার আত্মা যে এই বিপদে কিরূপ অশান্তি বোধ করিতেছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। অধ্যাপকদের বিপদ্ তিনি নিজের বিপদ্ হইতে কিছুমাত্র কম মনে করেন নাই। একটি ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাঙ্গালার দিনে জ্বরাক্রান্ত হইয়া পরীক্ষাগৃহে উপস্থিত হইতে পারিল না। সে তাহার অসীম দৈন্য জানাইয়া আশুতোষের পা জড়াইয়া ধরিল, অমনি তিনি তাহার জন্য বিধান করিলেন। তখনও আই. এ. পরীক্ষার কিছুদিন বাকি ছিল, তিনি ছাত্রটিকে আই. এ.র বাঙ্গালার দিন পরীক্ষা দিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার অসীম দয়ার গুণে এই সমস্ত অসম্ভব রকমের উপায় তাঁহার মনে স্বতঃই উদ্ভাবিত হইত। অন্য কেহ ছেলেটির দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি দেখাইয়া ক্ষান্ত হইতেন, কিন্তু আশুতোষের দয়া শুধু মৌখিক ভদ্রতাসূচক প্রীতি জানাইয়া নিঃশেষ হইত না। কি ভাবে বিপন্নকে উদ্ধার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিতে হইবে, কোন করুণ কাহিনী শুনিলে তাহাই তিনি সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করিতেন। সন্তান পিতামাতার কাছে দুঃখ নিবেদন করিলে যেরূপ তাঁহারা শুধু আদর করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকেন না—সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন, আশুতোষের দয়া ও সহানুভূতি ছিল সেইরূপ—এই জন্য তাহা হরিদ্বারের গঙ্গার সঙ্গে উপমিত হইবার যোগ্য। এই দয়া শুধু মুখের করুণ কোমল কথায় প্রকাশিত হইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত না—উহা পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করিয়া পরহিতার্থে নিয়োজিত করিত। এই দয়া "কুসুমাদপি" মৃদু ছিল। কিন্তু সেই কুসুম কোমল বল্লরী-জাত নহে, তাহা বকুলপুষ্পের ন্যায় বিরাট্ মহীরুহসঞ্জাত। ইহা বীরত্বের রসে পুষ্ট, ইহা কার্য্যকরী শক্তির নিয়োগে সার্থক। এই দয়া বহুলোকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন ইহা শুধু কথার ফন্দী ও কর্ম্মহীন প্রীতির মনভুলানো বৃথা গুঞ্জরণ নহে, ইহা সতত সচেষ্ট হিতব্রতের অমৃতময় ফুল-ফল। ইহা ছিল খর্জ্জূর বৃক্ষের রসের ন্যায়, বাহির হইতে অনেকে তাহা বুঝিতে পারিত না।

আশুতোষের জগতে কেহ বন্ধু ছিলেন বলিয়া আমি জানি না। "গলাগলি ভাব," "হরিহরাত্মা" প্রভৃতি কথার দ্বারা যাহা বুঝা যায়, আশুতোষের সেইরূপ বন্ধুত্ব কাহারও সঙ্গে আমি দেখি নাই। তিনি বন্ধুমহলে হাস্য-পরিহাসে সময় সময় যোগ না দিতেন, এমন নহে, কিন্তু তাঁহার বান্ধবতা ও প্রীতিতে সর্ব্বদা একটা সংযমের ভাব থাকিত। এই সংযমের জন্য তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবেরাও তাঁহার সঙ্গে অবাধভাবে মিশিতে পারিতেন না। শিশুরা জানে—পিতা তাহাদিগকে ভালবাসেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার সঙ্গে অবাধ-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভাবে মিশিতে ভয় পায়। আশুতোষ ছিলেন সেইরূপ পিতৃকল্প-চরিত্র; তাঁহার বন্ধুবান্ধব যতই প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ হউন না কেন, তাঁহার এই কঠোর চরিত্র-সংযমকে সর্ব্বদা একটা সম্ভ্রমের চোখে দেখিতেন এবং তজ্জন্য খুব অবাধভাবে মেলামেশা করিতে সাহসী হইতেন না। যে গুরুদাসবাবু তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে আদর করিয়া আসিয়াছিলেন, যে ব্রজেন্দ্র শীল প্রবীণতায় অনন্যসাধারণ, ইঁহারা এবং এতৎসদৃশ মহানুভব ব্যক্তিগণও আশুতোষকে এই চরিত্র-মাহাত্ম্যের জন্য সম্ভ্রম করিয়া আসিয়াছেন। এমন লোক অতি অল্পই দেখিয়াছি, যাঁহারা পরম নিশ্চিন্ততার সহিত তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে সাহসী হইতেন। তিনি আসিয়াছিলেন, স্বর্গ হইতে সনদ লইয়া—লোকশিক্ষার জন্য, অধীন পরপীড়িত জাতিকে স্বাধীন-চরিত্র-মাহাত্ম্য শিখাইবার জন্য। তাঁহার চারিদিকে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না, তাঁহার অবাধ বান্ধবতার যোগ্য ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের সাহেবদিগের মধ্যেও আমরা কাহাকে দেখি নাই; চণ্ডীমঙ্গল-বর্ণিত কালকেতু ব্যাধের ন্যায় তিনি "শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল"—বঙ্গীয় সমাজে অতিমাত্রায় প্রবীণতা-সম্পন্ন ছিলেন।

কি সমাজ, কি রাজনীতিক্ষেত্র কোথাও আশুতোষ দাসখৎ লিখিয়া নিজের আত্মার অমর্য্যাদা করেন নাই। নিজ কন্যা কমলার বিবাহ তিনি যে দিন দিয়াছিলেন, সেই দিন ঘরে-বাহিরে তাঁহার প্রতিপক্ষের অভাব ছিল না। কিন্তু গাণ্ডীবী যে মুহূর্ত্তে শরাসন গ্রহণ করিয়াছেন, সে মুহূর্ত্তে বিপক্ষ-অক্ষৌহিণী কি করিবে? এমন যে তাঁহার নৈকষ্য কুলের মর্য্যাদা, তাহার প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। "সত্যমেব জয়তি" এই মহামন্ত্রে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাঁহার দীক্ষা ছিল, সত্যের মর্য্যাদা যিনি স্বীকার করিয়াছেন, তিনি রাজসম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তিগত গৌরব—এ সকলের প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইবেন কিরূপে ?

আশুতোষের ন্যায় ধর্ম্মভাবযুক্ত লোক আমাদের সমাজে বিরল। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের এই গুণ ছিল যে, তাহা অতি অনাড়ম্বর এবং একান্তভাবে নীরব। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহাকে এক দিনও বক্তৃতা বা দীর্ঘ উপদেশ দিতে শুনি নাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস যে কত দৃঢ় ছিল তাহা মাঝে মাঝে দুই একটি কথায় ব্যক্ত হইত। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রাজকীয় রোষের ভীষণ ঝঞ্ঝা ও বজ্রাগ্নি, যখন দুর্নিবার ঘূর্ণচক্রে পড়িয়া আমাদের বিদ্যাতরণী ডুবন্ত, যখন অন্য কোন কাণ্ডারী হইলে হাল ছাড়িয়া দিয়া আরোহিগণকে নিরুৎসাহ করিত, সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারের নিকট আমি নিরুপায় ভাবে বিপদের কথা উল্লেখ করায় তিনি তাঁহার সর্ব্বত্রবিজয়ী সেই অগাধ বিশ্বাসময় হাস্যরশ্মিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া বলিলেন—"ভয় কি দীনেশবাবু, আমাদের কাজ করিবার কথা; সেই সর্ত্তে জগতে আসিয়াছি। ফল দেওয়ার ভার অপরের, তাই ভাবিয়া নিজের কাজ সমাধা করুন এবং মিছামিছি দুশ্চিন্তা করিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করিবেন না।" শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মের উপর এবং কর্ম্ম-ফল-দাতার উপর এরূপ অগাধ বিশ্বাস আমি আর কোথাও দেখি নাই। অনেক ধর্ম্মবক্তৃতা ও শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়াছি, কিন্তু কোন্ মহাত্মা আশুতোষের ন্যায় এত বড় কর্ম্মী হইয়াও এরূপ বিশ্বাসী? দুর্গা-পূজার সময় গরদ পরিয়া এই মহাপুরুষ স্ফুটকণ্ঠে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা চণ্ডীপাঠ করিতেন। যে ব্যক্তি সমাজে বিধবা-বিবাহ চালাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, যিনি সাহেব-মহলে স্বীয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিদ্যাবত্তা ও অলৌকিক যুক্তিবলে নিজের খ্যাতি অসামান্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যিনি বিজ্ঞানের তুঙ্গমন্দিরে আরোহণ-পূর্ব্বক বর্ত্তমানকালের সমস্ত তথ্য অবগত ছিলেন, তাঁহার চণ্ডীপাঠকালে ভক্তিগদ্গদকণ্ঠ ও অকপট হৃদয়াবেগ-দর্শনে কে না মোহিত হইয়াছেন ?

তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ এবং কর্ম্মশীলতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কর্ম্মঠতার কি অক্লান্ত ইঞ্জিনই ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন! প্রতি মুহূর্ত্তটি তাঁহার নিকট ফল-প্রসবী ছিল। তিনি তাঁহার স্বল্পায়তন জীবনের একটি দণ্ড অপব্যবহারে কিংবা বৃথা অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহা কেহ বলিতে পারিবে না। তাঁহার জীবন ছিল কর্ম্মের মহোৎসব; এই উৎসবের বিরাম ছিল না। শত শত যাত্রী লইয়া যেরূপ রেলগাড়ী দিবারাত্র চলিয়া যায়, শত শত কর্ম্মী লইয়া এই বিশাল-কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি সেই ভাবে বিহার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে ভগবান্ পীড়াগ্রস্ত করিয়া রোগ-শয্যায় আবদ্ধ রাখিয়াও কিছুদিন অবসর দেন নাই।

তাঁহার স্মৃতিশক্তির কথা বলিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত গ্রাজুয়েটের তিনি খবর রাখিতেন। তিনি গুণের আদর এরূপ জানিতেন যে, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন কিংবা অন্য কোন উপায়ে গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিভা-উন্মেষের জন্য তিনি আশাতীতরূপে সুবিধার সৃষ্টি করিয়া দিতেন। যে সকল গুণ এই হতভাগ্য দেশে কোন ক্রমেই বিকাশ পাইবার সুযোগ লাভ করিত না, যাহা রৌদ্রতাপে বিশুষ্ক কোরকটির ন্যায় অকালে ঝরিয়া পড়িত, সেই সকল গুণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাঁহার হিতকামী নিত্যবর্ষী উৎসাহধারা-সেচনে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করার পক্ষে সুপারিশ চিঠির কোন মূল্যই ছিল না। ভাদ্রমাসের চন্দ্রিকা যেরূপ নদীর গভীরতম তলদেশ পর্য্যন্ত দেখাইয়া থাকে, তাঁহার খরদৃষ্টি সেইরূপ লোকচরিত্রের নিগূঢ়তম তত্ত্ব তাঁহার নিকট প্রকটিত করিত। এই জন্য দেখিয়াছি অতি অল্প সময়ের আলাপেই তিনি কোন কোন লোকের এরূপ পক্ষপাতী হইয়াছেন যে, জীবন ভরিয়া তাহার উপকার করিয়াছেন, অথচ অনেক সময় বড় বড় রাজা মহারাজের সুপারিশ পত্র তিনি উপেক্ষার সহিত আবর্জ্জনা ফেলিবার পাত্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

যে দিক্ দিয়াই দেখা যায়, সে দিক্ দিয়াই তাঁহার অলোক-সামান্য গুণগরিমা হৃদয় মোহিত করিয়া ফেলে। তিনি এক মহাসাম্রাজ্য-গঠনের উপযোগী শক্তি লইয়া আসিয়াছিলেন; এই হতভাগ্য বঙ্গদেশ তাঁহার পক্ষে অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র ছিল। তথাপি তিনি নানা বিরুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্যার একটি সার্ব্বজনীন কেন্দ্রে পরিণত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। লামার মন্দির-চূড়ানিন্দিত টুপি, মহারাষ্ট্রার নানাবর্ণানুরঞ্জিত পাগ্ড়ী, সিরাজের বিপুলায়তন স্বর্ণ-কারুকার্য্যোজ্জ্বল শিরোভূষণ, সাহেবদের সোলার হ্যাট ও শ্রমণের গৈরিক আলখাল্লা তিনি একস্থানে জড় করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ব্বজনীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগতের প্রাচ্যবিদ্যার মহাকেন্দ্র হইবে, এই মহাকল্পনা তাঁহার চিত্তে উৎসাহ ও বাহুতে বল দিয়াছিল। হায়! আজ শিবের মহাধনুক পড়িয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আছে, কে ইহাতে জ্যা আরোপণ করিবে? কাহার সে ক্ষমতা আছে?

আশুতোষকে মনে পড়িলে, বোধ হয় যেন বঙ্গদেশের বজ্র, বিদ্যুৎ, জলভরা মেঘ ও শস্য-শ্যামল প্রকৃতির পুঞ্জীভূত শক্তি—মহামানবরূপে প্রকাশ পাইয়া এই দেশের যাহা মিথ্যা তাহা নষ্ট করিয়া দেশহিতের অজস্রবর্ষণ-দ্বারা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে ইষ্টসিদ্ধিপূর্ব্বক বঙ্গীয় সমাজকে নানা দিকে উর্ব্বর করিয়া দিয়াছে। বহুযুগের তপস্যা না থাকিলে কোন জাতিতে এরূপ লোকের আবির্ভাব হয় না, এবং বহুযুগের পাপ না থাকিলে কোন জাতি এরূপ লোকের সংসর্গ হইতে এমন আকস্মিকভাবে বঞ্চিত হয় না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বেহুলার বাসর

দীনেশচন্দ্র সেন

চাঁদ-সদাগর, পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া সাতালী-পর্ব্বতে লৌহ-গৃহে রাখিলেন। স্বয়ং উন্মত্তের ন্যায় যষ্টিহস্তে সেই গৃহের শাস্ত্রীদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া অনিদ্রভাবে রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন।

সেই লৌহ-গৃহে প্রবেশ করিতে সহসা বেহুলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সহসা অসাবধান হস্তক্ষেপে বেহুলা নিজের সীঁথির সিন্দুর মুছিয়া ফেলিলেন,—আশঙ্কায় অশ্রুমুখী বেহুলা, জলভরা একখানি রৌদ্রদীপ্ত মেঘের ন্যায় রূপচ্ছটায় গৃহ আলোকিত করিয়া, স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন। গৃহে আসিয়া কৌটা খুলিয়া নিজেই আবার সিন্দুর পরিলেন।

বেহুলা দৈবজ্ঞের গণনার কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি স্বামীকে চক্ষু ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীন্দর গৃহে প্রবেশ করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; রঙ্গন-ফুলের মালাটি তাঁহার বক্ষের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া চন্দনদীপ্ত মূর্ত্তিকে বনদেবতার ন্যায় সুদৃশ্য করিয়া তুলিয়াছিল। সেই মালাটি যথাস্থলে বিন্যস্ত করিবার জন্য ভীরু বালিকা হস্ত প্রসারিত করিয়া যেমনই স্বামিদেহ স্পর্শ করিয়াছে, অমনই লক্ষ্মীন্দরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—"আমার নয়নের তারা, প্রাণের প্রতিমা, একবার আমার বাহুবন্ধনে ধরা দাও," বলিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লক্ষ্মীন্দর তাহাকে নিকটে আসিতে বলিল।—লজ্জাবতী দূরে সরিয়া গেল, সে ধরা দিল না ; লক্ষ্মীন্দর পুনশ্চ ঘুমাইয়া পড়িল।

বিনিদ্রচক্ষে বসিয়া বেহুলা স্বামীর রূপসুধা পান করিতে লাগিল ; আবার লক্ষ্মীন্দরের ঘুম ভাঙ্গিল ; সে চাহিয়া দেখিল, একখানি স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় বেহুলা বসিয়া আছে,—লক্ষ্মীন্দর বলিল, "দেখ, আমার বড় ক্ষুধাবোধ হইতেছে, আমায় যদি চারিটি ভাত রাঁধিয়া দিতে পার।"

এই বলিয়া লক্ষ্মীন্দর আবার ঘুমাইয়া পড়িল। বেহুলা এত রাত্রে সেই গৃহে কেমন করিয়া ভাত রাঁধিবেন! বরণডালায় শুভঘট ছিল, তিনটা নারিকেল দিয়া উনন প্রস্তুত করিলেন, সেই শুভঘট নারিকেলের জলে পূর্ণ করিয়া বরণডালার তণ্ডুল লইয়া তাহাতে পূরিলেন, স্বীয় স্বর্ণখচিত পট্টবস্ত্রের আঁচল ছিঁড়িয়া, উননে অগ্নি জ্বালিয়া বেহুলা ভাত রাঁধিতে লাগিলেন।

এদিকে আকাশে এক নিবিড় মেঘ-গৃহে মনসাদেবী উপবিষ্ট হইয়া সর্পগণকে স্মরণ করিলেন। সেই গৃহের শীর্ষে একটা প্রকাণ্ড উল্কা-শিখা পতাকার ন্যায় ঊর্দ্ধে দুলিতেছিল ; সর্পের অমূল্য মণিগুলি গৃহের সর্ব্বত্র ধক্‌ধক্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। মনসার আহ্বানে দিগ্‌দিগন্তর হইতে সর্পসমূহ তথায় ছুটিয়া আসিল,—তাহারা কেহ একশীর্ষ, কেহ বহুশীর্ষ, কাহারও দেহ চক্রাকৃতি, বিচিত্র বর্ণে সুশোভিত, কাহারও শরীর শুধু স্বর্ণ-রেখাময়। বিড়ঙ্গিনী, তক্ষক, বঙ্গদাড়া, শঙ্কর, তালভঙ্গ প্রভৃতি অসংখ্য সর্প তথায় উপস্থিত হইল, তাহাদের গতিতে মরুৎ মন্থর প্রতিপন্ন হইল, সাংহারিক শক্তি ও চাঞ্চল্যে বিদ্যুৎ পরাস্ত হইল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করিতে কে যাইবে দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্পকুল মাথা হেঁট করিল। একটা কোপনস্বভাব রক্তচক্ষু সর্প বলিল, "সাঁতালী-পর্ব্বতে যে সকল তরুমূল সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার গন্ধ দূর হইতে পাইয়া আমার হাঁপানী রোগ জন্মিয়াছে।" বিষদন্ত বিকাশ করিয়া ত্রিশীর্ষ মহিজঙ্গ বলিল, "ময়ূর ও নকুলের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে কে? তাহাদের ভয়ে আমার মামাতো-ভাইরা বহুপুরুষের বাসস্থান সাঁতালী ছাড়িয়া নীলগিরিতে আশ্রয় লইয়াছে।" দংশক সর্প রোষাবিষ্ট চক্ষু আবর্ত্তন করিয়া বলিল, "চাঁদ-সদাগর জগতের যত রোঝা সাঁতালী-পর্ব্বতে জড় করিয়াছে, তাহারা যেখানে গর্ত্ত পায়, সেইখানেই মন্ত্র পড়ে ও তরুমূল নিক্ষেপ করে, অহিকুল গর্ত্তের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লৌহ-গৃহের একটা ছিদ্র আছে, কিন্তু যে সকল শান্ত্রী পাহারা দিতেছে, তাহারা এক এক জন চণ্ডু ও আফিম এক এক ভরি এক এক বারে খাইয়া চক্ষু এমন রক্তবর্ণ করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহাদিগকে দেখিলে আমাদেরই ভয় হয়; তাহাদের দাঁতে যে বিষ জমিয়াছে, তাহাতে আমাদেরই মৃত্যু হইতে পারে, অন্ততঃ আমাদের বিষে তাহাদের কিছু হইবার নয়। তাহারা মাথা নীচু করিয়া না কামড়াইলেও তাহাদের সঙ্গিনের খোঁচা খাইলে আমরা বাঁচিব না।"

মনসাদেবী পুনর্ব্বার বলিলেন,—"আমি এ সকল ভীরুর বাক্য-কৌশল শুনিতে চাহি না, অহিকুলে কি এমন কেহ নাই, যে সমস্ত বিপদ্ অগ্রাহ্য করিয়া লক্ষ্মীন্দরের বাসরগৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাহাকে দংশন করে? যে সকল বিপদ্ পথে আছে, তাহা সকলেই অবগত, অশক্তগণের মুখে তাহা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমি শুনিতে চাহি না। যে বিপদে নির্ভীক, সেই অগ্রসর হউক।”

তখন ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া বঙ্করাজ সর্প অগ্রসর হইল এবং নীরবে দেবীর প্রসাদ-চিহ্ন পানে মাথা ঠেকাইয়া সাঁতালী-পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করিল।

তখন বেহুলা-সতী অন্ন রন্ধন করিতেছিলেন; সেই কাল-রাত্রিতে চারিদ্দিক্ হইতে কি একটা শব্দ শুনা যাইতেছিল, চাঁদবেণে গৃহের চারিদিক্ ঘুরিয়া মাঝে মাঝে যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন, একি তাহারই প্রতিধ্বনি? সহসা বেহুলা দেখিলেন, লৌহের দেয়ালের একটা স্থানের লৌহপিণ্ড টুটিয়া যাইতেছে, তাহা হইতে লৌহচূর্ণ খসিয়া পড়িতেছে; বলা বাহুল্য, সে গুলি কয়লার গুঁড়া। সেই ছিদ্র-পথে ফণা বিস্তার করিয়া বঙ্করাজ প্রবেশ করিল। বেহুলা সোণার বাটিতে কাঁচা দুগ্ধ ও রামরম্ভা রাখিয়া সেই সর্পের সম্মুখে ধারণ করিলেন, আহারের লোভে বঙ্করাজ মাথা হেঁট করিয়া বাটিতে মুখ প্রবেশ করাইল—বেহুলা সোণার সাঁড়াশিদ্বারা তদবস্থায় সর্পকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। দ্বিপ্রহর রাত্রে কালদন্ত সর্প এবং তৃতীয় প্রহর রাত্রে উদয়কাল সর্প সেই ভাবেই বন্দী হইল,—শেষরাত্রে বেহুলা লক্ষীন্দরকে ভাত খাইতে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু লক্ষীন্দর গভীর নিদ্রাভিভূত, কোন সাড়া দিলেন না।

সমস্ত রাত্রির দুশ্চিন্তা ও শ্রমে উপবাসী বেহুলা ক্লান্ত হইয়াছিলেন। বন্দী সর্পত্রয়কে একটা বৃহৎ পাত্রদ্বারা চাপা রাখিয়া, বেহুলা স্বামীর পদপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার চক্ষু দুটি ঘুমে ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল, এক এক বার চক্ষু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিস্ফারিত করিয়া তিনি সেই রন্ধ্র-পথের দিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন এবং ঘুমে হেলিয়া পড়িতেছেন ;—এমন সময় বায়ুগতি কাল-নাগিনী মনসাদেবীর তাড়া খাইয়া রন্ধ্র-পথে প্রবেশ করিল,—সেই গৃহপ্রবেশ-কালে হঠাৎ "কে ও" স্বরে কালনাগিনীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল—ক্ষণকাল সে নড়িল না। কে জানে কেন বিনিদ্র চাঁদ সেই সময়ে কোন্ গূঢ় অনিষ্টের আশঙ্কায় "কে ও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন !

কিছুকাল নিশ্চল থাকিয়া কালনাগিনী আবার চলিল, তখন বেহুলা ক্ষণকালের জন্য নিদ্রিত হইয়া স্বামীর পদপার্শ্বে শুইয়া পড়িয়াছেন ; তাঁহার নিদ্রিত ললাটে একটা দুশ্চিন্তার রেখা জাগিয়া আছে।

দ্রুত গতিতে কালনাগিনী লক্ষ্মীন্দরের পদের সন্নিহিত হইল। এই সময়ে নিদ্রাবেশে পাশ ফিরিতে যাইয়া নখার পদ সর্পের দেহে আঘাত করিল ; অমনি কালনাগিনী উদ্যত-ফণা হইয়া তাহাকে দংশন করিল, লক্ষ্মীন্দর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"জাগ ওহে বেহুলা সায়বেণের ঝি।
তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি ?"

বেহুলা শশব্যস্তে জাগিয়া দেখিতে পাইলেন, কালনাগিনী দ্রুত গতিতে রন্ধ্র-পথে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে—অমনি কাটারি দিয়া তাহার অষ্টাঙ্গুলি-প্রমাণ পুচ্ছ বেহুলা কাটিয়া ফেলিলেন,—পুচ্ছহীনা কালনাগিনী তড়িদ্গতিতে পলাইয়া গেল।

তখন পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় হইয়াছে ; সনকা পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য সাঁতালী-পর্ব্বতে হৈমবতীর ন্যায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আশিস্‌হস্তে দণ্ডায়মানা, ত্রিশূলধারী মহাদেবের ন্যায় সেই দ্বারদেশে হিন্তালের যষ্টিহস্তে ভানুকিরণোজ্জ্বল উন্নত-কায় চন্দ্রধর চিত্রপটের ন্যায় স্থির। রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে;—চন্দ্রধর ভাবিতেছেন বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহার বক্ষ কেন ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, নেত্রদ্বয় কেন ব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে?

Q- Describe the social aspects that you find in your [illegible]

short story of [illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মভূমি

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সে তিনি 'সাধনা' পত্রিকায় নানা-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার নিকট আমাদের বহু আশা ছিল—তাঁহার রচনা যেমনই সরল ও সুন্দর, তেমনই তেজস্বী ও নির্ভীক। তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। অপরিণত যৌবনে বলেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঠাকুর-বংশের এই তরুণ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়াতে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।]

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

অভাগিনী জন্মভূমির মুখের পানে চাহিয়া জড়-হৃদয় পাষাণও কাঁদিয়া ফেলে, কিন্তু সেই শ্যামল স্নেহে চির-বর্দ্ধিত সন্তানের কোমল হৃদয় ত কাঁদে না। শ্যামলা জননীর প্রস্ফুটিত হাসিমুখ আমরা আর দেখিব না, জননীর হৃদয় শোষণ করিয়া মৃত্যু চলিয়া গিয়াছে। সে বিকশিত প্রাণ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে; তাহার চারিপার্শ্বে আজ রোগ শোক জরা, অন্ধকার পিশাচের রুধিরোন্মত্ত চীৎকার, বেদনা-কাতর মুমূর্ষুর হাহাকার বিলাপ। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্ব্বলের বল, শান্তিনিকেতন মাতৃক্রোড়ে অরণ্যের পশু ঘর বাঁধিয়াছে; রৌদ্রপীড়িত ক্ষুধাকাতর সন্তানেরা প্রবৃত্তির ছলনায় পরস্পরকে বঞ্চিত করিয়া অসীম সুখ লাভ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিতেছে—দরিদ্রা মায়ের কথা হৃদয়ে আর ঠাঁই পায় না। আজি একবার আত্মবিচ্ছেদ ভুলিয়া, উচ্চনীচ অহঙ্কার অভিমান ভুলিয়া, এক হৃদয়ে যদি আমরা মায়ের পূজা করিতে পারি, কাল প্রভাত-কিরণে হাসিমুখে অন্নপূর্ণা অন্ন ঢালিয়া দিবেন—ক্ষুধার যন্ত্রণা আর সহিতে হইবে না। জননী জন্মভূমির শুষ্ক হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে ; সে হৃদয়োচ্ছ্বাসে যে অমৃত ঝরিবে পান করিয়া তাহা কেহ নিঃশেষ করিতে পারিবে না। এ রক্তের নদী বহিবে না, এ কঙ্কালের স্তূপ জমিবে না, হিমাচল-নিঃসৃতা শান্তিবারি পান করিয়া পৃথিবী শীতল হইবে।

আমাদের জন্ম দিয়া পুণ্যভূমি চির-দুঃখিনী। ভিখারীর মত আমরা পদে পদে পরের দুয়ারে মান ভিক্ষা করিতে যাই—স্বজাতিকে পদ-দলিত করিয়া, সহোদরের মস্তক অবনত করাইয়া, মাতার নাম কলঙ্কিত করিয়া, আমরা মনে করি, মান বাড়িল। পরে দেখিয়া হাসে, আমরা ভাবে গদ্গদ হই। দরিদ্রা জননীর কাছে শতবার প্রার্থনা করিয়া বিফল হইলে অপমান নাই, কিন্তু পরের নিকট ভিক্ষা পূর্ণ হইলেও অপমান ঘুচে না। সেখানে স্নেহের বন্ধন নাই, প্রেমের টান নাই, আদুরে ছেলের মত কথায় কথায় আব্দার করিতে গেলে শুনিবে কে? দুই এক বার ভিক্ষা মিলিবে, তাহার পর উপহাস বিদ্রূপ, অবশেষে সম্মার্জ্জনী। ভিক্ষা জীবনের মূল-ভিত্তি হইয়া উঠিলে এ জীর্ণ কঙ্কাল প্রতিদিন শীর্ণ হইবে বৈ উন্নতি লাভ করিবে না। ক্ষণিক সুখমোহে জীবনের উন্নতিস্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে। ক্রন্দন থামিয়া আসিবে, কিন্তু হাসি ফুটিবে না, বাক্য স্তব্ধ হইবে, কিন্তু নয়নে আনন্দজ্যোতি প্রকাশ পাইবে না, ধীরে ধীরে অবসান ঘনাইয়া আসিবে, এ ভারতভূমিকে তাহা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইলে চিতা আর নিভিবে না; চারিদিকে শ্মশান, শবদাহ, শৃগাল-কুক্কুরের যুদ্ধ, শকুনি-গৃধিনীর পাল বিরাজ করিবে।

অভাগিনীর কপালে কি আছে কে জানে? যেখানে মাতার শীর্ণ দেহ, ম্লান মুখ দেখিয়া সন্তানের হৃদয়ে শোক উথলে না, অত্যাচার-প্রপীড়িত ভ্রাতার কাতর ক্রন্দনে হাই উঠিয়া থাকে, পরের মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য সন্তানেরা পরস্পরের বিপক্ষে দাঁড়াইতে সম্মত হয়, সেখানে মঙ্গলের আশা কোথায়? মাতার দারিদ্র্য দেখিয়া যেখানে সন্তান আপনাকে ধনী মানী বিবেচনা করিতে পারে, যেখানে তুচ্ছ স্বার্থের জন্য দুই বেলা মিথ্যা সম্মানিত হয়, সামান্য "পিঠ-থাব্ড়ানিতে" সমস্ত অপমান-জ্বালা ঘুচিয়া যায়, সেখানে মঙ্গল আসিতে চায় না। জন্মভূমি জননীর সম্মানেই আমাদের সম্মান, জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধিতেই আমাদের শ্রীবৃদ্ধি। আমরা যখন জননীকে ভক্তি করিতে শিখিব, অপরে তখন তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করিতে সাহস করিবে না। সেদিন প্রভাতে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া শুনিবে, ভারতবর্ষের বুকের মধ্য হইতে একস্বরে মায়ের নাম উঠিতেছে—সন্তানেরা মা বৈ আর জানে না, মায়ের নামে সকলই এক। সেদিন কলহ বিবাদ থাকিবে না, সমস্ত পৃথিবীকে আমরা ভাইয়ের মত আলিঙ্গন করিতে পারিব—পৃথিবী আমাদের নিকট সরিয়া আসিবে।

আজ একবার মায়ের মুখের পানে চাহিয়া দেখ, আপনাদের দারিদ্র্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। মায়ের করুণ আঁখির পানে একবার চাহিয়া দেখ, হৃদয় পুলকে পূরিয়া উঠিবে। ঐ স্নেহ-মধুর অধরে আজ কেন বিষাদের রেখা ফুটিয়াছে? ঐ পবিত্র সৌন্দর্য্যে শোকের ছায়া পড়িয়াছে। সে শুভ্র উষার মত ক্লান্তি ম্লান, সে জ্যোতির্ম্ময়ী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেবীমূর্ত্তি বিষণ্ণা। অন্নপূর্ণার অন্ন সন্তানেরা আর দেখিতে পায় না। অবনতমুখে জননী সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিয়া চোখের জল মুছিতেছেন। দুর্ব্বল সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিয়া জননীর চোখের জল ভিন্ন দিবার আর আছে কি ? সন্তানেরা আপনার মধ্যেই কলহ করিতেছে ; ভাইকে বঞ্চিত করিয়া ভাই বড় হইতে চায়। ন্যায়ের পথে না চলিলে এখন আর উপায় নাই—সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। জন্মভূমি! ভারতের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী ভারতী দুর্ব্বল সন্তানের হৃদয় তোমার পবিত্র ভাবে পূর্ণ কর। সেখানে মহত্ত্বের বীজ অর্পণ কর মা, অনেকতা একতায় পরিণত হোক। মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে সন্তান যেন পশ্চাৎপদ না হয়।

অতীত স্মৃতির স্বপ্নে ভোর হইয়া ঘরের কোণে কাণাকাণি করিলে চলিবে না, মায়ের পূজা করিতে হইবে। ভীষ্মদ্রোণের নাম লইলে হইবে না, হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাদের প্রভাব অনুভব করা চাই। ভগবানের নামে বাধাবিপত্তি কাটিয়া যাইবে। ভারতবর্ষের শূন্য মন্দিরে আমরা পুনরায় মায়ের প্রতিষ্ঠা করিব। চারিদিক্ হইতে এখানে লোকে মাতৃভক্তি শিখিতে আসিবে। এখানে আসিয়া সকলে স্বাধীনতা শিক্ষা করিবে—নরহত্যা শিখিবে না। শিখিবে, মায়ের সেবা করিতে ; শিখিবে, সত্যের সম্মান রাখিতে। ভারতীর বীণাধ্বনি জগতে ব্যাপ্ত হইবে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নামে শত শত উন্নত শির নত হইয়া থাকিবে। আমাদের গৃহে সেদিন মায়ের প্রতিষ্ঠা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'শাহ্‌নামা'-রচনা

মোজাম্মেল হক্

[মোজাম্মেল হক্ শান্তিপুরের অধিবাসী। দীর্ঘকাল যাবৎ বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহার গদ্য ও পদ্য রচনা বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি কয়েক বৎসর 'মোস্‌লেম ভারত' নামক পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন।]

ফেরদৌসীর গুণ-গরিমা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার নবজাত কাব্য-কাননের সুরভিত সমীরণ দেশ-দেশান্তরে প্রবাহিত হইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেছে। দীনের কুটীরে, মধ্যবিত্তের ভবনে, ধনীর সৌধে, রাজার প্রাসাদে আজ ফেরদৌসী সমভাবে বিদ্যমান—সর্ব্বত্রই শতমুখে তাঁহার নির্ম্মল যশোগীতি কীর্ত্তিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কবির পক্ষে এতদপেক্ষা পরম সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? এ দিকে গজনীপতি সুলতান মাহ্‌মুদও তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির প্রশংসাবাদ ইতিপূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রবণ অবধি তিনি সেই অতুলনীয় কীর্ত্তিমান্ অমর কবিকে রাজধানী গজনীতে আহ্বান করিয়া আনিয়া আপনার রাজসভা সমলঙ্কৃত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সুযোগ সমুপস্থিত। সুলতান কবিবর ফেরদৌসীকে গজনী-রাজসভায় পাঠাইয়া দিবার জন্য খোরাসানের তাৎকালিক শাসনকর্ত্তাকে অনুজ্ঞা-পত্র প্রেরণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিলেন। ফেরদৌসী সেই লিপির মর্ম্ম অবগত হইয়া অভীষ্ট-সিদ্ধির মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত জ্ঞানে পরম পুলকিতান্তরে বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অতঃপর আত্মীয়-বান্ধবের নিকট বিদায় লইয়া আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত গ্রহণপূর্ব্বক তিনি অগৌণে গজনী-যাত্রা করিলেন।

এ জগতে শুভ কার্য্যের অন্তরায় অনেক! শুভের পশ্চাতে অশুভ—আলোকের পশ্চাতে অন্ধকারের ন্যায় প্রতিনিয়তই পরি-ভ্রমণ করিতেছে। তুমি বুঝিতে পারিবে না, জানিতে পারিবে না, দেখিতে পাইবে না, তোমার সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কোন্ সূত্রে তোমার অনিষ্টের ভীষণ জাল বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। কে বলিতে পারে, কখন কৌমুদী-বিধৌত নির্ম্মল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইবে? যখন কবিপ্রবর ফেরদৌসীকে তুস্ নগর হইতে গজনী-রাজধানীতে প্রেরণার্থ খোরাসানের শাসনকর্ত্তাকে পত্র লিখিত হয়, সেই সময় বদরউদ্দীন নামক জনৈক সভাসদ্ সুলতান-দরবারে উপস্থিত ছিলেন। বদরউদ্দীনের সহিত অন্যতম রাজকবি আন্‌সারী ও রুদ্‌কীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বন্ধুদ্বয়ের মঙ্গল-কামনায় গোপনে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—"দেখিতেছ কি? তোমাদের সৌভাগ্য-শশী তমসাবৃত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তুস্ নগরে জনৈক অলৌকিক গুণসম্পন্ন প্রসিদ্ধ কবি আছেন, তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অতুলনীয়। সম্রাট্ তাঁহাকে গজনীতে আনয়নার্থ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আসিয়া 'শাহ্‌নামা'-প্রণয়নপূর্ব্বক বাদশাহের অনুগ্রহ-ভাজন এবং চিরদিন সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং তদ্দ্বারা তোমাদের আশা-ভরসা বিলুপ্ত এবং ভাবী উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তোমরা আমার পরম বন্ধু। বন্ধুর ক্ষতিতে বন্ধুর অন্তরে আঘাত লাগে। এই জন্য আমি পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দিতেছি। যদি আত্মোন্নতির পথ পরিষ্কার রাখিতে চাও, যদি রাজানুগ্রহ-লাভে সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমরা অবিলম্বে ইহার প্রতিবিধান করিতে শৈথিল্য করিও না।"

কবিদ্বয় সহসা এই অশিব সংবাদ শ্রবণে অতীব চিন্তিত হইলেন। তাঁহাদের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ভাবী অনিষ্টের বিষয় ভাবিয়া মুখ মলিন, হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। কি করিবেন? ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। ফলে বুঝিলেন তুসীয় কবির আগমন-প্রতিরোধ করাই তাঁহাদের মঙ্গলের একমাত্র নিদান। কিন্তু কিরূপেই বা সেই আগমনোন্মুখ পুরুষকে নিরস্ত করা যায়? কোন্ পথ অবলম্বন করিলে, কোন্ হেতু দর্শাইলে উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সিদ্ধ হইতে পারে? কাহার স্কন্ধে দুইটি মস্তক আছে—কে এমন অমিতসাহস যে, তুসীয় কবির গজনী-আগমনের আবশ্যকতা নাই বলিয়া সুলতান-সমীপে প্রস্তাব উত্থাপন করে? পরন্তু এ কার্য্য না করিলেও শুভ নাই। এইরূপ বিবিধ চিন্তায় জড়ীভূত হইয়া—বহুল গবেষণা করিয়া অবশেষে কবিযুগল তুসীয় কবির নিকটে জনৈক সুচতুর প্রিয়ভাষী চর প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। চর কবিদ্বয়ের নিকট উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক যথাকালে গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে হিরাতের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে মহা-কবির সহিত তাঁহার সম্মিলন হইল। তখন কৌশলী চর কবির সহিত বিবিধ-বিষয়ক কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। যখন ফেরদৌসীর গজনী-গমন ও সুলতানের বিদ্যানুরাগিতার প্রসঙ্গ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উত্থাপিত হইল, তখন তিনি কবিদ্বয়ের শিক্ষানুসারে সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় কৌশলজাল বিস্তার করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "মহাশয়! শুনিয়াছি, সুলতানের মনের গতির পরির্ত্তন ঘটিয়াছে। গ্রন্থ-রচনায় যে অনুরাগ—যে বিদ্যোৎসাহিতা ছিল, তাহা আর নাই, সে উৎসাহবহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এখন তিনি নৃপতি-জন-সুলভ বিলাসব্যসনেই দিনপাত করিতেছেন। আপনি যে আশায় উৎসাহিত হইয়া পদব্রজে এই সুদীর্ঘ পথ কষ্টে অতিক্রম করিতেছেন, আপনার সে পরিশ্রমের পুরস্কার-প্রাপ্তির প্রত্যাশা নাই—যাইলে পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। অতএব আনুপূর্ব্বিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে স্থলে না যাওয়াই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। আপনি যে ক্লেশ পাইয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। আমি প্রকৃত কথা প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি, তাহাই করুন।"

মিষ্টভাষী চতুর চর ঐ সমস্ত কথা এরূপ কৌশলের সহিত—এরূপ মধুর বাক্যে—ব্যক্ত করিলেন যে, সরলচেতা ফেরদৌসী তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না এবং অবিশ্বাস করিবার কোন কারণও দেখিতে পাইলেন না। কেন না সেই সুদূরবর্ত্তী অপরিচিত স্থানে বৈদেশিকের প্রতিকূলে কোনও বিপক্ষ যে প্রতারণাজাল পাতিবে, কে তাহা মনে করিতে পারে? তাই শুদ্ধমতি ফেরদৌসীর অন্তরে সন্দেহের রেখাপাত মাত্র হইল না, কিন্তু শ্রবণমাত্র তাঁহার মুখমণ্ডল হতাশে মলিন ভাব ধারণ করিল—অন্তরাত্মা চমকিয়া উঠিল। তিনি ভীষণ মর্ম্মাহত হইলেন। কে যেন সহসা তাঁহাকে বজ্রপ্রহারে ভূপাতিত করিল। কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরে ভাবিলেন,—"রাজাদের মন, মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইবার কথাই বটে। কিন্তু যত দোষ আমার ভাগ্যের; ভাগ্যে সুখ নাই, দোষ দিব কাহার? বিধাতা ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডনীয় নহে।" আবার ভাবিলেন,—"আগন্তুক ব্যক্তি সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহার ইহাতে কোন স্বার্থ আছে কি না, জানি না। কিন্তু সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনেক কথা বলিয়াছে। তাহার এত কথা বলিবার কারণ কি আছে, আর তাহার বাক্য যে বাস্তবিকই সত্য, তাহারই বা প্রমাণ কি? ফলতঃ একজন অপরিচিত আগন্তুকের বাক্যে সহসা আস্থা স্থাপন করাও বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।" এইরূপ সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান হইয়া কবিপ্রবর অবশেষে কর্ত্তব্য-অবধারণার্থ নিকটস্থ এক পান্থশালায় কিছুদিন অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। তখন চর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল দেখিয়া স্বস্থানে প্রস্থানপর হইলেন।

ফেরদৌসী চিন্তিতচিত্তে পান্থনিবাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে ঘটনাসূত্রে কবি আন্‌সারী ও রুদ্‌কীর সহিত বদরউদ্দীনের মনোমালিন্য জন্মিল। পূর্ব্বে তিনি বন্ধুত্বের অনুরোধে যে কার্য্য সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার নিকট অতীব অন্যায় ও অপকর্ম্ম বলিয়া পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ভয়ানক অনুশোচনায় তাঁহার অন্তর পুড়িতে লাগিল এবং তৎসহ ভয়েরও উদ্রেক হইল। ভাবিলেন, "পৃথিবীতে কোন কার্য্যই গুপ্ত থাকে না, যতই সাবধানতা অবলম্বন করা যাউক না কেন, তাহা একদিন না একদিন প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং কোনরূপে যদি তুসীয় কবির আগমনে বাধা প্রদানের ষড়যন্ত্র বাদশাহের কর্ণগোচর হয় এবং তাহাতে আমি লিপ্ত আছি তিনি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমার বিপদের ইয়ত্তা থাকিবে না—প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে। সাধ করিয়া সুখে বঞ্চিত হইতে কে চাহে? অতএব অবিলম্বে ইহার বিহিত বিধান করা কর্ত্তব্য। যাহাতে সেই কবি সত্বর রাজধানীতে আগমন করেন, তাহার উপায় করিতে হইতেছে।”

সন্তপ্ত বদরউদ্দীন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ফেরদৌসীর আহ্বানার্থ গুপ্তভাবে পান্থনিবাসে এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত যথাকালে তথায় উপনীত হইয়া কবির নিকটে আদ্যোপান্ত ঘটনা প্রকাশ করিল। তখন ফেরদৌসী কবি আন্‌সারী ও রুদ্‌কীর বিজাতীয় ব্যবহার ও বৈরিতার কথা অবগত হইয়া যুগপৎ বিষাদিত ও হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দূতের মুখের প্রতি চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, ‘এই অভ্যাগত ব্যক্তির প্রমুখাৎ যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে আমার চৈতন্যোদয় হইল। জানিতাম না, শিক্ষিত লোকের প্রবৃত্তি এত হীন—এত নীচ—এত ঘৃণ্য হইতে পারে! জানিতাম না, স্বার্থের বশে সে এতদুর নিকৃষ্ট কার্য্য করিতে পারে! হায়! হায়! তবে আর শিক্ষার গৌরব কি রহিল? শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের প্রভেদ কি রহিল? বুঝিলাম, স্বার্থের শক্তি অসীম—স্বার্থ বিশ্ববিজয়ী! জগতে রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, ভদ্র, ইতর, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই সময়ে স্বার্থের পদসেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। কি ঘোর বিড়ম্বনা! যাহা হউক, এই পান্থনিবাসে অবস্থান করাই আমার পক্ষে পরম মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। এই স্থান পরিত্যাগ করিলে এই আগন্তুকের সাক্ষাৎ-লাভ ঘটিত না এবং এই শুভ সংবাদ জানিবারও উপায় হইত না। এক্ষণে আর এখানে কালক্ষেপ করা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কর্ত্তব্য নহে, অভিলষিত পথের অনুসরণ করা যাউক। এবংবিধ চিন্তার পর মহামতি ফেরদৌসী সর্ব্বকার্য্যের অধিনায়ক সেই বিশ্বস্রষ্টা পরাৎপর পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া পুনর্ব্বার গজনীর উদ্দেশে বহির্গত হইলেন।

* * * *

যৎকালে কবিকুলকেশরী ফেরদৌসী গজনী নগরীতে আসিয়া সমুপস্থিত হন, সেই সময়ে রাজকবি আন্‌সারী শূরশ্রেষ্ঠ রোস্তম ও সোহ্‌রাবের অলৌকিক বীরত্বকাহিনী কাব্যাকারে রচনা করিয়া সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তজ্জন্য আন্‌সারীর যশঃকীর্ত্তন ও তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করাই তাৎকালিক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সাধারণ লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। ফেরদৌসী রাজ-সভাতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইলেন। তদ্দর্শনে সুচতুর কবি সার্ব্বজনীন রুচির উপর লক্ষ্য রাখিয়া বীরবর রোস্তম ও এস্‌ফন্দিয়ারের ভীষণ সমর-বৃত্তান্ত * লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং শীঘ্রই তাহা হৃদয়-গ্রহিণী সুমধুর ভাষায় সম্পাদন করিয়া উপহার-স্বরূপ মহামনস্বী মাহ্‌মুদ শাহের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সুলতান প্রথমেই কবির কৃতিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছিলেন, এক্ষণে তদবলোকনে অধিকতর বিস্ময়সহকৃত আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ হর্ষ-বিস্ফারিত-লোচনে কবিকে উচ্চসম্মান ও আদর-প্রদর্শনপূর্ব্বক 'যিনি অদ্ভুত ও অপার্থিব রচনা-শক্তি-প্রভাবে মর্ত্ত্যে স্বর্গের সুধা-ধারা প্রবাহিত করিতে সমর্থ, তিনি বাস্তবিকই অতিমহান্ ও স্বগায়'—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া

* বীরশার্দ্দূল রোস্তম ও এস্‌ফন্দিয়ারের বৃত্তান্ত 'শাহ্‌নামা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কবিবরকে "ফেরদৌসী" এই গৌরবাত্মক উপাধিভূষণে সমলঙ্কৃত করত যে কার্য্যে কবি আন্‌সারী ব্যাপৃত ছিলেন, সেই মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা' রচনা-কার্য্যে তাঁহাকে নিয়োজিত করিলেন।

গজনীপতি ফেরদৌসীর কাব্যে ও কবিত্বে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি আপনার পরম যত্নে রক্ষিত বিবিধ ফল-পুষ্পপূর্ণ মনোজ্ঞ উদ্যান-মধ্যস্থ রমণীয় অট্টালিকায় তাঁহাকে বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই সুশোভন উদ্যান-সৌধ নানা শ্রেণীর যুদ্ধাস্ত্র, ইরান ও তুরান সাম্রাজ্যের পূর্ব্বগত বাদশাহ, সভাসদ্ ও বিখ্যাত বীরবৃন্দের সুন্দর প্রতিকৃতি এবং হয়-হস্তি-ব্যাঘ্রাদির চিত্র-দ্বারা সুশোভিত ছিল। ফেরদৌসীর পারিশ্রমিক-সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাও যে তাদৃশ একজন বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের মহিমমণ্ডিত দিগ্বিজয়ী নরপতির পদের সম্পূর্ণ যোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুলতান প্রফুল্লবদনে তাঁহার প্রধান ধনাধ্যক্ষ খাজা আহ্‌মদ হোসেনকে অনুমতি প্রদান করিলেন যে, শাহ্‌নামার সহস্র শ্লোক রচিত হইলেই মহাকবিকে সেই প্রত্যেক সহস্র কবিতার জন্য সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিতে হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শৈশব স্মৃতি

জগদিন্দ্রনাথ রায়

[নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় রাজপ্রাসাদের ভোগ-বিলাসের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া আজীবন সাহিত্য-সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার 'সন্ধ্যাতারা,' 'নূরজাহান,' ও 'শ্রুতি-স্মৃতি' প্রভৃতি বঙ্গীয় পাঠকসমাজে প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ জগদিন্দ্রের জন্ম এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।]

মেঘনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল নীল নভঃপটে বারাণসীর সুবর্ণমণ্ডিত অভ্রলেহী মঠ মন্দির মিনারের চূড়াগ্রভাগ, দূর হইতে চিত্রপটে অঙ্কিত অপরূপ চিত্রের মত দ্রষ্টার চক্ষুর উপরে আনন্দের তূলিকা বুলাইয়া দেয়। গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধ অপ্সরোবধূর স্তনতটানুলিপ্ত কুঙ্কুমদ্রব বিধৌত করিয়া তরঙ্গভঙ্গচপলা গঙ্গার তোয়ধারা যাহার পদপ্রান্তে বহিয়া চলিয়াছে, সুখ-সৌন্দর্য্য ও ভোগ-ঐশ্বর্য্যের লীলানিকেতন অলকার সন্নিহিত দেবদারুদ্রুমশীতল হিমবৎপ্রস্থের যোগাশ্রম ত্যাগ করিয়া মহাযোগী মহাদেব যেখানে তাঁহার অন্নপূর্ণার আশ্রয়ে চিরনিবাস স্থাপনা করিয়াছেন, গিরিজাপতির সেই আনন্দবন বারাণসী আমার নয়ন-সম্মুখে! প্রিয়জনের বাহুবন্ধনমুক্ত, সর্ব্ব-ত্যাগী, শাক্যকুলচন্দ্রমা, জরামরণব্যাধি-বিধ্বস্ত মানবের দুঃসহ দুঃখে করুণাক্লিষ্ট হৃদয়ে যে দেবধানীর প্রান্তে বসিয়া নির্ব্বাণপদ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই মুক্তিপুরী বারাণসী আমার নয়ন-সম্মুখে! মানব-সভ্যতার প্রথম প্রভাতের অরুণোদয়-মুহূর্ত্ত হইতে আজ পর্য্যন্ত যুগে যুগে যে পুরীকে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—সমস্তই ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, শত বাধা, সহস্র বিঘ্ন ও লক্ষ আঘাতের প্রলয়ের মধ্যেও যাহার আশ্রয়ে ধরিত্রীর প্রাচীনতম জ্ঞানগরিমা আজও ভারতবর্ষকে পরিত্যাগ করে নাই, সেই কাশী আমার নয়ন-সম্মুখে। সমগ্র বিশ্বের নিঃস্বতম সঙ্গিহীন নিরাশ্রয় ও দুঃসহ মনোবেদনায় একান্ত আতুরজনের একমাত্র অন্তিম কামনা, ব্যথিত মানবের হৃদয়াধিষ্ঠিতা পরমা দেবী অন্নপূর্ণার সেই স্বর্ণপুরী বারাণসী আমার নয়ন-সম্মুখে! মনে হইল আমার এ কি সৌভাগ্য।

অসিসঙ্গম-উচ্ছলিতা গঙ্গার স্বচ্ছ হৃদয়মুকুরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বারাণসী স্বমহিমচ্ছায়া দেখিবার জন্য যেন নীরবে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—নির্ম্মল প্রভাতের স্নিগ্ধ অরুণালোক-মণ্ডিত সেই ধর্ম্মধানীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিলে নয়ন ফিরাইবার সাধ্য কাহারই বোধ করি হয় না। মোহনের সঙ্গে পদব্রজে পুল পার হইবার সময়ে আমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দাঁড়াইয়া, পরপারবর্ত্তী কাশীপুরীর অলৌকিক শোভা দেখিতে লাগিলাম। সে দিনে আমার মনের মধ্যে কত বিচিত্র ভাবই যে উদিত হইতেছিল, তাহা ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার সাধ্য আজ আমার নাই। সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত বহু পর্য্যটন করিয়াছি, বহু বন কান্তার পাথার প্রান্তর শৈলশিখর ও পর্ব্বতপ্রস্থের বিচিত্র শোভা দেখিয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছি, একান্ত বাঞ্ছিতলাভে জন্মজীবন ধন্য করিবার আশায় দেবতার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাষাণ-পীঠতলে ধরনা দিতে ভারতের প্রায় সকলগুলি তীর্থ-মন্দিরের দ্বারে দ্বারে কৃতাঞ্জলি হইয়া ফিরিয়াছি, শৈলসঙ্কটের গঙ্গোত্রী দেখিয়াছি, মলয়োপকূলের 'কুমারী' মন্দিরে প্রণত হইয়াছি, সাগরবেলায় সোমনাথ, সুবর্ণময়ী দ্বারাবতী দেখিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছি; চট্টলের চন্দ্রশেখর-দর্শনে ধন্য হইয়াছি; জীবনে বিশ্বেশ্বরের রাজধানীতেও আরও বহুবার গিয়াছি—কিন্তু প্রথম দর্শনের দিনে প্রভাতারুণোদ্ভাসিত সেই শিবপুরী আমার তরুণ নয়ন-মনের সম্মুখে যে অপার মহিমা ও অপূর্ব্ব শ্রীসম্পদ্ লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা আর দেখিলাম না। সে অপরিমেয় শোভাসম্পদ্ আর কোথাও আছে কিনা জানি না,—বোধ করি জগতে তাহা দুর্লভ।

সেতুপথের উপর দিয়া পদব্রজে শিবরাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। তাহার রত্নরজঃকণার উপরে লুণ্ঠিত হইয়া, উদ্দেশে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার চরণারবিন্দে প্রণত হইলাম। ধীরে ধীরে মোহনের নির্দ্দিষ্ট পথে আমার জন্য নির্দ্ধারিত সেই 'নয়া হাবেলী'র অভিমুখে তাহার সহিত চলিলাম। হাবেলী "নয়া" হইতে পারে, কিন্তু সেই হাবেলী মনুষ্যবাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিংবা কোন জৈনধর্ম্মাবলম্বী, বিমানবিহারী পারাবত দম্পতীর প্রেমচর্চ্চার জন্য ঐ কোটরগুলি প্রস্তুত করাইয়াছিল, তাহা আজ বলা কঠিন; হয়ত শেষোক্ত প্রয়োজন-সাধন-জন্যই হইয়া থাকিবে; কালবশে কপোতকপোতী তাহাদের সুখ-দুঃখময় লীলা সাঙ্গ করিয়া জন্মান্তর-গ্রহণপূর্ব্বক লোকান্তরে পুনরায় লীলা-পরায়ণ হইয়াছে; এবং তাহাদের পরিত্যক্ত শূন্য কোটরে আমার মত অকস্মাদাগত আশ্রয়হীনকে লইয়া মোহন আজ তাহার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া লইবার পন্থা করিয়াছে। দ্রোণ-রচিত চক্রব্যূহবৎ সেই নয়া হাবেলীর ব্যূহমুখে দাঁড়াইয়া, প্রবেশ করি কি না ইতস্ততঃ করিতেছি। কাশীদাসের মহাভারতে পড়িয়াছিলাম, বেচারা অভিমন্যুর পশ্চাতে ভীমাদি মহারথগণ ব্যূহপ্রবেশ করিবেন, এই আশায় বালক প্রথমে প্রবেশ করিয়া, ফাঁপরে প্রাণ হারাইয়াছিল। আমি ইহার মধ্যে আজ প্রবিষ্ট হইলেও মহারথ মোহনকে অগ্রে প্রবেশ করাইয়া তবে নিজে সন্তর্পণে পাদক্ষেপ করিব ভাবিয়া, তাহার দিকে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলাম—"পাণ্ডা মহারাজ, আপ্ পয়লে যাইয়ে, আপ্‌কা পিছে ম্যয় যাউঙ্গা—আচ্ছা ?"

মোহন হিন্দুস্থানী এবং পাণ্ডা হইলেও তাহার রসবোধ ছিল। আমার স্মেরানন দেখিয়া বুঝিল, আমি বাঙ্গালা দেশের লোক, 'অন্ধকূপে'র কথা আমার স্মৃতিপথে আসায় আমি প্রবেশমুখে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। সেও ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"বহুৎ আচ্ছা পৃথ্বীনাথ, ম্যয় আগেই চল্‌তা হুঁ, মগর্ ইস্‌মে ডর্‌নেকা কুছ্ হ্যায় নাই।"

আমি ভাবিলাম, ডর্‌নেকা কুছ্ হ্যায় কি না হ্যায়, সে বিষয়ে প্রবেশ না করিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে 'মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

মোহন লম্ফপ্রদানে আমার আগে আগে চলিল। আমি বিজ্ঞের মত ধীরপাদবিক্ষেপে তাহার অনুবর্ত্তী হইলাম। সদর দরজা ওরফে ব্যূহমুখ বা রন্ধ্রমুখ দিয়া অপর দিকে নির্গত হইয়াই দেখিলাম, চারিহস্ত-পরিমিত একটি প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সেই চারিহস্ত-পরিমিত স্থানকে চারিদিক্ হইতে ঘেরিয়া ঊর্দ্ধদিকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সারি সারি পারাবতের কোটর উঠিয়া গিয়াছে, এবং প্রত্যেকটি কোটরের মধ্যে চারিটির অধিক পারাবতের স্থান হয় কি না সন্দেহ। আমার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। উন্মুক্ত বাতান্দোলিত আম্রকুঞ্জের ঊর্দ্ধে উদার নীলাকাশ দেখিয়া দেখিয়া যে পল্লীসন্তানের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ তাহাকে দ্রোণগুরু-বিরচিত চক্রব্যূহের মধ্যে আনিয়া ফেলিলে তাহার শ্বাস কি চলিতে পারে? ইহার উপরে আমার আরও এক বিপদ্ ছিল। আমার পাঠকপাঠিকাগণ সকলেই জানেন যে বাল্যাবস্থায় আমি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া দুই বৎসরকাল অন্ধ হইয়া ছিলাম। জন্মান্তরের পুণ্যবলে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেও, যাহা ছিল তাহা আর ফিরিয়া আসিল না। যাহা না দেখিলে এবারের জন্মটাই বৃথা হইত, বুঝি সেইটুকু দেখিবার জন্যই তদুপযোগী দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলাম মাত্র। এই হীনজ্যোতি চক্ষু দিয়া যদিও সমস্ত কার্য্যই চলিয়া যায়, তথাপি সকলের যেমন চলে, আমার ঠিক তেমনটি চলে না—বিশেষতঃ আলোক এবং অন্ধকার যেখানে নিরন্তর যুদ্ধনিরত হইয়াই আছে, সেখানে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করা আমার পক্ষে আয়াসসাধ্য এবং বিপজ্জনক। গোধূলির স্তিমিতালোকে যদি কোন অপরিচিত স্থানে কখনও গিয়াছি, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় কিংবা একান্ত আপনার জন কেহ সঙ্গে থাকিলে, তাঁহারা বা তিনি সে সকল সঙ্কটস্থান হইতে আমাকে হাত ধরিয়া উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। চিরদিনই আমার এইরূপে কাটিয়াছে। যেখানে হাত ধরিয়া উদ্ধার করিবার লোক পাই নাই, সেখানে উদ্ধার হওয়া আমার ঘটে নাই।

আজ মোহনের এই 'নয়া হাবেলা'তে দেখিলাম, প্রভাতের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তরুণ সূর্য্যের অরুণকিরণ, গোধূলির স্তিমিতালোকের মত কায়ক্লেশে এই কপোতকোটরে প্রবেশ করিতেছে। কাল প্রভাত হইলেও এখানে নিশামুখ। এই আলোক ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে আজ আমাকে হাত ধরিয়া কে পার করিবে? আমার দুরবস্থা কাহারও ত বিদিত নহে। চারিদিকে তাকাইয়া, পাণি-গ্রহণের মত লোকও খুঁজিয়া পাইলাম না। কেবলমাত্র সম্মুখে দেখিলাম, অন্ধকারাবৃত একটি কোটর। কোথা হইতে একগাছি রজ্জু লম্বমান হইয়া কোটরমুখে দুলিতেছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া মোহন ঘন ঘন ডাকিতেছে—"আইয়ে মহারাজ, পাধারিয়ে।"

একে ত ব্যূহমুখে প্রবেশ করিয়াছি, তাহার উপর 'পাশ'-অস্ত্র হস্তে মোহনের সঘন সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া এই বঙ্গীয় অভিমন্যুর মনে ভীতির সঞ্চার হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারিব না। আমি মনে মনে কহিলাম—আরে বাপু, যাই কোথা? তুমি ত অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রজ্জুহস্তে হাঁক ডাক করিলে, আমার ঐ অন্ধকারে পাদক্ষেপ করিবার পক্ষে কত অন্তরায় তাহা জান কি?—প্রকাশ্যে কহিলাম—"আরে, জেরা ঠায়রো ভাই, আন্ধেরিমে হামে কুছ্ সুঝ্‌তা নহি।"

তখন মোহন পুনরায় আমার নিকটে আসিল। আমি ততক্ষণে অন্ধকারে কিছু অভ্যস্ত হইয়া দেখিলাম, ওটি সিঁড়ির ঘর, ঐ ঘর হইতে সিঁড়ি উঠিয়া দোতলায় গিয়াছে, এবং সিঁড়িতে চড়িবার জন্য লম্বিত রজ্জুটি সোপান-আরোহণকারীর অবলম্বন-রজ্জু। আমি প্রমাদ গণিলাম। কায়ক্লেশে কোন প্রকারে রজ্জু ও মোহনকে অবলম্বন করিয়া উপরতলায় উঠিলাম। যেটি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বৈঠকখানা ঘর, দৈর্ঘ্যে উহা চারি হস্তের কিছু বেশী, প্রস্থে কিছু কম; রাস্তার দিকে গবাক্ষ, সেই রন্ধ্রপথে বায়ু কোন মতে প্রবেশ করিয়া কক্ষাধিকারীর শ্বাস চলিবার উপায় করে মাত্র। ফলতঃ উহা বাসের একান্ত অযোগ্য। সঙ্গের লোকজন, ভৃত্যবর্গ, কোথায় থাকিবে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি আমার মোটেই হইল না, কারণ আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের চেহারা দেখিয়াই অপর সকলের দুরবস্থার বিষয় অনুমানে বুঝা আমার পক্ষে কঠিন হয় নাই। আমি মোহনকে নিকটে ডাকিয়া কহিলাম—"ইস্ মোকানমে নাহি চলেগা পাণ্ডাজী। আপ্‌কা তল্লাশমে আচ্ছাওয়ালী কোই কোঠী হো তো কহিয়ে, নাইতো ম্যয় দুস্‌রে পাণ্ডা কর্ লেতা হুঁ।"

ইতিমধ্যে আমার সঙ্গের বাক্স পেঁটরাগুলি লইয়া কুলি ও মোহনের লোক আসিয়া পৌঁছিল। সেগুলি রাখিতেই 'বৈঠক-খানা'র সমস্ত স্থান ভরিয়া গেল, নিজে দাঁড়াই কোথা তাহা ভাবিয়া পাই না। মোহন আমার বচনভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরে বুঝিয়া-ছিল, যাত্রী হাতছাড়া হইয়া যাইবে। সে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিল—"দশ মিনিট ঠায়রিয়ে মহারাজ, ম্যয় বাগিচা ঠিক কর্‌কে আতা হুঁ।" আমি কহিলাম—"যাও, মগর্ জল্‌দি আনা।"

বলিয়াছিল দশ মিনিট, ঠিক দশ মিনিটেই সে ফেরে নাই। তাহার ফিরিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল। দেখিলাম, একখানি পাল্‌কী গাড়ী, দুইখানি এক্কা লইয়া হাস্যবদনে মোহন সমুপস্থিত। আসিয়াই লম্বা চৌড়া সেলাম দিয়া বলিল—"অন্নদাতা মহারাজ, হাম্‌কো পয়লেসে হুকুম হোতা কি আপ্ কওন হেঁ, তো ইহাঁ আপ্‌কো কাহে হাম লাতা? আভি চলিয়ে, আপ্‌কো রহেনেকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কাবিল্ কোঠী হাম্ কর্‌কে আয়া। গাড়ী এক্কা স্‌ মজুত হ্যায় মহারাজ, আপ্‌কো উঠ্‌নেকো দেরী—বাস্।" এই বলিয়া নীরব হইল।

চির-সহচর নবীনচন্দ্র বলিল—"আমি একবার আগে গিয়া দেখিলে হইত না? এ পাণ্ডার পছন্দের উপর আর নির্ভর করা কি ঠিক হইবে?"

আমি কহিলাম—"এখান হইতে বাহির হওয়া যাউক, পরে অদৃষ্টে যাহা আছে, হইবে। এ পায়রাখোপে আর বসিয়া থাকিতে পারি না।"

আমাদের কথোপকথন মোহন শুনিতেছিল। নবীনের দিকে তাকাইয়া কহিল—"আরে দাদা, এবারে পাণ্ডার পছন্দ্ তুহমি দেখিয়ে লিও, আগে কে জানিয়েছিল যে নাটোরের মহারাজ আসিয়েছেন।"

কি সর্ব্বনাশ! যে কথাটি প্রাণপণে গোপন করিব ভাবিয়াছি, ঠিক সেই কথাটিই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করিল কে? আমিও সঙ্গী লোক সকলের দিকেই একবার নেত্রপাত করিয়া লইলাম। সঙ্গী দ্বারবান্ রামজীবনসিংহের দিকে চক্ষু দিতেই, তাহার দৃষ্টি অবনত হইয়া পড়িল। বুঝিলাম, হিন্দুস্থানী "দেশ-ভাইয়া" পুনরায় ভুল করিয়া না বসে, সেইজন্য রামজীবন আমার যথাযথ পরিচয় মোহনকে বলিয়া দিয়া, কিরূপ বাড়ীর আবশ্যক, তাহাও জানাইয়া দিয়াছে।

Q. Summary of the story.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চিত্রকূটে ভরত

দীননাথ সান্যাল

[শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল, বি. এ., এম. বি., অবসর-প্রাপ্ত সিবিল্ সার্জ্জন। ইনি শ্রমবহুল কর্ম্মজীবনে এবং পরে অবসর-প্রাপ্ত হইয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ কুমার-সম্ভবের সমালোচনা, মেঘনাদ-বধ কাব্যের সমালোচনা, সীতা ও সরমা, রামায়ণ প্রভৃতি সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। ইনি কর্ম্মকুশলতার জন্য গবর্নমেণ্ট হইতে "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছেন।

এদিকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত মনোহর চিত্রকূটের সুখ-বাসে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া অযোধ্যার রাজ-সুখও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছিলেন। সীতাকে সঙ্গে লইয়া রাম যখন হংস-সারস-সেবিতা, কুসুমিত-বনরাজি-শোভিতা, বিচিত্র-পুলিনা মন্দাকিনীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেন, তখন তিনি সীতাকে বলিতেন—প্রিয়ে, ঐ দেখ মন্দাকিনীর তীর্থে মৃগসকল জল-ক্রীড়া করিতেছে, ঐ দেখ ঋষিগণ অবগাহনপূর্ব্বক উপাসনা করিতেছেন, ঐ দেখ মধুর-ভাষী চক্রবাক-সকল তটারোহণ করিতেছে। এই সব দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হয়। তুমি এই পর্ব্বতকে অযোধ্যা, জন্তুদিগকে পৌরজন এবং এই মনোরমা মন্দাকিনীকে সরযূ জ্ঞান করিতে থাক। কল্যাণি! লক্ষ্মণ নিয়ত আমার সেবায় নিযুক্ত, তুমিও আমার অনুকূলা ভার্য্যা। আমি তোমাদের সহিত এই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চিত্রকূটে বাস, এই মন্দাকিনীতে ত্রিসন্ধ্যায় স্নান এবং এই বনানীর ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া অযোধ্যা-রাজ্যের স্পৃহা করি না।

এইরূপে তাঁহারা চিত্রকূটে সুখে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদিন রাম দূরাগত কোলাহল শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণকে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বলিলে, লক্ষ্মণ এক শাল-বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক দূরে বিপুল বাহিনী ও অশ্ব-রথ-গজাদি দর্শন করিয়া রামকে কহিলেন—আর্য্য! অগ্নি নির্ব্বাণ করুন, সীতাকে গুহা-মধ্যে থাকিতে বলুন, এবং ধনুর্ব্বাণাদি প্রস্তুত রাখুন। কৈকেয়ী-নন্দন ভরত নিষ্কণ্টকে রাজ্য-ভোগ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে হনন করিতে আসিতেছে। যাহার কারণে আপনি রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী, সেই ভরতকে হনন করিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না। শুধু তাহাকে কেন, আমি কুব্জার সহিত কৈকেয়ীকেও বধ করিয়া পৃথিবীর পাপ মোচন করিব।

তখন ভরতের প্রতি লক্ষ্মণের এইরূপ ক্রোধান্বিত ভাব দেখিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত রাম কহিলেন—লক্ষ্মণ! ভরত যদি সদল-বলে ও উৎসাহে এখানে আসেন, তাহা হইলে আমাদের ধনুতেই বা কি করিবে, আর অসি-চর্ম্মতেই বা কি করিবে? আমি পিতৃ-সত্য-পালনে ব্রতী, সুতরাং ভরতকে নিহত করিয়া অপবাদের সহিত রাজ্য গ্রহণ করিতে কোনমতেই ইচ্ছা করি না। বান্ধবগণের বা মিত্রগণের নাশে যাহা লাভ করিতে হয়, তাহা বিষ-মিশ্রিত খাদ্য-স্বরূপ। তোমাদের জন্যই আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রার্থনা করি। সুতরাং ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া, রাজত্ব দূরের কথা, আমি ইন্দ্রত্বও বাঞ্ছা করি না। আমার মনে হয়, ভরত অযোধ্যায় আসিয়া, আমাদের বন-বাসের কথা শ্রবণে ব্যথিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইয়া সদভিপ্রায়েই এখানে আসিতেছেন। ভরত পূর্ব্বে কখনও তোমার, কি আমার সহিত অপ্রিয় ব্যবহার করেন নাই। তবে কেন তুমি তাঁহার প্রতি এরূপ দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছ? রামের কথায় লক্ষ্মণ লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—বোধ হয় পিতাই আমাদিগকে দেখিতে আসিতেছেন। লক্ষ্মণের লজ্জা-নিবারণের নিমিত্ত রাম ঐ কথার অনুমোদন করিলে, লক্ষ্মণ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া রামের কাছে আসিলেন।

এদিকে ভরতের ইচ্ছানুসারে সৈন্যাদি দূরে অবস্থিত হইলে, বহু-নিষাদ-বেষ্টিত গুহ সেই বিস্তৃত বন-মধ্যে রামাশ্রমের সন্ধান করিতে থাকিল। ভরত নিজেও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং রামাশ্রমের চিহ্ন দর্শন করিয়া, মাতৃগণকে আনয়নের ভার আচার্য্য বশিষ্ঠের উপরে দিয়া, স্বয়ং রাম-দর্শনে প্রস্থিত হইলেন। শত্রুঘ্ন রামকে দেখিতে ব্যগ্র হইয়া ভরতের অনুগমন করিতে থাকিলেন এবং সুমন্ত্র শত্রুঘ্নের অনুগমন করিল। অনতিবিলম্বে রামের পর্ণ-কুটীর দৃষ্টি-গোচর হইলে, ভরত দেখিলেন উটজ-প্রাঙ্গণে জটা-জূটধারী রাম এবং তাঁহার নিকটে লক্ষ্মণ ও সীতা যজ্ঞ-ভূমিতলে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া ভরতের মন এরূপ আবেগাচ্ছন্ন হইল যে, তিনি তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া কেবল "আর্য্য" বলিয়া সম্বোধন ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারিলেন না এবং রাম-চরণ স্পর্শ করিতে গিয়া, বাষ্পাকুল-লোচনে চরণ-প্রাপ্ত না হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইলেন। শত্রুঘ্ন রোদন করিতে করিতে রামের চরণ বন্দনা করিলেন। রামও তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতে থাকিলেন। এই সময়ে গুহ ও সুমন্ত্র আসিলে, দিবাকর ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিশাকর যেমন শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

চীর-বসন-পরিহিত ও জটাধারী, * বিবর্ণ ও বিষণ্ণ ভরতকে দেখিয়া রাম সস্নেহে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ভ্রাতঃ! তুমি যে অরণ্যে আসিলে? পিতা কোথায়? তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার সেবা ত্যাগ করিয়া তুমি এখানে আসিতে পারিতে না। তিনি সহসা পরলোকে গমন করেন নাই ত? তুমি অপরিণত-বুদ্ধি বালক, তোমার হস্ত হইতে রাজ্য চিরকালের জন্য নষ্ট হয় নাই ত? তুমি মাতৃগণের প্রতি প্রসন্ন আছ ত? তোমার রাজ্য-প্রাপ্তিতে ও আমার বন-বাসে তোমার জননী কৈকেয়ী দেবী সুখী হইয়াছেন ত? এইরূপে রাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নচ্ছলে রাজ-ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া অবশেষে কহিলেন—ভ্রাতঃ! তুমি কি জন্য চীর-পরিধান ও জটা-ধারণপূর্ব্বক অরণ্যে আসিয়াছ, আমাকে বল।

স্নেহশীল রামের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া, ভরত কহিলেন—আর্য্য! আমার জননীর কথায় পিতা চিরাচরিত রাজ-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার জন্য অনুতাপ করিতে করিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমার জননী বুদ্ধি-ভ্রংশ-হেতু

* শৃঙ্গবের-পুরে ভরত, গুহের মুখে রামের জটা-ধারণের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—আজি হইতে আমিও জটা ও চীর-ধারী হইয়া এবং ফল-মূল আহার করিয়া ভূমিতে তৃণ-শয্যায় শয়ন করিতে থাকিব। ইহার পরে তিনি যখন ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে গিয়াছিলেন, তখন ক্ষৌম-বাসের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় যে, ভরদ্বাজের নিকট বিদায় লইয়া যখন তিনি চিত্রকূট-পর্ব্বত যাত্রা করিলেন, সেই সময়ে তাঁহার জটা ও চীর ধারণ করা সম্ভব।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে অযশস্কর কার্য্য করিয়াছেন, তাহার ফলে আমার রাজ্য-লাভের সুখ ত তাঁহার ঘটিলই না, পরন্তু তাঁহাকে ইহলোকে বৈধব্য-যন্ত্রণা পাইতে হইতেছে এবং পরলোকে নরক-যন্ত্রণা পাইতে হইবে। এখন আমার ইচ্ছা এবং আপনার গুরুজন-সকলের ইচ্ছা এই যে, অদ্যই আপনি রাজ্যাভিষিক্ত হউন। অমাত্যবর্গ-সহ আমি অবনত-মস্তকে আপনার চরণে এই অনুরোধ নিবেদন করিতেছি। ধর্ম্মতঃ এ রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী আপনি, এবং আপনি রাজ্য গ্রহণ করিলে সুহৃদ্‌বর্গ সকলেই পরম সুখী হইবেন। শারদীয়া রজনী যেমন বিমল চন্দ্রে শোভিতা হয়েন, আপনাকে পতি-স্বরূপে পাইয়া সমগ্রা ভূমিও তেমনি সনাথা হউক।

এই বলিয়া ভরত পুনর্ব্বার রামের চরণে প্রণত হইলে, রাম কহিলেন—ভ্রাতঃ! পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে কোনমতেই কর্ত্তব্য নয়। আমি তোমার প্রতি কিছুমাত্র দোষারোপ করিতেছি না। তোমার জননীকে নিন্দা করাও তোমার উচিত নহে। পিতা পুত্রকে যদৃচ্ছা আদেশ করিতে পারেন। তাঁহার আদেশেই আমি বন-বাস স্বীকার করিয়াছি। ইহাতে আমি অণুমাত্র দুঃখিত নহি। তিনি তোমাকে রাজ্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অতএব তুমি তাঁহার ইচ্ছা সফল কর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মাষ্টার মহাশয়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

[১২৭৯ সালে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রেল-বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। প্রভাতকুমারের শৈশব ও বাল্য-জীবন পশ্চিমে নানা স্থানে অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রভাতকুমার ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। দার্জ্জিলিং, রংপুর ও গয়াতে কয়েক বৎসর প্র্যাক্‌টিস করিয়া ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসিয়া 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদকরূপে বাঙ্গালা ভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার প্রণীত গল্পগুলির মধ্যে ষোড়শী, দেশী ও বিলাতী, নবকথা, পত্রপুষ্প এবং উপন্যাসের মধ্যে রত্নদীপ, রমাসুন্দরী, সিন্দূরকৌটা প্রভৃতি সাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৩৩৮ সালের ২২শে চৈত্র তিনি পরলোক-গমন করিয়াছেন।]

১

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে, বর্দ্ধমান সহর হইতে ষোল ক্রোশ দূরে, দামোদর নদের অপর পারে, নন্দীপুর ও গোঁসাইগঞ্জ নামক পাশাপাশি দুইটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; এবং উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর একটি প্রাচীন সুবৃহৎ বট বৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। এখন সে গ্রাম দু'খানিও নাই, বট বৃক্ষটিও অদৃশ্য—দামোদরের বন্যা সে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

ফাল্গুন মাস; এক প্রহর বেলা হইয়াছে। গোঁসাইগঞ্জের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মাতব্বর প্রজা এবং গ্রামের অভিভাবক-স্থানীয় কায়স্থ-সন্তান শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস দত্ত মহাশয় হুকা হাতে করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। প্রতিবেশী শ্যামাপদ মুখুয্যে ও কেনারাম মল্লিক (ইঁহারাও বড় প্রজা) নিকটে বসিয়া, এ বৎসর চৈত্র মাসে বারোয়ারী অন্নপূর্ণা পূজা কিরূপভাবে নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী নন্দীগ্রামেও প্রতি-বৎসর চাঁদা করিয়া ধূমধামের সহিত অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে। এ বৎসর গুজব শুনা যাইতেছে, উহারা অন্যান্য বৎসরের মত যাত্রা ত আনিবেই, অধিকন্তু কলিকাতায় কোনও ঢপওয়ালীকেও বায়না দিয়া আসিয়াছে। ঢপ সঙ্গীত এ অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই। এ গুজব যদি সত্য হয়, তবে গোঁসাই-গঞ্জেরও শুধু যাত্রা আনিলে চলিবে না, ঢপ আনিতে হইবে। উহারা কোন্ ঢপওয়ালীকে বায়না দিয়াছে, সেই গোপন সংবাদটুকু সংগ্রহ করিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার নামটি 'সঠিক' জানিতে পারিলে, বর্দ্ধমানে অথবা কলিকাতায় গিয়া খবর লইতে হইবে সেই ঢপওয়ালী অপেক্ষা কোন্ ঢপওয়ালী সমধিক খ্যাতিসম্পন্না, এবং সেই বিখ্যাত ঢপওয়ালীকে গাওনা করিবার বায়না দিতে হইবে,—ইহাতে যত টাকা লাগে লাগুক। কারণ গোঁসাইগঞ্জবাসিগণের একবাক্যে ইহাই মত যে, তিন পুরুষ ধরিয়া গোঁসাইগঞ্জ কোনও বিষয়েই নন্দীপুরের নিকট হটে নাই—এবং আজিও হটিবে না।

আগামী বারোয়ারী পূজা-সম্বন্ধে যখন গ্রামস্থ তিন জন প্রধান ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত প্রকার গভীর ও গূঢ় আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় রামচরণ মণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেইখানে আসিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৌঁছিল এবং হাতের লাঠিটা আছড়াইয়া ফেলিয়া ধপাস করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া হীরু দত্ত সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে মোড়লের পো, অমন করে বসে পড়লে কেন? কি হয়েছে?"

রামচরণ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন দত্তজা, কি হতে আর বাকী আছে? হায় হায় হায়—কার্ত্তিক মাসে যখন আমার জ্বরবিকার হয়েছিল, তখনই আমি গেলাম না কেন? এই দেখবার জন্যে কি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলি, হা—রে বিধেতা তোর পোড়া কপাল!"

শ্যামাপদ ও কেনারামও ঘোর দুশ্চিন্তায় রামচরণের পানে চাহিয়া রহিলেন। দত্তজা বলিলেন, "কি হয়েছে, কি হয়েছে? সব কথা খুলে বল। এখন আসছ কোথা থেকে?"

দীর্ঘশ্বাস-জড়িত স্বরে রামচরণ উত্তর করিল, "নন্দীপুর থেকে। হায় হায়, শেষকালে নন্দীপুরের কাছে মাথা হেঁট হয়ে গেল! হা—রে কপাল!"—বলিয়া রামচরণ সজোরে নিজ ললাটে করাঘাত করিল।

দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন? নন্দীপুরওয়ালারা কি করেছে?"

"বলছি। বলবার জন্যেই এসেছি। এই রোদ্দুরে মশাই, এক কোশ পথ ছুটতে ছুটতে এসেছি। গলাটা শুকিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্চে না। এক ঘটী জল—"

দত্তজার আদেশে অবিলম্বে এক ঘড়া জল এবং একটি ঘটী আসিল। রামচরণ উঠিয়া রোয়াকের প্রান্তে বসিয়া, সেই জলে হাত পা মুখ ধুইয়া ফেলিল; কিঞ্চিৎ পানও করিল। তারপর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হাত মুখ মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া বসিয়া, গভীর বিষাদে মাথাটি ঝুঁকাইয়া রহিল।

হীরু দত্ত বলিলেন, "এবার বল কি হয়েছে, আর দগ্ধে মেরো না বাপু!"

রামচরণ বলিল, "কি হয়েছে? যা হবার নয় তাই হয়েছে। বড় বড় সহরে যা হয় না, নন্দীপুরে তাই হয়েছে। এ সব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনও যা স্বপ্নেও ভাবেনি, তাই হয়েছে। তারা হুস্কুল বসিয়েছে।"

তিন জনেই সমবেত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি আবার? হুস্কুল কি?"

রামচরণ বলিল, "আরে ছাই আমিই কি জানতাম আগে হুস্কুল কার নাম? আজ না শুনলাম! ইঞ্জিরি পড়ার পাঠশালাকে হুস্কুল বলে।"

দত্তজা বলিলেন, "ওঃ—ইস্কুল খুলেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তাই খুলেছে। এক জন ম্যাষ্টার নিয়ে এসেছে। ইঞ্জিরি পাঠশালের গুরু মশায়কে নাকি ম্যাষ্টার বলে। দাশু ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে হুস্কুল বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম, ম্যাষ্টার বসে দশ বার জন ছেলেকে ইঞ্জিরি পড়াচ্চে।"

হীরু দত্ত একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার কোথা থেকে এনেছে তা কিছু শুনলে?"

"সব খবরই নিয়ে এসেছি। বর্দ্ধমান থেকে এনেছে। বামুণের ছেলে—হারান চক্রবর্ত্তী। পনের টাকা মাইনে, বাসা, খোরাক। সব খবরই নিয়ে এসেছি।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাহিরে এই সময়ে একটা কোলাহল শুনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, পিল্‌পিল্‌ করিয়া লোক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। রামচরণ পথে আসিতে আসিতে, নন্দীপুরের হস্তে গোঁসাইগঞ্জের এই অভূতপূর্ব্ব পরাভব-সংবাদ প্রচার করিয়া আসিয়াছিল। সকলে আসিয়া চীৎকার করিয়া নানা ছন্দে বলিতে লাগিল, "এ কি সর্ব্বনাশ হল! নন্দীপুরের হাতে এই অপমান! আমাদের ইস্কুল খোলবার এখন কি উপায় হইবে?"

হীরু দত্ত সেই রোয়াকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া, হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

"ভাই সকল! তোমরা কি মনে করেছ, তিন পুরুষ পরে আজ গোঁসাইগঞ্জ নন্দীপুরের কাছে হটে যাবে? কখনই না। এ দেহে প্রাণ থাকতে নয়। আমরাও ইস্কুল খুলবো। ওরা বা কী ইস্কুল খুলেছে, আমরা তার চতুর্গুণ ভাল ইস্কুল খুলবো। তোমরা শান্ত হয়ে ঘরে যাও। আজই খাওয়া-দাওয়া করে আমি বেরুচ্চি। কলকাতা যাবার রেল খুলেছে আর ত কোনও ভাবনা নেই। আমি কলকাতায় গিয়ে ওদের চেয়েও ভাল মাষ্টার নিয়ে আসবো। ওরা ১৫৲ দিয়ে মাষ্টার এনেছে? আমরা ২৫৲ মাইনে দেবো। ওদের মাষ্টারকে পড়াতে পারে এমন মাষ্টার আমি নিয়ে আসবো। আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে, আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাবো বসাবো বসাবো—তিন সত্যি করলাম। এখন যাও তোমরা বাড়ী যাও, স্নানাহার করগে।"

"জয় গোঁসাইগঞ্জের জয়! জয় হীরু দত্তের জয়!"—সোল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে তখন সেই জনতা প্রস্থান করিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২

কলিকাতা হইতে মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া হীরু দত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মাষ্টার মহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র। বয়স ত্রিশ বৎসর, খর্ব্বাকার কৃশকায় ব্যক্তি, বড় মিষ্টভাষী। ইংরাজি বলিতে কহিতে লিখিতে পড়িতে তিনি নাকি ভারি ওস্তাদ। ইংরাজিটা তাঁহার এতই বেশী অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে ইংরাজি কথা মিশাইয়া ফেলেন—অজ্ঞ লোকের সুবিধার্থ আবার তাহা বাঙ্গালা করিয়া বুঝাইয়াও দেন। বলেন, পূর্ব্বে পিতার জীবিতকালে, একদিন কলিকাতার গঙ্গার ধারে মাষ্টার মহাশয় নাকি বেড়াইতেছিলেন, তথায় এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। সাহেব তাঁহার ইংরাজি শুনিয়া, লাট সাহেবের নিকট সে গল্প করিয়াছিলেন। লাট সাহেব মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া, ডেপুটি কালেক্টারি পদ তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তিনি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা ছিল না, সেই প্রস্তাব তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আজ অভাবে পড়িয়া এই ২৫৲ টাকার চাকরি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল! পুরুষস্য ভাগ্যং!—মাষ্টার মহাশয়ের মুখে এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ইংরাজিয়ানা চাল-চলন দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

হীরু দত্তের প্রতিজ্ঞা-অনুসারে পর দিনই ইস্কুল খুলিল। পনের-ষোলটি ছাত্র লইয়া মাষ্টার মহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা হইতে (দত্তজার ব্যয়ে) তিনি প্রচুর পরিমাণে সেলেট,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পেন্সিল ও মরে সাহেবের স্পেলিং বুক পুস্তক খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন, ছাত্রগণের উৎসাহ-বৰ্দ্ধনার্থ সেগুলি তাহাদিগকে বিনামূল্যেই দেওয়া হইতে লাগিল।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের লোকের পথে-ঘাটে দেখা হইলে, উভয় গ্রামের মাষ্টার-সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোঁসাইগঞ্জ বলিত—"বৰ্দ্ধমানের মাষ্টার, ও জানেই বা কি, আর পড়াবেই বা কি!" নন্দীপুর বলিত—"হলেই বা আমাদের মাষ্টারের বৰ্দ্ধমানে বাড়ী, তিনিও ত কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। ওঁরা যখন পড়তেন, তখন কি বৰ্দ্ধমানে ইংরিজি ইস্কুল ছিল? কলকাতায় গিয়ে ইংরিজি পড়তে হত।"

যথা সময়ে উভয় গ্রামের বারোয়ারী পূজার উৎসব আরম্ভ হইল। উভয় গ্রামই উভয় গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা-দর্শন, প্রসাদ-ভক্ষণ, এবং যাত্রা ও ঢপ সঙ্গীত-শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল। এই উপলক্ষে উভয় মাষ্টারের দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং সভাস্থলে প্রকাশ পাইল, উভয়ে পূর্ব্বাবধি পরিচিত।

পূজান্তে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাষ্টার নাকি বলিয়াছেন—"ঐ বেজা বুঝি ওদের মাষ্টার হয়ে এসেছে, তা এদ্দিন জানতাম না! ওটা ত মহামূর্খ। ছেলেবেলায় কলকেতায় আমরা এক কেলাসে পড়তাম কি না। আমরা যখন সেকেন বুক পড়ি, সেই সময়েই ও ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর আর ত ও ইংরেজি পড়েনি। বড়বাজারে এক মহাজনের আড়তে খাতা লিখ্‌ত, মাইনে ছিল সাত টাকা। গেল-বছরও ত কলকেতায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়; তখনও ত ঐ চাকরি করছে।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গোঁসাইগঞ্জবাসীরা ব্রজ মাষ্টারকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি শুনছি?"

ব্রজ মাষ্টার এ প্রশ্ন শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "একেই বলে কলিকাল। সেকেন বুক পড়ার সময় আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম, না ও-ই ছেড়ে দিয়েছিল? হয়েছিল কি জান না বুঝি? মাষ্টার কেলাসে রোজ পড়া জিজ্ঞাসা করতো, ও একদিনও বলতে পারতো না। মাষ্টার একদিন ওকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে, ও এন্‌সার করতে পারলে না। আমায় জিজ্ঞাসা করতেই আমি বল্লাম। মাষ্টার আমায় বল্লে, 'দাও ওর কাণ মলে। আমি কাণ মলে দিতেই ওর মুখচোখ রাগে রাঙা হয়ে গেল। ও বলতে লাগলো, 'আমি হলাম বামুণের ছেলে, ও কায়েত হয়ে কি না আমার কাণে হাত দেয়।' সেই অপমানে ও-ই ত ইস্কুল ছেড়ে দিলে। আমি তারপর পাঁচ-ছ বছর সেই ইস্কুলে পড়ে, একেবারে লায়েক হয়ে তবে বেরুলাম।"

অতঃপর গোঁসাইগঞ্জের লোক নন্দীপুর কর্তৃক ব্যক্ত ঐ অপবাদের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে হারান মাষ্টার বলিলেন, আমরা ইস্কুলে যে মাষ্টারের কাছে পড়তাম, তিনি আজও বেঁচে আছেন। গোঁসাইগঞ্জ থেকে তোমরা দু'জন মাতব্বর লোক আমার সঙ্গে চল তাঁর কাছে; তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, কার কথা সত্যি কার কথা মিথ্যে।"

এ কথা শুনিয়া ব্রজ মাষ্টার হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ! এই কথা বলেছে? ও সব ত বিলকুল ফল্‌সো—মিথ্যে কথা। সেই মাষ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে ভজিয়ে দেবে? তিনি কি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর বেঁচে আছেন? গেল বছরের আগের বছর, তিনি যে হেভেন—স্বর্গে গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে আমি ইন্‌ভাইট—নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি বেশ মনে আছে। আমাকে বড্ড ভালবাসতেন যে! একেবারে সন্‌ ইকোয়েল—পুত্রতুল্য। তাঁর ছেলেরা আজও আমায় বেজো দাদা বলতে ইগ্‌নোরেণ্ট—অজ্ঞান।”

উভয় মাষ্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ-প্রয়োগের ফল এই হইল, উভয় গ্রামই স্ব স্ব মাষ্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল, কোনও প্রকাশ্য স্থানে দুই জনের মধ্যে বিচার হউক, কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাউক।

উভয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন, উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহারই নিম্নে বিচার-সভা বসিবে। কিন্তু উভয় গ্রামের লোকেই ইংরাজিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং যাহাতে জয়-পরাজয়-সম্বন্ধে কাহারও মনে কিছুমাত্র সংশয় না থাকে, এমন একটি সরল বিচার-প্রণালী স্থির করা আবশ্যক। উভয় গ্রামের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, মাষ্টারেরা পরস্পরকে একটি ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিবে, অপরকে তাহার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন, তবে উভয়ে তুল্যমূল্য। একজন অন্যকে ঠকাইতে পারিলে, তিনিই জয়পত্র পাইবেন।

বিচারের দিন স্থির হইল—আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা; স্থান—উপরি উক্ত বটবৃক্ষ-তল; সময়—সূর্য্যাস্ত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩

ধার্য্যদিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তিগণ ব্রজ মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ-অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঢাক ঢোল কাড়া নাগারা প্রভৃতি বাদ্যকরগণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটা বৃহৎ রামশিঙ্গা লইয়া চলিয়াছে—ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাক ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পথে যাইতে যাইতে ব্রজ মাষ্টারের পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, "কি হে মাষ্টার, মুখ রাখতে পারবে ত? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু ঠিক করে রাখ, হারান মাষ্টার যেন কিছুতেই তার মানে বলতে না পারে।" ব্রজবাবু বলিলেন, "আপনারা ভাবছেন কেন? দেখুন না কি করি! এমন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করব যে তা শুনেই হারান মাষ্টারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে—মানে বলা ত দূরের কথা!" দত্তজা বলিলেন, "দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পার, তবে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।"—কেহ স্পষ্ট না বলিলেও ব্রজ মাষ্টার ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে, আজ যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে, তবে এ গ্রাম কল্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষ-তলে উপনীত হইল। শপ্, মাদুর, শতরঞ্চি প্রভৃতি বাহকেরা তৎপূর্ব্বেই আসিয়া, নিজ গ্রামের সীমা-রেখার নিকট সেগুলি বিছাইয়া রাখিয়াছে। দূরে পঙ্গপালের মত নন্দীপুরবাসিগণ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সঙ্গেও শপ্, মাদুর প্রভৃতি ও ঢাক, ঢোল ইত্যাদি আসিতেছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ক্রমে নন্দীপুর আসিয়া নিজ সীমানার নিকট শপ্, মাদুর বিছাইয়া বসিয়া গেল। উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মুখে বসিয়াছেন, মধ্যে দুই তিন হাত মাত্র খালি জমি।

এখন প্রশ্ন উঠিল, কোন্ মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবেন। উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার অধিকার দাবী করিল। কোনও পক্ষই নিজ দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত নহে। অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন, হীরু দত্ত মহাশয় একটা ছড়ি ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধে ছুড়িয়া দিউন, ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা করিয়া পড়িবে, সেই গ্রামের মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন।

"আমার ছড়ি লউন—আমার ছড়ি লউন" বলিয়া উভয় গ্রামের অনেকেই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাছে যে ছড়িটি পাইলেন, তাহা লইয়া হীরু দত্ত সজোরে ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন।

ক্রমে ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলে দেখিল, তাহার মাথাটি নন্দীপুরের দিকে হেলিয়া রহিয়াছে।

নন্দীপুর ইহা দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল; গোঁসাইগঞ্জের মুখটি চূণ হইয়া গেল। সকলে সাগ্রহে বিচার-ফলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

নন্দীপুরের হারান মাষ্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজ মাষ্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে সে ভাবকে তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না।

হারান মাষ্টার তখন বলিলেন, "আচ্ছা, বল দেখি, এর মানে কি—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

HORNS OF A DILEMMA."

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাষ্টার এই কূটপ্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া, সহাস্য বদনে বলিলেন, "এর মানে—

উভয়-সঙ্কট

—কেমন কি না ?"

"পেরেছে—পেরেছে—আমাদের মাষ্টার পেরেছে"—বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন। এখন ব্রজ মাষ্টারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা আসিল।

ব্রজ মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"শোন হারানবাবু, আমি তোমায় কোনও কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে, বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করব। এ অঞ্চলে, মনে কর, তুমি আর আমি এই দু'জন যা ইংরেজিনবীশ আছি। একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা করে তোমায় ঠকিয়ে দেবো সেটা আমার মনঃপূত নয়। এতে হয়ত গোঁসাইগঞ্জ রাগ করতে পারেন—কিন্তু আমি নিজে একজন ইংরেজিনবীশ হয়ে, আর একজন ইংরেজিনবীশের প্রকাশ্য সভায় অপমান ত করতে পারিনে। আচ্ছা, খুব সহজ একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করি—বেশ হেঁকে উত্তর দাও, যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা এর মানে কি বল দেখি—তুমি জান নিশ্চয়ই—আচ্ছা এর মানে বল—

I DON'T KNOW."

হারান মাষ্টার উচ্চস্বরে বলিলেন—

"আমি জানি না।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সেই মুহূর্তে গোঁসাইগঞ্জের দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিপুল বেগে নৃত্য ও চীৎকার করিতে লাগিল—"হো হো জানে না—নন্দীপুর জানে না—হেরে গেল দুও—দুও।"

হারান মাষ্টার মহা বিপন্নভাবে সকলকে কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গোঁসাইগঞ্জের ঢাক ঢোল কাড়া নাগারা ও রামশিঙ্গা সমবেতভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাঁহার কথা আর কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

গোঁসাইগঞ্জ-নিবাসী কয়েক জন বলশালী লোক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং তন্মধ্যে এক জন ব্রজ মাষ্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে, বাদ্যভাণ্ডের সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পর দিন শুনা গেল হারান মাষ্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তথায় স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। গোঁসাইগঞ্জে ব্রজ মাষ্টার অপ্রতিহত প্রভাবে মাষ্টারি এবং অপত্য-নির্ব্বিশেষে গ্রামস্থ সকলের ক্ষীর ননী ছানা ভোজন করিতে লাগিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামের সুমতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান যুগের উপন্যাস-লেখকদিগের অগ্রণী। ইনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি 'কাশীনাথ' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি লেখেন। তাহার পর চোদ্দ হইতে বাইশ বৎসরের মধ্যে 'বড় দিদি,' 'চন্দ্রনাথ' ও 'দেবদাস' রচিত হয়। 'রামের সুমতি,' 'পথ-নির্দ্দেশ,' 'বিন্দুর-ছেলে' তাঁহার ছত্রিশ বৎসর বয়সের রচনা। ইহার পর 'চরিত্রহীন,' 'পরিণীতা,' 'বিরাজ বউ,' 'পণ্ডিত মশাই,' 'মেজদিদি,' 'দর্পচূর্ণ,' 'আঁধারে আলো,' 'পল্লীসমাজ,' 'শ্রীকান্ত,' 'অরক্ষণীয়া,' 'নিষ্কৃতি,' 'গৃহদাহ,' 'দেনা-পাওনা,' 'বামুনের মেয়ে,' 'নববিধান,' 'দত্তা,' ও 'শেষ-প্রশ্ন'—এই সকল উপন্যাস রচিত হয়।]

১

রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন্, কোন্ দিক্ দিয়া কি ভাবে দেখা দিবে, সে কথা কাহারও অনুমান করিবার যো ছিল না। তাহার বৈমাত্র বড় ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শান্ত-প্রকৃতির লোক বলা চলে না, কিন্তু তিনি লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড করিতেন না। গ্রামের জমিদারী কাছারীতে তিনি কাজ করিতেন এবং নিজের জমিজমা তদারক করিতেন। তাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। পুকুর, বাগান, ধানজমি, দু'দশ ঘর বাগ্দী প্রজা এবং কিছু নগদ টাকাও ছিল। শ্যামলালের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পত্নী নারায়ণী যে বার প্রথম ঘর করিতে আসেন—সে আজ তের বছরের কথা—সে বছর রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বৎসরের শিশু রাম এবং এই মস্ত সংসারটা তাঁহার তের বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান।

এ বৎসর চারি দিকে অত্যন্ত জ্বর হইতেছিল। নারায়ণীও জ্বরে পড়িলেন। তিন-চারিটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র খানিকটা-পাশকরা ডাক্তার নীলমণি সরকারের এক টাকা ভিজিট্ দু'টাকায় চড়িয়া গেল, এবং তাঁহার কুইনিনের পূরিয়া, আরারুট-ময়দা-সহযোগে সুখাদ্য হইয়া উঠিল। সাত দিন কাটিয়া গেল, নারায়ণীর জ্বর ছাড়ে না। শ্যামলাল চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

বাড়ীর দাসী নৃত্যকালী ডাক্তার ডাকতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ তাঁকে ভিন্ গাঁয়ে যেতে হবে - সেখানে চার টাকা ভিজিট্—আস্তে পার্বেন না।"

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমিও না হয় চার টাকাই দেব, টাকা আগে, না প্রাণ আগে? যা তুই, চামারটাকে ডেকে আন্ গে।"

নারায়ণী ঘরের ভিতর হইতে সে কথা শুনিতে পাইয়া ক্ষীণ স্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, কেন তুমি অত ব্যস্ত হ'চ্ছ? ডাক্তার না হয় কালই আস্বে, এক দিনে আর কি ক্ষেতি হবে।"

রামলাল উঠানের একধারে পিয়ারাতলায় বসিয়া পাখীর খাঁচা তৈরি করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া বলিল, "তুই থাক্ নেত্য, আমি যাচ্ছি।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেবরটির সাড়া পাইয়া উদ্বেগে নারায়ণী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "ওগো, রামকে মানা কর। ও রাম, মাথা খাস্ আমার যাস্‌নে—লক্ষ্মী ভাইটি আমার, ছি দাদা ঝগড়া কর্‌তে নেই।"

রাম কর্ণপাতও করিল না—বাহির হইয়া গেল। পাঁচ বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র তখনও কাঠিগুলা ধরিয়া বসিয়া ছিল, কহিল, "খাঁচা বুন্‌বে না কাকা?"

"বুন্‌বো অখন" বলিয়া রাম চলিয়া গেল।

নারায়ণী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কেন তুমি ওকে যেতে দিলে? দেখ, কি কাণ্ড বা ক'রে আসে।"

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াই ছিলেন, রাগিয়া বলিলেন, "আমি কি ক'রব? তোমার মানা শুন্‌লে না, আমার মানা শুন্‌বে?"

"হাত ধ'রলে না কেন? ও হতভাগার জন্যে আমার এক দণ্ডও যদি বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে। নেত্য, লক্ষ্মী মা আমার, দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নে—ভোলাকে পাঠিয়ে দে গে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনুক—সে হয় ত এখনো গরু নিয়ে মাঠে যায়নি।"

নৃত্যকালী ভোলার সন্ধানে গেল।

রাম নীলমণি ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার তখন ডিস্‌পেন্‌সারিতে, অর্থাৎ একটা ভাঙ্গা আলমারির সাম্‌নে একটা ভাঙ্গা টেবিলে বসিয়া নিক্তি-হাতে ঔষধ ওজন করিতেছিলেন। চারি পাঁচ জন রোগী হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। ডাক্তার আড়-চোখে চাহিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাম মিনিট্ খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বৌদির জ্বর সারে না কেন?"

ডাক্তার নিক্তিতে চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়াই বলিলেন, "আমি কি ক'রব—ওষুধ দিচ্ছি—"

"ছাই দিচ্ছ। পচা ময়দার গুঁড়োতে অসুখ ভাল হয়?

কথা শুনিয়া নীলমণি ওজন, নিক্তি সব ভুলিয়া চোখ রাঙা করিয়া বাক্যশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এত বড় শক্ত কথা মুখে আনিবার স্পর্দ্ধা যে, সংসারে কোন মানুষের থাকিতে পারে, তিনি তাহা জানিতেন না।

ক্ষণেক পরে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "পচা ময়দার গুঁড়ো, তবে নিতে আসিস্ কেন রে? তোর দাদা পায়ে ধ'রে ডাক্‌তে পাঠায় কেন রে?"

রাম বলিল, "এদিকে ডাক্তার নেই, তাই ডাক্‌তে পাঠায়। থাক্‌লে পাঠাত না।"

লোকগুলা স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, তাহাদিগের পানে চাহিয়া দেখিয়া সে পুনর্ব্বার বলিল,—

"তুমি ছোট-জাত, বামুণের মান-মর্য্যাদা জান না, তাই ব'লে ফেল্‌লে, পায়ে ধ'রে ডাক্‌তে পাঠায়। দাদা কারো পায়ে ধরে না। আস্‌বার সময় বৌদি মাথার দিব্যি দিয়ে ফেলেছে, নইলে দাঁতগুলো তোমার সবই ভেঙ্গে দিয়ে ঘরে যেতুম। তা শোন,—ভাল ওষুধ নিয়ে এখনি এস, দেরি ক'রো না। আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সাম্‌নে কলমের আমবাগান ক'রেছ—বেশী বড় হয় নি ত—ও কুড়ুলের এক এক ঘায়েই কাত হবে—ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাক্‌বে না। কাল এসে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শিশি-বোতলগুলো গুঁড়ো ক'রে দিয়ে যাব।" বলিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার নিক্তি ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বৃদ্ধ তখন সাহস করিয়া বলিল, "ডাক্তারবাবু, আর বিলম্ব ক'রো না। ভাল ওষুধ লুকানো-টুকানো যা আছে, তাই নিয়ে যাও। ও রাম-ঠাকুর—যা ব'লে গেছে, তা ফলাবে তবে ছাড়্‌বে।"

ডাক্তার নিক্তি রাখিয়া বলিলেন, "আমি থানায় দারোগার কাছে যাব, তোমরা সব সাক্ষী।"

যে বৃদ্ধ পরামর্শ দিতেছিল, সে বলিল, "সাক্ষী! সাক্ষী কে দেবে বাবু? আমার ত কুইনাইন খেয়ে কাণ ভো ভো কর্‌তেছে—রাম-ঠাকুর কি যে ব'লে গেল, তা শুন্‌তেও পেলুম না। আর দারোগা ক'র্‌বে কি বাবু? ও দেবতাটি দেখ্‌তে ছোট, কিন্তু ওনার বাগ্‌দী ছোকরার দলটি ছোট নয়! ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মার্‌লে থানার লোক দেখ্‌তে আস্‌বে না, দারোগাবাবু এক আঁটি খড় দিয়ে উপকার ক'র্‌বে না। ও সব আমরা পার্‌ব না—ওনাকে সবাই ডরায়। তার চেয়ে যা ব'লে গেছে, তাই কর গে। একবার হাতটা দেখ দেখি আপনি—আজ দু'খানা রুটিটুটি খাব নাকি?"

ডাক্তার অন্তরে পুড়িতেছিলেন, বুড়ার হাত দেখিবার প্রস্তাবে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, "সাক্ষী দিবিনে তোরা! তবে দূর হ' এখান থেকে। আমি কারু হাত দেখ্‌তে পার্‌ব না—ম'রে গেলেও কাউকে ওষুধ দেব না—দেখি, তোদের কি গতি হয়।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বৃদ্ধ লাঠিটি হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িল। "দোষ কারো নয় ডাক্তারবাবু, উনি বড় সয়তান। ঠাকুরকে খবরটা একবার দিয়েও যেতে হবে, না হ'লে, হয় ত বা মনে ক'র্‌বে, থানায় যাবার মত্‌লব আমরা দিয়েছি। বিঘেটাক বেগুন-চারা লাগিয়েছি—বেশ ডাগর হয়েও উঠেছে—হয় ত আজ রাত্তিরেই সমস্ত উপ্‌ড়ে রেখে যাবে। বাগ্দী ছোঁড়াগুলো ত রাত্তিরে ঘুমোয় না। বাবু, থানায় না হয় আর একদিন যেয়ো—আজ এক শিশি ওষুধ নিয়ে গিয়ে ওনারে ঠাণ্ডা ক'রে এসো।"

বৃদ্ধ চলিয়া গেল, আর যাহারা ছিল, তাহারাও সরিয়া পড়িতে লাগিল। নীলমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মানবজীবনের শেষ অভিজ্ঞতা—সংসারের সর্ব্বোত্তম জ্ঞানের বাক্যটি আবৃত্তি করিয়া উঠিয়া বাটীর ভিতরে গেলেন,—"দুনিয়ায় কোন লোকের ভাল ক'র্‌তে নেই।"

নারায়ণী বাহিরের দিকের জানালায় চোখ রাখিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। রাম বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল—

"গোবিন্দ, খাঁচা ধর্‌বি আয়।"

নারায়ণী ডাকিলেন, "ও রাম, একবার এ দিকে আয়।"

রাম কঞ্চির মধ্যে সাবধানে কাঠি পরাইতে পরাইতে বলিল, "এখন না। কাজ ক'চ্ছি।"

নারায়ণী ধমক্ দিয়া বলিলেন, "আয় বল্‌ছি শীগ্‌গির।"

রাম কাঠিগুলা নামাইয়া রাখিয়া বৌদির ঘরে গিয়া তক্তাপোষের একধারে পায়ের কাছে গিয়া বসিল। নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তারের সঙ্গে তোর দেখা হ'ল?"

"হাঁ।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"কি ব'ল্‌লি তাকে ?"

"আস্‌তে বল্‌লুম।"

নারায়ণী বিশ্বাস করিলেন না—"শুধু আস্‌তে বল্‌লি—আর কিছু বলিস্‌নি ?"

রাম চুপ করিয়া রহিল।

নারায়ণী বলিলেন, "বল্‌ না, কি ব'লেছিস্‌ তাঁকে ?"

"বলব না।"

নৃত্যকালী ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল—"ডাক্তারবাবু আসছেন।"

নারায়ণী মোটা চাদরটা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। রাম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। অনতিকাল পরেই ডাক্তার লইয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, পরিশেষে নারায়ণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"বৌমা, জ্বর সারা-না-সারা কি ডাক্তারের হাতে ? তোমার দেওরটি ত আমাকে দু'টি দিনের সময় দিয়েছে। এর মধ্যে সারে, ভাল, না সারে ত আমার ঘরে দোরে আগুন ধরিয়ে দেবে।"

নারায়ণী লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন, "ওর ঐ রকম কথা, আপনি কোন ভয় ক'র্‌বেন না।"

ডাক্তার বলিলেন, "লোকে বলে, ওর একটি দল আছে। তাদের যে কথা, সেই কাজ। তাতেই বড় শঙ্কা হয়, মা। আমরা ওষুধই দিতে পারি, প্রাণ দিতে পারিনে।"

নারায়ণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ও ছোঁড়া একদিন জেলে যাবে, তা জানি, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয়, তাই ভাবি।"

আজ নীলমণি শোবার ঘরের সিন্দুক খুলিয়া আসল কুইনিন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং টাট্‌কা ঔষধ আনিয়াছিলেন, তাহাই ব্যবস্থা করিয়া ফিরিবার সময় শ্যামলাল চার টাকা ভিজিট্ দিতে গেলে, তিনি জিভ্ কাটিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! আমার ভিজিট্ ত এক টাকা। তার বেশী আমি কোন মতেই নিতে পার্‌ব না—ও অভ্যাস আমার নেই! শ্যামবাবু, টাকা দু'দিনের, কিন্তু ধর্ম্মটা যে চিরদিনের।"

দুই দিন পূর্ব্বে এইখানেই যে, এক টাকার অধিক আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, আজ সে কথাও তিনি বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু শ্যামলাল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। যাহা হউক নারায়ণী নীরোগ হইয়া উঠিলেন এবং সংসার আবার পূর্ব্বের মতই চলিতে লাগিল।

২

মাস দুই পরে একদিন তিনি নদী হইতে স্নান করিয়া পূর্ণ কলস নামাইয়া রাখিয়াই বলিলেন, "নেত্য, সে বাঁদরটা কোথায়?" বাঁদরটা যে কে, তাহা বাটীর সকলেই জানিত।

নেত্য বলিল, "ছোটবাবু এই ত ছিল—ঐ যে ওখানে ঘুড়ি তৈরি কচ্ছে।"

নারায়ণী দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, "ইদিকে আয় হতভাগা, ইদিকে আয়। তোর জ্বালায় আমি কি গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্‌ব?"

রামলাল আধখানা বেলের ভিতর হইতে কাঠি দিয়া খুঁচাইয়া আঠা বাহির করিতে করিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নারায়ণী বলিলেন, "সাঁত্‌রাদের একমাচা শশা গাছ কেটে দিয়ে এসেছিস্ কেন?"

"তারা আমাকে কাট্‌তে দেখেছে?"

"তারা দেখেনি, আমি দেখেছি। কেন কেটেছিস্ বল্।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"আমাকে বুড়ী মাগী অপমান ক'র্‌লে কেন ?"

নারায়ণী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "অপমানের কথা পরে হবে—তুই চুরি কচ্ছিলি কেন, তাই আগে বল্‌।"

রামলাল রীতিমত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "চুরি কচ্ছিলুম ? কখ্‌খন না। এতটুকু একটু শশা নিলে চুরি করা হয় ?"

নারায়ণী আরো জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হাঁ বাঁদর! একশ-বার হয়। বুড়ো ধাড়ি, কাকে চুরি করা বলে, ঐ কচি ছেলেটা জানে; দাঁড়িয়ে থাক্‌ এক পায়ে, পাজি, দাঁড়া ব'ল্‌ছি।"

এ বাড়ীতে কচি খোকা গোবিন্দ ছিল রামের বাহন। চব্বিশ ঘণ্টাই সে কাছে থাকিত এবং সব কাজে সাহায্য করিত। রামের হুকুমমত এতক্ষণ সে ঘুড়ি ধরিয়াছিল, গোলমাল শুনিয়া সেটা ছাড়িয়া দিয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাম ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া চট্‌ করিয়া বলিল, "কাকা, দাঁড়াও এক পায়ে—এম্‌নি ক'রে—।" বলিয়া সে একটা পা তুলিয়া দাঁড়াইবার প্রণালীটা দেখাইতেছিল।

রাম ঠাস্‌ করিয়া তাহার গালে একটা চড় কসাইয়া দিয়া পিছন ফিরিয়া এক পায়ে দাঁড়াইল।

নারায়ণী হাসি চাপিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া রান্না-ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মিনিট্‌ দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সে তেমনি করিয়া এক পায়ে দাঁড়াইয়া, কোঁচার খুঁট দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছে।

নারায়ণী বলিলেন, "আচ্ছা, যা, হয়েছে। আর এমন করিস্‌ নে।"

১৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাম সে কথা শুনিল না। রাগ করিয়া তেমনি ভাবে এক পায়ে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নারায়ণী কাছে আসিয়া তাহার বাহু ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, সে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে ঝাড়া দিয়া তাঁহার হাত সরাইয়া দিল। তিনি হাসিয়া আর একবার টানিবার চেষ্টা করিতেই, সে পূর্ব্বের মত সবেগে ঝাড়া দিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া এক দৌড়ে বাহিরে পলাইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে নৃত্যকালী ডাকিতে আসিয়া দেখিল, চণ্ডীমণ্ডপের ও-ধারের বারান্দায় পা ঝুলাইয়া খুঁটি ঠেস্ দিয়া রাম চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

নৃত্যকালী বলিল, "ইস্কুলের সময় হয়নি, ছোটবাবু? মা ডাক্‌ছেন।"

রাম জবাব দিল না। যেন শুনিতেই পায় নাই, এই ভাবে বসিয়া রহিল।

নৃত্য সাম্‌নে আসিয়া বললি, "মা চান ক'রে খেয়ে নিতে ব'ল্‌ছেন।"

রাম চোখ রাঙ্গাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "তুই দূর হ'।"

"কিন্তু মা কি বলেছেন শুন্‌তে পেয়েছ?"

"না পাই নি। আমি না'ব না, খা'ব না,—কিছু ক'র্ব না—তুই যা।"

"আমি গিয়ে ব'ল্‌ছি তাঁকে" বলিয়া নৃত্যকালী ফিরিতে উদ্যত হইল।

রাম তৎক্ষণাৎ উঠিয়া খিড়কির এঁদো পুকুরে ডুব দিয়া আসিয়া ভিজা মাথায় ভিজা কাপড়ে বসিয়া রহিল। নারায়ণী খবর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাইয়া ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, "ওরে ও ভূত! ও কি ক'র্‌লি? ও ডোবাটায় ভয়ে কেউ পা ধোয় না, তুই স্বচ্ছন্দে ডুব দিয়ে এলি?"

তিনি আঁচল দিয়া বেশ করিয়া তাহার মাথা মুছাইয়া দিয়া, কাপড় ছাড়াইয়া ঘরে আনিয়া ভাত বাড়িয়া দিলেন। রাম বাড়া-ভাতের সুমুখে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী তাহার মনের ভাবটা বুঝিয়া কাছে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী ভাইটি, এ বেলা তুই আপনি খা, রাত্তিরে তখন আমি খাইয়ে দেব। চেয়ে দেখ্‌ এখনো আমার রান্না শেষ হয়নি—লক্ষ্মীটি খাও!"

রাম তখন ভাত খাইয়া জামা পরিয়া ইস্কুলে চলিয়া গেল।

নৃত্যকালী কহিল, "তোমার জন্যেই ওর সব রকম বদ্‌ অভ্যাস হ'চ্ছে মা! অত বড় ছেলেকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে দেওয়া কি! একটু রাগ ক'র্‌লেই খাইয়ে দিতে হবে—ও আবার কি কথা!"

নারায়ণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "না হ'লে খায় না যে। রাত্তিরের লোভ না দেখালে ও ঐখানে একবেলা ঘাড় গুঁজে ব'সে থাক্‌ত,—খেত না।"

নৃত্যকালী বলিল, "না, খেত না। ক্ষিদে পেলে আপনি খেত। অত বড় ছেলে—"

নারায়ণী মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোরা ওর বয়সই দেখিস্‌! বড় হ'লে, বুদ্ধি হ'লে ওর আপনিই লজ্জা হবে। তখন আর কোলে বস্‌তে চাইবে, না, খাইয়ে দিতে ব'ল্‌বে?"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নৃত্যকালী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "ভালর জন্যেই বলি মা, নইলে আমার দরকার কি? ষোল-সতর বছর বয়সে যদি জ্ঞান-বুদ্ধি না হয়, তবে হবে কবে?"

নারায়ণী এ বার রাগ করিলেন; বলিলেন, "জ্ঞান-বুদ্ধি সকল মানুষের এক সময়ে হয় না, নেত্য। কারো বা দু'বছর আগে, কারো বা দু'বছর পরে হয়। আর হোক্ ভাল, না হোক্ ভাল, তোদেরই বা এত দুর্ভাবনা কেন?"

নৃত্য বলিল, "ঐ তোমার দোষ মা। ও যে কি রকম দুষ্টু হ'য়ে উঠ্‌ছে, তা ত নিজেও দেখ্‌তে পাচ্ছ। পাড়ার লোকে বলে, তোমার আদরেই ও—"

নারায়ণী রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "পাড়ার লোকে আদরটাই দেখে, শাসনটা দেখে না। কিন্তু তুই ত পাড়ার লোক ন'স্, সমস্ত সকাল বেলাটা যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌লে, পচা পুকুরে ডুব দিয়ে এল, ভগবান্ জানেন, জ্বর হবে, না, কি হবে, তার পরে কি বলিস, উপোস্ করিয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিতে? ঘরে-বাইরে আমার অত গঞ্জনা সহ্য হয় না, নেত্য।"

বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইয়া দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন। এই কথা লইয়া কাল রাত্রে স্বামীর সঙ্গেও যে সামান্য কলহ হইয়া গিয়াছিল, সে কথা নৃত্য জানিত না। অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া সে বলিল, "ও কি মা, কাঁদ কেন? মন্দ কথা ত আমি কিছু বলিনি। লোকে বলে, তাই একটু সাবধান ক'রে দেওয়া।"

নারায়ণী চোখ মুছিয়া বলিলেন, "সকল মানুষকে ভগবান্ এক রকম গড়েন না। ও একটু দুষ্টু ব'লেই আমি যার তার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কথা চুপ ক'রে সহ্য করি, কিন্তু আদর দেবার খোঁটা লোকে দেয় কি ব'লে? তারা কি চায়, ওকে আমি কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি? তা হ'লেই বোধ করি, তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।"—বলিয়া কোনরূপ উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

নৃত্যকালী এতটুকু হইয়া গিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, "জানি না বাপু! সব বিষয়ে যে মানুষের এত বুদ্ধি, এত ধৈর্য্য, সে কেন এইটুকু কথা বুঝ্‌তে পারে না? আর শাসন ত ভারী! ছেলে এক মিনিট্ এক পায়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেছে ত পৃথিবী রসাতলে গেছে।"

দাদার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে রাম একেবারে পছন্দ করিত না। আজ রাত্রে ইচ্ছা করিয়াই নারায়ণী দুই ভায়ের খাবার পাশাপাশি দিয়া অদূরে বসিয়াছিলেন। রাম ঘরে ঢুকিয়াই লাফাইয়া উঠিল। "যাও, আমি খাব না—কিছুতেই খাব না।"

নারায়ণী বলিলেন, "তবে শুগে যা।" তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে রামের লাফানি বন্ধ হইল, কিন্তু সে খাইতে বসিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রান্নাঘরের আর একটা দরজা দিয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিতেই রাম ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। শ্যামলাল ধীরে-সুস্থে খাইতে বসিয়া বলিলেন, "রেমো খেলে না যে!"

নারায়ণী সংক্ষেপে বলিলেন, "ও আমার সঙ্গে খাবে।"

আহার শেষ করিয়া শ্যামলাল চলিয়া যাইবামাত্রই রাম এক মুঠা ছাই লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আমি কাউকে খেতে দেব না—সকলের পাতে ছাই দিয়ে দেব—দিই?"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, "দিয়ে একবার মজা দেখ্ না!"

রাম ছাই-মুঠা হাতে করিয়া সুর বদ্‌লাইয়া বলিল, "ভারি মজা, সকালবেলা আমাকে ঠকিয়ে ভাত খাইয়ে দিয়ে, এখন মজা দেখ্ না!"

"তুই খেলি কেন?"

"তুমি যে ব'ল্‌লে রাত্তিরে—"

"বুড়ো খোকা, পরের হাতে খেতে তোর লজ্জা করে না?" রাম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "পরের হাত কোথায়?—তুমি যে ব'ল্‌লে!"

নারায়ণী আর তর্ক না করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যা,—ছাই ফেলে দিয়ে, হাত ধুয়ে আয়। কিন্তু আর কোন দিন খেতে চাস্!"

খাওয়ান তখনো শেষ হয় নাই, নৃত্যকালী বিনা প্রয়োজনে একবার দরজার সম্মুখ দিয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ও-দিকের বারান্দায় চলিয়া গেল।

নারায়ণী দেখিয়া বলিলেন, "রাম, কখনও কি একটু শান্ত হবি নে ভাই! ভগবান্ কোন দিন কি তোর একটু সুমতি দেবেন না! লোকের কথা যে আমি আর সহ্য কর্‌তে পারিনে।"

রাম মুখের ভাত গিলিয়া লইয়া বলিল, "কে লোক, তার নাম বল।"

নারায়ণী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাস! কে লোক, ওকে তার নাম ব'লে দাও!"

কিন্তু মাস কয়েক পরে সত্যই নারায়ণীর অসহ হইয়া উঠিল। তাঁহার বিধবা মা দিগম্বরী দশ বছরের কন্যা সুরধুনীকে লইয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এত দিন কোন মতে তাঁহার ভায়ের বাড়ীতে দিন কাটাইতে-ছিলেন। হঠাৎ সেই ভাইটির মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। নারায়ণী স্বামীকে সম্মত করাইয়া তাঁহাদিগকে আনাইতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা আসিলেন এবং আসিয়াই দিগম্বরী, মেয়েকে ত ডিঙাইয়া গেলেনই, সেই সুবাদে রামকেও ডিঙাইবার জন্য পা বাড়াইতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই তিনি রামকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতে লাগিলেন।

আজ সকালবেলা রাম দুই-তিন হাত লম্বা একটা অশ্বত্থ চারা আনিয়া উঠানের মাঝখানে পুঁতিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া দিগম্বরী মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ-স্বরে বলিলেন, "ওটা কি হ'চ্ছে রাম ?"

রাম তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "অশথ গাছটা বড় হ'লে বেশ ছাওয়া হবে গো। মাষ্টার মশাই ব'লেছে, 'অশ্বত্থের ছাওয়া খুব ভাল।' গোবিন্দ, যা ঘটী ক'রে জল নিয়ে আয়। ভোলা, মোটা দেখে একটা বাঁশ কেটে আন্,—বেড়া দিতে হবে। নইলে, গরু-বাছুরে খেয়ে ফেল্‌বে।"

দিগম্বরী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া বলিলেন, "উঠানের মাঝখানে অশথ গাছ! এমন ছিষ্টি-ছাড়া কাণ্ড কখনও বাপের বয়সে দেখিনি বাবা!"

রাম সে কথায় কর্ণপাতও করিল না।

গোবিন্দ তাহার সামর্থ্যানুযায়ী একটি ছোট ঘটী করিয়া জল আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। রাম তাহার হাত হইতে ঘটীটি লইয়া সস্নেহে হাসিয়া বলিল, "এটুকু জলে কি হবে রে পাগলা! তুই বরং দাঁড়া এইখানে, আমি জল আনি গে।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহার পর ঘড়া-ঘড়া জল ঢালিয়া সমস্ত উঠানটা কাদা করিয়া, রাম যখন গাছ পোঁতা শেষ করিয়াছে, তখন নারায়ণী নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দিগম্বরী এতক্ষণ তুষের আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন, কারণ তাঁহার চোখের সুমুখেই এই হিতকর বিরাট্ অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হইয়া প্রায় সমাধা হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মেয়েকে দেখিতে পাইয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দেখ্ নারাণি, চেয়ে দেখ্! তোর দেওরের কাণ্ডটা একবার দেখ্? উঠানের মাঝখানে অশথ গাছ পুঁতে বলে কিনা ছাওয়া হবে! আবার ওদিকে দেখ্, ভোলার কাণ্ড! একটা আস্ত বাঁশঝাড় কেটে নিয়ে ঢুক্‌ছে—বেড়া দেওয়া হবে।"

নারায়ণী চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই একরাশ বাঁশ ও কঞ্চি টানিয়া ভোলা উঠানে ঢুকিতেছে। ভোলা রামের প্রায় সমবয়সী। নারায়ণী হাসিতে লাগিলেন। ওদিকে মায়ের ক্রুদ্ধ ব্যস্ত ভাব, এদিকে রামের এই পাগ্‌লামি, সমস্ত জিনিষটাই তাঁহার কাছে পরম হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া ঠেকিল। হাসিয়া বলিলেন, "উঠানের মাঝখানে অশথ গাছ কি হবে রে?"

রাম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি হবে কি, বৌদি! কেমন চমৎকার ঠাণ্ডা ছাওয়া হবে বল ত! আর এই যে ছোট ডালটি দেখ্‌ছ উটি বড় হ'লে,—এই গোবিন্দ, আঙ্গুল দেখাস্‌নে,—বড় হ'লে গোবিন্দের জন্য একটা দোলা টাঙ্গিয়ে দেব। ভোলা, একটু উঁচু ক'রে বেড়া দিতে হবে, নইলে কালী গলা বাড়িয়ে খেয়ে নেবে; দে, কাটারিখানা আমার হাতে দে, তুই পার্‌বিনে।" খট্-খট্ ঠক্-ঠক্ করিয়া বাঁশ কাটা সুরু হইয়া গেল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নারায়ণী হাসিতে হাসিতে কক্ষাস্থিত পূর্ণ কলস রান্নাঘরে রাখিয়া দিতে চলিয়া গেলেন।

রাগে দিগম্বরীর চোখ জ্বলিতে লাগিল। মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তুই যে কিছু বল্‌লিনে? ঐখানে তবে অশথ গাছ হোক্?"

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, "মা ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন, এত বড় গাছ কখন হয়? ওর কি শেকড়-বাকড় আছে যে, ঘড়া-ঘড়া জল ঢাল্‌লেই বাঁচ্‌বে? ও ত কালই শুকিয়ে যাবে।"

দিগম্বরী কিছুমাত্র শান্ত না হইয়া বলিলেন, "শুকুবে না ছাই হবে! ভাল চাস্ ত উপড়ে ফেলে দে গে।"

নারায়ণী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "বাপ্ রে! তা হ'লে আর কারো রক্ষে থাক্‌বে না।"

দিগম্বরী বলিলেন, "কেন, বাড়ী কি ওর একলার যে, মনে ক'র্‌লেই উঠানের মাঝখানে এক অশথ গাছ পুঁতে দেবে? তোরা কি কেউ ন'স্? আমার গোবিন্দ কি কেউ নয়? মা গো, অশথ গাছের ওপরে এসে রাজ্যের কাক, চিল, শকুনি বাসা ক'র্‌বে, হাড়-গোড় ফেলে নোংরা ক'র্‌বে—আমি ত নারাণি, তা হ'লে থাক্‌তে পার্‌ব না। ওকে তোদের এত ভয়টা কি জন্যে শুনি? আমার যদি বাড়ী হ'ত নারাণি, তা হ'লে দেখ্‌তুম, ও কত বড় বজ্জাত্। একদিনে সোজা ক'রে দিতুম।"

নারায়ণী মায়ের বুকের ভিতরটা যেন দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষ, ওর এখন বুদ্ধি কি মা! বুদ্ধি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

থাকলে কি কেউ নিজের বাড়ীর উঠানে অশথ গাছ পোঁতে? দু'দিন থাক্ তার পরে ও আপনিই ফেলে দেবে।"

দিগম্বরী বলিলেন, "ফেলে দেবে! ও কেন দেবে, আমি নিজেই দেব।"

নারায়ণী কহিলেন, "না, মা, ও কাজ ক'রো না, তোমাকে ব'ল্ছি, ওকে চেন না। আমি ছাড়া ওর বড় ভাইও ছুঁতে সাহস ক'র্বে না, মা। আজকের দিনটা যাক্।"

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুই কাপড় ছাড়্‌গে যা।"

দুপুরবেলা নারায়ণী নিজের ঘরে বসিয়া বালিশের অড় শেলাই করিতেছিলেন, নৃত্য ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, "মা, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। দিদিমা ছোটবাবুর গাছ ফেলে দিয়েছে। সে ইস্কুল থেকে এসে আর কাউকে বাঁচতে দেবে না।" নারায়ণী শেলাই ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, সত্যই গাছটি নাই।

বলিলেন, "মা, রামের গাছ কি হ'ল?"

দিগম্বরী মুখ হাঁড়িপানা করিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "ওই।"

নারায়ণী কাছে আসিয়া দেখিলেন, সেটি শুধু তুলিয়া ফেলা হয় নাই, মুচ্‌ড়াইয়া ভাঙিয়া রাখা হইয়াছে। তখনই নিঃশব্দে তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া নারায়ণী ঘরে চলিয়া গেলেন।

ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাম সর্ব্বাগ্রে তাহার গাছটি দেখিতে গিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বই-খাতা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "বৌদি! আমার গাছ?"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নারায়ণী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ব'ল্‌ছি, এদিকে আয়।"

"না, যাব না। কই আমার গাছ?"

"এদিকে আয় না, বল্‌ছি।"

রাম কাছে আসিতেই তিনি হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া কোলের উপর বসাইয়া, মাথায়-মুখে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "মঙ্গলবারে কি অশথ গাছ পু্‌ত্‌তে আছে রে?"

রাম শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়?"

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে বাড়ীর বড়-বউ ম'রে যায় যে।"

রাম এক মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গিয়া বলিল, "যাঃ, মিছে কথা!"

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন, "না রে, মিছে কথা নয়, পাঁজিতে লেখা আছে।"

"কই, পাঁজি দেখি?"

নারায়ণী মনে মনে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া অকস্মাৎ গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তুই কি ছেলে রে! মঙ্গলবার পাঁজির নাম কর্‌তে নেই—তুই দেখ্‌বি কি রে! এ কথা যে ভোলাও জানে, আচ্ছা ডাক্‌ তাকে।"

এত বড় অজ্ঞতা পাছে ভোলার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে তৎক্ষণাৎ অপ্রতিভ হইয়া তাহার দুই বাহু দিয়া মাতৃসমা বড়বধূর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বলিল, "এ আমিও জানি। কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই, না, বৌদি?"

নারায়ণী তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"না, আর দোষ নেই।" তাঁহার চোখ দু'টি জলে ভিজিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ রে রাম, আমি ম'রে গেলে তুই কি করিস্?"

রাম সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, যা—বল্‌তে নেই।"

নারায়ণী অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "বুড়ো হ'লুম, ম'র্‌ব না রে।" এবারে রাম পরিহাস বুঝিতে পারিয়া মুখ তুলিয়া সহাস্যে বলিল, "তুমি বুড়ো বুঝি? একটি দাঁতও পড়েনি, একটি চুলও পাকেনি।"

নারায়ণী বলিলেন, "চুল না পাক্‌তেই আমি নদীর জলে একদিন ডুবে ম'র্‌ব। নাইতে যাব, আর ফিরে আস্‌ব না।"

"কেন, বৌদি?"

"তোর জ্বালায়। আমার মাকে তুই দেখ্‌তে পারিস্‌নে, দিনরাত ঝগড়া করিস্,—সেই দিন তোরা টের পাবি যে দিন আমি আর ফির্‌ব না।"

কথাটা রাম বিশ্বাস করিল না বটে, তথাপি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা আমি আর কিছু বল্‌ব না। কিন্তু ও কেন আমাকে অমন ক'রে বলে?"

"বল্‌লেই বা। উনি আমার মা, তোরও গুরুজন। আমাকে যেমন তুই ভালবাসিস্, ওঁকেও তেমনি ভালবাস্‌বি?"

রাম আবার বৌদিদির বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল। এইখানে মুখ রাখিয়া, সে এই দীর্ঘ তের বৎসর বাড়িয়া উঠিয়াছে; কেমন করিয়া সে এত বড় মিথ্যাকথা মুখে আনিবে। এ যে তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য!

নারায়ণী আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "মুখ লুকালে কি হবে, বল্।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঠিক এই সময়ে দিগম্বরী দেখা দিলেন। কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "কাজকর্ম্ম নেই নারাণি! দেওরকে নিয়ে সোহাগ হ'চ্ছে, নিজের ছেলেটা যে ওদিকে সারা হ'য়ে গেল!"

রাম তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

নারায়ণী জোর করিয়া তাহার মুখ বুকের উপর টানিয়া লইয়া মাকে বলিলেন, "ছেলেটা সারা হ'য়ে গেল কিসে?"

"কিসে, বেশ!" বলিয়াই দিগম্বরী প্রস্থান করিলেন।

বানাইয়া বলিবার মত একটা মিথ্যাকথাও তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

রাম জোর করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, "ও ডাইনীর আমি গলা টিপে দেব।"

নারায়ণী তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, "চুপ কর্ পাজি, মা হয় যে!"

দিন চারেক পরে একদিন ভাত খাইতে বসিয়া "উঃ আঃ" করিয়া বার দুই জল খাইয়া রাম ভাতের থালাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নাচিতে লাগিল। "ঐ ডাইনী বুড়ীর রান্না আমি খাব না, কখ্‌খন খাব না, ঝালে মুখ জ্ব'লে গেল, বৌদি—ও বৌদি—"

চীৎকার শব্দে নারায়ণী আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন। "কি হ'ল রে?"

রাম রাগে কাঁদিয়া ফেলিল। "আমি কখ্‌খন খাব না—কখ্‌খন খাব না—ওকে দূর ক'রে দাও।"—বলিতে বলিতে ঝড়ের বেগে সে বাহির হইয়া গেল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, "মা, বার-বার বলি, তরকারীতে এত ঝাল দিও না, অত ঝাল খাওয়া এ বাড়ীর কারো অভ্যাস নেই।"

দিগম্বরী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন, "ঝাল আবার কোথায়? দু'টি লঙ্কা শুধু গুলে দিয়েছি, এইতেই এত কাণ্ড!"

নারায়ণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "নাই দিলে মা দুটো লঙ্কা। কেউ যখন খায় না, তখন—"

"চুপ কর্ নারাণি, চুপ কর্। রান্না শিখোতে আসিস্‌নে আমাকে। চুল পাকালুম এই ক'রে, এখন পেটের মেয়ের কাছে রান্না শিখ্‌তে হবে। ধিক্ আমাকে!"

নারায়ণী আর কোন কথা না বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া নূতন করিয়া রাঁধিবার জোগাড় করিতে লাগিলেন।

দিগম্বরী দোয়ারে পা ছড়াইয়া বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, "ভাই রে! কোথায় আছিস্, একবার ডেকে নে! আর সহ্য হয় না! যা মুখে আসে, তাই ব'লে গাল দেয় রে! আমি বুড়ী! আমি ডাইনী! আমাকে দূর ক'রে দিতে বলে! আমি এমন মেয়ে-জামাইয়ের ভাত খেতে এসেছি—আমার গলায় দড়ি জোটে না! এর চেয়ে পথে ভিক্ষে করা শত গুণে ভাল! সুরো, আয় মা, আমরা যাই, এ বাড়ীতে আর জলস্পর্শ ক'র্‌ব না।"

সুরধুনী কাঁদ-কাঁদ হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দিগম্বরী তাহার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

নারায়ণী বঁটি কাত্ করিয়া রাখিয়া, উঠিয়া আসিয়া, পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দিগম্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "না, আট্‌কাস্‌নে আমাদের নারাণি, যেতে দে! আমরা অনাহারে গাছতলায় ম'র্‌ব, সেও ভাল, কিন্তু তোদের ভাত খাব না, তোদের ঘরে শোব না।"

নারায়ণী হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "কার ওপর রাগ ক'রে যাচ্ছ মা? আমরা কি কোন অপরাধ ক'রেছি?"

দিগম্বরীর ক্রন্দন অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, নাকি সুরে বলিলেন, "আমি কচি খুকী নই নারাণি, সব বুঝি। তোর ইসারা না থাক্‌লে কি ওর কখন অত সাহস হয়? আমি ডাইনী? অ্যাঁ, আমাকে দূর ক'রে দাও! আচ্ছা, তাই যাচ্ছি। আমরা তোদের আপদ্‌-বালাই—গলগ্রহ! পথ ছাড়্‌ ব'ল্‌ছি।"

নারায়ণী মায়ের দুই পায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "মা, আজকের মত মাপ কর আচ্ছা, উনি আসুন, তার পরে যা ইচ্ছে হয় ক'রো।" তার পর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, দুই পায়ে জল ঢালিয়া আঁচল দিয়া মুছাইয়া লইয়া একটা পিঁড়ির উপর বসাইয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

ক্রোধটা তাঁহার তখনকার মত শান্ত হইল বটে, কিন্তু দুপুরবেলা শ্যামলাল আহারে বসিতেই, তিনি কপাটের অন্তরালে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রথমটা শ্যামলাল হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল, পরে একটু একটু করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হইয়া অর্দ্ধভুক্ত অন্ন ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া গেল।

নারায়ণী বুঝিলেন, এ রাগ কাহার উপরে। নৃত্যকালী সহ্য করিতে পারিল না। বাড়ীর মধ্যে সে ছিল স্পষ্টবাদিনী, চট্

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিয়া বলিয়া বসিল, "দিদিমা, জেনে শুনে ইচ্ছে ক'রে বাবাকে খেতে দিলে না। চোখের জল ত তোমার শুকিয়ে যাচ্ছিল না দিদিমা, না হয়, দু'মিনিট্ পরেই বার ক'র্‌তে।"

দিগম্বরী মুখ কালী করিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন।

দুপুরবেলা রাম কোথা হইতে ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়া, এ-ঘর-ও-ঘর করিয়া খুঁজিয়া তাহার বৌদিদির ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি গোবিন্দকে লইয়া শুইয়া আছেন। ব্যাপারটা তাহার বড় ভাল বোধ হইল না। তথাপি আস্তে আস্তে বলিল, "ক্ষিদে পায় যে।"

বৌদিদি কথা কহিলেন না।

সে আর একটু জোর করিয়া বলিল, "কি খাব?"

নারায়ণী শুইয়া থাকিয়াই বলিলেন, "আমি জানিনে, যা এখান থেকে।"

"না, যাব না—আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি!"

নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রুষ্টভাবে বলিলেন, "আমাকে জ্বালাতন করিস্‌নে রাম! নেত্য আছে, তাকে ব'ল্‌গে।"

রাম আর কিছু না বলিয়া বাহিরে আসিয়া নৃত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল, "খেতে দে নেত্য।"

নৃত্য বোধ করি প্রস্তুত হইয়াই ছিল; এক বাটী দুধ, কিছু মুড়ি ও চার-পাঁচটা নারকেলের নাড়ু আনিয়া দিল।

রাম রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "এই বুঝি?"

নৃত্য বলিল, "ছোটবাবু, ভাল চাও ত আজ আর হাঙ্গাম কোরো না। বাবু না খেয়ে কাছারী চ'লে গেছে, মা উপোস্ ক'রে গোবিন্দকে নিয়ে শুয়ে আছে। গোলমাল শুনে যদি উঠে আসে, তোমার অদেষ্টে দুঃখ আছে, তা ব'লে দিচ্ছি।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাম তাহা দেখিয়াই আসিয়াছিল, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খানিকটা দুধ খাইয়া মুড়ি ও নাড়ু কোঁচড়ে ঢালিয়া লইয়া পুকুরধারে গাছতলায় গিয়া বসিল। তাহার আহারে প্রবৃত্তি চলিয়া গিয়াছিল। বৌদি উপোস করিয়া আছে। সে অন্যমনস্ক হইয়া মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে ভাবিতে লাগিল, তাহার মুনি-ঋষিদের মত কোন একটা মন্ত্র জানা থাকিলে এইখানে বসিয়াই সে বৌদির পেট ভরাইয়া দিত।

Q.1. Character of Ram, and Digambari, and Narayani.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

[খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাঙ্গালার বড় বড় মাসিক পত্রিকায় অনেক গল্প ও প্রবন্ধ লিখিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। ইঁহার যে দুইটি লেখা এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'প্রেমের ঠাকুর' গল্পটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোবিন্দদাসের করচা' নামক গ্রন্থের একটি বাস্তব চিত্র হইতে গৃহীত। ইঁহার 'নীলাম্বরী,' 'বিবি বউ,' 'মুদ্রাদোষ,' 'সারি,' ও 'সুখ দুঃখ' প্রভৃতি কয়েকখানি সুলিখিত গ্রন্থ আছে। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক।]

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি বরেণ্য অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্. এ. মহোদয় গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার উৎসাহ, উপদেশ ও সহায়তা পরিষদের সর্ব্ববিভাগকে এক সুন্দর সামঞ্জস্যের স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধিয়াছিল, তাঁহার অভাবে পরিষৎ যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল, ইহা সহজেই অনুমেয়। তিনি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কখনও পরিষদের কার্য্যে অবহেলা করেন নাই। যাঁহারা নিত্য-নিয়ত পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে রামেন্দ্রবাবুর সাহচর্য্য লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন যে, শেষ কয়েক বৎসর, যখন তাঁহার শরীরের বল ও সামর্থ্য কমিয়া আসিতেছিল, যখন তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমা কন্যার রোগশয্যা একান্ত স্নেহপরায়ণ পিতার চক্ষুর সমক্ষে ধীরে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধীরে মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইতেছিল, যখন পারিবারিক আধিব্যাধি তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে দুরপনেয় রেখারাজি অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল, তখনও পরিষদের কল্যাণে সেই জরাজীর্ণ দেহে অদম্য উৎসাহের অনির্ব্বচনীয় তেজ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিত। পরিষদের সেবায় তাঁহাকে কখনও ক্লান্তি অনুভব করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পরিষৎ একটি সভা বা সমিতি মাত্র নহে; ইহা ব্যক্তি বা সংঘ-বিশেষের অবসর-বিনোদের সহচর নহে; ইহা মাতৃভাষার পুণ্য-মন্দির; ইহা উদীয়মান জাতীয় প্রতিভার প্রধান সাধন ও সহায় হইবে। ভাষা-সাহিত্য-বিজ্ঞানেতিহাসের কেন্দ্রস্বরূপ এই সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আলোকমালা বিচ্ছুরিত হইয়া সমস্ত দেশকে উদ্ভাসিত করিবে। সাহিত্য-শিল্প-সাধনার গঙ্গোত্রীর ন্যায় এই সাহিত্য-পরিষদের মধ্য দিয়া ভাবের গঙ্গাপ্রপাত দেশকে জ্ঞানশালী, সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবশালী করিবে। সেই আশা লইয়া তিনি বিপৎসঙ্কুল কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাতৃদেবীর সেই মহামহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে একটি সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানমাত্র মনে করিতেন না। তিনি ইহাকে জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। দেশের শক্তি ও অর্থ এক স্থলে সংহত করিয়া, দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম—ভাবাববোধে—নিয়োজিত করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেশের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিত্তশালী বদান্য ব্যক্তিগণকে ও প্রতিভাশালী যুবকবৃন্দকে একত্র করিয়া সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে লাগাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ সেবাপরায়ণতা চুম্বকের ন্যায় সকলকে আকৃষ্ট করিত।

১৩১১ হইতে ১৩১৮ পর্য্যন্ত রামেন্দ্রবাবু পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। ১৩১১ সালে নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী-সম্বন্ধে এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহাতে এমন সম্ভাবনাও হইয়াছিল, বুঝি-বা বঙ্গভাষাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া বাঙ্গালী জাতির মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে জেনারল্ এসেম্ব্লিজ কলেজে একটি সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সফলতার সদুপায়' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সভার সভাপতিরূপে রামেন্দ্রবাবু বঙ্গভাষা-ব্যবচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই হইতে প্রাথমিক এবং উচ্চ-শিক্ষায় বঙ্গভাষার প্রচলন-সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু পরিষদের মধ্য দিয়া নানা চেষ্টার অবতারণা করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গভাষাই বাঙ্গালীর জাতীয় শিক্ষার স্বাভাবিক দ্বারস্বরূপ। মাতৃভাষাকে বর্জ্জন করিয়া, কষ্ট-সাধ্য বিদেশীয় ভাষাকে আশ্রয় করিলে জ্ঞানের সাফল্য-লাভ হইতে পারে না। মন্ত্র যেরূপ ধীরোদাত্ত প্রভৃতি স্বর-সংবলিত না হইলে কার্য্যকর হয় না, জ্ঞানও সেইরূপ মাতৃভাষার পুণ্য-অঙ্কে পুষ্ট না হইলে ফলোপধায়ক হয় না। রামেন্দ্রবাবু ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি ইংরেজি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নতত্ত্বে যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই দেশ-প্রথিত জ্ঞান-গরিমার দ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার দেশের লোকের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ও দেশের সাহিত্যের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানাগারে নূতন নূতন গবেষণার দ্বারা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিব, এ চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কিসে মাতৃভাষাকে সৌষ্ঠব-মণ্ডিত করিব, বঙ্গসাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া দেশীয় শিক্ষার শুষ্কপ্রায় মূলকে সঞ্জীবিত করিব, বিশ্বের বিজ্ঞান-দর্শনকে মাতৃ-ভাষার সুধাসিক্ত করিয়া দেশের লোকের মধ্যে পরিবেষণ করিয়া দিব, ইহাই তাঁহার সাধনার বিষয় ছিল এবং এই সাধনার মধ্যে যে ত্যাগস্বীকারের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কনক-কিরণে বহু দিন পর্য্যন্ত বঙ্গের সাহিত্য-গগন ভাস্বর হইয়া রহিবে। আজ যে বঙ্গভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্য-পরিষদের কৃতিত্ব কতখানি এবং সেই কৃতিত্বের কতখানি রামেন্দ্রবাবুর, তাহার হিসাব-নিকাশ করা কঠিন। কিন্তু ইহা বঙ্গভাষার ঐতিহাসিককে এক দিন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য যে আকাঙ্ক্ষা গত কয়েক বর্ষ হইতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মন আন্দোলিত করিয়াছে, তাহা সাহিত্য-পরিষদের নানা চেষ্টা ও আবেদনের মধ্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল।

১৩১৬ সালে পরিষদের চিত্রশালা (museum) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার অধ্যক্ষ-পদে মনোনীত হন। কাশিমবাজার ও লালগোলার ভূপতিগণ ও অন্য অনেক হিতৈষী ব্যক্তি প্রাচীন মুদ্রা ও অন্যান্য সামগ্রী দান করিয়া ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন। এই বর্ষেই ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনে রামেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ সারস্বত ভবন-প্রতিষ্ঠার সংকল্প পরিগৃহীত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়। এই সারস্বত ভবনের জন্য পরিষদের চিরসুহৃদ্ ও বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের স্তম্ভস্বরূপ কাশিমবাজারাধিপতি ভূমি দান করেন। পরে ১৩২৪ সালে বঙ্গদেশের গভর্নর বাহাদুর লর্ড কারমাইকেল এই রমেশভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৩১৭ সালে বিখ্যাত পণ্ডিত রোদেনষ্টাইন চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া ইহার বহু সুখ্যাতি করেন। রমেশভবন-নির্ম্মাণ রামেন্দ্রবাবুর জীবনের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং ইহা যে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, এ ক্ষোভ তিনি কখনও ভুলেন নাই। আমাদের সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, রমেশচন্দ্র-স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইলে তাহা রামেন্দ্রবাবুরই অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ হইবে। রামেন্দ্রবাবুর কথায় আমরাও সকলকে আহ্বান করি,—

"রমেশচন্দ্রের ভারতব্যাপী বন্ধুগণ, যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাঁহার সখা ছিলেন, গৃহে তাঁহার সুখ-দুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বত ভবন, বঙ্গের সারস্বত ভাণ্ডার, বঙ্গের জাতীয় চিত্রশালা,—যেখানে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদ্‌ঘাটিত করিবে, যেখানে বর্ত্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোচিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশার ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রে চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পূজা পাইবেন, বঙ্গের লক্ষ্মী যেখানে আপন ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিবেন, সেই সরস্বতী-ভবন—সেই রমা-ভবন—সেই রমেশ-ভবন-প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।"

১৩১৮ সালে সাহিত্য-পরিষৎ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পঞ্চাশৎ জন্মতিথি-উপলক্ষে সংবর্দ্ধনা করেন। রবীন্দ্রবাবু তখনও বিশ্বের সভায় বরণীয় হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বঙ্গজননীর আশীর্ব্বাদস্বরূপ বাঙ্গালীর হস্তের মাঙ্গলিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অভিনন্দন রচনা ও পাঠ করিবার ভার পড়িয়াছিল রামেন্দ্রবাবুর উপর। অভিনন্দনের ভাষা সাহিত্যিক কারুকার্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। (১৩২১ সালে সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্রবাবুকে সংবর্দ্ধনা করেন। এই আনন্দোৎসবে অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন রবীন্দ্রবাবু। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিবিরহিত এই যুগলের শ্রদ্ধাবিনিময় বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।) রামেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বেও বাঙ্গালার এই দুইটি বরেণ্যতম সন্তানকে আমরা একবার বিচিত্র অবস্থানের মধ্যে একত্র দেখিতে পাইয়াছি। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রামেন্দ্রবাবু মানবলীলা সংবরণ করেন; ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রবাবু প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথের নাইট্ উপাধিপরিত্যাগ সংবাদপত্রের স্তম্ভে তারস্বরে ঘোষিত হইয়াছিল। রামেন্দ্রবাবু রোগশয্যায় এ সংবাদ পাঠ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর দর্শন কামনা করেন। সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্রবাবু রামেন্দ্রসুন্দরের রোগ-শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। তিনি জানিতেন না যে, রামেন্দ্রবাবুর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন; জানিবার কোনও উপায় ছিল না। কেন না, রবীন্দ্রবাবুর আগমনে ও তাঁহার ত্যাগের মাহাত্ম্যে রামেন্দ্রবাবু উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষুর স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা উত্তেজনায় উজ্জ্বলতর হইয়াছিল। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে রবীন্দ্রবাবু উপাধি-পরিহার-পত্রখানি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। আমি শুনিয়াছি যে, তাহার কিছু পরেই রামেন্দ্রবাবুর সংজ্ঞা-লোপ হয়; আর তিনি কথা কহেন নাই। বাঙ্গালার বিশ্ব-বন্দিত কবি রামেন্দ্রসুন্দরকে যেরূপ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহাই প্রত্যেক বঙ্গবাসীর অন্তরের কথা—"সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।"

রামেন্দ্রবাবুর শরীর দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এই কারণে ১৩২৬ সনের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে পরিষৎ, তাঁহাদের দেয় সর্ব্বোচ্চ সম্মান—সভাপতিপদ—তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এই সভাপতি-পদ বহু দিন পূর্ব্বে রামেন্দ্রবাবুর পাওয়া উচিত ছিল। তাঁহারা জানেন না যে, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নিয়োগের পরামর্শ সাধারণতঃ রামেন্দ্রবাবুর ভবনেই হইত এবং রামেন্দ্রবাবুর নির্দ্দেশ-মতই অনেকটা কার্য্য হইত। এ ক্ষেত্রে রামেন্দ্রবাবুকে সভাপতির পদগ্রহণে সম্মত করা দুঃসাধ্য ছিল। এ বৎসর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাকে সভাপতি-পদে মনোনীত করিলেন শুনিয়া তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—"আমি চিরজীবন পরিষদের সেবকের কার্য্য করিয়া যাইব, ইহাই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা—পরিষদের নেতৃত্বগ্রহণ আমার কাজ নহে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আমার এই চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবেন কি ?"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রেমের ঠাকুর

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

১

ও কিসের শব্দ ?

ও কিছু নয়, বাতাস—

না, ব্রাহ্মণি, তুমি একবার উঠে দেখ—

এই ত কতবার উঠে দেখ্‌লাম কিছুই ত না।

কিন্তু এবারে—একবার উঠে দেখ, লক্ষ্মীটি আমার—

ব্রাহ্মণী কষ্টে উঠিলেন, দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,

কিছু না ; তুমি একটুখানি ঘুমাও।

স্বপ্ন কি তবে মিথ্যা ? প্রভু আসিলেন না ?

ব্রাহ্মণীর চোখে জল আসিল। স্বামী সারা রাত্রি শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিয়াছেন—এক অধীর প্রতীক্ষায়। কি বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইবেন ?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্রাহ্মণ হঠাৎ শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন,

ঐ শুন্‌ছ না ঐ সঙ্গীত—ঐ জয়ধ্বনি—

কই, আমি ত কিছুই শুন্‌তে পাচ্ছিনে—একটুখানি ঘুমাও। এমন ক'রে রাত জাগ্‌লে যে অসুখ কর্‌বে! ওগো ঘুমাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রাহ্মণীর অনুনয়ে ব্রাহ্মণ শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু কাণ পাতিয়া রহিলেন, কাহার পদশব্দ শুনিবার জন্য।

দূরে নর্ম্মদার মৃদু কল্লোল মলয়ের অলস পাখায় ভর দিয়া থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া আসিতেছে। নিস্তব্ধ বিজন নিশীথের নীল আকাশের কোলে জোছনা সোণার ঢেউ তুলিতেছে। আম্রমুকুলের গন্ধের সহিত বনকুসুমের পরাগ মিশিয়া রজনী আজ সুবাসিত হইয়া উঠিয়াছে। অশোক-বকুল-মালতী-কুঞ্জের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীর। কুটীরখানি বড়ই জীর্ণ; চারি দিকের বৃক্ষলতা যেন স্নেহ-মমতায় ঘিরিয়া রাখিয়াছিল সেই কুটীরখানিকে।

এই কুটীর-মধ্যে দুইটি প্রাণী অধীর প্রতীক্ষায় রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে প্রভু আসিবেন। কয়েক দিন ধরিয়া তাই এই দরিদ্র দম্পতী শয়নে ভোজনে, জাগ্রতে স্বপ্নে কেবল তাঁহারই আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাতাসে পাতা নড়িলে তাঁহারা ভাবেন কে যেন আসিলেন। একটু শব্দ হইলেই তাঁহারা ভাবেন এইবার বুঝি তিনি কৃপা করিলেন। বিনা কারণেও চমকিয়া উঠিয়া ভাবেন, ঐ বুঝি!

ঘরের চালে খড় নাই; চাঁদ পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িলে জোছনা ঘরের মেজেয় ছবি আঁকিয়া দিল। ব্রাহ্মণ সে দিকে একবার চাহিয়া চোখ বুজিলেন; আমার প্রভুরও ত সোণার কিরণ গায়ে। কত চাঁদ ঝল্‌মল্‌ করে সে সোণার অঙ্গে। গগনের চাঁদ কি তাঁহার তুলনা? এমন কোটী কোটী চাঁদ নিঙ্‌ড়াইয়া, সেই সুধা দিয়াই ত তাঁহার অঙ্গকান্তি গড়িয়াছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আজ এই চাঁদের কিরণে, এই মলয়-বাতাসে, এই কুসুম-সুবাসে তিনি আসিলেও আসিতে পারেন।

২

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া ব্রাহ্মণ নর্ম্মদায় স্নান করিয়া আসিলেন। প্রথম উষার অরুণ-রাগে, প্রথম বিহগের বন্দনা-গীতিতে, বিশ্বের প্রথম জাগরণে তাঁহার প্রাণে পুলকের ঢেউ খেলিয়া গেল। ব্রাহ্মণী প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণ মার্জ্জনা করিলেন। তুলসীমঞ্চ লেপিয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিলেন, যদি তিনি আসেন।

লক্ষ্মীজনার্দ্দনের পূজা সারিয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইলেন। ব্রাহ্মণী কলসী-কক্ষে স্নান করিতে গেলেন। ব্রাহ্মণ কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, বাহিরে যাইতে মন সরিল না। ব্রাহ্মণী স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া স্বামীকে আঙ্গিনায় উপবিষ্ট দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন—এত বেলায় কি আর ভিক্ষায় যাওয়া চলে? রৌদ্র ক্রমেই বাড়িতেছে যে।—

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন ; বলিলেন,

আজ আর আমার ভিক্ষায় যাওয়া হ'ল না।

সে কি! ঘরে যে সব বাড়ন্ত!

আজ ত উপবাস।

কিন্তু কাল?—

কালকের চেষ্টা কাল করলেই হবে।

তা বৈ কি! দুদিন ত অমনি অমনি কেটে গেল—

ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বলিলেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তোমার ত আজ ক'দিন ধ'রেই অমনি কাটছে! আমার যদি-বা কোনও দিন জোটে, তোমার ত খাবার সময় রোজ অতিথি আসেন।

আমার কোনও কষ্ট নেই। আমি তোমার কষ্ট চোখে দেখ্তে পার্‌ব না। একবারটি ঘুরে এসো—

আচ্ছা, যাই—বলিয়া ব্রাহ্মণ উঠিলেন। বাড়ীর বাহিরে গিয়া একটু দাঁড়াইলেন; আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন,

যদি তিনি আসেন, তাঁকে দেখা আমার ভাগ্যে হবে না—

ব্রাহ্মণী হাসিলেন। এই দরিদ্রের কুটীরে তিনি আসিবেন! এমন ভাগ্য হয় না।

ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ হইলেন, দ্রুত পদে রাস্তা বাহিয়া চলিয়া গেলেন

৩

বসন্তের প্রভাত। সকলের মনেই আনন্দ। সূর্য্যকিরণ সেই আনন্দের বার্ত্তা বহিয়া আকাশে-বাতাসে মাতামাতি করিতেছে। পাড়ার ছেলেরা দল বাঁধিয়া গান গায়িতে গায়িতে চলিয়াছে। মেয়ের দল পিছনে পিছনে গানের ধূয়া তুলিয়া হেলিতে দুলিতে যাইতেছে; আর কখনও হাসিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। এমন অবারিত আনন্দের মধ্যে তিনি থাকিলেও থাকিতে পারেন। ব্রাহ্মণ সকলের মুখের দিকে অনিমিখে চাহিয়া রহিলেন। বালকেরা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। মেয়ের দল গম্ভীর হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অদূরে মাঠে একজন কৃষক গরু চরাইতে চরাইতে বাঁশী বাজাইতেছিল। বাঁশের বাঁশী আজ প্রভাতের রাগিণীতে বড় মিঠে সুরে বাজিতেছিল। ব্রাহ্মণ উন্মনা হইয়া পড়িলেন। আমার প্রভু বাঁশী বাজাইতে ভালবাসেন; তাঁহার বাঁশী কি একবার শুনিতে পাই না!

প্রভু যখন আসিবেন, তখন বাঁশী বাজিবে, জয়ধ্বনি উঠিবে, আকাশ-ভুবন তাঁহার অঙ্গ-পরিমলে মাতিয়া উঠিবে। কিন্তু কই, কোনও দিকেই ত তাঁহার সাড়া পাই না। তবে কি স্বপ্ন মিথ্যা হইবে!

সে স্বপ্ন কখনও কি মিথ্যা হইতে পারে? রজনী তখন প্রভাত-কল্প। উষার বাতাস মৃদুল বহিতেছিল। এমন সময় ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন দশ দিক্ উজ্জ্বল করিয়া প্রভু আসিতেছেন। আকাশের নীলিমা মন্থন করিয়া যেন একটি অপূর্ব্ব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। ক্রমে সেই জ্যোতি মিলাইয়া গেল; রহিল তাহার স্থলে একজন মানুষ। কিন্তু মানুষের কি এত রূপ হয়! চোখ জুড়াইয়া গেল। তিনি কথা কহিলেন—শ্রবণ ভরিয়া গেল অমিয় লহরীতে। প্রভু বলিলেন, আমি আসিব।

পুলকে তাঁহার অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। জড়িত কণ্ঠে ব্রাহ্মণীকে ডাকিলেন; বলিলেন, আমি এ কি স্বপ্ন দেখ্‌লাম ব্রাহ্মণি—

ব্রাহ্মণী বলিলেন, আমিও এইমাত্র স্বপ্ন দেখেছি—

ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, সে অতি অপূর্ব্ব—

ব্রাহ্মণী বলিলেন, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, সে আরও অপূর্ব্ব—

গৌরবরণ তনু—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সূর্য্য-চন্দ্র-জিনি রূপ—

কথায় অমিয় ঝরে—

আবার মুখে মৃদু মৃদু হাস—

কি বল্‌লেন তিনি ?

বল্‌লেন, আমি আস্‌ব।

অতি আশ্চর্য্য ! অতি অদ্ভুত !

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী উভয়ে কর যোড় করিলেন ও ইষ্টদেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন। মনে মনে কামনা করিলেন, তোমার যেন আসা হয়, প্রভু !

তাঁহারা দিনের শত কাজের মধ্যেও ভুলিতে পারিলেন না—সেই স্বপ্ন।

৪

বেলা দ্বিপ্রহর। ফাল্গুনের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। দূরে মর্ম্মর-শৈল মার্জ্জিত রজতের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। নর্ম্মদার বালুরাশি তাতিয়া সুবর্ণ-কণার মত ঝিক্ মিক্ করিতেছিল।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী উভয়েই উপবাসী। কয়েক দিন ধরিয়া ইঁহাদের উপবাস চলিতেছে। প্রতিদিন ভিক্ষা মিলে না। যাহা যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া যায়, লক্ষ্মীজনার্দ্দনের ভোগে লাগাইয়া প্রসাদ পাইতে বেলা বহিয়া যায়। অপরাহ্ণে শাকান্ন খাওয়া, তাহাও প্রায় দিন জোটে না। অতিথি আসিলে গৃহিণীর অংশ তাঁহাকেই দিতে হয়। লক্ষ্মীজনার্দ্দনের সেবা আছে বলিয়াও বটে, ধনিগৃহে অতিথির সেবা মেলা দুষ্কর বলিয়াও বটে, এই দরিদ্রের কুটীরে প্রায়ই অতিথির শুভাগমন হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আজ দোলপূর্ণিমা। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ঠাকুরের 'শিঙার' করিতে ব্যস্ত। ব্রাহ্মণী বকুলফুলের মালা গাঁথিতেছেন। ব্রাহ্মণ ফুল-পাতা দিয়া দোলা সাজাইতেছেন। মাঝে মাঝে ব্রাহ্মণের চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া উঠিতেছে ; মনে হইতেছে, আজ লক্ষ্মীজনার্দ্দনের দোলযাত্রার মত কোন উপকরণই সংগ্রহ করিতে পারি নাই! দরিদ্র নিরন্নের গৃহ কি তোমার এত ভাল লাগে, ঠাকুর ?

'হরেকৃষ্ণ'

প্রাঙ্গণে ভিখারী আসিয়া 'হরেকৃষ্ণ' বলিয়া ভিক্ষা চাহিল। ব্রাহ্মণীর হস্ত হইতে মালা খসিয়া পড়িল ; ব্রাহ্মণ উঠিতে গিয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন। অতিথির সেই 'হরেকৃষ্ণ' বুলির মধ্যে শত সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তাঁহার অঙ্গগন্ধে কুটীর ভরিয়া গেল। মধ্যাহ্নের খর-রবির কিরণ যেন নিবিয়া গেল, আর সেই অন্ধকারে শত শত চাঁদের শীতল স্মিত কিরণ নিখিল-কুসুমের সুবাসে অবগাহন করিয়া যেন বিশ্বসংসার স্নিগ্ধ করিয়া দিল।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন! আবার ধ্বনি উঠিল—

'হরেকৃষ্ণ'

এ কি সঙ্গীত ? সঙ্গীত ত শুধু কাণে বাজে ; এ সঙ্গীত যে প্রাণে গিয়া ঝঙ্কার তোলে। উভয়ে গিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণী চরণস্পর্শ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন, ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, লক্ষ্মীজনার্দ্দনের প্রসাদ পাব।

ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রভু, আমরা বড় গরীব। তোমার সেবা কর্‌বার সামর্থ্য যে নেই।

প্রভু হাসিলেন ; সে হাসিতে যেন কত করুণা মাখানো। বলিলেন,

তোমরাও ত প্রসাদ পাবে, তারই কিছু আমায় দেবে না ?

হায় প্রভু, আমরা যে আজ উপবাসী আছি। শুধু দুটি আতপ চাউলের অর্ঘ্য দিয়ে ঠাকুর-পূজা করেছি।

উপবাস কেন ?

আজ যে ফাল্গুনী পূর্ণিমা।

সন্ন্যাসী কহিলেন, আজ আমার প্রাণের ঠাকুরের দোল—

দুটি কমলদলের মত আয়ত নয়নে ফোয়ারার মত অশ্রু ছুটিল। অশ্রুবেগ একটু কমিলে প্রভু কহিলেন,

এমন আনন্দের দিনে এই ক্ষীণ শরীরে উপবাস কর্‌বে কেন, ঠাকুর ?

আজ যে আমার প্রভুর জন্মতিথি। আমার প্রেমের ঠাকুর এই ফাল্গুনী পূর্ণিমায় জন্মেছিলেন। তুমি জান না, সন্ন্যাসী ?

সন্ন্যাসীর দেহ পুলকে কদম্বের মত শিহরিয়া উঠিল ; হাসিয়া বলিলেন,

তবে আমারও উপবাস।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,

সে কি হয়, ঠাকুর ? অতিথি ঘরে উপবাসী থাক্‌বেন—সে কি হয় ?—আজ আমার ধর্ম্মকর্ম্ম সব গেল—

সন্ন্যাসী ব্যথিত হইলেন। তিনি বলিলেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তুমি ভেব না বিপ্র। নারায়ণ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। আমি নর্ম্মদায় স্নানে চললাম। তোমরা উপবাসী থাকলে আমিও উপবাসী থাকব।

সন্ন্যাসী তাঁহার কন্থা তুলসীমঞ্চের নিকটে রক্ষা করিয়া স্নান করিতে গেলেন।

৫

ব্রাহ্মণি, কি দেখলে?

এই ত সেই—

কিন্তু—

'কিন্তু' নেই

এ যে সন্ন্যাসী—

কিন্তু গায়ে পদ্মগন্ধ, দেখেছ?

হাঁ, কিন্তু চাঁচর চিকুর কই? এ যে জটাজাল—

তবু কিশোর মূর্ত্তি, দেখেছ?

কিন্তু জয়ধ্বনি উঠল না ত!

শত বীণাবেণু বেজে উঠল যে, শোন নি?

ভিক্ষায় যাই তবে? কিন্তু এখন কি কিছু পাব?

তবে উপায়?

আঙ্গিনার বাহিরে পথে দাঁড়াইয়া কে ডাকিল,

ঠাকুর ম'শায় বাড়ী আছেন?

ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কৃষ্ণনগরের শ্রেষ্ঠী রত্নাকর।

রত্নাকর আঙ্গিনায় আসিলেন, বলিলেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লক্ষ্মীজনার্দ্দনের ভোগ এনেছি, ঠাকুর, গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ করুন।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী উভয়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। রত্নাকরের ভৃত্য উপকরণ-সম্ভার দাওয়ায় রক্ষা করিল।

শ্রেষ্ঠী বলিলেন,

স্বপ্নে ঠাকুর আদেশ করেছেন, তাঁর পায়স-ভোগ দিতে হবে। তাই সব নিয়ে এলাম। ভোগের আয়োজন করুন—

ঠাকুর আদেশ করেছেন, আমার ঠাকুর আদেশ করেছেন!—ব্রাহ্মণ গদ্গদকণ্ঠে এই কথা বলিয়া অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

শেঠজি, আমার ঘরে আজ অতিথি এসেছেন; তিনি পায়স রেধে জনার্দ্দনকে দেবেন।—

বলিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী স্নান করিয়া আসিলেন। শ্রেষ্ঠীর স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি পায়স রাধিতে প্রস্তুত হইলেন। বলিলেন,

আমি ধন্য হ'লাম। নারায়ণ আমার হাতে ভোগ গ্রহণ কর্‌বেন—

শ্রেষ্ঠী তাঁহার মুখের দিকে অনিমিখ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিলেন,

কি দেখ্‌ছ, শেঠজি?

দেখ্‌ছি?—দেখ্‌ছি তোমার মুখখানি—

সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,

কি দেখ্‌ছ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেখ্‌ছি শ্যামলসুন্দর তোমার তনু, দেখ্‌ছি ময়ূরপুচ্ছ তোমার মোহন চূড়ায়, দেখ্‌ছি গৌরবর্ণে ঢাকা তোমার অপরূপ রূপ—

ব্রাহ্মণ উচ্চ স্বরে বলিলেন,

ধন্য, ধন্য তুমি, শেঠজি !

সন্ন্যাসী বলিলেন,

আমি সামান্য সন্ন্যাসী। তুমি এ সব কি বল্‌ছ, শেঠজি ? আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

শ্রেষ্ঠী বলিলেন,

ঠাকুর, বৃথা এ ছলনা। তুমিই ত আমায় স্বপ্নে আদেশ করেছিলে পায়স-ভোগ দেবার জন্য—

সন্ন্যাসী তখনও মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। বলিলেন,

আবার দেখা হবে।—এখন তোমার ভোগ রাধ্‌তে যাই, কেমন ?

শ্রেষ্ঠী ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন। মনে করিলেন, ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। এমন লুকোচুরি চলিবে না। প্রভুর গমনপথে ঘাতি দিয়া থাকিব, আর ঘরে ফিরিতেছি না। চাকরকে বিদায় দিয়া প্রভুর প্রতীক্ষায় তিনি পথের ধারে সারা দিনমান কাটাইয়া দিলেন।

৬

পায়স প্রস্তুত হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন,

বিপ্র, এইবার ভোগ নিবেদন ক'র্‌ব। প্রসাদ পাবেন, আসুন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রভু, আজ। আমরা উপবাসী। আমাদের ব্রত-ভঙ্গ ক'র্তে বল্‌বেন না।

সন্ন্যাসী বলিলেন,

তবে আপনাদের ইষ্টদেবকে ভোগ নিবেদন ক'রে দিন। নহিলে আমি ত প্রসাদ পেতে পার্‌ব না—

তাহাই হউক, বলিয়া বিপ্র তুলসী ও পবিত্রোদক লইয়া আসনে গিয়া আচমন করিতে বসিলেন। ব্রাহ্মণীও তাঁহার পার্শ্বে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিলেন।

কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,

নাঃ, হ'ল না। আজ নারায়ণের কৃপা হ'ল না।

আবার আচমন করিলেন। এবারও চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন ব্রাহ্মণ অনুচ্চস্বরে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন,

এ কি হ'ল? ঠাকুর যে হৃদয়ে এলেন না। এ কি অ-কৃপা।

ব্রাহ্মণ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, আমায় ত কৃপা করেছেন—

কিন্তু আমার আজ একি হ'ল? যতবার চক্ষু মুদ্রিত করি, এই সন্ন্যাসীকে দেখ্‌তে পাই—

আমিও ত তাই দেখ্‌ছি।

তবে কি এই আমাদের প্রেমের ঠাকুর—

ব্রাহ্ম-ণব্রাহ্মণী যুগপৎ অতিথির দিকে ফিরিলেন। তিনি মৃদুমন্দ হাসিতেছিলেন। সে হাসিতে ভুবন পুলকের ধারায় ভাসিয়া গেল। সেই আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে কত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করুণা, কত আশার বাণী বহিয়া আনিল। দুঃখ-দারিদ্র্য-মৃত্যু-শোক মুছিয়া দিয়া সেই চিরসুন্দর মুখখানি যেন প্রাণের পটে অমৃতের তুলি বুলাইয়া দিল।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পড়িয়া গেলেন। *

---

* গোবিন্দদাসের করচায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণাপথ-ভ্রমণের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গাড়ীর আড়ি

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্‌টোবর মাসে মালদহ জেলার চাঁচল রাজবাড়ীতে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। চারুচন্দ্র ১৮৯৯ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. পাস করেন। বি. এ. পড়িবার সময়ই তিনি প্রথম রচনা করিতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি ভারতী, প্রদীপ, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছেন। তিনি কিছুদিন প্রবাসী ও মডার্ন্‌ রিভিউ পত্রের সহকারী সম্পাদকের কর্ম্ম করেন। ১৯২০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার ছয় বৎসর পরিশ্রমের ফল 'চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তিনি বাঙ্গালাভাষার উপাধ্যায়পদ প্রাপ্ত হন। তিনি প্রায় পঞ্চাশখানি পুস্তক সম্পাদন বা রচনা করিয়াছেন। 'গাড়ীর আড়ি' গল্পটি মরিস্‌ লেভ্‌ল্‌ নামক ফরাসী ঔপন্যাসিকের গল্প অবলম্বনে লিখিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার পুরস্কার-স্বরূপ ১৯২৮ সালে তাঁহাকে সম্মানজনিত এম. এ. উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।]

সে অনেক দিনের কথা। আমি ট্রেনে চ'ড়ে কর্ম্মস্থান কল্‌কাতা থেকে বাড়ী যাচ্ছিলাম। গাড়ীর কাম্‌রা লোকে ভর্ত্তি। পূজার প্রাক্কাল। গাড়ী শ্রীরামপুর ষ্টেসন ছেড়ে ছুটে চল্‌ল কত মাঠ-ঘাট পেরিয়ে, কত ষ্টেসন ডিঙিয়ে গাড়ী শেওড়াফুলি ষ্টেসনে না থেমেই ছুটে চল্‌ল। গাড়ীতে এক জন যাত্রী অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে, মুখ শুকিয়ে, সকলের মুখের দিকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাকিয়ে হতাশ স্বরে বল্‌লে—গাড়ী শেওড়াফুলিতে ধর্‌ল না? আমি তো বরাবর এই গাড়ীতে আসি, শেওড়াফুলিতে নামি; আজ ধর্‌ল না কেন?

আমি বল্‌লাম—কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেন নি, আজ থেকে গাড়ীর টাইমিং আর ষ্টপেজ্‌ বদ্‌লে গেছে?……হাবড়া থেকে শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর ছেড়ে একেবারে ব্যাণ্ডেল, আর ব্যাণ্ডেল ছেড়ে বর্দ্ধমানে গিয়ে থাম্‌বে। এ গাড়ীটা প্যাসেঞ্জার হ'লেও এক্সপ্রেসের মতন হয়েছে।……

সে ভদ্রলোক নাম্‌বে ব'লে উঠে দরজার কাছে গিয়েছিল; আমার কথা শুনে হতাশ হয়ে ব'সে পড়্‌ল আর কাতর স্বরে বল্‌লে—আমাকে ব্যাণ্ডেল পর্য্যন্ত উজিয়ে যেতে হবে, আবার ফিরে ভাটিয়ে আস্‌তে হবে! ব্যাণ্ডেলে থাম্‌বে তো, না একেবারে বর্দ্ধমান না আসানসোল গিয়ে দম নেবে?

আমি তাকে আশ্বাস দেবার জন্য হেসে বল্‌লাম—না, ভয় নেই আপনার, ব্যাণ্ডেলে থাম্‌বে।

গাড়ীর এক কোণে এক জন অতিবৃদ্ধ শীর্ণকায় বিদেশী মুসলমান ব'সে ছিল; সে ক্ষীণ ম্লান হাসি হেসে ভাঙা ভাঙা বাঙ্‌লায় বল্‌লে—গাড়ী থাম্‌তেও পারে, না থাম্‌তেও পারে। আপনি বল্‌ছেন—ব্যাণ্ডেলে থাম্‌বে, ভয় নেই। কিন্তু ভরসাই বা কি? একবার তো একখানা গাড়ী আড়াই শো মাইলের মধ্যে একবারও থামে নি।

সকল যাত্রীর নজর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে ধাবিত হ'ল। আমি দেখ্‌লাম, তার চুল দাড়ি সব শাদা, বকের পালকের মতন ধব্‌ধবে আর ফুর্‌ফুরে; তার দেহ দুর্ব্বল, মনে হ'ল, তার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অঙ্গ যেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে। তার বয়স ষাটও হ'তে পারে আর আশী-নব্বইও হ'তে পারে।

এক জন যাত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলে—সে গাড়ী বুঝি স্পেশ্যাল ছিল?

বৃদ্ধ কম্পিত ক্ষীণ স্বরে বললে—না, যাত্রিগাড়ীই ছিল। সেই গাড়ীর সেকেণ্ড এঞ্জিন-ড্রাইভার ছিলাম আমি। আমার উপরওয়ালা হেড ড্রাইভার ছিল টার্নার সাহেব। আমরা এক শো মাইলের মধ্যে গাড়ী থামাতে পারি নি, ····গাড়ী আপনি যদি না থামত, তা হ'লে হয় তো গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ডুবে যেত কিংবা কোন কিছুতে ধাক্কা লেগে উল্টে পড়্‌ত, আর শত শত লোক মারা পড়্‌ত······

সকল যাত্রী কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে ঘুরে বস্‌ল আর উৎসুক স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—সে কি ব্যাপার হয়েছিল, মিঞাসাহেব? আপনি মেহেরবানি ক'রে বলুন, আমরা শুনি······গাড়ী তো এখন শীগ্‌গির থাম্‌ছে না।

বৃদ্ধ তার শীর্ণ মুখে আবার ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—কখনো থাম্‌বে কি না, তাই বা কে বলতে পারে?······সে অনেক কাল আগের কথা। পঞ্চাশ বছর হবে। তখন এত সব নতুন নতুন রেল-লাইন হয় নি; তখন ছিল লুপ লাইন আর কর্ড লাইন। আমি ছিলাম লুপ লাইনের ট্রেনের সেকেণ্ড ড্রাইভার। ট্রেন সাহেবগঞ্জ থেকে ছেড়েছে; গার্ড আর ড্রাইভার বদল হয়েছে; এবার ট্রেনের চার্জে আছি টার্নার সাহেব আর আমি। সেও এমনি সময়ে হবে······বর্ষার শেষ দিক্‌টায়। গাড়ী একে লুপ লাইনের, তায় মিক্সড্ প্যাসেঞ্জার, ঢিমা তালে ধিকিয়ে ধিকিয়ে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চলেছে, ছুটে চল্‌বার তার জো নেই, পদে পদে তাকে থাম্‌তে হবে। সমস্ত দিনটা গুমোট গরম হয়েছিল ; তার উপর এঞ্জিনের গরমে আমাদের দম যেন আট্‌কে যাচ্ছিল। বিকাল বেলাটায় সমস্ত আস্‌মানটা যেন থম্‌থম্‌ করতে লাগ্‌ল, মনে হ'ল ঝড় উঠ্‌বে। সন্ধ্যা হ'ল ; রাত্রি হ'তে চল্‌ল।

ইলেক্‌ট্রিক লাইটের সুইচ তুলে দিলেই যেমন নিমেষমধ্যে সমস্ত অন্ধকারে ঢেকে যায়, তেমনি হঠাৎ আকাশটা ঘোলাটে অন্ধকার হয়ে উঠ্‌ল, আকাশে একটা তারাও রইল না, চাঁদের চিহ্নও থাক্‌ল না। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চম্‌কে আকাশখানার এপার থেকে ওপার ছিঁড়ে ফেল্‌তে লাগ্‌ল, আর তার পরেই কালীগোলা অন্ধকার ঘন হয়ে চারিদিক্‌ ঘিরে ফেল্‌ছিল।

আমি সাহেবকে বল্‌লাম—খুব পানি বর্ষাবে।

সাহেব বল্‌লে—ঢের আগেই পানি বর্ষানো উচিত ছিল, যে গরম! কিন্তু একে অন্ধকার, তার উপর বৃষ্টি হ'লে চোখে আর কিছু শুঝ্‌বে না……তোমাকে চোখের পাতা চেড়ে সিগ্‌ন্যালের সন্ধান কর্‌তে হবে।

আমি বল্‌লাম—কুছ পরোয়া নেই, আমার চোখের জলুষ বিল্লির মতন চোখা আছে, আঁধারেও সিগ্‌ন্যাল মালুম হবে।

কথা বল্‌তে বল্‌তে বৃষ্টি এল…মুষল-ধারে, মনে হ'ল যেন এক-আকাশ জল হঠাৎ আকাশ উল্টে চ'ল্‌কে পড়্‌ছে! সঙ্গে সঙ্গে সে কি বিষম মেঘের ডাক!

ট্রেন ছুটে চলেছে…ঝড়ের দিকে…বৃষ্টির ব্যূহের মধ্যে…ঝড়-বৃষ্টিকে ধর্‌বার জন্যই যেন ট্রেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে! চারিদিকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কালীগোলা ঘন অন্ধকার ; কালীর সমুদ্রের মধ্যে ঝড়বৃষ্টি প্রবল বেগে ঘূর্ণীপাক খেয়ে মাতামাতি কর্ছে ; আর তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে ছুটেছে পাগল বেগে প্রকাণ্ড অজগর সাপের মতন সেই ট্রেনখানা। আমাদের মনটা ভয়-ভয় কর্তে লাগ্ল, গাটা ছম্ছম্ কর্তে লাগ্ল!

বজ্রাঘাতের শব্দে ডুবে গেল ট্রেন ছোটার উৎকট শব্দ, এঞ্জিনের নিশ্বাস ছাড়ার ফোঁস্ফোঁসানি!

এঞ্জিনের বয়লারের নীচের ফার্নেসের দরজা খুলে দিলাম, যদি গন্গনে আগুনের আলোয় জমাট অন্ধকার একটুখানি পাত্লা হয়। দেখ্লাম যে এঞ্জিনের চোঙ্ দিয়ে হুড়হুড় ক'রে জল গড়িয়ে এসে আগুন নিবিয়ে দেবার জোগাড় করেছে। নতুন কয়লা কোদালে ক'রে ক'রে আগুনের উপর চাপিয়ে দিলাম। কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে চোঙের মুখে ছুট্ল ; বৃষ্টির জলস্রোত চায় চোঙের মধ্যে ঢুক্তে আর ধোঁয়া চায় চোঙ্ ছেড়ে বেরুতে ; জলে ধোঁয়ায় ঠেলাঠেলি লেগে গেল ; কালো ধোঁয়ায় মেঘ্লা রাতের অন্ধকার আরো ঘন হয়ে উঠ্ল।

অন্ধ উন্মত্ত অজগরের মতন ট্রেন ছুটে চলেছে।

আমাদের অস্তিত্বটাই অনুভব কর্বার জন্য আমি এঞ্জিনের বাঁশী বাজাবার চেন ধ'রে টান মার্লাম। এঞ্জিনের বাঁশী তীক্ষ্ণ চীৎকারে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্বার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে যেন চার-পাঁচটা বজ্রাঘাতের শব্দ হ'ল এঞ্জিনের ডাইনে বাঁয়ে! রেল-লাইনের ধারেই একটা শাল গাছের মাথায় বাজ পড়েছে... গাছটা আকাশ-জোড়া অন্ধকারকে দাঁত ভেঙিয়ে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্ল! একটা বাজ তীরের মুখের রূপার ফলার মতন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ছুটে এসে ট্রেনের পাশে মাটিতে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে মাটিতে গেঁথে গেল।

আমিও চোখ বুজে মুখ থুব্‌ড়ে এঞ্জিনের অল্পপরিসর মেঝের উপর প'ড়ে গেলাম।

কতক্ষণ অম্‌নি তাল পাকিয়ে অসাড় নিস্পন্দ হয়ে প'ড়েছিলাম, জানি না। আর একটা বজ্রনাদে আমার চেতনা ফিরে এল! বিদ্যুতের আলোকে দেখ্‌লাম, আমি মাথা কাত্‌ ক'রে এঞ্জিনের মেঝেতে প'ড়ে আছি।

উঠ্‌তে ইচ্ছা কর্‌লাম। শরীরে চেষ্টা নেই। একটা বিরাট্‌ হাতুড়ির ঘায়ে যেন আমার শিরদাঁড়াটা থেৎলে গেছে, অঙ্গ-সঞ্চালনের শক্তি নেই, ঘাড় তোল্‌বার ক্ষমতা নেই, হাড়গুলো যেন গুড়িয়ে গেছে। অথচ কোনো অঙ্গে একটুও বেদনা-বোধ নেই!

ডাক্‌তে চাইলাম টার্নার সাহেবকে। মুখ থেকে কথা ফুট্‌ল না। সমস্ত শরীরটা আমার গায়ের জামার মতনই অচেতন, অথচ আমার চেতনা আছে! আমার অঙ্গ আমার বশ নয়, অথচ মনে ইচ্ছা আছে! এ যে কি ভয়ানক অবস্থা, তা ব'লে বোঝানো শক্ত!

কেবল চোখ দুটো ছিল খোলা। অন্ধকার আর অন্ধকার; আর সেই অন্ধকার চিরে চিরে বিদ্যুতের মাতামাতি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন ক্লান্ত হয়ে উঠ্‌ছিল; চাইলাম চোখ বুজ্‌তে। চোখের পাতা কে যেন টেনে ভ্রূর সঙ্গে এঁটে গেঁথে দিয়েছে। চোখের উপর দিয়ে কালীর আর জ্বালার স্রোত কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ব'য়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এঞ্জিনের উপর নেতিয়ে প'ড়ে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে শুধু অনুভব কর্‌ছি অনিবার অবারণ চলা। এঞ্জিন পূরা দমে ছুটে চলেছে। অসংখ্য তীরের ফলার মতন বৃষ্টির ধারা এসে আমার মুখের উপর পট্‌পট্‌ ক'রে বিঁধ্‌ছে।

চোখ খোলাই আছে; চোখের সাম্‌নে টার্নার সাহেব নেই। চোখ ফিরিয়ে যে দেখ্‌ব আশে-পাশে কোথায় কি অবস্থায় টার্নার সাহেব আছে, তারও জো নেই, ডেকে যে সাড়া নেব, তারও উপায় নেই।

মনের সমস্ত ইচ্ছা চোখের তারায় প্রয়োগ ক'রে চোখের তারা ঘুরিয়ে দেখ্‌লাম, এঞ্জিনের মধ্যে টার্নার সাহেব নেই! ভয়ে আমার অবশ শরীর যেন জল হয়ে গ'লে গেল......শুধু আমার চেতনা আছে, অথচ আমার শরীর নেই, আমি যেন আমার অশরীরী প্রেতমূর্ত্তি, আমি আমার ভূত। নিজেকেই নিজের ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল।

একটা ষ্টেসন পার হয়ে ট্রেন আবার অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল; ষ্টেসনের আলো ক্ষণিকের জন্য আমার চোখের উপর প'ড়ে পিছনে চলে গেল। আমি যেন সৃষ্টির আদিম যুগের প্রাণ-পদার্থ, গতিরথে চ'ড়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, তারা থেকে তারায় ছুটে চলেছি অন্ধকার অসীম আকাশের পথ বেয়ে। কত লক্ষ যোজন দূর থেকে সুরু হয়েছে এই যাত্রা, কত কোটি মাইল দূরে গিয়ে এর গতি স্থগিত হবে, তা কে জানে! আমি যেন উল্কা, আমি যেন ধূমকেতু, অসীমের শেষ কিনারায় ছুটে চলেছি!

বিদ্যুৎস্ফুরণ কম হয়ে এসেছে......বজ্রাঘাতে সব বিদ্যুৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ফুরিয়ে গেছে, অথবা ট্রেনটাই বজ্র-বিদ্যুতের রাজ্য ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে চলেছে। চোখের সাম্‌নে শুধু অন্ধকার, আর অন্ধকার! সমস্ত অন্ধকারটা যেন উদ্দাম দুর্দ্দম বেগে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা ষ্টেসন, আলোক-বিন্দুর মতন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতন অন্ধকারের মাঝখানে চকিতে ফুটে উঠেই তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যাচ্ছে……অন্ধকার ঘনতর হয়ে উঠ্‌ছে!

ধীরে ধীরে চেতনার মধ্যে সংজ্ঞা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। টার্ণার সাহেব এঞ্জিনে নেই……বজ্রাহত হয়ে সে এঞ্জিন থেকে প'ড়ে গেছে……বেঁচে আছে কি নেই, কে জানে?……আমাকেও বজ্রাঘাতে পেড়ে ফেলেছে……প্রাণ যায় নি……কিন্তু তার চেয়েও ভয়ানক আর শোচনীয় অবস্থায় আমি প'ড়ে আছি…… পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে।……এই এঞ্জিনের পিছনে সারি সারি শিকলের গাঁটছড়া-বাঁধা গাড়ীতে শত শত যাত্রী নিশ্চিন্ত হয়ে হয় তো ঘুমিয়ে রয়েছে, তারা স্বপ্নেও জানে না যে, তারা নিশ্চিত মৃত্যু আর বিনাশের মুখের মধ্যে ছুটে চলেছে! এতগুলি প্রাণী নির্ভর ক'রে আছে দুটি মাত্র মানুষের উপর; তারা তাদের দুস্তর পথ উত্তীর্ণ ক'রে গন্তব্য স্থানে নিরাপদে পৌছে দেবে! কিন্তু তাদের এক জন যে কোথায় উধাও হয়ে গেছে, তার ঠিকানাই জানা নেই; আর একজন অক্ষম পঙ্গু হয়ে তাদেরই সঙ্গে বিনাশের অপেক্ষা কর্‌ছে। এঞ্জিনের উননে সদ্যঃ সাত কোদাল কয়লা দিয়েছি; তার আগুন যতক্ষণ জ্বল্‌বে, ততক্ষণ জল টগ্‌বগিয়ে ফুটবে, ভাপ উঠ্‌বে, আর গাড়ীও বেগে ছুটে চল্‌বে। সেই গতিবেগ সংযত বা দমন কর্‌বার কেউ নেই। গাড়ী চল্‌তে চল্‌তে যখন আগুন নিব্‌বে, জল জুড়োবে, তখনই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গাড়ী আপনি থাম্‌বে। কিন্তু সেই থামার আগে কত ক্রোশ পথ অতিক্রম ক'রে যাবে; কত জায়গায় বাঁক ঘুর্‌বে, পুল পার হবে; বাঁকের মুখে আর পুলের উপর এই বেগে গেলে বিনাশ অনিবার্য্য। এই বিপুল বেগে পুল পেরোতে গেলে পুল ভেঙ্গে গাড়ী জলে ঝাঁপ দেবে, বাঁক ঘুর্‌তে গেলে ছিট্‌কে উল্টে প'ড়ে চূরমার হয়ে যাবে। কত ষ্টেসনে থাম্‌বার কথা, অথচ থাম্‌বে না; বোকা লোকেরা বাড়ী ছেড়ে গাড়ী চলে যায় দেখে চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে নাম্‌বে আর অপঘাতে মারা যাবে, অথবা আমার মতন পঙ্গু হয়ে থাক্‌বে!

আমার দেহ যে পরিমাণে পঙ্গু বোধ কর্‌ছিলাম, সেই পরিমাণে আমার মনের বোধ-শক্তি চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল! আমি যদি লেখা-পড়া জান্‌তাম, তা হ'লেও তখনকার মনের ভাব আমি কথায় প্রকাশ কর্‌তে পার্‌তাম না। আমি তো মূর্খ মানুষ, আপনাদের আমি কেমন ক'রে বোঝাবো বাবু সে কি দারুণ অস্বস্তি আর যন্ত্রণার অবস্থা!

অন্ধকারে লোহার রেল-লাইন চক্‌চক্‌ কর্‌ছে······কালো অন্ধকারের নীচে একজোড়া রূপালি লাইন টানা! সেই জোড়া লাইন আমার দৃষ্টির তলা দিয়ে ক্রমাগত ছিট্‌কে ছিট্‌কে ছুটে পিছিয়ে চলেছে! অভ্যাসের বশে যে গতিবেগ এর আগে অনুভব কর্‌তাম না, আজ সেই গতিবেগ সমস্ত মন ও চেতনা দিয়ে অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লাম······দেহ থাক্‌লে দেহ দিয়েও অনুভব কর্‌তাম হয় তো! গাড়ী পাগল-বেগে ছুটে চলেছে......লোহার শরীর ঝড়ের মতন! গতিবেগে লোহায়-কাঠে ঠোকাঠুকির ঝঞ্ঝনা বাজ্‌ছে, প্রলয় কালের সর্ব্বনাশের বাজ্‌নার মতন! যেন গ্রহে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রহে তারায় তারায় ঠোকাঠুকি লাগিয়ে জিব্রাইল ধ্বংসের তাল বাজাচ্ছে!

একটা ছোট ষ্টেসনের কোল দিয়ে গাড়ী ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল যেন বন্দুকের গুলি, যেন সয়তানের হাতের আস্‌মান ধন্নুকের লোহার তীর! সেই ক্ষণিকের মধ্যেই দেখ্‌তে পেলাম ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর বহু লোক জড়ো হয়েছে, কেউ লাল আলো দোলাচ্ছে, কেউ লাল নিশান নাড়্‌ছে, কেউ দুহাত উৎক্ষেপ-বিক্ষেপ ক'রে গাড়ীকে থামাতে সঙ্কেত কর্‌ছে, আর সবাই মিলে চেঁচাচ্ছে......কি বল্‌ছে কাণে পৌছাবার আগেই গাড়ী ষ্টেসন ছেড়ে ছিট্‌কে চলে চল্‌ল!

গাড়ী এক লাইন থেকে অপর লাইনে চালান্‌ হ'ল; গাড়ী একটু টল্‌ল, কতকগুলো ঘটাং ঘটাং শব্দ হ'ল, তার পরে আবার ছুট! চোখের সাম্‌নে দূরের সরু রেল-লাইন ক্রমশঃ স'রে স'রে কাছে এসে চওড়া আর দু ফাঁক হয়ে এঞ্জিনের দুপাশ দিয়ে পিছনে চলে যাচ্ছে; রেল-লাইনের পাশের শাদা পাথরের খোয়াগুলো জলের স্রোতের মতন পিছনে ছুটে চলেছে!

আবার ষ্টেসন। দূরের ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যালের গায়ে পাঁচ-সাতটা লণ্ঠনে লাল আলো জেলে বিপদ্‌ ঘোষণা কর্‌ছে; রেল-লাইনের ধারে ধারে দুপাশে লোক খাড়া থেকে লণ্ঠন আর নিশান নাড়্‌ছে, উচ্চ স্বরে চেঁচাচ্ছে! বধির লোহার এঞ্জিন নিয়তির মতন গাড়ীগুলোকে টেনে নিয়ে সব অগ্রাহ্য ক'রে ছুটে চল্‌ল। গাড়ীর জঠরে শত শত যাত্রীর যে কি দারুণ অবস্থা হয়েছে, তা মনে কর্‌তেও আমার কান্না পাচ্ছিল।

ভাগলপুর ষ্টেসন। ষ্টেসন পিছনে ফেলে গাড়ী ভাগ্‌লো।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ডিস্ট্যাণ্ট সিগ্ন্যালের কাছ থেকে রেল-লাইনের দুপাশে সার দিয়ে কুলি দাঁড়িয়ে ট্রেন থামাতে সঙ্কেত কর্‌ছিল। কিন্তু গাড়ীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। কে থামাবে এই পাগল গাড়ীকে! চল্‌তে চল্‌তে ক্লান্ত বেদম হয়ে যখন আপনি থাম্‌বে, তখনই থাম্‌বে—নইলে একে থামায় এমন সাধ্য কারও নেই!

ষ্টেসনের পর ষ্টেসন ছিট্‌কে পিছিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। যে ষ্টেসনে যে সময় গিয়ে থাম্‌বার কথা, তার অনেক আগেই ট্রেন সেই ষ্টেসন পেরিয়ে চল্‌ল।

সাম্‌নে জামালপুরের পাহাড়ের সুড়ঙ্গ...টনেল! সব পথই তো আমার চেনা। বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘ ভেদ ক'রে এক ফালি চাঁদের আধখানা বেরিয়েছে; ফিকে আলোয় গাঢ় অন্ধকার অল্প একটু ভিজে উঠেছে!

গাড়ী লোহার ঝড়ের মতন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঝাঁপিয়ে ঢুকে পড়্‌ল! ক্ষণকাল পরেই আবার মুক্ত আকাশের তলে বেরিয়ে এল। গাড়ীর গতি হ্রাস হয় না, থাম্‌বার তো নামও নেই!

এইবার গাড়ী লুপ-লাইনের সব চেয়ে বাঁকা মোচড়্‌টার কাছে এগিয়ে চলেছে! যে বেগে গাড়ী ছুটে চলেছে, এই বেগে সেই বাঁক ফির্‌তে গিয়েই গাড়ী এবার নির্ঘাত উল্টে পড়্‌বে আর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে চুরমার হয়ে যাবে!...

গাড়ী বাঁকের মাথায় গিয়ে কাত্‌ হ'ল—এই ছিট্‌কে পাটিয়ে পড়ে আর কি!...চাকার চাপে আর গতির ঘর্ষণে রেল-লাইন আর্ত্তনাদ কর্‌তে লাগ্‌ল!...কিন্তু সমস্ত গাড়ী একবার টাল খেয়ে সাম্‌লে নিলে...বাঁক পার হয়ে গাড়ী সোজা রেলে গিয়ে উঠেছে! এ কেবল আল্লার মেহেরবানি!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই বাঁকটাকেই আমার সব চেয়ে ভয় ছিল। আমি একবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

কিন্তু এই স্বস্তি আমার বেশীক্ষণ রইল না। আমার মনে হ'ল, গাড়ী যেন সোজা পথে না গিয়ে মুঙ্গেরের পথে ছুটে চলেছে। সর্ব্বনাশ! ট্রেন সোজা পথে যদি চল্‌ত, তা হ'লে প্রত্যেক ষ্টেসনের পয়েন্টস্‌-ম্যান্‌ গাড়ীখানাকে এমন লাইনে চালান ক'রে ক'রে দিতে পার্‌ত যে লাইন অনেক অনেক দূরে চ'লে গেছে, আর তা হ'লে এঞ্জিনের আগুন নিবে গাড়ী কোথাও না কোথাও আপনি থেমে যাবার সম্ভাবনা থাকৃত। কিন্তু গাড়ী যদি মুঙ্গেরে যায় আর সেখানে গিয়ে বা তার আগে না থামে, তা হ'লে তো সমস্ত গাড়ী গিয়ে গঙ্গার জলে ঝাঁপ দেবে! কষ্টহারিণী-ঘাটে সকলকার কষ্ট হরণ কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌বে! গাড়ী যদি মেল লাইন দিয়েই চল্‌ত, তা হ'লেও মোকামা ঘাটে গিয়ে গঙ্গালাভ হ'ত; কিন্তু তার সম্ভাবনা ছিল সুদূরে, তার আগেই গাড়ী হয় তো স্থগিত হ'তে পার্‌ত। কিন্তু এ যে নিশ্চিত ধ্বংস মাথায় ক'রে অন্ধ আবেগে পাগলের মতন আত্মহত্যা কর্‌তে ছুটেছে, সঙ্গে সঙ্গে নর-নারী-শিশু-পশুহত্যাও যে কত হবে তার লেখাজোখা থাকৃবে না!

আমি যে তখন কেন পাগল হয়ে যাই নি, এখন কেবল তাই ভাবি। সাম্‌নে সুনিশ্চিত বিনাশ, আমি একটু উঠে এঞ্জিন চালাবার লেভার-হাতলটা টেনে দিলেই ট্রেন থেমে যায়, অথচ সে শক্তি আমার নেই, আর এক-গাড়ী বোঝাই লোক নিয়ে ট্রেন ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল ছুটে চলেছে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌তে!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমি নিজেকে ডেকে বল্‌লাম—ওরে সলিম্‌-উল্লা, তোর জন্যে যে এতগুলো প্রাণী মর্‌তে চলেছে! এই ধ্বংস তুই রোধ কর্‌তে পারিস্‌ যদি একটু উঁচু হয়ে দু ফুট তফাতের ঐ হাতলটা ধ'রে তার পর ম'রে গিয়েও ঝুলে পড়্‌তে পার্‌তিস্‌, তা হ'লে তোর মরা দেহের ভারেই যে গাড়ী থেমে যেতে পার্‌ত, তোকে আর কোন চেষ্টাই কর্‌তে হ'ত না। কিন্তু তোর কি এইটুকু নড়বার শক্তিও নেই? যদি না নড়তে পারিস্‌, ওরে হতভাগা, তবে তুই এইখানে প'ড়ে প'ড়ে দেখ্‌বি, তোর চোখের সাম্‌নে গঙ্গার জল দেশের কত পরিবারের চোখের জলের নদী হয়ে তোকে সুদ্ধ সমস্ত গাড়ী গ্রাস কর্‌বার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে গঙ্গার জলধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে, লক্ষ লক্ষ ঢেউ তোর চোখের উপর নাচ্‌বে, তার পরেই ব্যস্‌ সব খতম্‌!...মরণের চেয়েও এ যে ভয়ানক, যাতে মৃত্যু সেই জিনিষটা মেরে ফেল্‌তে এগিয়ে আস্‌ছে, চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারই গ্রাসে লাফিয়ে গিয়ে পড়া, পালিয়ে বাঁচ্‌বার চেষ্টাটুকু পর্য্যন্ত কর্‌বার শক্তি নেই!

আমি চোখ বুজ্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম। চোখের পাতা অনড়। যা দেখ্‌তে চাই না, চোখ মেলে তারই দিকে প'ড়ে থাক্‌তে হ'ল। প্রাণপণ ইচ্ছায় চীৎকার কর্‌তে চাইলাম—'রক্ষা কর, রক্ষা কর, গাড়ী থামাও!' কণ্ঠে স্বর নেই, জিব নড়ে না। আর চেঁচাতে পার্‌লেই বা কে শুন্‌ত? শুন্‌তে পেলেই বা কে কেমন ক'রে গাড়ী থামাত? যিনি শুন্‌তে পেতেন আর গাড়ী থামাতে পার্‌তেন, সেই খোদা-তা'লা তো আমার মনের কথাও জান্‌তে পার্‌ছিলেন, কিন্তু তাঁর মর্জ্জি যে ছিল অন্য রকম।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমার সর্ব্বাঙ্গ তো ম'রে গেছে, যদি মাথার মগজটাও ম'রে যেত, তা হ'লে এত সব ভাবনার বালাই থাক্‌ত না। মগজ আছে বেঁচে, আর তার সঙ্গে ভয়ানক জীবন্ত হয়ে আছে এক জোড়া চোখ! চোখের যেন দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে...অন্ধকারেও সব দেখ্‌তে পাচ্ছে। জীবন্ত হয়ে আছে দুটো কাণ, ট্রেনের গর্জ্জন আর ঝঞ্ঝনার ভিতর দিয়েও শুন্‌তে পাচ্ছে গঙ্গার জলস্রোতের কলধ্বনি। আর জীবন্ত হয়ে আছে অসহায় অথচ উন্মত্ত ইচ্ছা, যা ক্রমাগত আমাকে হুকুম কর্‌ছে, যেমন ক'রে হুকুম করে যুদ্ধে পরাজিত ছত্রভঙ্গ সেনাকে তার সেনাপতি আবার ব্যূহবদ্ধ হয়ে লড়াই ক'রে মর্‌বার জন্যে!

গঙ্গা! হিন্দুরা যাকে বলে পতিতপাবনী!...পাঁচ শো গজ দূরে...তিন শো গজ...এক শো গজ...এইবার ব্যস্‌...খতম্‌!

গাড়ী জলের তলেও কি চলেছে? কিন্তু গতি মন্দ, চাকার শব্দ থেমে এসেছে, জলের মধ্যে তো আর লোহার রেল নেই যে ঘষাঘষি ঠোকাঠুকিতে শব্দ হবে?

গাড়ী যেন থাম্‌ল! অমনি অন্ধকার রাত্রি-ঢাকা আকাশ অনেক লোকের কলরবে ভ'রে উঠ্‌ল। এ কি মরণোন্মুখ যাত্রীদের আর্ত্তনাদ?

আমি আর কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম না, আমার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল...কেবল খোলা চোখের ঠিক উপরে দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম মেঘমুক্ত একটা তারা মিট্‌মিট্‌ কর্‌ছে, মূর্চ্ছাহত আকাশের স্তগিতপ্রায় হৃৎপিণ্ডের মতন! দেখে আমার ভারি হাসি এল...

যখন জ্ঞান হ'ল, তখন আমি হাসপাতালে। শুনলাম, গাড়ী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মুঙ্গেরের গঙ্গায় ডুবে যায় নি, মুঙ্গেরের পথে যায়ই নি ··মেন লাইন দিয়েই চল্‌তে চল্‌তে কিউল ষ্টেসনের পরে মাঠের মাঝখানে আপনি থেমে গিয়েছিল·· যাকে গঙ্গা ব'লে ভ্রম ক'রে ভয়ে-ভাবনায় আমি মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিলাম, সেটা রেল-লাইনের ধারে জমা বৃষ্টির জল।···দু চার জন লোক যারা চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমেছিল তারা ছাড়া আর কেউ জখম হয় নি···সকল যাত্রীকে রেল-কোম্পানী বিনা ভাড়াতে আবার তাদের নিজের নিজের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছিল······

সলিম্‌-উল্লা এই পর্য্যন্ত ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে থাম্‌ল।

এক জন যাত্রী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—যাত্রীরা গাড়ীর ডেঞ্জার-সিগ্‌ন্যালের চেন ধ'রে টান মার্‌লেই তো গাড়ী আপনি থেমে যেত? অত লোকের মধ্যে এ বুদ্ধিটা এক জনের ঘটেও জোগাল না?

সলিম্‌-উল্লা বল্‌লে—তখন এ সব চেন-টেন ভ্যাকুয়াম ব্রেক্‌ এ দেশে হয় নি।

আর এক জন যাত্রী বল্‌লে—কোনো লোক তো গাড়ীর পা-দান ব'য়ে ব'য়ে এঞ্জিনে এসে দেখ্‌তে পার্‌ত ব্যাপার কি?

সলিম্‌-উল্লা ঈষৎ হেসে বল্‌লে—কিন্তু কেউ তো আসে নি।

যে লোকটির শেওড়াফুলি ষ্টেসনে নাম্‌বার কথা ছিল, কিন্তু নামা হয় নি, সে বল্‌লে—আগাগোড়া গাঁজা!

আমি লোকটিকে বল্‌লাম—ব্যাণ্ডেলও যে ছেড়ে দিলে মশায়, আপনি নাম্‌লেন না?

সেই লোকটি বিরক্ত হয়ে বল্‌লে—গাঁজার নেশায় নাম্‌বার কথা স্রেফ ভুলেই গিয়েছিলুম। এর পরে গাড়ী কোথায় থাম্‌বে?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সলিম্-উল্লা হেসে বল্‌লে—বর্দ্ধমানে! অথবা যেখানে এঞ্জিনের নিজের মর্জ্জি হবে!

গাড়ীর সকল প্যাসেঞ্জারের মনের মধ্যে ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল। এই অলক্ষুণে লোকটা বলে কি?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কবি ফের্দৌসীর প্রতিভা

মোহম্মদ বর্কতুল্লাহ্

[মোহম্মদ বর্কতুল্লাহ্ পাবনা জেলায় ঘোড়শাল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এম্. এ. ও বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহার প্রণীত 'পারস্যপ্রতিভা' নামক পুস্তক হইতে বর্ত্তমান সন্দর্ভটি গৃহীত হইয়াছে।]

"(Shahnama) a glorious monument of Eastern genius and learning which, if ever it should be generally understood in its original language, will contest the merit of invention with Homer himself."

—*Sir William Jones.*

১

এখনকার যুগে যেমন ঘরে ঘরে কবির জন্ম হয়, পূর্ব্বে এমন ছিল না। শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিয়া সুললিত বাক্য রচনা করিতে পারিলেই যে কবি হওয়া যায় না, এ কথা অনেকবার আলোচিত হইয়াছে। এখনকার যুগে যেমন মাসিকপত্রের বাহুল্য ও প্রেসের সুবিধা রহিয়াছে, পূর্ব্বকালের কবিদের পক্ষে এই দুইটি উপকরণ ছিল না। তাই সে কালে রামা-শ্যামার মত লোকে কবিতা লিখিতে যাইত না। যাঁহারা লিখিতেন অর্থাৎ যাঁহাদের লিখিবার শক্তি ছিল তাঁহারা যে যশের প্রত্যাশায় দিন রাত্রি বসিয়া বসিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কবিতা লিখিতেন, তাহা নহে। যথার্থ কবিতা কখনই চেষ্টাপ্রসূত নহে। কবির মন, কবির দেখিবার শক্তি, কবির চিন্তা সাধারণ লোক হইতে অনেক ভিন্ন। সাধারণ মানুষ যাহা দেখে, যাহা ভাবে সেইগুলিই কবির চক্ষে নূতন করিয়া দেখা দেয়, কবির প্রাণে নূতন ভাবে ফুটিয়া উঠে। বাস্তব জগতে নিহিত সত্যগুলি কবির হৃদয়-বীণায় নূতন ভাবে ঝঙ্কার দেয়, সে ঝঙ্কারে কবি আত্মহারা হইয়া গাছের শ্যাম পত্র, পর্ব্বতের বিরাট্ রূপ, নদীর অবোধ্য ভাষা, এই সকলে কি যেন খুঁজিয়া বেড়ায়। এই সকল লইয়াই কবির প্রথম লেখা, প্রথম ঝঙ্কার বিকাশ লাভ করে। তারপর যখন দেখে, এই বাস্তব জগতের ভিতর আরও একটা সূক্ষ্ম জগৎ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে, তখন সে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এই যে একটা সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্ব, এইটিকে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখা, স্পষ্ট করিয়া হৃদয়ে অনুভব করা এইটি কবির জীবনের চরম লক্ষ্য। কবি যখন সাধনার বলে এই লক্ষ্যে উপনীত হয়, তখনই সে প্রকৃত কবি; তখন তাহার বীণার ঝঙ্কার শুধু কাণের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসে না; পরন্তু মর্ম্মের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলে। এই সময়ের যে কাব্য, তাহা অবিনশ্বর। তাহা যুগ যুগান্তরের ভিতর দিয়া মানবের মনোরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আমরা লিখিত গ্রন্থে যে কাব্য পাঠ করি, তাহা এই কবির মানস রাজ্যের মহাকাব্যের ছায়া বা কঙ্কাল মাত্র। ভাষার মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়া এই কঙ্কালগুলিই কবির ভাব-প্রতিমার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে। সে ভাব কি প্রকারের, তাহার গভীরতা কত, কিরূপে তাহার বিকাশ হইল, প্রকৃতির

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নীরব সঙ্কেতে কিরূপে কবির হৃদয় তাহার দিকে ধাবিত হইল ও সৌন্দর্য্যদেবতার কোন্ অঙ্গুলি-স্পর্শে কবির হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছিল, এই সকল জানিবার জন্য মানবের যে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা, কবি-লিখিত কাব্যে তাহার অনেকটা নিবারণ হয় এবং কবির জীবনে এইগুলিই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

পারস্যের তুস নগরে যে কবির জন্ম হয়, ইনি প্রাচীন যুগের একজন মহাকবি। প্রাচীন অর্থে বাল্মীকি, হোমারের মত প্রাচীন না হইলেও আজ নয় শত বৎসর হইল তাঁহার বীণার ধ্বনি নীরবতা লাভ করিয়াছে। ইনিই শাহ্‌নামার রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ ফের্দ্দৌসী।* ফের্দ্দৌসীর প্রকৃত নাম মোহম্মদ আবুল কাসেম। ইঁহার পিতা মোহম্মদ ইসহাক এবনে শরফ শাহ্ তুস নগরের রাজকীয় উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কবি যৌবনে এই উদ্যান-পার্শ্বস্থিত নদীতীরে বসিয়া কাব্য লিখিতেন। শান্তিময় জীবনের দিনগুলি সুখের হিল্লোলে বহিয়া যাইত। নদীর কলনাদ তাঁহার কাণের কাছে অপূর্ব্ব সঙ্গীত গাহিয়া যাইত; সৈকত-বিহারী সমীরণ তাহার আকুল নিঃশ্বাস বহিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া যাইত। মৌন-সন্ধ্যায় কবি প্রকৃতির সে সৌন্দর্য্যের পীযূষধারা পান করিয়া মাতৃ-ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় ঘুমাইয়া পড়িতেন। প্রকৃতির সে সৌন্দর্য্য কি, আমরা তাহা বুঝি না। আমরা বুঝি পারস্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও মরুভূমি আর দুই-একটি খেজুর গাছ ব্যতীত আর কিছুই নাই। মাঝে মাঝে যে দুই-একটি সমতল ভূমি আছে তাহা বঙ্গের

* জন্ম ৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ১০২০।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ন্যায় এমন সুজলা সুফলা নহে; অথবা স্কট্‌লণ্ডের মত হ্রদবহুল ও শুভ্র তুষারমণ্ডিত গিরিকিরীটিনী নহে। থাকিবার মধ্যে আছে পারস্যের সেই চির-বিখ্যাত ফলফুলে-ভরা উদ্যানশ্রেণী, যবশীর্ষ-শোভিত প্রান্তর আর স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী। কিন্তু কবির প্রাণে সে দৃশ্য কি মহাসৌন্দর্য্যের অবতারণা করিত, তাহা কবিই জানিতেন। তাই আজ রবীন্দ্রনাথের কথাটি মনে পড়ে—

হেলা খেলা সারাবেলা,—
সকল খেলা আপন মনে।

কিন্তু দিন কাহারও সমান যায় না। কবির সুখের দিন ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। তাঁহার পরিবার তুসের গবর্নরের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইল। অত্যাচার ও অবিচারে কবি মর্ম্মে মর্ম্মে বড় ব্যথিত হইলেন। দেশের লোক তাঁহার দুঃখ দেখিল না। যাহারা দেখিল, তাহারা বুঝিল না; আবার যাহারা বুঝিল, তাহারাও তাঁহার সমবেদনায় একটা করুণার কথা মুখে আনিল না। দুর্দ্দিনে সকলের দশাই এমন হয়। কবির গৃহে অবস্থান দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি পিতা ও পরিবারের দুঃখ-মোচনে প্রতিশ্রুত হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, কিন্তু বহির্গত হইয়া কোথায় যাইবেন? কাহার নিকট আপন মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিবেন? কে একজন পথের পথিক অজ্ঞাতনামা লোককে সাহায্যের জন্য হস্ত প্রসারণ করিবে? বিষাদ-ক্লিষ্ট অন্তরে কবি নগরে-নগরে দেশে-দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এখন আর তাঁহার সে পূর্ব্বভাব নাই; তেমন আর তাঁহার দয়েল-শ্যামার ঝঙ্কার শুনিয়া প্রাণ নাচিয়া উঠে না; দূর্ব্বার উপর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শিশিরবিন্দু দেখিয়া তাঁহার কল্পনা বিশ্বস্রষ্টার রূপ-চিন্তায় ব্যস্ত হয় না। এখন তিনি বেদনার চক্ষু লইয়া সকল দেখিতেছেন, বেদনার অন্তর লইয়া সকল বুঝিতেছেন। বেদনা-সঞ্জাত সহানুভূতি লইয়া আজ তিনি সমাজের অবস্থা দর্শন করিতেছেন। বিশ্ব-মানবের দুঃখ আজ তাঁহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিল। তিনি দেখিলেন,—শুধু তিনিই জগতে দুঃখী নন, শুধু তাঁহার পরিবারই দুঃস্থ নহে; তেমন শত শত পরিবার দুঃখের খরস্রোতে মুহ্যমান তৃণের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। অত্যাচার-উৎপীড়নে দরিদ্রের চক্ষে নিদ্রা নাই; তবুও তাহার কোন প্রতিকার হইতেছে না। রোগে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া দুঃখীর পরিবার উৎসন্ন যাইতেছে—চিকিৎসা নাই, আনুকূল্য নাই। মরণের স্রোত অবিরাম চলিয়াছে—তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা নাই! শত শত নিরাশ্রয় লোক ও প্রবাসী পান্থ অনাহারে অনিদ্রায় কষ্ট পাইতেছে! অন্নসত্র নাই, আশ্রয় নাই, পান্থ-নিবাস নাই। বর্ষে বর্ষে নদীর বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া শত শত লোকের দুঃখের পথ মুক্ত করিতেছে, জীবজন্তু শস্যাদি বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, দেশ দুর্ভিক্ষের লীলাস্থল হইতেছে; কেহই সেদিকে লক্ষ্য করিতেছে না। এই শোচনীয় দৃশ্য, দেশের এই আকুল আর্ত্তনাদ তাঁহার হৃদয় শতধাবিদীর্ণ করিতে লাগিল। তিনি একটি মহত্তর কর্ত্তব্যে প্রণোদিত হইয়া উঠিলেন,—সংকল্প করিলেন,—যেরূপেই হউক দেশের এই হাহাকার নিবারণ করিতেই হইবে।

অন্তর্য্যামী তাঁহার প্রাণের আকুলতা বুঝিলেন। তাঁহার সময় ফিরিল। এই সময় জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ গজনী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নগরে সাহিত্য ও কলাবিদ্যার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইনি স্থলতান মাহ্মুদ ; তখন তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ও অসামান্য যশোরাশি ভারতের দ্বারদেশ হইতে সুদূর পারস্যের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। যিনি যে দেশেরই হউন, যাঁহারই প্রতিভা আছে তাঁহার পক্ষে স্থলতান মাহ্মুদের সভায় প্রবেশের অবাধ অধিকার ছিল। জনরবের ভিতর দিয়া প্রতিভার এই সাদর আহ্বানের একটি ঢেউ আবুল কাসেমের (ইনি এখনও ফের্দ্দৌসী উপাধি পান নাই) হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি জগতের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের মহিমান্বিত সভাস্থলে স্বীয় মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিতে চলিলেন।

২

সায়ংকাল,—মৃদু সমীরণ রহিয়া রহিয়া তরুলতা দোলাইয়া দোলাইয়া বহিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যাকালের লোহিত-রঞ্জিত মেঘমালার হিরণ আভা পরিব্যাপ্ত হইয়া জগতের প্রত্যেক বস্তুকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছে। নিস্তরঙ্গ বায়ুপ্রবাহে দূরাগত বিহগের ললিত কূজন বাহিত হইয়া ভাবুকের কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে ; মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত নূতন হইতে নূতনতর পুলকের ধারা বহিয়া আনিতেছে। এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে, এই সুখ-প্রবাহে আত্মহারা হইয়া মাহ্মুদের সভার শ্রেষ্ঠ কবি আন্সারী দুইজন বন্ধু সমভিব্যাহারে রাজ-উদ্যানে বিহার করিতেছেন। সঙ্গী দুইজনও কবি, কবির সহচর কবি ; অপূর্ব্ব মিলন। সকলেই আনন্দে ও আমোদে আত্মহারা। এই আনন্দের সময় সহসা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একটি বিঘ্ন জন্মিল। একজন দীনহীন মলিনবেশ পথিক আসিয়া সেই উদ্যানে উপস্থিত হইল। কবি আন্সারী অপ্রসন্ন হইলেন; সঙ্গিদ্বয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। একজন বলিলেন,—"লোকটিকে এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক ;" অন্যজন ইহা সমর্থন করিলেন ; কিন্তু আন্সারী বলিলেন,—"কাহার মধ্যে কি আছে, কে বলিতে পারে ? হইতে পারে এই লোকটির ভিতর এমন কিছু আছে, যাহাতে ইহাকে অপমানিত করিয়া পরে আমাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হইবে। সুতরাং লোকটিকে অপমানিত না করিয়া কৌশলে দূর করিয়া দেওয়া যাউক।" পরিশেষে তাহাই ঠিক হইল। ইত্যবসরে পথিক তাঁহাদের সম্মুখীন হইল। তখন আন্সারী কহিলেন,—"বন্ধো! আমরা তিন জনেই রাজকবি ; কবি ব্যতীত অন্য কাহারও সহবাস আমরা ভালবাসি না।" পথিক তখন বিনীতভাবে বলিল—"মহাত্মন্, এ দীন ব্যক্তিও একজন কবিতার উপাসক।" আন্সারীর বিস্ময় হইল, বলিলেন,—"বেশ, আমরা তিন বন্ধু তিনটি চরণ বলিব, আপনি যদি তাহার চতুর্থ পাদ পূরণ করিতে পারেন, তবে বুঝিব আপনি কবি।" পথিক জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলেন। একে একে তিন রাজকবি তিনটি চরণ বলিলেন ; কিন্তু তাহা এমনই কৌশলে রচিত যে, সেগুলির শেষ শব্দ 'শন্'-ভাগান্ত এবং পারস্য ভাষায় ঐ তিনটি ভিন্ন ঐ প্রকারের আর কোন শব্দ নাই। সুতরাং তাহার পাদপূরণ পারস্যের যে কোনও কবির পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পথিক কালবিলম্ব না করিয়াই চতুর্থ পাদ এরূপ কৌশলে পূর্ণ করিলেন যে, কবিগণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। পদ্যটি এইরূপ :—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আন্‌সারী—চু আরেজে তু মাহ্‌ না বাসাদ রওশন্ ;
আছ্‌জাদী—মানান্দে রোখত্‌ গোল না বুয়াদ দর গোলশন্ ;
ফারুকী—মেজগানাত হামী গোজার কোনাদ্ আজ জওশন্ ;
পথিক—মানান্দ্‌ সেনানে "গেঁও" দরজঙ্গে পুশন্ ।

(অনুবাদ)

আন্‌সারী—চন্দ্রও সুন্দর নয় তব মুখ সম ;
আছ্‌জাদী—বাগানে গোলাপ নাহি হেন মনোরম ;
ফারুকী—তোমার চোখের ভুরু বর্ম্ম ভেদ করে ;
পথিক—পুশনের যুদ্ধে যথা বর্শা "গেঁও" করে ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভারতবর্ষ

এস্. ওয়াজেদ আলি

[এস্. ওয়াজেদ আলি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার তাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলিগড় হইতে বি. এ. পরীক্ষা পাস করিয়া য়ুরোপে গমন করেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া বি. এ. (অনার্স) পরীক্ষা পাস করেন। পরে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং ১৯২৩ সালে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র-সমূহে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখিয়া সাহিত্য-সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার গল্প-পুস্তক 'গুলদস্তা,' 'মাশুকের দরবার,' 'দরবেশের দোয়া' প্রভৃতি সমাদর লাভ করিয়াছে।]

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার আমি কলকাতায় এসেছিলুম। তখন আমার বয়স দশ-এগার বৎসর হবে। আমাদের বাসার নিকটে ছিল একটি মুদিখানা। তার পাশ দিয়ে আমাদের যাওয়া-আসা করতে হতো। সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদীতে বসে বিপুলকায় একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কি পড়তো। বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত এক টাক, চার পাশে তার ধপ্‌ধপে শাদা চুল। নাকের উপর মস্ত এক চাঁদির চশমা। গম্ভীর শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য মুখ। বেশ বিজ্ঞ লোকের মত চেহারা। একটি মাঝারি বয়সের লোক এক এক বার বৃদ্ধের কাছে এসে বসে পাঠ শুন্‌তো, আবার খদ্দের এলে গিয়ে তাদের দেখা-শুনা করতো। আমারই বয়সী একটি ছেলে, খালি গায়ে বুড়োর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কাছে সর্ব্বদা বসে থাকতো। আর তার পাশে থাকতো ছুটি মেয়ে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তারা সেই পাঠ শুনতো। তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হতো বিষয়টি তারা বিশেষ ভাবেই উপভোগ করছে।

বুড়ো কি পড়ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হলো। বাসা থেকে বেরিয়ে মুদিখানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে লাগলুম। রামচন্দ্র কি করে কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লঙ্কাদ্বীপে পৌচেছিলেন, তাই ছিল পাঠের বিষয়। সেই অপূর্ব্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনে ছেলেদের মুখ আনন্দ, আগ্রহ, আর উৎসাহে উজ্জল হয়ে উঠতো। আমি যখন সেই বর্ণনা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতুম, তখন কেউ না কেউ এসে, আমায় ডেকে নিয়ে যেতো। সেতু বাঁধা হচ্ছিল তাই আমি জেনেছিলুম। রামচন্দ্র সেতু পার হয়েছিলেন কি না, আর পার হয়েই বা কি করেছিলেন, তা তখন জানতে পারি নি।

ছু চার দিন পরে আমি দেশে ফিরে গেলুম। তারপর কোথা থেকে যে কোথা গেলুম, তার ঠিকানা নেই। পরিবর্ত্তনের কত স্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল। সেই বৃদ্ধ আর তার সন্তান-সন্ততির নিরীহ শান্ত জীবনের ছবিটি মনের কোন্ গুপ্ত কোণে হারিয়ে গেল। তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে গেলুম। এমন কত শত জিনিষ রোজ আমরা ভুলে যাচ্ছি।

এই সেদিন দৈবক্রমে বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ঘর-বাড়ী সব বদলে গিয়েছে। আগে যেখানে খোলার ঘর ছিল, এখন সেখানে বড় বড় ম্যান্‌শন (mansions) মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আগে ছু চারটে রিক্‌শ আর ঘোড়ার গাড়ীই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সে পথ দিয়ে যেতো ; এখন বড় বড় মোটর অনবরত যাওয়া-আসা করছে। আগে মিটমিট করে গ্যাসের বাতি জ্বলতো ; এখন ইলেকট্রিক্ আলো স্থানটিকে দিনের মত উজ্জ্বল করে রেখেছে। আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়লো সেই পুরানো মুদিখানাটির উপর। সেখানে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। জিনিষপত্র ঠিক আগের মত সাজানো রয়েছে! চাল থেকে এখনও কেরোসিনের একটি বাতি ঝুলছে! বোধ হয় পঁচিশ বছর আগের সেই বাতিটি!

আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে! পঁচিশ বছর আগে যে বৃদ্ধকে দেখেছিলুম, ঠিক তারই মত একটি বৃদ্ধ, গদীর উপর বসে, মোটা একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কি পড়ছিল। পঁচিশ বছর আগের সেই মধ্যবয়স্ক লোকের মতই একটি মধ্যবয়স্ক লোক এক এক বার এসে সেই পাঠ শুনছিল ; আর আবশ্যক-মত খদ্দেরদের দেখা-শুনা করছিল! ঠিক সেই আগের ছেলেটির মত একটি ছেলে, খালি গায়ে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল। তার পাশে বসেছিল সেই আগেকার মেয়েদের মত দেখতে, দুটি মেয়ে।

কোনো মায়া-মন্ত্র-বলে সেই সুদূর অতীত আবার ফিরে এলো নাকি? আমি অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। বৃদ্ধ পড়ছিল রামচন্দ্রের সেই সেতু-বন্ধনের কথা—পঁচিশ বছর আগে যা শুনেছিলুম!

আমি আর থাকতে পারলুম না ; সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললুম, "মশায়, মাপ করবেন। ঠিক পঁচিশ বছর পূর্ব্বে আমি এই ছেলেদের সামনে আপনাকে এই বই পড়তে দেখেছি!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কি আর বাড়েনি, আর আপনার মধ্যেও কি কোন পরিবর্ত্তন হয়নি? রামচন্দ্র কি এখনও সেই সেতু-বন্ধনের কাযে ব্যস্ত আছেন?"

বৃদ্ধ তার চোখ দুটি তুলে আমার দিকে একবার চাইলে। নাকের উপর থেকে চশমা খুলে ধুতির খুঁট দিয়ে গ্লাস দুটিকে ভাল করে পুঁছে আবার সেটিকে নাকের উপর চড়ালে। ধীর গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক এক বার ভাল করে দেখে নিলে; তারপর বিস্ময়ের স্বরে বললে, "পঁচিশ বছর আগে আপনি এখান দিয়ে গিয়েছিলেন?" আমি বললুম, "আজ্ঞে, হাঁ!" বৃদ্ধ বললে, "তা হলে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতা মহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন। আমার ছেলে-মেয়েরা তাঁর কাছে বসে পাঠ শুনতো। ছেলেটি এখন ঐ বড় হয়েছে। ওর বয়স আপনার মতই হবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভগবানের ইচ্ছায় তারা স্বামিপুত্র নিয়ে ঘরকন্না করছে। এই ছেলেটি হচ্ছে আমার নাতী, আর এই মেয়ে দুটি আমার নাত্নী,—আমার ঐ ছেলের সন্তান!" বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে বললুম, "এ বইটি কবেকার?" স্মিত হাস্যে বৃদ্ধ বললে, "এ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আমার ঠাকুরদাদা বটতলায় এটি কিনে-ছিলেন। সে অনেক দিনের কথা; আমার তখন জন্ম হয়নি!"

বৃদ্ধকে অভিবাদন করে দোকান ত্যাগ করলুম। মনে হলো, আমি দিব্য চক্ষু পেয়েছি! প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটা ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো! সেই tradition সমানে চলেছে, তার কোথাও পরিবর্ত্তন ঘটেনি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পদ্যাংশ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সীতার বনগমন

কৃত্তিবাস ওঝা

[নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায়-বংশে কবিবর কৃত্তিবাস ওঝা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হন। এই গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ রাজা গণেশ। ইনি কবির রচিত শ্লোক-পঞ্চকের অপূর্ব্ব কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া কবিকে অভিনন্দিত করেন, এবং বাল্মীকির রামায়ণ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। এই আদেশের ফল বঙ্গের অপূর্ব্ব ভাষা-রামায়ণ, যাহার অফুরন্ত রস পাঁচ শত বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় নরনারীর হৃদয় সরস করিয়া রাখিয়াছে। কৃত্তিবাসের পিতামহ ছিলেন মুরারি ওঝা এবং তাঁহার পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মালিনী।]

বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা সম্ভাষণে ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা নিজ কর্ম্মদোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে ॥
বিবাহ করিয়া এক বর্ষ আছি ঘরে।
হেন কালে বিমাতা ফেলিল মহাফেরে ॥
তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি দিনে॥
জানকী বলেন সুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস॥
তুমি সে পরমগুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি॥
প্রাণনাথ কেন একা হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব করে লও দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবা নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবা যদি দাসী থাকে পাশে॥
যদি বল সীতা বনে পাবে নানা দুঃখ।
শত দুঃখ ঘুচে যদি দেখি তব মুখ॥
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি॥
শ্রীরাম বলেন শুন জনকদুহিতে।
বিষম দণ্ডক বন না যাইহ সাথে॥
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসীরাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস॥
অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক মন সুখে।
ফল মূল খাইয়া কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে॥
তোমার সুসজ্জা শয্যা পালঙ্ক কোমল।
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণকমল॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তুমি আমি দোঁহে হব বিকৃতি আকৃতি।
দোঁহে দোঁহাকারে দেখি না পাইব প্রীতি॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ গেলে দেখ বুঝি মনে।
এই কাল গেলে সুখে থাকিব দুজনে॥
চিন্তা না করিহ কান্তে ক্ষান্ত হও মনে।
বিষম রাক্ষসগুলা আছে সেই বনে॥
শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে॥
পণ্ডিত হইয়া বল নির্ব্বোধের প্রায়।
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায়॥
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
দেখ তায় বীর বলে কোন্ ধীর জনে॥
রাজ্য নিতে ভরত না করিল অপেক্ষা।
তার রাজ্যে স্ত্রী তোমার কিসে পায় রক্ষা॥
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশকাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে॥
তব সঙ্গে থাকি যদি ধূলি লাগে গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়॥
ত্বৎসহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
অন্য স্বর্গ গৃহ নহে তার সমতুল॥
তব দুঃখে দুঃখ মম সুখে সুখ ভার।
আহারে আহার আর বিহারে বিহার॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন।
শ্যামরূপ নিরখিয়া করিব বারণ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বহু তীর্থ দেখিব অনেক তপোবন।
নানাবিধ পর্ব্বতে করিব আরোহণ॥
যখন পিতার ঘরে ছিলাম শৈশবে।
বলিতেন আমাকে দেখিয়া মুনি সবে
শুন হে জনকরাজ তোমার দুহিতা।
করিবেন বনবাস পতির সহিতা॥
ব্রাহ্মণের কথা কভু না হয় খণ্ডন।
বনবাস আছে মম ললাটে লিখন॥
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধ হইলে নহে পাপ বিমোচন॥
শ্রীরাম বলেন বুঝিলাম তব মন।
তোমার পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ॥
বনে বাস হেতু হইয়াছে তব মন।
খসাইয়া ফেলাহ গায়ের আভরণ॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে।
খুলিলেন অলঙ্কার যে ছিল শরীরে॥
সম্মুখে দেখেন যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তা সবারে দেন তিনি নিজ আভরণ॥
আভরণ অর্পিয়া বলেন সীতা বাণী।
ভূষণ পরেন যেন তোমার ব্রাহ্মণী॥
সীতার ভাণ্ডারে ছিল বহু বস্ত্র ধন।
সে সকল করিলেন তিনি বিতরণ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উত্তর গোষ্ঠ

বলরাম দাস

[বলরাম দাস এক জন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। এই নামে আরও কয়েক জন পদকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী যুগের লোক। বলরাম দাসের ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পদ পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে বলরাম দাসের রচিত ১৩৬টি পদ আছে।]

চাঁদ মুখে বেণু দিয়া সব ধেনু-নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিল উচ্চ স্বরে।
শুনিয়া কানাইর বেণু ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥

অবসান বেণুরব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজসুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরায়ে একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে॥

শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘনশ্যাম॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-ক্ষুর-রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা * ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥

---

* রাখাল বালকদিগের আনন্দধ্বনি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শিবের ভিক্ষাযাত্রা

ভারতচন্দ্র রায়

[রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় হুগলী জেলার পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি উক্ত গ্রামের জমীদার রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চতুর্থ পুত্র। অতি অল্প বয়সেই বর্দ্ধমানাধিপতির কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া ভারতচন্দ্রকে জন্মভূমি ত্যাগ করিতে হয়। পরে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহার গুণপনা ও কবিত্ব-শক্তির কথা লোকমুখে শুনিয়া ইঁহাকে ৪০৲ টাকা বেতনে আপনার সভাসদ্‌পদে নিযুক্ত করেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এবং 'বিদ্যাসুন্দর' মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ-অনুসারে এই সময়ে রচিত হয়। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁহার রচিত 'অন্নদামঙ্গল,' 'বিদ্যাসুন্দর,' ও 'মানসিংহ' বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।]

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন বিনা শুনিতে না পান॥
ববম্ ববম্ ঘন ঘন বাজে গাল।
ভভম্ ভভম্ ভম্ শিঙ্গা বাজে ভাল॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে।
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে॥
দুর হইতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল ব'লে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল ॥
কেহ বলে ভাল ক'রে শিঙ্গাটি বাজাও
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও ॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া ॥
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুলফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল ॥
আর আর দিন তাহে হাসেন গোঁসাই।
ও দিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই ॥
চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচিত্তচিত্ত সেই সদা দুখী ॥
এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব ॥
কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল ॥
কান্দিছে আপনা শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া ॥
আজি মেনে ফিরে মাগ শঙ্কর ভিখারী।
কালি আস দিব অন্ন আজি ত না পারি ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইরূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘর ঘর।
অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর॥
ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মীনারায়ণ॥
আস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর।
ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাপর॥

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রণাম তোমায়

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

[চব্বিশ-পরগনার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালেই ইনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং যৌবনের প্রারম্ভেই সখের ও পেশাদারী কবিদলের গান রচনা করিয়া যশস্বী হন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'সংবাদ-প্রভাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত সংবাদপত্র ব্যতীত 'সংবাদ-রত্নমালা,' 'পাষণ্ডপীড়ন,' 'সাধুরঞ্জন' নামক অপর তিনখানি সংবাদপত্রও তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। 'প্রবোধ-প্রভাকর' এবং 'হিত-প্রভাকর' নামক দুইখানি কবিতাপুস্তক ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া 'বোধেন্দুবিকাশ,' 'কলিনাটক,' 'শকুন্তলা' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটকও ইনি রচনা করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

প্রভাকর-প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা॥
আকাশের অকস্মাৎ, আর এক ভাব।
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট, সুখদ স্বভাব॥
তরুণ তপন হরে তরল তামস।
লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস॥
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের হয় ভাবান্তর।
খরতর-কর-কর, হন দিবাকর॥
ক্রমেতে ক্রমের হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি।
দিন যত গত তত, দীন দিনপতি॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিশেষে পুনর্ব্বার ঘোর অন্ধকার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥

এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥

প্রফুল্লিত কত ফুল, বন-উপবনে।
শত শত শতদল শোভা করে বনে॥
কুসুমের বাস ছেড়ে, কুসুমের বাস।
বায়ুভরে এসে করে নাসিকায় বাস
মধুভরে টলটল, ঢলঢল রূপ।
আস্যভরা হাস্য তায়, দৃশ্য অপরূপ।
মাঝে মাঝে যত দ্বিজ, নিজ নিজ দলে।
রস খায়, যশ গায়, বসে পুষ্পদলে॥
শরীর পতন করে', ধন্য তার ক্রিয়া।
বাঁচায় অসংখ্য জীব, মকরন্দ দিয়া॥
ক্ষণপরে সেই শোভা নাহি থাকে তার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥

এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নয়নেতে হেরি এই বিরূপ আবাস।
শ্বেতময় সমুদয়, অমল আকাশ ॥
পুন দেখি নব নব, অসম্ভব সব।
শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ ॥
আরবার দেখি তার নাহি সেই রূপ।
সজল জলদজালে জগৎ বিরূপ ॥
নয়নেরে লজ্জা দেয়, অন্ধকাররাশি।
তাই দেখে' মাঝে মাঝে চপলার হাসি ॥
সে সময় মনে মনে ভাবি এই ভাব।
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব ॥
ক্ষণপরে চেয়ে দেখি, সকলই বিকার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥

এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?
এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আত্মবিলাপ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন এবং অনতিকাল পরেই খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিশপ্‌স কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ইহার চার বৎসর পরে ইনি মাদ্রাজে গমন করিয়া তথাকার নানা ইংরেজী সংবাদপত্রের লেখক ও সম্পাদকের কার্য্য করেন। কিছু পরে ইনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইনি এক কুঠিয়াল ইংরেজের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু কিছুকালের মধ্যে এই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। অতঃপর ইনি মাদ্রাজবাসী এক ফরাসী অধ্যাপকের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। মাদ্রাজে থাকিতেই ইনি 'ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডি' নামক ইংরেজী কাব্য লিখিয়া কবিপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং এই সময়েই ইঁহার 'সংযুক্তা' প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ইনি সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং তৎপরে 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক প্রণয়ন করেন। অতঃপর একনিষ্ঠভাবে মাতৃভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া ইনি 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য,' 'পদ্মাবতী নাটক,' 'বীরাঙ্গনা কাব্য,' 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য,' 'কৃষ্ণকুমারী নাটক,' 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক ; 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ছাড়া তাঁহার প্রায় সমস্ত কাব্যই অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত। তদ্রচিত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী,' বঙ্গভাষায় বিলাতী সনেটের অনুকরণে লিখিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

য়ুরোপে যাইয়া মাইকেল ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার শেষ-জীবন দারিদ্র্য, ব্যাধি ও মানসিক অশান্তির ইতিহাস। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর দাতব্য হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে মেঘনাদ-বধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।]

আশার ছলনে ভুলি', কি ফল লভিনু, হায়,
তা'ই ভাবি মনে ;
জীবন-প্রবাহ বহি', কাল-সিন্ধু-পানে ধায়,—
ফিরা'ব কেমনে ?
দিন দিন আয়ু-হীন, হীন-বল দিন দিন ;—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ;—এ কি দায় !

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?—
জাগিবি, রে, কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে ?
নীর-বিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে,
কে না জানে, অম্বু-বিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?—
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মরীচিকা মরু-দেশে, নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে ;—
এ তিনের ছল-সম ছল, রে, এ কু-আশার !

প্রেমের নিগড় গড়ি' পরিলি চরণে সাধে ;—
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত পাবক-শিখা- লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি ;—এবে, রে, পরাণ কাঁদে !

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে —
সে সাধ সাধিতে ;
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে,
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি ; দংশিল কেবল ফণী !—
এ বিষম বিষ-জ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে ?

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত সে ব্যয়িলি, হায়,—
কব' তা' কাহারে ?
সুগন্ধ-কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে ;—
মাৎসর্য্য-বিষ-দশন কামড়ে, রে, অনুক্ষণ—
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায় ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে, রে, অতল জলে
যতনে ধীবর ;
শত-মুক্তাধিক আয়ু কাল-সিন্ধু-জল-তলে
ফেলিস্, পামর !
ফিরি' দিবে হারা-ধন, কে তোরে, অবোধ মন ?
হায়, রে, ভুলিবি কত, আশার কুহক-ছলে !

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রবাসীর জন্মভূমি-দর্শন

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

[খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জন্ম হয়। 'সম্ভাবশতক' ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ইহা ছাড়া 'রা-সের ইতিবৃত্ত,' 'মোহভোগ' ও 'কৈবল্যতত্ত্ব' এই তিনখানি গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন এবং যথাক্রমে 'ঢাকাপ্রকাশ,' 'বিজ্ঞাপনী' ও 'দ্বৈভাষিকী' এই তিনখানি পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। সেনহাটিতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কবিবরের মৃত্যু হয়।]

ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ-ভবন,
নয় নয় তুল্য তার নন্দন-কানন।
স্বর্গ স্বর্গ করে লোকে সার তার নাম,
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম।

হয় হোক্ জন্মভূমি সৌন্দর্য্য-বিহীন,
থাক্ তার চারি পাশে বিজন বিপিন,
না থাক্ নিকটে নদ নদী সরোবর,
না রোক্ সেখানে কোন খাদ্য পরিকর ;
তবু তার কাছে সুরপুর কোন্ ছার,
যেখানে জনম যার তাই ভাল তার।
তিলেক রহিতে নারে প্রবাসী যেখানে,
নির্ব্বাসী সর্ব্বদা রয় হরিষে সেখানে !

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেখ রে ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড দেখ কি কু-স্থান হায়!
এমন সুলভ রোদ দুর্লভ তথায়,
ছ'মাসে তপন নাকি কখন কখন,
দেখা যায় তড়িতের রেখার মতন ;
যম-সম শিশির না ছাড়ে কভু তারে,
প্রোথিত সকল স্থল নিবিড় তুষারে ;
তথাপি শুধাও তার নিবাসীর কাছে,
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে ?

শুনেছি আফ্রিকা দেশ মহাভয়ঙ্কর,
বড়ই প্রখর তথা তপনের কর ;
স্থানে স্থানে ভয়ানক মরুভূমি কত,
ক্ষুভিত পবনে হয় সাগরের মত ;
ক্বচিৎ জলদমালা বরষিয়া জল,
উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ তার করে সুশীতল ;
তথাপি শুধাও তার নিবাসীর কাছে,
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে ?

উত্তর দক্ষিণ আর প্রশান্ত সাগরে,
ভাসিতেছে কত দ্বীপ সলিল-উপরে।
থাক্ তথা বাস করা কথা শুনে তার,
হয় মনে নানারূপ ভয়ের সঞ্চার ;
তথাপি শুধাও তার নিবাসীর কাছে,
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই ত সে প্রিয়তম মম জন্মস্থান,
যার তরে ছিল সদা ব্যাকুলিত প্রাণ ;
যার প্রীতিময়ী মূর্ত্তি চারুদরশন,
করিতাম এত দিন চিন্তা অনুক্ষণ ;
আজ তার সেই মূর্ত্তি নিরখি' নয়নে,
মরি কি বিমল সুখ উপজিল মনে !
কাদম্বিনী বরষার সময়ে যেমন,
নিয়ত সলিলে করে ভূতল সেচন !
আজ এ জনমভূমি আমার তেমন,
করিছে অন্তরে কত সুখ-বরিষণ !
অথবা তপন-আভা প্রভাত সময়,
যেরূপ প্রফুল্ল করে সরোজনিচয় ;
জনমভূমির কান্তি আজ সে প্রকার,
হৃদয়-কমল ফুল্ল করিছে আমার।
কত কত রম্য স্থান করেছি ভ্রমণ,
হেরিয়াছি কত কত নগর-শোভন ;
কিন্তু তাহাদের সেই সুষমানিচয়,
আজ এ রূপের কাছে ছার জ্ঞান হয়।

অহে রম্য হর্ম্ম্যবাসী ধনাঢ্য-নিকর,
যাতে মল-মূত্র-ক্ষেপ কর নিরন্তর,
বল বল বল শুনে জুড়াই শ্রবণ,
করিছ কি কিছু তার মঙ্গলসাধন ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিরমল বিদ্যারূপ আলোক-মালায়,
বল শুনি কতদূর উজলিলে তায় ?
অজ্ঞান-তিমির-পুঞ্জ কত বিনাশিলে,
কতদূর মুখ তার প্রসন্ন করিলে ?
অথবা বিস্মৃত, বল, হ'য়ে এ সকল,
ভোগের বাসনা পূর্ণ করিছ কেবল।
মিছে কেন নরদেহ ধরেছিলে তবে,
ধিক্ ধিক্ শতবার ধিক্ তোমা সবে।

স্বদেশের উপকারে নাই যার মন,
কে বলে মানব তারে,—পশু সেই জন।
দেশের মঙ্গলে যার ব্যাভার না হয়,
লোষ্ট্রের সমান, তারে ধন কেবা কয় ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যমুনাতটে

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থায় বহু কষ্ট করিয়া ইঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাস করিয়া ইনি 'কলিকাতা ট্রেনিং' স্কুলে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন; ইহার পরে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি এক বৎসর মুন্সেফের কার্য্য করেন। তৎপরে হাইকোর্টের উকীল হইয়া দীর্ঘকাল সরকারী উকীলের কার্য্য করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের প্রভূত অর্থাগম হইত, কিন্তু তিনি সঞ্চয়ী লোক ছিলেন না; এজন্য বার্দ্ধক্যে হঠাৎ অন্ধ হইয়া পড়াতে তিনি দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হন। তখন তাঁহাকে গভর্নমেণ্টের সামান্য বৃত্তি ও সাধারণের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। পঠদ্দশায় তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়েই তাঁহার 'চিন্তা-তরঙ্গিণী' লিখিত হয়। তৎপরে 'ভারত-সঙ্গীত' প্রভৃতি কবিতা প্রকাশের পর তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময় তাঁহার 'কবিতাবলী,' 'ছায়াময়ী,' 'আশাকানন,' 'দশমহাবিদ্যা,' প্রভৃতি কাব্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'বৃত্রসংহার'ই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।]

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা-উদয়
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল,
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী-জল!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কুসুম, পল্লব, লতা নিশার তুষারে
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকির পাঁতি শোভে তরুশাখা'পরে,
নিরবিলি ঝিঁঝিঁ ডাকে, জগত ঘুমায় ;—
হেন নিশি একা আসি', যমুনার তটে বসি',
হেোর শশী দুলে দুলে জলে ভাসি' যায়।

কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পরাণ
জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে' এ শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ-অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথজ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর তট, পর্ব্বত-উপরি,
যার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে ?

কি সুখ যে হেন কালে, গৃহ ছাড়ি' বনে গেলে,
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে।
ভাসায়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হুহু করে' দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি,
হেরিলে বিরলে বসি' গভীর নিশীথে,
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানব-মন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে।

হায় রে প্রকৃতি-সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী-দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী ?
কেন দিবসেতে ভুলি' থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায় ?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলে',
প্রাণের দোসর ভাই, প্রিয়ার ব্যথায় ?
কেন বা উৎসবে মাতি' থাকি কভু দিবারাতি
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায় ?

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি' হৃদয় পূরিল,
কত ভাঙ্গি', কত গড়ি', কত করি' সাধ,
কত হাসি', কত কাঁদি', প্রাণ জুড়াইল।
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসস্বাদ,
বৃন্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বুদ্ধের গৃহত্যাগ

নবীনচন্দ্র সেন

[১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে নওয়াপাড়া গ্রামে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাস করিয়া ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য লিখিয়া ইনি তদানীন্তন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হন। ইঁহার রচনা সরল, আড়ম্বরশূন্য ও কবিত্বময়। 'পলাশীর যুদ্ধ' ব্যতীত ইনি 'অবকাশ-রঞ্জিনী,' 'রঙ্গমতী,' 'কুরুক্ষেত্র,' 'রৈবতক,' 'প্রভাস,' 'আমার জীবন,' 'অমিতাভ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

দিন যায়, রাত্রি যায়, সিদ্ধার্থের হৃদয়েতে
বহিতেছে ঝটিকা প্রবল।
দিন যায়, রাত্রি যায়, প্রলয় ঝটিকা-বেগ
দিনে দিনে বাড়িছে কেবল।

প্রভাত-অস্ফুটালোকে পুরোত্থান-তরুমূলে বৃক্ষবাটিকা
নিরজনে বসি' মূর্ত্তিপ্রায়,
প্রভাতের বাল-সূর্য্য জ্বালিয়া মধ্যাহ্নভাতি
সায়াহ্নের আঁধারে লুকায়।

সারাদিন ধ্যানে যুবা ভাবেন অনন্যমনে,
সীমা কিছু নাহি ভাবনার,
প্রাণের পিপাসা তাঁর মিটিবে না এ সংসারে,—
ছাড়িবেন তবে কি সংসার?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হায়! স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মা গৌতমী—
করিবেন কেমনে প্রহার
এমন দারুণ বজ্র, তাঁদের কোমল প্রাণে,
প্রাণে ক্ষুদ্র-যূথিকা গোপার ?

হায়! পতিপ্রাণা গোপা অমৃত-বল্লরী-মত
বেড়িয়াছে পতি-সহকার,
মিশায়েছে দেহে দেহ, মিশায়েছে প্রাণে প্রাণ,—
এই কি ললাট-লিপি তার ?

গোপার দেবতা পতি, গোপার তপস্যা প্রেম,
পতিপূজা জীবনের ব্রত ;
প্রেমরূপী প্রাণধারা ঢালিয়াছে অবিরল
সুশীতল নির্ঝরিণী-মত।

একটি কঠোর কথা কহে নাহি কোন দিন,—
সিদ্ধার্থের ভিজিল নয়ন।
হায়! কি এ বজ্রানলে সেই প্রেমময়ী লতা
করিবেন সিদ্ধার্থ দাহন ?

না—না, সন্ন্যাসের পথে দাঁড়াইয়া তিন জন—
বৃদ্ধ পিতা, মাতা, ওই আর
তাঁহার প্রাণের গোপা, তাঁহার প্রেমের গোপা—
কিবা তিন মূর্ত্তি করুণার।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(হায়! ইঁহাদের ঠেলি', ভূমে বজ্রাহত ফেলি',
যাইবেন সিদ্ধার্থ কেমনে?
দুই ধারা দরদর বহিতে লাগিল ধীরে,
সিদ্ধার্থের যুগল-নয়নে!)

(তাঁদের পশ্চাতে হায়! কিন্তু ও কি দেখা যায়—
নরনারী অনন্ত অপার!
জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-করে করিতেছে হাহাকার
মাগিতেছে করুণা তাঁহার।)

দুঃখপূর্ণ এ সংসারে থাকিবেন কোন্ প্রাণে,
সহিবেন দুঃখ নিদারুণ,
নর-নারী-হাহাকার শুনিবেন অনিবার
নির্ম্মম হৃদয়ে সকরুণ!

(ধর্ম্ম—জীবহিংসা-যজ্ঞ! তাতেও অনন্ত জীব
নির্ব্বাক্ করিছে হাহাকার।
দীন-জীবে দুঃখ দিলে হায়! মূর্খ নর কেন
হবে দুঃখ নির্ব্বাণ তোমার?)

(না—না, হিংসা নহে ধর্ম্ম, নহে ধর্ম্ম নির্দ্দয়তা,
নির্ব্বাণের এই পথ নয়,
আছে অন্য পুণ্য-পথ, করি' আত্মবিসর্জ্জন
খুঁজিবেন সে পথ নিশ্চয়।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একদা এরূপে বসি' ভাবিছেন দয়াময়,
আনন্দের মহাকোলাহল
উঠি' রাজ-অন্তঃপুরে ছাইল সমস্ত পুরী,
ছাইল নগর অবিরল।

আসি' এক অনুচর কহে আনন্দের মূর্ত্তি—
"যুবরাজ! দেও উপহার।
আজি বড় শুভদিন, চরিতার্থ নরপতি,
জন্মিয়াছে কুমার তোমার!"

চিত্রিতের মত চাহি' রহিলেন রাজপুত্র
তার মুখ-পানে অবিচল,
বিস্মিত সে গেলে চলি', সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি
কহিলেন নয়ন সজল,—

"হায়! যেই সংসারের বন্ধন করিতে ছিন্ন
করিলাম সঙ্কল্প এখন,
সুদৃঢ় বন্ধন আর হৃদয়ের হৃদয়েতে
সে সংসার করিল স্থাপন।

আর কিছু দিন হায়! থাকি যদি এ সংসারে
বন্ধনের উপরে বন্ধন
ছড়াইবে এ সংসার; আর না, সময় এই,—
মায়াজাল করিব ছেদন।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সিদ্ধার্থ ও বিম্বাসার

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

[১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বাগবাজারে বসুপাড়ায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। গৃহে অধ্যয়ন করিয়া ইনি ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তরুণ বয়সে ইনি নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্ম্মদাস সুর প্রভৃতি বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া বাগবাজারে 'সধবার একাদশী' অভিনয় করেন। ক্রমশঃ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-কৌশলের জন্য ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ও বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার-রূপে পরিগণিত হন। ইঁহার রচিত প্রায় ৭০খানি নাটক আছে। তন্মধ্যে 'বিল্বমঙ্গল,' 'প্রফুল্ল,' 'অশোক,' 'বুদ্ধদেব,' 'শঙ্করাচার্য্য,' 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' প্রভৃতি নাটকে ইনি ইঁহার প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার অভিনয়-নৈপুণ্য এরূপ উৎকৃষ্ট ছিল যে, ইনি "বঙ্গদেশের গ্যারিক" বলিয়া পরিচিত ছিলেন।]

সিদ্ধার্থ। করি' পুত্রের কামনা,
কর জগন্মাতা-উপাসনা,
কেন তবে কর বধ কোটী কোটী প্রাণী?
জগন্মাতা,
পুত্র তাঁর ক্ষুদ্র কীট আদি!
দেখ, নীরব ভাষায়
ছাগপাল মুখ তুলে চায়!
যদি নৃপ, কৃপা নাই কর,
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নির্দ্দয় যে জন,
দেবগণ নির্দ্দয় তাহার প্রতি।
নরপতি,
কেন প্রাণিনাশ করি' ভাসাইবে ক্ষিতি ?
রাজকার্য্য দুর্ব্বল-পালন,
দুর্ব্বল এ ছাগপাল ;
হায় ! হায় ! ভাষায় বঞ্চিত,
নহে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমায়—
"প্রাণ যায়, রক্ষা কর নরনাথ !"
মহারাজ,
জীবগণ হিংসি' পরস্পরে,
ভাসে মহাদুঃখের সাগরে ;
হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম-উপার্জ্জন ?
দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয় ?
মহাশয়, জানিহ নিশ্চয়,
হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে।
প্রাণদানে নাহিক শকতি,
হে ভূপতি,
তবে কেন কর প্রাণনাশ ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে।
বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে,
কাতর প্রাণের তরে, মানব যেমতি।
মানবের প্রায়,
অস্ত্রাঘাতে ব্যথা লাগে গায়,—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বেদনা জানাতে নারে !
বধি' তারে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
না হয় কখন—
বিচক্ষণ, বুঝ মনে মনে।
কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান।
দ্বাদশ বৎসর করেছি কঠোর তপ,
যদি তাহে হয়ে থাকে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
করি, রাজা, তোমারে অর্পণ—
সুপুত্র হউক তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ,
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ !
বধ, রাজা, আমার জীবন,
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান ;
নরনাথ, কল্যাণ হইবে,
পুত্র কোলে পাবে,
এড়াইবে জীবহিংসা-দায়।
আপন ইচ্ছায়,
তব কার্য্যে অর্পি নিজ কায়,
তাহে তব নাহি পাপ।
রাখ—রাখ যোগীর মিনতি,
বসুমতী কলুষিত ক'র না ভূপাল !

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বার্থ-হেতু
ক'র না হে কোটী প্রাণি-বধ।
কোথায় ঘাতক,—রাজকার্য্যে বধ মোরে।

বিম্বাসার। মতিমান্,
আমি অতীব অজ্ঞান,
নিজগুণে কর ক্ষমা।
জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তব খুলেছে নয়ন,
বুঝিয়াছি হিংসা-সম নাহি পাপ।
তুমি জগদ্গুরু—স্থান দেহ শ্রীচরণে।
নাহি আর পুত্রের কামনা,
নাহি রাজ্য-ধন-আশ,—
ত্যজি' বাস যাব সাথে সাথে,
সেবিতে চরণ দু'টি,—
কে তুমি হে! দেহ পরিচয়!
জ্ঞানময়, কভু তুমি নহ সাধারণ,
বঞ্চনা ক'র না, দেব, দেহ পরিচয়!

সিদ্ধা। শুন নরপতি!
হেরি জীবের দুর্গতি,
আসিয়াছি জ্ঞান-অন্বেষণে।
রাজবংশে একক নন্দন,
ছিল রত্ন-ধন,
আসিয়াছি প্রাণসম প্রেয়সী ত্যজিয়ে!
কর আশীর্ব্বাদ,
যেন পূরে মন-সাধ,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পারি যেন হরিবারে জীবের সন্তাপ।
নরনাথ, বঞ্চহ কল্যাণে,
যাই আমি যথাস্থানে।

বিম্বা। প্রভু, আমি যাব তব সাথে—
জীবন ত্যজিব প্রভু, বঞ্চনা করিলে।

সিদ্ধা। হে ভূপাল, ধরহ বচন,
অকারণ রাজ্যধন কি হেতু ত্যজিবে ?
প্রেমে কর প্রজার পালন।
হয় যদি সফল জনম,
পাই যদি দুর্ল্লভ রতন,
কহি সত্য বাণী, নৃপমণি,
দিব আনি সে রত্ন তোমারে।
দেখ রাজা, বহিছে সময়,
আর না রহিতে পারি।

বিম্বা। মন্ত্রী, রাজ্যে মম সত্বর ঘোষণা দেহ,
জীব-হিংসা কেহ নাহি করে।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন কর বিতরণ,—
দেবার্চ্চনা অধিক নাহিক আর।
আছিল যে ভ্রান্ত সংস্কার,
হ'ল দূর সাধু-দরশনে।
আজি হ'তে হবে রাজ্যে বলিহীন পূজা।

Summary of this poem

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শরৎ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ,
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জল-ধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক' আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে,
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে !

জননী তোমার শুভ আহ্বান
গিয়াছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিক তোমার,
আটি আটি ধান চলে ভারে-ভার,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে,—
জননী তোমার আহ্বানলিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে !

তুলি' মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীল-বরণী ;
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী !
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বার-তলে
দিশি দিশি হতে তরণী !
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী !

বহিছে প্রথম শিশির-সমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে,—
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে !
দিকে দিকে, মাতা, কত আয়োজন,
হাসিভরা মুখ তব পরিজন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে !
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে !

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া !
ওপার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ওপাড়া হইতে আয় মায়ে-ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়
আয় তোরা সবে জুটিয়া !
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া !

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী !
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী !
পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কুসুম-ভূষণ-জড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী !
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

বিচারক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও
পেশোয়া নৃপতি-বংশ ;—
রাজাসনে উঠি কহিলেন বীর—
হরণ করিব ভার পৃথিবীর,
মৈসুরপতি হৈদরালির
দর্প করিব ধ্বংস।
দেখিতে দেখিতে পূরিয়া উঠিল
সেনানী আশি সহস্র।
নানা দিকে দিকে নানা পথে পথে
মারাঠার যত গিরিদরী হ'তে
বীরগণ যেন শ্রাবণের স্রোতে
ছুটিয়া আসে অজস্র।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উড়িল গগনে বিজয়পতাকা
ধ্বনিল শতেক শঙ্খ।
হুলুরব করে অঙ্গনা সবে,
পুণ্য নগরী কাঁপিল গরবে,
রহিয়া রহিয়া প্রলয়-আরাবে
বাজে ভৈরব ডঙ্ক।

ধূলার আড়ালে ধ্বজ-অরণ্যে
লুকাল প্রভাত-সূর্য্য।
রক্ত-অশ্বে রঘুনাথ চলে,
আকাশ বধির জয়-কোলাহলে ;
সহসা যেন কি মন্ত্রের বলে
থেমে গেল রণ-তূর্য্য।

সহসা কাহার চরণে ভূপতি
জানাল পরম দৈন্য ?
সমরোন্মাদে ছুটিতে ছুটিতে
সহসা নিমেষে কার ইঙ্গিতে
সিংহদুয়ারে থামিল চকিতে
আশি সহস্র সৈন্য ?

ব্রাহ্মণ আসি দাঁড়াল সম্মুখে
ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী।
দুই বাহু তাঁর তুলিয়া উধাও
কহিলেন ডাকি—রঘুনাথ রাও,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নগর ছাড়িয়া কোথা চলে যাও
না ল'য়ে পাপের শাস্তি ?

নীরব হইল জয়-কোলাহল,
নীরব সমর-বাদ্য।
প্রভু কেন আজি—কহে রঘুনাথ—
অসময়ে পথ রুধিলে হঠাৎ,
চলেছি করিতে যবন-নিপাত
যোগাতে যমের খাদ্য।

কহিলা শাস্ত্রী—বধিয়াছ তুমি
আপন ভ্রাতার পুত্রে।
বিচার তাহার না হয় য'দিন
ততকাল তুমি নহ ত স্বাধীন,
বন্দী রয়েছ অমোঘ কঠিন,
ন্যায়ের বিধান-সূত্রে।

রুষিয়া উঠিলা রঘুনাথ রাও,
কহিলা করিয়া হাস্য—
নৃপতি কাহারো বাঁধন না মানে,
চলেছি দীপ্ত মুক্ত কৃপাণে,
শুনিতে আসিনি পথমাঝখানে
ন্যায়-বিধানের ভাষ্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কহিলা শাস্ত্রী—রঘুনাথ রাও,
যাও কর গিয়ে যুদ্ধ।
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।

বাজিল শঙ্খ, বাজিল ডঙ্ক,
সেনানী ধাইল ক্ষিপ্র।
ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরবপদ,
দূরে ফেলি দিয়া সব সম্পদ্
গ্রামের কুটীরে চলি গেলা ফিরে
দীন দরিদ্র বিপ্র।

পূজারিণী

(অবদানশতক)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Q. নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদ-নখ-কণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ-কাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ
শিল্পশোভার সার।
সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন, ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপ-পদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনকপ্রদীপমালা।

অজাতশত্রু রাজা হ'ল যবে,
পিতার আসনে আসি,
পিতার ধর্ম্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে,
সপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধ শাস্ত্ররাশি।

কহিলা ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,—
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,—
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ্ হবে।"

সেদিন শারদ দিবা-অবসান,—
শ্রীমতী নামে সে দাসী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুণ্য শীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্প প্রদীপ থালায় বাহিয়া
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়াল আসি।
শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা,—
"এ কথা নাহি কি মনে
অজাতশত্রু করেছে রটনা—
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্ব্বাসনে।"

সেথা হ'তে ফিরি গেল চলি ধীরি
বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণ-মুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
সিঁথির সীমার পরে।
শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা
কাঁপি গেল তার হাত,—
কহিল,—"অবোধ, কি সাহস-বলে
এনেছিস্ পূজা, এখনি যা চলে',
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তাহলে
বিষম বিপৎপাত।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অস্ত-রবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্য-কাহিনী,
চমকি উঠিল শুনি কিঙ্কিণী
চাহিয়া দেখিল দ্বারে।
শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে,—
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমনি করে' কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে?"
দ্বার হ'তে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্যথালি।
"হে পুরবাসিনী!" সবে ডাকি কয়,—
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময়।"—
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি।

দিবসের শেষ-আলোক মিলাল
নগর-সৌধপরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হ'য়ে এল ক্ষীণ,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজ-দেবালয় ঘরে।
শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
জ্বলে অগণ্য তারা।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হ'ল সমাধান।"
—দ্বারী ফুকারিয়া বলে।

এমন সময়ে হেরিলা চমকি
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন-মাঝারে
স্তূপ-পদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন, যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মত।

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি
শুধাল,—"কে তুই ওরে দুর্ম্মতি,
মরিবার তরে করিস্ আরতি ?"
মধুর কণ্ঠে শুনিল—"শ্রীমতী
আমি বুদ্ধের দাসী।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সে দিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে
পড়িল রক্ত-লিখা।
সে দিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপ-পদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ-আরতির শিখা।

গান্ধারীর আবেদন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান্ধারী

নিবেদন আছে শ্রীচরণে। অনুনয়
রক্ষা কর নাথ।

ধৃতরাষ্ট্র

কভু কি অপূর্ণ রয়
প্রিয়ার প্রার্থনা?

গান্ধারী

ত্যাগ কর এইবার—

ধৃতরাষ্ট্র

কারে, হে মহিষী?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গান্ধারী

পাপের সংঘর্ষে যার
পড়িছে ভীষণ শাণ ধর্ম্মের কৃপাণে,—
সেই মূঢ়।

ধৃতরাষ্ট্র

কে সে জন? আছে কোন্ খানে?
শুধু কহ নাম তার।

গান্ধারী

পুত্র দুর্য্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র

তাহারে করিব ত্যাগ?

গান্ধারী

এই নিবেদন
তব পদে।

ধৃতরাষ্ট্র

দারুণ প্রার্থনা, হে গান্ধারী
রাজমাতা!

গান্ধারী

এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি,
হে কৌরব? কুরুকুল-পিতৃ-পিতামহ
স্বর্গ হ'তে এ প্রার্থনা করে অহরহ,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নরনাথ! ত্যাগ কর, ত্যাগ কর তারে—
কৌরব-কল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে
অশ্রুমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ
রাত্রিদিন।

ধৃতরাষ্ট্র

ধর্ম্ম তারে করিবে শাসন
ধর্ম্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে,—আমি পিতা—

গান্ধারী

মাতা আমি নহি? গর্ভভার-জর্জ্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?
স্নেহ-বিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি'
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি?
শাখাবন্ধে ফল যথা, সেই মত করি
বহু বর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে,—ল'য়ে টানি
মোর হাসি হ'তে হাসি, বাণী হ'তে বাণী,
প্রাণ হ'তে প্রাণ?—তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্য্যোধনে ত্যাগ কর আজ।

ধৃতরাষ্ট্র

কি রাখিব তারে ত্যাগ করি?

গান্ধারী

ধর্ম্ম তব।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধৃতরাষ্ট্র

কি দিবে তোমারে ধর্ম্ম ?

গান্ধারী

দুঃখ নব নব।
পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্ম্মের পণে
জিনি ল'য়ে চিরদিন বহিব কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া ?

ধৃতরাষ্ট্র

হায় প্রিয়ে,
ধর্ম্মবশে একবার দিনু ফিরাইয়ে
দ্যূতবদ্ধ পাণ্ডবের হৃত রাজ্যধন।
পরক্ষণে পিতৃস্নেহ করিল গুঞ্জন
শতবার কর্ণে মোর—"কি করিলি ওরে!
এককালে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই তরীপরে
পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন
নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ
তখন ধর্ম্মের সাথে সন্ধি করা মিছে,
পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে।
কি করিলি, হতভাগ্য, বৃদ্ধ, বুদ্ধিহত,
দুর্ব্বল দ্বিধায় পড়ি'। অপমান-ক্ষত
রাজ্য ফিরে দিলে তবু মিলাবে না আর
পাণ্ডবের মনে—শুধু নব কাষ্ঠভার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হুতাশনে দান। অপমানিতের করে
ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে।
সক্ষমে দিয়ো না ছাড়ি দিয়ে স্বল্প পীড়া,—
করহ দলন। কোরো না বিফল ক্রীড়া
পাপের সহিত ; যদি ডেকে আন তারে,
বরণ করিয়া তবে লহ একেবারে।”—
এই মত পাপবুদ্ধি পিতৃস্নেহরূপে
বি ধিতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে
কত কথা তীক্ষ্ণ সূচিসম। পুনরায়
ফিরানু পাণ্ডবগণে,—দ্যূতছলনায়
বিসর্জ্জিনু দীর্ঘ বনবাসে। হায় ধর্ম্ম,
হায় রে প্রবৃত্তিবেগ! কে বুঝিবে মর্ম্ম
সংসারের?

গান্ধারী

ধর্ম্ম নহে সম্পদের হেতু
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,—
ধর্ম্মেই ধর্ম্মের শেষ। মূঢ় নারী আমি,
ধর্ম্মকথা তোমারে কি বুঝাইব স্বামী,
জান ত সকলি। পাণ্ডবেরা যাবে বনে
ফিরাইলে ফিরিবে না, বদ্ধ তারা পণে,—
এখন এ মহারাজ্য একাকী তোমার
মহীপতি,—পুত্রে তব ত্যজ এইবার,—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ
লইয়ো না,—ন্যায়ধর্ম্মে কোরো না বিমুখ
পৌরব-প্রাসাদ হ'তে,—দুঃখ সুদুঃসহ
আজ হ'তে ধর্ম্মরাজ লহ তুলি' লহ,
দেহ তুলি' মোর শিরে।

ধৃতরাষ্ট্র

হায় মহারাণী,
সত্য তব উপদেশ, তীব্র তব বাণী।

গান্ধারী

অধর্ম্মের মধুমাখা বিষফল তুলি'
আনন্দে নাচিছে পুত্র ;—স্নেহমোহে ভুলি,
সে ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে,
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে।
ছললব্ধ পাপস্ফীত রাজ্যধনজনে
ফেলে রাখি' সেও চলে' যাক নির্ব্বাসনে,
বঞ্চিত পাণ্ডবদের সমদুঃখভার
করুক বহন।

ধৃতরাষ্ট্র

ধর্ম্মবিধি বিধাতার,—
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্ম্মদণ্ড তাঁর
রয়েছে উদ্যত নিত্য,—অয়ি মনস্বিনী,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য্য করিবেন তিনি।
আমি পিতা—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গান্ধারী

তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ,
বিধাতার বামহস্ত ;—ধর্ম্মরক্ষা কাজ
তোমাপরে সমর্পিত। শুধাই তোমারে
যদি কোনো প্রজা তব, সতী অবলারে
পরগৃহ হ'তে টানি করে অপমান
বিনা দোষে—কি তাহার করিবে বিধান ?

ধৃতরাষ্ট্র

নির্ব্বাসন।

গান্ধারী

তবে আজ রাজ-পদতলে
সমস্ত নারীর হ'য়ে নয়নের জলে
বিচার প্রার্থনা করি। পুত্র দুর্য্যোধন
অপরাধী প্রভু! তুমি আছ, হে রাজন্,
প্রমাণ আপনি। পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ ল'য়ে বাধে অহরহ,—ভালো মন্দ
নাহি বুঝি তা'র,—দণ্ডনীতি, ভেদনীতি,
কূটনীতি কত শত,—পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে। বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
কৌশলে কৌশল হানে,—মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহকর্ম্মে শান্ত অন্তঃপুরে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ অনল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হ'তে,—পুরুষেরে ছাড়ি
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
গৃহধর্ম্মচারিণীর পুণ্যদেহপরে
কলুষ-পরুষ স্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ,—পতি সাথে বাধায়ে বিরোধ
যে নর পত্নীরে হানি লয় তা'র শোধ—
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ
মহারাজ, কি তার বিধান ?

প্রতিনিধি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গভালে
শিবাজি হেরিলা একদিন—
রামদাস গুরু তাঁর ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন।
ভাবিলা,—এ কি এ কাণ্ড, গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড !
ঘরে যাঁর নাই দৈন্যলেশ ?
সবই যাঁর হস্তগত রাজ্যেশ্বর পদানত
তাঁরো নাই বাসনার শেষ ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে ;
কহিলা, দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে
ভিক্ষাঝুলি ভরে একেবারে।
তখনি লেখনী আনি কি লিখি দিলা কি জানি
বালাজিরে কহিলা ডাকা'য়ে—
গুরু যবে ভিক্ষা-আশে আসিবেন দুর্গ-পাশে
এই লিপি দিও তাঁর পায়ে।

গুরু চলেছেন গেয়ে, সম্মুখে চলেছে ধেয়ে
কত পান্থ, কত অশ্বরথ :—
"হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।
অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার,
সুখে আছে সর্ব্ব চরাচর,
মোরে তুমি, হে ভিখারী মার কাছ হ'তে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।"

সমাপন করি গান সারিয়া মধ্যাহ্নস্নান
দুর্গদ্বারে আসিলা যখন—
বালাজি নমিয়া তাঁরে দাঁড়াইল এক ধারে
পদমূলে রাখিয়া লিখন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গুরু কৌতূহলভরে তুলিয়া লইলা করে,
পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি
বন্দি' তাঁর পাদপদ্ম শিবাজি সঁপিছে অদ্য
তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।

পর দিনে রামদাস গেলেন রাজার পাশ,
কহিলেন, "পুত্র, কহ শুনি
রাজ্য যদি মোরে দেবে কি কাজে লাগিবে এবে,
কোন্ গুণ আছে তব, গুণী ?"
"তোমারি দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান।"
শিবাজি কহিলা নমি তাঁরে ;—
গুরু কহে, "এই ঝুলি লহ তবে স্কন্ধে তুলি
চল আজি ভিক্ষা করিবারে।"

শিবাজি গুরুর সাথে ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে হাতে
ফিরিলেন পুরদ্বারে দ্বারে ;
নৃপে হেরি ছেলে মেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে
ডেকে আনে পিতারে মাতারে।
অতুল ঐশ্বর্য্যে রত তাঁর ভিখারীর ব্রত,
এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা !
ভিক্ষা দেয় লজ্জাভরে, হস্ত কাঁপে থরথরে,
ভাবে, ইহা মহতের লীলা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দুর্গে দ্বিপ্রহর বাজে, ক্ষান্ত দিয়া কর্ম্মকাজে
বিশ্রাম করিছে পুরবাসী।
একতারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান
আনন্দনয়নজলে ভাসি :—
"ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি
কিছু ত অভাব তব নাহি,
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির প্রভু
সবার সর্ব্বস্বধন চাহি।"

অবশেষে দিবসান্তে নগরের একপ্রান্তে
নদীকূলে সন্ধ্যাস্নান সারি—
ভিক্ষা-অন্ন রাঁধি সুখে গুরু কিছু দিলা মুখে
প্রসাদ পাইল শিষ্য তারি।
রাজা তবে কহে হাসি, "নৃপতির গর্ব্ব নাশি
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক ;
প্রস্তুত রয়েছে দাস,— আরো কিবা অভিলাষ
গুরু-কাছে ল'ব গুরু দুখ।"

গুরু কহে, "তবে শোন্, করিলি কঠিন পণ
অনুরূপ নিতে হবে ভার,
এই আমি দিনু ক'য়ে মোর নামে মোর হ'য়ে
রাজ্য তুমি লহ পুনর্ব্বার।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন ;
পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেনো তাহা মোর কর্ম্ম,
রাজ্য ল'য়ে র'বে রাজ্যহীন।—

বৎস, তবে এই লহ মোর আশীর্ব্বাদসহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস ;
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো।"
—কহিলেন গুরু রামদাস।
নৃপশিষ্য নতশিরে বসি রহে নদীতীরে,
চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।
থামিল রাখাল-বেণু, গোঠে ফিরে গেল ধেনু,
পরপারে সূর্য্য গেল পাটে।

পূরবীতে ধরি তান একমনে রচি গান
গাহিতে লাগিলা রামদাস :—
"আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসার-মাঝে
কে তুমি আড়ালে কর বাস ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হে রাজা, রেখেছি আনি তোমারি পাদুকাখানি
আমি থাকি পাদপীঠতলে ;
সন্ধ্যা হ'য়ে এল ওই, আর কত বসে' রই
তব রাজ্যে তুমি এস চলে।"*

নির্ঝরিণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝর্‌না, তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য্যতারা।
তারি এক ধারে আমার ছায়ারে
আনি মাঝে মাঝে, দুলায়ো তাহারে,
তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি,—
দিয়ো তারে বাণী যে-বাণী তোমার
চিরন্তনী॥

* অ্যাক্‌ওয়ার্থ সাহেব কয়েকটি মারাঠী গাথার যে ইংরাজি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই ভূমিকা হইতে বর্ণিত ঘটনা গৃহীত। শিবাজির গেরুয়া পতাকা "ভাগোয়া জেন্দা" নামে খ্যাত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরাণে আমার
মেতেছে কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণী-রূপ দেখিলাম আজি
নির্ঝরিণী।
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি॥

[illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হিমাচলে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

[বিজয়চন্দ্র মজুমদার বঙ্গ-সাহিত্যের একজন অক্লান্তকর্ম্মী সেবক ; ইনি পরিহাস-রসপূর্ণ অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা ছাড়া প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণা-মূলক অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় লিখিয়া যশ লাভ করিয়াছেন। ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের পত্রিকাসমূহে ইঁহার অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বঙ্গের বাহিরে ইনি ব্যবহারজীবী হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় চক্ষু-হারা হইয়া ইঁহাকে ওকালতী ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। অন্ধ অবস্থায় প্রফুল্লভাবে ইনি যেরূপ অবিশ্রান্তরূপে সাহিত্যের সেবা করিতেছেন—তাহার দৃষ্টান্ত বিরল।]

জলে শৈলে সূর্য্য-কিরণ-বিম্ব
দলিত ছিন্ন কুজ্ঝটি ;
যেন তুষারে ধবলগিরির শৃঙ্গ—
ধেয়ান-মগ্ন ধূর্জ্জটি।
ঐ সানুর সোপান-মালার ঊর্দ্ধে
শৃঙ্গ-চরণ-রঞ্জিকা।
শোভে অভ্র-সুষমা, যেন রে শুভ্রা
গৌরকান্তি অম্বিকা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তথা অৰ্দ্ধ-ধূসর ভূধর-খণ্ড
দাঁড়ায়ে প্রান্তে গৌরবে ;
যেন নন্দীর মত রুদ্র-প্রহরী
দলিছে চরণে রৌরবে ;
সেথা শুষ্ক চপল বাসনা মানসে,
হত লালসার উগ্রতা,
রাজে মৌন মুক্ত শঙ্কর-পদে
তাপসীর চারু শুভ্রতা।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঘুমন্ত শিশু

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষিকার্য্য-শিক্ষার্থ ষ্টেট্ স্কলার্শিপ্ লইয়া ইনি বিলাতযাত্রা করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইনি কিছু-দিন সেটেল্‌মেণ্ট্ অফিসারের কার্য্য করেন, এবং পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। নানাপ্রকার গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। হাসির গান রচনায় ইনি অতুলনীয়। এক সময়ে ইঁহার রচিত বিবিধ নাটক বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চসমূহের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল। ইঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'কল্কি অবতার,' 'আর্য্যগাথা,' 'হাসির গান,' 'আষাঢ়ে,' 'ত্র্যহস্পর্শ,' 'বিরহ,' 'পাষাণী,' 'তারাবাই,' 'রাণাপ্রতাপ,' 'দুর্গাদাস,' 'নূরজাহান,' 'সাজাহান,' 'মেবারপতন,' 'চন্দ্রগুপ্ত,' 'সীতা,' 'সিংহলবিজয়,' 'পরপারে' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।]

১

হেমন্তে,—নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্ত দুপুর বেলা,
বকুল তলায় ঘাসের উপর, একান্ত একেলা,
ধূলা নিয়ে আপন মনে খেলা করে' খানিক,
ঘুমিয়ে গেছে যাদু আমার, ঘুমিয়ে গেছে মাণিক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২

ধূলার প্রাসাদ তৈরি করে' বাছার গরব ভারি;
নিজের বাহাদুরিটুকু কর্ত্তে যেন জারি,
বাজাচ্ছিল কাঠি দিয়ে কাঠের বাক্স ভাঙা,
হাস্যে আরো মিষ্ট করে' ওষ্ঠ দুটি রাঙা,
আপন মনে তৈরি সুরে আপন মনে গেয়ে ;—
এমন সময় ঘুমটি এল নয়ন দুটি ছেয়ে,
অঙ্গ এল অবশ হয়ে, খেলা গেল চুকে,
হাতের কাঠি রৈল হাতে, মুখের হাসি মুখে,
চক্ষু দুটি মুদে এল ;—শীতল শান্ত দুপর,
সোণার বাছা ঘুমিয়ে গেল শ্যামল ঘাসের উপর।

৩

মন্দীভূত করে' আরো শীতের সূর্য্যতাপে
বহে বাতাস ;—চুলগুলি তার সেই বাতাসে কাঁপে ;
মর্ম্মরিয়া রৌদ্রতলে তরুর পত্র নড়ে,
ঝিকিমিকি কিরণ বাছার মুখে এসে পড়ে ;
উপর দিকে ঘনশ্যামল চন্দ্রাতপ রাজে ;
নীচের শাখে ঘুঘু ডাকে পাতার কুঞ্জ-মাঝে ;
ঘিরে তারে চারিধারে, হরিৎক্ষেত্র হেন
রবির করে ছবির মতন,—নড়েনাক যেন ;
বৎস সঙ্গে চরে ধেনু দূরে দলে দলে ;
বাজায় বেণু রাখাল-বালক আম্র গাছের তলে ;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সি চোয় বারি কৃষকনারী আলুর ক্ষুদ্র মাঠে ;
সুদূর জলায় পুরুষগুলি শীতের ধান্য কাটে ;
পথের গায়ে ইক্ষুছায়ে হরিণ বসে' থাকে ;
যাচ্ছে ঘরে গ্রাম্যবধূ পূর্ণকুম্ভ কাঁখে ;
—চারিদিকে এমন শান্ত, নীরব, মধুর ছবি ;
ধূ ধূ করে ধূসর আকাশ, কিরণ দিচ্ছে রবি ;
তার মাঝেতে, সবার সেরা, সবার মধ্যস্থলে,
ঘুমিয়ে গেছে বাছা আমার বকুল গাছের তলে।

৪

ওগো তোরা কতই জিনিষ দেখেছিস, না জানি ;
দেখেছিস কেউ কোনখানে এমন ছবিখানি ?
একা একা—না হতে তার সাঙ্গ ধূলাখেলা,—
এমন স্থানে, এমন নিদ্রা, এমন দুপর বেলা ;—
পায়ের তলে ফেটে পড়ে তরুণ স্বর্ণপ্রভা ;
ঘুমিয়ে দুইটি মুঠোর ভিতর দুইটি রক্ত জবা ;
দুইটি গণ্ড'পরে দুইটি রক্তপদ্ম ফোটে ;
অরুণ লেখা লেপেছে কে দুইটি রাঙা ঠোঁটে ;
বৃক্ষমূলে হেলান দিয়ে, বৃক্ষে রেখে মাথা ;
বিরল দুইটি ভুরুর নীচে আঁখির দুইটি পাতা ;
বকুল গাছটি চৌকি দিচ্ছে মাথায় ধরে' ছাতি ;
মাটির উপর দিয়েছে কে শ্যামল শয্যা পাতি' ;
চরণে তার গড়ায় পৃথ্বী, উপরে নীল গগন ;—
মাঝখানে তার যাদু আমার গভীর নিদ্রামগন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৫

শরৎকালের পূর্ণশশী বড়ই মধুর বটে,
তারায় যখন ঘিরে থাকে নীল আকাশের পটে ;
দেখ্‌তে মধুর—শৈবালেতে ঘেরা শতদলে,
যখন একটি ফুটে থাকে সুনীল স্বচ্ছ জলে ;
—নাইক কিন্তু বিশ্বে কিছু এমন মনোলোভা,
শ্যামল বনের মাঝে যেমন আমার বাছার শোভা।
তাহার শুধু শোভার জন্য সবার সৃষ্টি হেন ;
গরবিণী পৃথ্বী তারে বক্ষে ধরে' যেন ;
দেখ্‌তে সবাই পিছে যেন সারি বেঁধে দাঁড়ায়,—
বসুন্ধরা নিয়ে তারে ঘুমটি কেমন পাড়ায়।

৬

একি খেয়াল বাছারে তোর? গাছের তলে, ভূয়ে,
কেবল ছুটো ঘাস-বিছানো ধূলার উপর শুয়ে?
মৌরুসি তোর মায়ের কোলে, বাপের বুকে, হেন
ছেড়ে এসে, বাছারে তুই হেথায় শুয়ে কেন?
আয়রে আমার ননীর পুতুল, আয়রে আমার পাখী,
—ধূলায় কেন? আয়রে তোরে বুকে করে' রাখি।

৭

না না ;—ঘুমা এমনি করে'—আহা মরি, একি
মধুর ছবি!—ঘুমা, আমি নয়ন ভরে' দেখি!
এমন বকুল তলায়, এমন শান্ত বনভূমে,
আরো খানিক থাক্‌রে যাদু, মগ্ন গাঢ় ঘুমে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চিত্রকরটি হতাম যদি, তোরে এমন দেখে,
রেখে দিতাম যত্ন করে' সোণার পটে এঁকে।
ঘুমা এমনি মুগ্ধ হয়ে' দেখি আমি খানিক,
ঘুমা আমার সোণার যাদু, ঘুমা আমার মাণিক।

সাধের বীণা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ওরে আমার সাধের বীণা, ওরে আমার সাধের গান,
(তোর ঐ) কোমল সুরে ব্যথা ঝ'রে, আকুল করে আমার প্রাণ!
(ও তোর) শত তানে একই কথা, শত লয়ে একই ব্যথা,—
(শুধু) নিরাশার কাতরতা, হতাশার অপমান।

(কোরাস্)—

পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

(যখন) বীণার সুরে গলা সেধে, গাইতে যাইরে ফেলি কেঁদে,
(শুধু) মিশে যায় সে মনের খেদে—আঁখির জলে অবসান;
(কোথায়) আনন্দেতে উঠ্‌বো নেচে, মরা মানুষ উঠ্‌বে বেঁচে,
(আমি) পাইনা সুধা সাগর ছেঁচে—ভাগ্যে শুধুই বিষপান!

(কোরাস্)—

পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(বীণা) পারো যদি জাগো তবে, বেজে ওঠো উচ্চ রবে,
(আজ) নূতন সুরে গাইতে হবে, আমি সঙ্গে ধরি তান ;
(ছেড়ে) লোক-লজ্জা, সমাজ-ভয়,—যাতে, সবাই
আবার মানুষ হয়,
(এম্‌নি) গাইতে পারি দয়াময়—কর এই বরদান ।

(কোরাস্)—

পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধরায় দেবতা চাহি

কামিনী রায়

['আলো ও ছায়া' লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে কামিনী রায় অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের কন্যা এবং সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের স্ত্রী। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক-গমন করেন।

ত্রিদিবে দেবতা নাও যদি থাকে
ধরায় দেবতা চাহি গো চাহি,
মানব সবাই নহে গো মানব,
কেহ বা দৈত্য, কেহ বা দানব,
উৎপীড়ন করে দুর্ব্বল নরে,
তাদের তরে যে ভরসা নাহি—
ধরায় দেবের প্রতিষ্ঠা চাহি।

সেকালে দেবতা গোলোক তেয়াগি,
মাটীর ধরায় মরের গেহে,
লইত জনম নর-শিশুরূপে ;
বাড়িয়া উঠিত নারীর স্নেহে ;
ধূলা বালু লয়ে খেলিয়া বেড়াত
আর দশজন শিশুরি মত ,—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আসিলে সময় দৈব বলে বলী,
দানবে দলিতে যাইত সে চলি
হেলায় সংহারি দুরাচারগণে,
নিরাতঙ্ক করি সাধু সজ্জনে,
ফিরিয়া আসিত অপরাহত।

ত্রিদিব তেয়াগি আসে কি না আসে,
নরের আলয়ে নারীর কোলে,
আজিও দেবতা নর-জন্ম লয়,
ধরণীর গ্লানি, ম্লানি করি ক্ষয়,
আলোকের দিকে টানিয়া তোলে।
ঐশ্বর্য্য আরাম চাহে ভুলাইতে,
স্নেহ প্রেম কত বাঁধিতে চায়,
মাতা কাঁদে, জায়া শিশু দেয় কোলে,
সকল বাঁধন কাটিয়া যায়।

বাহিরে বাতাসে যেই আর্ত্তনাদ,
যে রোদন-ধ্বনি বহিয়া যায়,
শুনিতে শুনিতে অভ্যাস-বশে
সকলে যাহা না শুনিতে পায়—
তাই ডেকে লয় নর-দেবতায়
সংগ্রামে পশিতে দানব-সাথে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দানব-সংহার মানবেরি কাজ,
দধীচির হাড় ইন্দ্রের হাতে
বজ্র হয়ে আছে, রবে চিরদিন,
মানবেরে দিয়া দেবের জয় ;
ত্রিদিবে দেবতা নাও যদি থাকে
ধরায় দেবতা নহিলে নয় ।

এরা যদি জানে

কামিনী রায়

এদেরও গড়েছেন নিজে ভগবান,
নররূপে দিয়াছেন চেতনা ও প্রাণ ;
সুখে দুঃখে হাসে কাঁদে স্নেহে প্রেমে গৃহ বাঁধে
বি ধে শল্যসম হৃদে ঘৃণা অপমান,
জীবন্ত মানুষ এরা মায়ের সন্তান ।
এরা যদি আপনারে শেখে সম্মানিতে,
এরা দেশ-ভক্তরূপে জন্মভূমি-হিতে
মরণে মানিবে ধর্ম্ম, বাক্য নহে—দিবে কর্ম্ম ;
আলস্য বিলাস আজো ইহাদের চিতে
পারেনি বাঁধিতে বাসা, পথ ভুলাইতে ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এরা হতে পারে দ্বিজ—যদি এরা জানে,
এরা কি সভয়ে সরি' রহে ব্যবধানে ?
এরা হতে পারে বীর, এরা দিতে পারে শির
জননীর, ভগিনীর, পত্নীর সম্মানে ;
ভবিষ্যের মঙ্গলের স্বপনে ও ধ্যানে—
যদি এরা জানে !
উচ্চ কুলে জন্ম বলে' কত দিন আর
ভাই বিপ্র, রবে তব এই অহঙ্কার
কৃতান্ত সে কুলীনের রাখে না তো মান,
তার কাছে দ্বিজ শূদ্র পারিয়া সমান।
তার স্পর্শে যেই দিন পঞ্চভূতে দেহ লীন
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে রহে কত ব্যবধান ?

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুকারীর প্রতি

কামিনী রায়

পরের মুখে শেখা বুলি পাখীর মত কেন বলিস্ ?
পরের ভঙ্গী নকল করে, নটের মত কেন চলিস্ ?
তোর নিজত্ব সর্ব্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে,
মুছে সেটুকু 'বাজে' হলি, গৌরব কিছু বাড়্‌ল তাতে ?
আপনারে যে ভেঙ্গে চুরে গ'ড়তে চায় পরের ছাঁচে
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে জন, নামটা তার ক'দিন বাঁচে ?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন-মাঝে ডুবে যা রে,
খাঁটি ধন যা সেথাই পাবি আর কোথাও পাবি না রে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সখা

রজনীকান্ত সেন

[১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে রজনীকান্ত সেনে জন্ম হয়। বঙ্গদেশে কবিতা এবং গান রচনা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, রজনীকান্ত তাঁহাদের অন্যতম। ইনি রাজসাহীতে ওকালতী করিতেন। ইঁহার রচিত 'বাণী' ও 'কল্যাণী'—এই দুইখানি গানের বই বঙ্গ-সাহিত্যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে;
তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে, হৃদয়-মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ !

চির-আদরের বিনিময়ে, সখা,
চির-অবহেলা পেয়েছ ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু' হাত পসারি,
ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ ;

"ও পথে যেও না, ফিরে এস"—ব'লে
কাণে কাণে কত ক'য়েছ ;
(আমি) তবু চ'লে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ !

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(এই) চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসি-মুখে তুমি ব'য়েছ ;
(আমার) নিজ-হাতে গড়া বিপদের মাঝে,
বুকে ক'রে নিয়ে র'য়েছ !

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রাবণে

অক্ষয়কুমার বড়াল

[১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা চোরবাগানে অক্ষয়কুমার বড়ালের জন্ম হয়। ইঁহাদের আদি নিবাস ফরাসডাঙ্গা। 'প্রদীপ,' 'কনকাঞ্জলি,' 'ভুল,' 'এষা,' 'শঙ্খ' প্রভৃতি কয়েকখানি কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

সারাদিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ;
ব'সে জানালার পাশে, সারাদিন আছি চেয়ে—
জীবনের আজি অবকাশ।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দোলে,
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া,
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি',
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া।

কোথা সাড়া-শব্দ নাই, পথে লোক-জন নাই,
হেথা-হোথা দাঁড়ায়েছে জল ;
ভিজা ঘাস-ঝাড় হ'তে লাফায় ফড়িং কভু,
জলায় ডাকিছে ভেকদল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চাতক, ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক-জল,
ছাড়ি' নীড়, উঠিছে আকাশে ;
কদম্ব-কেতকী-বাস কাঁপিছে বাতাসে ধীরে ;
গেছে ধরা ঢেকে' শ্যাম ঘাসে।

দীঘিটি গিয়াছে ভরে', সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে',
কানায় কানায় কাঁপে জল ;
বৃষ্টি-ভরে—বায়ু-ভরে নুয়ে পড়ে বার বার
আধ-ফোটা কুমুদ-কমল।

তীরে নারিকেল-মূলে থল্-থল্ করে জল ;
ডাহুক-ডাহুকী কূলে ডাকে ;
সারি দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু দাম-ঝাঁকে।

পাড়ে পাড়ে চকা-চকী বসে' আছে দু'টি দু'টি ;
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে ;
ক্বচিৎ গ্রামের বধূ শূন্য কুম্ভ ল'য়ে কাঁখে,
তরু-তল দিয়া ধীরে আসে।

ক্বচিৎ অশ্বথ-তলে ভিজিছে একটি গাভী ;
টোকা-মাথে যায় কোন চাষী ;
ক্বচিৎ মেঘের কোলে মুমূর্ষুর হাসি-সম
চমকিছে বিজলীর হাসি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মাঠে নবশ্যাম ক্ষেতে কচি কচি ধান-গাছ
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে—
কোলে লুটিতেছে জল টল্-মল্ থল্-থল্,
বুকে বা য়ুথর-থর নাচে।

সুদূরে মাঠের শেষে জমে' আছে অন্ধকার,
কোথা যেন হ'তেছে প্রলয়,
কুটীরে বসিয়া গৃহী পুত্র-পরিবার-সহ
কত দুর্য্যোগের কথা কয়।

চেয়ে আছি শূন্য পানে, কোন কাজ হাতে নাই—
কোন কাজে নাহি বসে মন!
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই; দেহ আছে, মন নাই—
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন!

এই উঠি, এই বসি; কেন উঠি, কেন বসি!
এই শুই, এই গান গাই।
কি গান—কাহার গান! কি সুর—কি ভাব তার
ছিল কভু, আজ মনে নাই!

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

[দেবেন্দ্রনাথ সেন একজন সুকবি। 'আটপৌরে,' 'নীরব বিদায়,' 'মলিন হাসি,' 'স্বর্ণলতা' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ তাঁহার রচিত। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক-গমন করিয়াছেন।]

তবু ভরিল না চিত্ত ; ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম। বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া ;
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে ;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি', ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধাশ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বর গুঞ্জমালা।

তবু ভরিল না চিত্ত, সর্ব্ব-তীর্থ-সার,
তাই মা, তোমার পাশে এসেছি আবার।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভিখারিণী মেয়ে

মানকুমারী বসু

[যে সকল মহিলা-কবি বাঙ্গালা-সাহিত্যক্ষেত্রে আপনাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, মানকুমারী বসু তাঁহাদের অন্যতম। ইনি মাইকেল মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইঁহার বাড়ী যশোহর—সাগরদাঁড়ি গ্রামে।]

(১)

দিনমান যায় যায় প্রায়,
গেল রোদ গাছের আগায় ;
কে ও গায় পথে বসি' এমন সময় ?—
না না না, আমারই ভুল, গান ওতো নয় ;
পরাণে কত কি ব্যথা পেয়ে
কাঁদে এক ভিখারিণী মেয়ে !

(২)

কত দুঃখে আহা রে না জানি,
শুকায়েছে সোণা-মুখখানি !
ছেঁড়া বাস জুড়ে-তেড়ে ঢাকিয়াছে কায়,
কতদিন তেল বুঝি পড়ে নি মাথায় !
অই শুন ! বড় বেদনায়
নিজে কেঁদে পরেরে কাঁদায় !

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(৩)

"এ জগতে কেউ মোর নাই,
আমি আজি ভিখারিণী তাই ;
দুয়ারে দুয়ারে ডাকি 'ভিক্ষা দাও' ব'লে,
ঘর নাই, রেতে তাই থাকি তরুতলে ;
কিছু নাই আমার সম্বল,
সবে ধন নয়নের জল।

(৪)

"ছেলে মেয়ে পথ বেয়ে যায়,
অভাগিনী নীরবে তাকায়।
পাছে রাগ করে ভেবে কথা বলি নাই,
তারা কেউ নহে মোর বোন কিংবা ভাই ;
তাই তারা আমারে ডাকে না,
মোর পানে চেয়েও থাকে না!

(৫)

"এ জগতে কে আছে আমার,
আমারে বলিবে 'আপনার' ?
আপনা আপনি কাঁদি কেউ নাহি শোনে,
আমারে জগতে কি গো! কেউ নাহি চেনে ?
এ দেশে তো এত আছে লোক,
মোর তরে কেবা করে শোক ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(৬)

"হায় বিধি ! আমার কপালে
মরণ আছে কি কোন কালে ?
বাবা গেছে, দাদা গেছে, মা-ও গেছে চ'লে,
একা আমি পড়ে' আছি এত সব' ব'লে !
ভাগ্যবান্ তাড়াতাড়ি মরে,
অভাগারে যমে ভয় করে।

(৭)

"তিন দিন ভাত নাই পেটে,
চলিতে পারি নে পথ হেঁটে ;
আকাশে উঠিছে মেঘ, উড়িছে পরাণ,
যদি আসে ঝড়জল কোথা পাব স্থান ?
এই মাত্র ভিক্ষা দাও হরি !
আজ যেন একেবারে মরি !

(৮)

"দারুণ দুখের জ্বালা স'য়ে,
বেঁচে আছি আধমরা হ'য়ে ;
এখন বাসনা শুধু, জনম-মতন—
মরণের কোলে পাই করিতে শয়ন ;
এ জগতে কেউ যার নাই,
মরণ ! তুমিই তার ভাই !"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(৯)

—কচি মুখে এ বিষাদ-গান,
শুনে' কার কাঁদে না পরাণ ?
আয় তোরা ভাই-বোন, সবে মিলে যাই,
দুখিনীর আঁখি-জল যতনে মুছাই ;
আমাদের মানুষের প্রাণ
কেন হবে নিরেট পাষাণ ?

(১০)

চল্ তোরা ওর হাত ধ'রে
ডেকে' আনি আমাদের ঘরে ;
এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই,
কেউ হ'ব বোন মোরা, কেউ হ'ব ভাই ;
তা হ'লে ও বেদনা ভুলিবে,
তা হ'লে বা পুলকে হাসিবে

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেবতার আক্ষেপ

জগদিন্দ্রনাথ রায়

দেউলে দেউলে মন্দিরে কত
　　　　বাজে উৎসব-বাঁশী,
লক্ষ পূজারি বন্দনা গায়
　　　　নিত্য নিয়ত আসি'।

হে মোর ভক্ত, সেবক আমার,
　　　　তোর দেখা নাই আর,
কোথা অর্চ্চন-আয়োজন যত
　　　　উপচার-সম্ভার!

স্তুতি-গান আর করে না কেহই,
　　　　কুসুমে ভরিয়া সাজি,
মোর মন্দিরে আসে না ত কেউ
　　　　পূজিতে আমারে আজি;

নীরব সন্ধ্যা-আকাশে আমার
　　　　ওঠে না আরতি-রব,
মধ্য-দিনের ষোড়শোপচার
　　　　আজিকে নিরুৎসব;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মালতী-বল্লী-বিতানে কুসুম
আপনি শুকায়ে যায়,
কত পূর্ণিমা পর্ব্ব-রজনী
বৃথা হয় মোর হায়!

তুই চ'লে গেলে, হে মোর পূজারি,
ভাবি নি ত এক দিন—
এমন করিয়া মোর মন্দির
হবে বন্দনা-হীন!

জানিতাম যদি, একবার গেলে
আসে নাকো আর ফিরে,
রাখিতাম তোরে, ভিখারী আমার,
সব সম্পদে ঘিরে।

সব অভিলাষ মিটাইয়া, তোরে
মোর পাদপীঠতলে
চির-নিশিদিন বেঁধে রাখিতাম
চির-করুণার বলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হিমালয়াষ্টক

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[রবীন্দ্রনাথের পর কবিতা রচনা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহাদের অন্যতম। ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। 'বেণু ও বীণা,' 'কুহু ও কেকা,' 'তীর্থ-সলিল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

নম নম হিমালয়!
গিরিরাজ—তুমি, মানচিত্রের মসীর চিহ্ন নয়!
বর্ষা-মেঘের মত গম্ভীর!
দিগ্‌বারণের বিপুল শরীর!
অবাধ বাতাস বাধ্য তোমার, তোমারে সে করে ভয়।
নম নম হিমালয়!

নম নম গিরিরাজ!
অযুত ঝোরার মুক্তা-ঝুরিতে উজ্জল তব সাজ;
সূত্রবিহীন কুসুমের হার
উল্লাসে শোভে উরসে তোমার;
মৃদু-পর্ণিকা করিছে অঙ্গে পত্র-রচনা কাজ!
নম নম গিরিরাজ!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নম মহামহীয়ান্ !
নতশিরে যত গিরি-সামন্ত সম্মান করে দান।
গুহার গূঢ়তা, ভৃগুর ভ্রূকুটি,
তোমাতে রয়েছে পাশাপাশি ফুটি' ;
ভীম অৰ্ব্বুদ, ভীষণ তুষার গাহিছে প্রলয় গান !
নম মহামহীয়ান্ !

নম নম গিরিবর !
স্থির-তরঙ্গ-ভঙ্গিমাময় দ্বিতীয় রত্নাকর।
শিখরে শিখরে, শিলায় শিলায়,—
চপল-চমরী-পুচ্ছ-লীলায়,—
সাগর-ফেনের মত সাদা মেঘ নাচিছে নিরন্তর।
নম নম গিরিবর !

নম নম হিমবান্ !
মৌনে শুনিছ বিশ্ব-জনের দুঃখ-সুখের গান ;
নিখিল জীবের মঙ্গল-ভার
নিজ মস্তকে বহ অনিবার,
চির-অক্ষয় তুষার তোমার শত চূড়ে শোভমান
নম নম হিমবান্ !

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নম নম ধরাধর !
নাগবেণী আর সরল শালেতে মণ্ডিত কলেবর ;
মেঘ উত্তরী', তুষার কিরীট,
ছত্র আকাশ, ধরা পাদপীঠ ;
তুমি লভিয়াছ মৃত্যু-ভুবনে চির অমরতা-বর !
নম নম ধরাধর !

নম নম হিমাচল !
কত তপস্বী তব আশ্রয়ে পেয়েছে কাব্যফল ;
মোরে দেছ তুমি নব আনন্দ,—
মহামহিমার বিশাল ছন্দ,
তোমারে হেরিয়া পরাণ ভরিয়া উছলিছে অবিরল !
নম নম হিমাচল !

অতীত-সাক্ষী নম !
ক্ষুদ্র কবির ক্ষীণ কল্পনা অক্ষম ভাষা ক্ষম ;
বাল্মীকি যার বন্দনা গান,
কালিদাস যার অন্ত না পান,—
সেই মহিমার ছবি আঁকিবার দুরাশা ক্ষম হে মম ;
বিশ্ব-পূজিত নম !

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সিন্ধু-তাণ্ডব

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(পঞ্চচামর ছন্দের অনুসরণে)

মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃশ্যামল ;
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল।

বাজাও পিনাক, বাজাও মাদল,
আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায়,
মেঘের ধ্বজায় সাজাও দ্যুলোক,
সাজাও ভূলোক ঢেউয়ের মেলায়।

ধবল ফেনায় ফুটুক তোমার
পাগল হাসির আভাস ফেনিল,
আলাপ তোমার প্রলাপ তোমার
বিলাপ তোমার শোনাও, হে নীল।

কিসের কারণ আকাশ-ভাষণ ?
কিসের তৃষায় হৃদয় অধীর ?
পরাণ তোমার জুড়ায় না হায়
অধর-সুধায় অযুত নদীর ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বেদের অধিক প্রাচীন নিবিদ্
নিবিদ্ হ'তেও প্রাচীন ভাষায়,—
মরম তোমার নিতুই জানাও
হে সিন্ধু! কোন্ সুদূর আশায়?

সুধার আধার চাঁদের শোকেই
তোমার কি এই পাগল ধরণ?—
মথন-দিনের গভীর ব্যথায়
মরণ-সমান আঁধার বরণ?

গলায় তোমার নাগের নিবীত,
ঢেউয়ের মেলায় সাপের সাপট;
চাঁদের তরাস রাহুর গরাস,
রাহুর তরাস তোমার দাপট।

হাজার যোজন বিথার তোমার,
বিপুল তোমার হৃদয় বিজন;
তোমার ক্ষোভের নিশাস মলিন
করুক প্রাবৃট্ মেঘের সৃজন।

রবির কিরণ ছড়ায় তরল
গোমেদ মাণিক মনঃশিলায়,—
মুনাল পাখীর সুনীল পাখায়,
কুনাল পাখীর আঁখির নীলায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিষের নিধান যে নীল-লোহিত
নিদান বিষের বিষম দহন
তাঁহার ছায়ায় রহুক নিলীন
মায়ায় যে জন গভীর গহন।

বাজাও মাদল, বিভোল পাগল!
উঠুক্ হে জয়জয়ন্তী তান ;
বাজের আওয়াজ তোমার কাছেই
শিখুক নবীন মেঘের বিতান।

ঢেউয়ের ঘোড়ায় কে হয় সওয়ার,
কে হয় জোয়ার-হাতীর মাহুত ?
ডাকাও সবায়, মিলাও সবায়,
পাঠাও তোমার প্রগল্ভ দূত।

প্রাচীন জগৎ গুঁড়াও এবং
নূতন ভুবন গড়াও হেলায়,
উঠুক্ কেবল 'ববম্' 'ববম্'
চতুঃসীমার বেলায় বেলায়।

জতুর পুতুল বসুন্ধরায়
ও নীল মুঠার জানাও পেষণ!
জানাও সোহাগ কী ভীম ভাষায়!
প্রেমের ক্ষুধায় কী অন্বেষণ!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জগন্নাথের শীতল শয়ান
তুমিই কি সেই অনন্ত নাগ ?
ফণায় ফণায় মাণিক তোমার
পাথার-হিয়ায় অতুল সোহাগ।

'তিমি'র পাঁজর তুফান তোমার,
খেলার জিনিস হাঙর মকর,
সগর-কুলের স্বখাত সলিল
নিধির নিধান হে রত্নাকর !

ভুবন-ভ্রূণের দোলার শিকল
তুমিই দোলাও, নীলাব্জ-নীল !
আকাশ একক তোমার দোসর,
সোদর তোমার অনল অনিল !

ঝামর ঢেউয়ের ঝালর হেলায়
অলখ্ বেতাল দিনের আলোয়,
রভস তোমার আসব সমান
দিবস নিশায় আলোয় কালোয়।

বাসব যাহায় করেন পীড়ন
সহায় শরণ তুমিই তাঁহার,
রাজার রোষের আশঙ্কা নেই
ঢেউয়ের তলায় লুকাও পাহাড়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আগম নিগম গোপন তোমার
কখন কী ভাব,—বোঝায় কে সেই ?
এসেই—"অয়ম্ অহম্ ভো"—এই
ব'লেই তফাৎ রোষের বেশেই

বিরাগ তোমার যেমন বিষম,—
সোহাগ তেমন, তেমন শাসন ;
ঢেউয়ের দোলেই ভুবন দোলাও,
ভূমার কোলেই তোমার আসন।

সুধার সাথেই গরল উগার!—
পাগল! তোমার কী এই ধরণ ?
জগৎ-জয়ের মূরৎ সাগর!
মহৎ ভয়ের মহৎ শরণ!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভারত-ভানু

অতুলপ্রসাদ সেন

[অতুলপ্রসাদ সেন একজন ব্যারিষ্টার-য্যাট্-ল; লক্ষ্ণৌ সহরে অবস্থিতি করেন। গান রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত। ইনি 'উত্তরা' নামক একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক।

ভারত-ভানু কোথা লুকালে ?
পুনঃ উদিবে কবে পূরব ভালে ?
হারে বিধাতা! সে দেব-কান্তি
কালের গর্ভে কেন ডুবালে ?
আছে অযোধ্যা—কোথা সে রাঘব!
আছে কুরুক্ষেত্র—কোথা সে পাণ্ডব!
আছে নৈরঞ্জনা—কোথা সে মুক্তি!
আছে নবদ্বীপ—কোথা সে ভক্তি!
আছে তপোবন—কোথা সে তপোধন!
কোথা সে কালা কালিন্দী-কূলে!

পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে ;
নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে ;
কোথা সে বীরেন্দ্র সুর দানবারি ;
কোথা সে বিদুষী তাপসী নারী ;
সিংহের দেশে বিচরিছে শিবা,
বীর্য্য-বিড়ম্বিত খল-কোলাহলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নানক, গৌরাঙ্গ, শাক্যের জাতি,
নাহিক সাম্য, ভেদে আত্মঘাতী ;
ধর্ম্মের বেশে বিহরে অধর্ম্মী !
কোথা সে ত্যাগী, প্রেমী ও কর্ম্মী ?
কোথা সে জাতি যাহারে বিশ্ব
পূজিত কালের প্রভাত কালে ?

সখা

অতুলপ্রসাদ সেন

সে ডাকে আমারে
বিনা সে সখারে
রহিতে মন নারে !

প্রভাতে যারে দেখিবে বলি',
দ্বার খোলে কুসুম-কলি,
কুঞ্জে ফুকারে অলি
যাহারে বারে বারে ।

নির্ঝর-কলকণ্ঠ-গীতি বন্দে যাহারে
শৈল-বন-পুষ্পকুল নন্দে যাহারে ;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যার প্রেমে চন্দ্র-তারা
কাটে নিশি তন্দ্রা-হারা,
যার প্রেমের ধারা
বহিছে শত ধারে !

দেবতা

অতুলপ্রসাদ সেন

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া,
তুমি তো আমার রহিবে
বহিবারে যদি না পারি এ ভার,
তুমি ত, বন্ধু, বহিবে।

কলুষ আমার, দীনতা আমার,
তোমারে আঘাত করে শতবার ;
আর কেহ যদি না পারে সহিতে,
তুমি ত, বন্ধু, সহিবে।

যাক্ ছিঁড়ে যাক্ মোর ফুলমালা,
থাক্ প'ড়ে থাক্ ভরা ফুলডালা।
হবে না বিফল মোর ফুলতোলা
তুমি ত চরণে লইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দুঃখেরে আমি ডরিব না আর,
কণ্টক হোক্ কণ্ঠের হার ;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল,
যতই অনলে দহিবে।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সিংহগড়

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

[নদীয়া জেলার যমসেরপুরের সম্ভ্রান্ত বাগচী-পরিবারে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্ম। ইনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাহিত্য-সেবায় নিয়োজিত হইয়াছেন। আধুনিক বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে যতীন্দ্রবাবু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহার 'লেখা,' 'রেখা,' 'অপরাজিতা,' 'নাগকেশর,' 'নীহারিকা' প্রভৃতি অনেক পুস্তকই কাব্যামোদী পাঠকগণের প্রিয়।]

উমরাটিপুরে সুবেদার-গৃহে সেদিন বাজিছে বাঁশী,
তানাজীপুত্র রায়বার বিয়ে ; প্রমত্ত পুরবাসী ;
নানা আয়োজন, ভারি ধূমধাম ;
নৃত্য ও গীত চলে অবিরাম ;
দাঁড়াইল বর—বাজিল শঙ্খ, জ্বলিল আলোকরাশি—
এ হেন সময় শিবাজীর দূত সভায় দাঁড়া'ল আসি'।

পাঠ করি' লিপি বজ্রকণ্ঠে হাঁকিলা মালেশ্বর,—
'নামাও বংশী, থামাও নৃত্য, সাজ খুলে' ফেল, বর !
কঠিন বিবাহ ঘনায়েছে আজ
তারই লাগি সবে পর' নব সাজ,
সেই মিলনের শুভ লগ্নের সময় অগ্রসর—
রে বরযাত্রা ! আগত রাত্রি—হও সবে সত্বর।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লিপির বারতা শুনিলা সকলে সাগ্রহে পাতি' কাণ,
হাজার কণ্ঠে ধ্বনিল অমনি শিবাজীর আহ্বান !
অন্তঃপুরে পুরনারী যত
শুনিলা সে বাণী স্বপ্নের মত,
বিস্ময়-হত হিয়া শত শত, তবু নহে ম্রিয়মাণ,
নব উৎসাহে উঠিল জ্বলিয়া পদাহত সম্মান ।

বারো সহস্র মাওয়ালি সৈন্য সাজিলা বারতা পেয়ে,
তাই লয়ে' সাথে প্রচণ্ড তেজে চলিলা তানাজী ধেয়ে ;
রায়গড়ে আসি' রাজারে শুধায়,—
'কি আদেশ প্রভু, ঘটিল কি দায় ?'
উত্তর শুধু করিলা শিবাজী—জননীর পানে চেয়ে,
'বন্ধু, তোমায় আমি ডাকি নাই—ভবানী মায়ের মেয়ে !'

জননী অমনি তানাজীর মুখে ঘুরায়ে প্রদীপখানি,
অঙ্গুলি ভাঙি' ললাট পরশি' বালাই লইয়া টানি'
কহিলা মধুর-গম্ভীর রবে,
'সিংগড় মোরে জিনে' দিতে হবে,
বৎস আমার ! আজ হ'তে তোরে দ্বিতীয় পুত্র মানি ।'—
তানাজীর মুখে অপূর্ব্ব সুখে বন্ধ হইল বাণী !

হাঁকি' পুনরায় কহে জীজাবাই,—'ছি ! ছি ! তোরা কাপুরুষ !
বীরের কর্ম্ম আপন ধর্ম্মে করে সে নিষ্কলুষ ।
বেদ ব্রাহ্মণ নিষ্ঠা আচার
ধর্ম্ম যজ্ঞ বিবেক বিচার—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চরণে দলিত হেরি' বারবার, তথাপি হয় না হুঁস্—
ধিক্কারে ভরা লাঞ্ছনা তোরা মর্ম্মে লুকায়ে থু'স্!

'দেখিস্ না চেয়ে চোখের উপরে কিবা হয় দিবারাত,
পাপ—সে হাসিয়া পুণ্যের শিরে করিতেছে পদাঘাত;
দরিদ্র দীন মূক অসহায়
ধনীর দুয়ারে আপনা বিকায়,
দম্ভী দর্পী হেলায় ঘৃণায় হেসে করে দৃক্‌পাত—
শুধু গড় নয়, যা-কিছু তোদের গেল যে পরের হাত!

'তবু বেঁচে থাকা—তবু প্রাণ রাখা পদে পদে সহি' গ্লানি,
মারাঠার বুকে হেরি' হাসিমুখে মোগলের রাজধানী!
সাজি' তারই দাস, তাহারই নফর,
বিলাইয়া দিলি আপনার ঘর,
মসী-অঙ্কিত ললাটের 'পর তিলক-পঙ্ক টানি'—
মহারাষ্ট্রের হেন কলঙ্ক সহিবে কি মা ভবানী?

'তাই থাক্ তোরা লজ্জা লুকায়ে অন্ধ বিবরমাঝে,
থাক্ বারো মাস মোগলের দাস ঘৃণ্য অধম কাজে;
আমি যাই—মোর ফুরায়েছে কাল,
মিছে বেঁচে থাকা হয়ে' জঞ্জাল,
আপনার মান পরেরে বিকায়ে লাঞ্ছনাভরা লাজে—
সিংহগড়ের দুর্গে আজিকে মোগল-ডঙ্কা বাজে!'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রুদ্ধকণ্ঠে কহিল তানাজী, 'তাই হবে, তাই হবে,
ফিরায়ে আনিব সিংহগড়ের নির্জিত গৌরবে ;
শপথ করিনু অসি ছুঁয়ে আজ,
ঘুচাব রাষ্ট্র-কলঙ্ক-লাজ,
অথবা পরাণ সঁপি' দিব আজি মরণ-মহোৎসবে—
ক্ষয়-ক্ষতি-লাজ ডুবাইব আজ বিজয়ের তাণ্ডবে !'

পরশিয়া পুনঃ মায়ের চরণ চলি' গেলা বীর ধীরে,
বারো সহস্র মাওয়ালি সৈন্য চলিলা সঙ্গে ঘিরে'।
সিংহগড়ের দুর্গচূড়ায়
সূর্য্য তখন স্বর্ণ কুড়ায়,
সন্ধ্যা তাহার রক্ত ছড়ায় 'ডঙ্গী'-শৈলশিরে ;
দূরে সেনা রাখি' চলিলা তানাজী পাহাড়ের কোল ভিড়ে'।

তারপর যাহা—ইতিহাস তাহা শোনে নাই কোন সালে ;
সত্য যাহার স্বপ্নের মত—দীপ্ত ইন্দ্রজালে।
থার্ম্মাপলির পুণ্য-কাহিনী,
হলদীঘাটের ধন্য বাহিনী—
অপূর্ব্ব কথা—তুলনা পাই নি তবু এর কোন কালে,
ভাগ্য যে লিপি লিখিলা সে দিন মহারাষ্ট্রের ভালে।

* * * *

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সপ্তাহ পরে এল রায়গড়ে সিংহগড়ের চর ;
শুনিলা সকলে সভয়ে গর্ব্বে জয় সে ভয়ঙ্কর !
জীজাবায়ে শুধু কহিলা শিবাজী,—
'সিংগড়, মাতা, ফিরি লও আজি,
সিংহগড়ের সিংহ গিয়েছে—পড়ে' আছে শুধু গড়—
তাই লও মাতা, হারায়ে পুত্র—তানাজী মালেশ্বর !

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কাল-বৈশাখী

ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

[ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী একজন সুকবি। এখন বসিরহাট কোর্টে ওকালতী করেন। নারায়ণ, বঙ্গবাণী ও উদ্বোধন প্রভৃতি মাসিক পত্রে ইঁহার অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।]

১

দুরন্ত মধ্যাহ্ন-তাপে শ্রান্ত ক্লান্ত ধরণী যখন
রুধি' শ্বাস এক পাশ রহে পড়ি' শিথিল-বসন
হ'য়ে তন্দ্রাতুর,
কে তুমি সহসা আসি' নভ-পটে চঞ্চল-চরণ
কি উদ্দাম বেগ-ভরে তোলপাড় করিয়া গগন
পশিয়া নীরদ-কণ্ঠে তুলি' সান্দ্র গভীর গর্জ্জন
উড়াইয়া ধূলিরাশি পত্রদলে তুলিয়া ঘূর্ণন
এস মর্ত্ত্যপুর ?

২

তব স্পর্শে পুলকিত কণ্টকিত পৃথ্বী-কলেবর,
তট-প্রান্তে আছাড়িয়া পড়ে কত প্রমত্ত লহর
মহোল্লাস-ভরে ;
অকস্মাৎ লভি' তব অশরীরী গাঢ় আলিঙ্গন
কি এক অজ্ঞাত সুখে সিন্ধু-বক্ষ কাঁপে অনুক্ষণ,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অবিদিত হর্ষ-ভরে উর্দ্ধ-বাহু নাচে তরুগণ,
সে নর্ত্তন-মাদকতা পান করি' উনমত্ত মন
মরত পাশরে !

৩

হে অদম্য ! হে চঞ্চল ! ওহে কাল-বৈশাখী পবন !
অদম্য চঞ্চল কত চিত্ত মম তোমারি মতন
সতত উধাও ;
আমারে উড়া'য়ে লহ বৃন্ত-চ্যুত ওই পত্র-প্রায়
ধরা হ'তে দূরে দূরে মাতাইয়া উন্মদ নেশায়
যথা তব অশরীরী পরশন লভি' সারা গায়
মেঘ-উর্ম্মি ধায় বেগে ; পদ-লগ্ন নূপুরের প্রায়
বারেক নাচাও !

৪

কর মোরে তূর্য্য তব ; অপার্থিব ভাবে ভরি' হিয়া
পশি' কণ্ঠে তুল তাহে মন্দ্র তব ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া
প্রলয়-পূরিত ;
গিরি-শৃঙ্গে তরুশীর্ষে অম্বুধির তরঙ্গিত বুকে
হে রুদ্র ! তাণ্ডব তব ধায় যবে প্রলয়ের মুখে,
এ মম বিষাণ-কণ্ঠে উরি' নিজে ভীষণ কৌতুকে
তুলহ ওঙ্কার-ধ্বনি, বিশ্ব যাহে ভূমানন্দ-সুখে
হইবে মজ্জিত !

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীধর

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

[কুমুদরঞ্জন মল্লিক আধুনিক সুকবিদের অন্যতম। বর্দ্ধমান জেলার নূতনহাট পোষ্ট আফিসের অধীন কোগ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। 'উজানী,' 'বনতুলসী' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি যশ অর্জ্জন করিয়াছেন।]

সন্ন্যাসী সাজি' শ্রীধর যেতেছে বদ্রীনাথের পথে,—
আমাদের সেই সঙ্গী শ্রীধর চিনিবে না কোন মতে।
পাঠশালে তার ছিল হাত-টান, দৃষ্টিও ছিল খর,
'নষ্টচন্দ্রে' কত ফল-মূল গোপনে করিত জড়।
একদা তাহার মরেছিল যবে পোষা এক শুক পাখী,
দু'দিন শ্রীধর কেঁদে ফিরেছিল বনে বনে তারে ডাকি'।
পালিত যতনে বিড়াল, কুকুর, পশুপক্ষী নানা জাতি,
জানি নে ত মোরা কবে হ'তে হ'ল সাধু-ফকিরের সাথী।

ছাড়ি' যোশী-মঠ চলেছে শ্রীধর শ্রীধামের অভিমুখে,
'পরশ পাথরে' গঠিত ঠাকুর বারবার জাগে বুকে।
সিনান করিয়া মন্দিরে যবে প্রবেশে হৃষ্টমতি,
দৃষ্টি পড়িল দেবতাগলের মুক্তা-মালার প্রতি।
স্তিমিত আলোকে হেরিয়া সে হার কুভাব জাগিল মনে,
দেখিয়া শ্রীমুখ কাঁপিল হৃদয় বাজিল মরম-কোণে!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দু'দিনের পর বিদায়ের দিন হস্তে ধরিয়া থালা,
রাওল ঠাকুর আসিলেন লয়ে সেই সে মুক্তামালা।
বলিলেন ধীরে জড়ায়ে আদরে শ্রীধরের দু'টি পাণি—
"বদ্রীনাথের পরম ভক্ত আপনি, তাহা কি জানি।
দেবের আদেশে দেবের এ মালা উপহার দিনু করে।"
—শুনিয়া শ্রীধর কাঁপিয়া উঠিল বিস্ময়ে লাজে ডরে।
কম্পিত করে মুকুতার মালা গ্রহণ করিল যবে,
পদধূলি নিতে করে কাড়াকাড়ি সাধুসন্ন্যাসী সবে।

ছল ছল চোখে চলেছে শ্রীধর প্রতিপদে পথ টুটে,
যতনে তাহারে ধরে' লয়ে যায় গাড়োয়ালি এক মুটে।
নিজের দীনতা ভাবিয়া শ্রীধর পারে না রোধিতে বারি,
লাগিতেছে আজ মুকুতার মালা পাষাণের চেয়ে ভারি।
এমনি হরির অহেতু করুণা—প্রেমের এমনি যাদু,
কয়লা-হৃদয় গলি' হীরা হয় তস্করও হয় সাধু।

শ্রীধর তখন মুছি' আঁখিনীর বলিল, "রে মন! তবে
এখন হইতে যাঁর মালা তাঁর সন্ধান নিতে হবে।
সংসার ছাড়ি' এ মণির মালা কি করিবি তুই নিয়ে,
দেখা হ'লে পর তাঁহারে চাহিবি, তাঁর ধন ফিরে দিয়ে।"

বরষের পর শ্রীধর চলেছে বনপথ দিয়া ধীরে,
গঙ্গোত্রীর বারি চড়াইতে রামেশ্বরের শিরে।
দেখিল পথেতে সঙ্গী জনেক পতিত নকুলে তুলি'
ক্ষত দেহে তার বুলাইছে হাত যতনে ঝাড়িছে ধূলি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাপিত ওষ্ঠ ভিজায়ে দিতেছে কমণ্ডলুর নীরে,
তাপিত তনয়ে কাঁধে লয়ে যেন জনক চলেছে ধীরে।
কিছু দূরে গিয়া দেখে, পড়ে' আছে ডানাভাঙ্গা এক পাখী,
সন্ন্যাসী তারে কোলে তুলে' নিল, নকুলে ঝোলাতে রাখি';
মুখে দেয় জল বুকে চেপে ধরে মুখ পানে চেয়ে কাঁদে,
ভাঙ্গা ডানা তার উত্তরী' ছিঁড়ি' সরু সূতা দিয়া বাঁধে।
পথের পাশেই সাধুর আবাস শ্রীধরে ডাকিল সেথা,
বাজিতে লাগিল শ্রীধরের প্রাণে সুদূরের কোন্ ব্যথা!

দেখিল সেখানে পদভাঙ্গা গাভী, ষণ্ড, মহিষ জরা,
পিঁজরাপোল কি আশ্রম উহা যায় না সহজে ধরা।
সজলনয়নে শ্রীধর বলিল, "ওহে সন্ন্যাসী ভায়া,
সংসার দিয়ে পশুশালা নিলে, এমনি দারুণ মায়া!"
সন্ন্যাসী বলে, "কি করি ঠাকুর, বাঁধন নাহি যে টুটে,
নীরব বেদনা আমার পরাণে সাধনা হইয়া ফুটে।
জীবের মাঝারে দেবতা পেয়েছি, বলিতে পারি না ভয়ে,
আমার চোখে যে এক হয়ে' গেছে জীবালয়-দেবালয়ে।"

—শুনিয়া শ্রীধর বলিল তাহারে হাসি' করুণার হাসি,
"কাহার লাগিয়া হেথা পড়ে' রবে কাহার লাগিয়া আসি'?"
সন্ন্যাসী বলে, "মায়া-জালে আমি জড়ায়ে পড়েছি অতি;
ভাল মনে হ'ল—এক কাজ কর দয়া কোরে মোর প্রতি
হৃষীকেশ যেতে কুড়ায়ে পেলাম একটি মুকুতা আমি,
জানি না কাহার মরি খুঁজে' খুজে' জানেন অন্তরযামী।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শুনেছি সাধুর মালা হ'তে তাহা অজ্ঞাতে গেছে খসি',
রামেশ্বরেতে যাবে সেই সাধু, তারি লাগি' আছি বসি'।"

এত বলি' হাসি' মুকুতাটি দিল আনি' শ্রীধরের হাতে,
বলিল তাহারে, "ফিরে দিও তুমি যদি দেখা হয় সাথে।"
শ্রীধর আপন মুকুতার মালা যতনে বাহির করি',
দেখিল তাহার একটি মুকুতা কেমনে গিয়াছে পড়ি'।
পুলকে সাধুর হাত দু'টি ধরি' কাঁদিয়া বলিল, "ভাই,
কেমনে আমার করিয়াছ খোঁজ, তব অসাধ্য নাই।
এ মুকুতা-হারও পরের জিনিষ নাম তাঁর আছে লেখা,
ধর মালা ধর, দিও মালিকেরে যদি পাও তাঁর দেখা।"
রাখি' মালাগাছি হরষে শ্রীধর চলে' গেল নিজ কাজে,
সন্ধানী হাতে সঁপিয়াছে মালা তৃপ্তি যে হিয়া-মাঝে।

জানিনে ত আমি কি করিল সাধু লয়ে সে মুকুতা-মালা,
হয়েছে সেখানে গ্রাম জুড়ি' এক পশু-চিকিৎসাশালা।
মূক প্রাণীদের যতন করিতে, রোগে ঔষধ দিতে,
ব্রহ্মচারীরা মগ্ন সেথায় সদা আনন্দচিতে।
দেব-বলে বলী আছে দু'টি সাধু; শুনেছি তাদের কথা—
পীড়িত পশুর গায়ে হাত দিলে, জুড়াইয়া যায় ব্যথা।
সাঁঝে দুই জনে বসে যোগাসনে স্মরিয়া জীবের জ্বালা,
মালিকের পদে ফিরে দেয় আঁখি-দ্রব-মুকুতার মালা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহাপ্রয়াণে আশুতোষ

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

['ঝরাফুল,' 'শান্তিজল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের লেখক করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক কবিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার বাটী শান্তিপুর।]

জাগিল ঝঞ্ঝা কাল-বৈশাখী, বাংলা অন্ধকার !
নাহি আর সেই স্নেহ-অবতার, পুরুষ বজ্র-সার ;
চরিত্র যাঁর চির-পবিত্র রাখিয়া ন্যায়ের মান,
জন-সমুদ্র মন্থন ক'রে যান তিনি চ'লে যান।
ব্যক্তিত্বেরই মহারথে যিনি অপ্রতিহত-গতি,
অদ্ভুত যাঁর মেধা ক্ষুরধার, নাই সে শ্রেষ্ঠ রথী।
কত আশা ক'রে যাঁর মুখ'পরে চেয়ে ছিল সারাদেশ,
হারে অদৃষ্ট ! এল সে শিবের শব-দেহ,—সব শেষ !

ওঠে হাহাকার আকাশের ঐ গম্বুজ বিদারিয়া,
শ্মশানের নীল-পিঙ্গল-জ্বালা ঝলসিয়া দেয় হিয়া !
বৈতরণীর পারের পথিক, গিয়াছ কি সব ভুলে ?
লক্ষ-যুগের জীবন-ভোলান আলোর মোহানা-কূলে
মিলিয়াছে তব চির-বাঞ্ছিত-তীর্থের পথ-রেখা,
একলা-যাওয়ার শেষ-পথে আজি যাত্রা করেছ একা।
পঁহুছে কি সেথা মর্ত্ত্যের ব্যথা, অশ্রুর সুরধুনী ?
চলে যাও গুণী, বিদায়-বিধুর বিলাপের সুর শুনি'।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ছিলে আশুতোষ আশুতোষ-সম বরাভয়-হাসি-মুখে,
ছিলে ছাত্রের পরমাত্মীয়, কেঁদেছ তাদের দুখে।
তাদের জ্ঞানের, তাদের ধ্যানের—ধ্রুব আদর্শ তুমি,
তোমার তপের 'আকাশ-প্রদীপে' দীপ্ত আর্য্য-ভূমি।
জননী তোমার ইষ্ট-দেবতা, মায়ের ভক্ত ছেলে,
গরীয়সী যাঁর আশীর্ব্বাণীতে দৈবী-শকতি পেলে।
নির্ম্মল তব বিবেক-বুদ্ধি, মুক্ত তোমার প্রাণ,
মায়ের পূজায় পূজিয়াছ সেই জাগ্রত ভগবান্।

হ'য়ে আগুয়ান্, ওড়ালে নিশান সাজ্জিত চতুরঙ্গে,
দেশ-লক্ষ্মীর রক্ষা-কবচ ঝল্‌মলে তব অঙ্গে!
সংগ্রামে তব গর্জ্জেনি তোপ,—দেশ-কাল-বিজয়ীর
যশশ্ছটায় ভাস্বর তব অটলোন্নত শির।
করেছিলে তুমি রণ-পণ্ডিত চাণক্য-সম পণ,
ভ্রূক্ষেপে যাঁর হ'ত টলমল্ রাজার সিংহাসন।

কীর্ত্তি তোমার বাংলার এই বিশ্ব-বিদ্যালয়,—
নব-ভারতের গৌরব-চূড়া অবিনাশ অক্ষয়;
বঙ্গবাণীর আরতি-ডঙ্কা বাজালে হেথায় তুমি,
মুখর করিলে মাভৈঃ-মন্ত্রে বিদ্যার পীঠ-ভূমি।
জ্ঞান-রাজসূয়-যজ্ঞ-বেদীতে দেব-ঋষিদের সনে,
অর্পিছ আজি পূর্ণ আহুতি সত্যের হুতাশনে—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তৃপ্ত তোমার আত্মার তৃষা অমৃত-শান্তি-নীরে,
বিরাম লভিছ লোকান্তরের অলকনন্দা-তীরে।
এনেছে বহিয়া এ ভাগ্যহীন তোমার পূজার ডালা,
বাংলার ফুল পদ্ম-বকুল-চাঁপার-সুরভি-ঢালা ;
এস বরেণ্য, এস মোর ধ্যানে, লহ অঞ্জলি মোর,
তোমার গুণের অনুকীর্ত্তনে বিগলিত আঁখিলোর !

গ্রন্থাগার
গুরুকুল কাংড়ী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কবর

জসীম উদ্দীন

[জসীম উদ্দীন বর্ত্তমান কালের উদীয়মান তরুণ কবি। ইঁহার বাড়ী ফরিদপুরের অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে। ইঁহার বহু কবিতা আজকালকার মাসিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইতেছে।]

এইখানে তোর দাদীর[১] কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোণার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল ব'লে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ী ভরি এত সোণা মোর ছড়াইয়া যায় কারা!
সোণালী ঊষার সোণামুখ তার আমার নয়ন ভরি,
লাঙল লইয়া ক্ষেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত,
একথা লইয়া ভাবীসা'ব[২] মোরে তামাসা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে,
ছোটখাটো তার হাসি-ব্যথা-মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।
বাপের বাড়ীতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা,
"আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজানতলীর গাঁ।"

[১] ঠাকুরমা [২] বৌদিদি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সাপলার হাটে তরমুজ বেচি ছ'পয়সা করি দেড়ী, [১]
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখন হ'ত না দেরী।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যা বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুর-বাড়ীর বাটে।
হেস না হেস না—শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে
দাদী যে তোমার কত খুসী হ'ত দেখিতিস যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, "এত দিন পরে এলে।
পথ-পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখি-জলে।"
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়
কবর-দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝ্ঝুম নিরালায়।
হাত জোড় ক'রে দোয়া মাঙ দাদু, "আয় খোদা দয়াময়।
আমার দাদীর তরেতে যেন গো ভেস্ত্ [২] নাজেল [৩] হয়।"

* * * *

তারপর এই শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি,
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধ'রেছি সেই চ'লে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের [৪] শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গণিয়া গণিয়া ভুল করে গণি সারা দিনরাত জাগি।
নিজের হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটীর তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোণামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটীরে আমি যে বড় ভালবাসি, মাটীতে মিশায়ে বুক
আয়—আয় দাদু, গলাগলি ধরি, কেঁদে যদি হয় সুখ।

* * * *

১ সঞ্চয় ২ স্বর্গ ৩ আদেশ ৪ শবাচ্ছাদন-বস্ত্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইখানে তোর বাপ্‌জী ঘুমায়ে, এইখানে তোর মা ;
কাঁদিছিস তুই ? কি করিব দাদু, পরাণ যে মানে না।
সেই ফাল্গুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
"বা-জান্, আমার শরীর আজিকে কি যে করে থাকি থাকি।"
ঘরের মেঝেতে 'সপ'টি বিছায়ে কহিলাম, "বাছা শোও।"
সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে ব'য়ে,
তুমি যে কহিলা, "বা-জান্‌রে মোর কোথা যাও দাদু, লয়ে ?"
তোমার কথায় উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে।
তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দু'হাতে জড়ায়ে ধরি
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি।
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেতো ঝ'রে,
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শূনো মাঠখানি ভ'রে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ-পানে চাহি
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত—নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গোরস্থানেতে ব্যথিয়ে সকল গাঁ।

উদাসিনী সেই পল্লীবালার নয়নের জল বুঝি
কবর-দেশের আঁধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুজি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাজ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ-বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল, "বাছারে যাই—
বড় ব্যথা র'ল তুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই।
তুলাল আমার—যাত্নরে আমার—লক্ষ্মী আমার ওরে!
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা ছাড়িয়া যাইতে তোরে!"
ফোঁটায় ফোঁটায় তুইটি গণ্ড ভিজায় নয়ন-জলে
কি জানি আশিস্ ক'রে গেল তোরে মরণ-ব্যথার ছলে।
ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া কহিল, "আমার কবর-গায়
স্বামীর মাথার মাথালখানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।"

*　　*　　*　　*

সেই সে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটীর সনে,
পরাণের ব্যথা মরে নাকো—সে যে কেঁদে উঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড় মাণিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরুছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।
জোনাকী মেয়েরা সারা রাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো,
ঝি ঝি রা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় ক'রে দোয়া মাঙ দাত্ন, "রহ্মান [১] খোদা আয়,
ভেস্ত্ নাজেল করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়।"

এইখানে তোর বুজীর [২] কবর, পরীর মতন মেয়ে!
বিয়ে দিয়েছিনু কাজীদের ঘরে বনিয়াদী ঘর পেয়ে।

[১] দয়ালু　　[২] দিদির

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এত আদরের বুজীরে তাহারা ভালবাসিত না মোটে,
হাতেতে যদিও না মারিত তারে—শত যে মারিত ঠোঁটে।
খবরের পর খবর পাঠাত 'দাদু যেন কাল এসে,
দু'দিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ীর দেশে।'
শ্বশুর তাহার কশাই চামার—চাহে কি ছাড়িয়া দিতে,
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।
সেই সোণামুখ মলিন হয়েছে—রাজে না সেথায় হাসি,
কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু পড়িছে ভাসি।
বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন,
কে জানিত হায়! তাহারও পরাণে বাজিবে মরণ-বীণ!
হাত জোড় ক'রে দোয়া মাঙ দাদু, "আয় খোদা দয়াময়!
আমার বুজীর তরেতে যেন গো ভেস্ত্ নাজেল হয়।"

হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু,১ সাত বছরের মেয়ে,
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে।
ছোট বয়সেই মায়েরে হারায়ে কি জানি ভাবিত সদা,
অতটুকু বুকে লুকাইয়াছিল কে জানিত কত ব্যথা।
ফুলের মত মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে,
তোমার দাদীর ছবিখানি মোর হৃদয়েতে যেত ছেয়ে।
বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা,
সাজের আকাশ ধুয়ে মুছে দিত মেয়ে ও বাপের ধারা।
একদিন গেনু গাজনার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে,
ফিরে এসে দেখি সোণার প্রতিমা লুটায় পথের 'পরে।

১ পিসী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই সোণামুখ গোলগাল হাত সকলি তেম্‌নি আছে,
কি জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গ্যাছে।
আপন হস্তে সোণার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি,
দাদু, ধর ধর—বুক ফেটে যায়, আর বুঝি নাহি পারি।
এইখানে এই কবরের পাশে, আরও কাছে আয়, দাদু
কথা ক'স নাকো জাগিয়া উঠিবে ঘুম-ভোলা মোর যাদু।
আস্তে আস্তে খুদে দেখ দেখি কঠিন মাটীর তলে
দীন্‌দুনিয়ার ভেস্ত্‌ আমার ঘুমায় কিসের ছলে!

*　　*　　*　　*

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে,
অম্‌নি করিয়া লোটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ লাগে।
মজীদ হইতে আজান [১] হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর!
মোর জীবনে রোজ কেয়ামত্‌ [২] ভাবিতেছি কত দূর?
জোড় হাতে দাদু, মোনাজাত্‌ [৩] কর, "আয় খোদা রহ্‌মান!
ভেস্ত্‌ নাজেল করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ।"

---

[১] উপাসনার জন্য আহ্বান　[২] শেষ দিন　[৩] প্রার্থনা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কুড়ানো মাণিক

গোলাম মোস্তফা

[যে কয়জন তরুণ মুস্‌লিম্ কবি নিজেদের দানে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, গোলাম মোস্তফা তাঁহাদের অন্যতম। এ যাবৎ ইনি 'রক্তরাগ,' 'হাস্নাহেনা,' 'ভাঙা বুক' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইনি শিক্ষকতা করিতেছেন।]

আনমনে একা একা পথ চলিতে
দেখিলাম ছোট মেয়ে ছোট গলিতে।
হাসিমাখা মুখখানি, চির-আদুরী,
ঝ'রে-পড়া স্বরগের রূপ-মাধুরী!

ফণিনীর মত পিঠে বেণী ঝুলিছে,
চঞ্চল সমীরণে দুল্ দুলিছে,
মঞ্জরী-ধ্বনি বাজে চল-চরণে
আস্‌মানী রঙ্-করা সাড়ী পরণে।

বস্ত্রের আবরণ-কারা টুটিয়া
অঙ্গের হেম-আভা পড়ে লুটিয়া,
মিষ্টি-মধুর আঁখি, দৃষ্টি চপল,
বঙ্কিম ক্ষীণাধর, রক্ত-কপোল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চ'লে গেল পাশ দিয়ে ক্ষিপ্র পদে—
বিজলীর ছোট রেখা নীল নীরদে !
ছুঁয়ে দিনু কেশ-পাশ ভালবাসিয়া,
নেচে নেচে গেল সে যে মৃদু হাসিয়া !

শিহরিয়া উঠিলাম ঘন পুলকে,
হারাইয়া গেনু কোথা কোন্ দ্যুলোকে !
ভ'রে গেল সারা প্রাণ এ কী হরষে
এতখানি সম্পদ্ মৃদু পরশে !

পথ-মাঝে ছুঁয়ে দিনু পরশ-মণি
অন্তর-তলে তাই হরষ-ধ্বনি !

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কৃষাণীর ব্যথা

কালিদাস রায়

[বর্ত্তমান কালের শক্তিশালী কবিদিগের মধ্যে কালিদাস রায় একজন। ইনি বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামের অধিবাসী। 'পর্ণপুট,' 'ব্রজরেণু,' 'ঋতুমঙ্গল' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন।]

সুখের এ ঘর গড়িয়া তুলিয়া বুকের রক্ত দিয়া,
আজ কোথা তুমি চলে গেলে হায় সংসার আঁধারিয়া ?
ধানে ধানে আজ উঠান ভরেছে, ঠাঁইটুকু নাই আর,
মঙ্গলা আজি ঢালিতেছে দুধ—বাছুর হয়েছে তার।
মাচান ছাপিয়ে লাউলতাগুলি ভুঁয়ে লুটে লুটে পড়ে,
পালঙের শীষে শাকের চাপ্‌ড়া আগাগোড়া গেছে ভ'রে ;
সন্ধ্যামণিতে আলো হ'য়ে আছে সারা আঙিনাটি ঐ,
আজ সংসারে সবি ভরপূর, হেন দিনে তুমি কই ?

দুবেলা পাওনি পেটভ'রে খেতে গিয়েছিল দেহ ভেঙে,
লুকিয়ে চোখের জল মুছে তুমি ভিক্ষা এনেছ মেঙে।
একমুঠো চাল চিবাতে চিবাতে রুইতে গিয়েছ চলি,
উপোস করিয়া রাত কাটায়েছ ক্ষুধা নাই মোরে বলি।
দুপুরের তাতে বাদলের ছাটে খেটে খেটে দিনরাত,
মাঠে মাঠে ঘুরে কন্‌কনে জাড়ে করেছ পরাণপাত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সাঁজের বেলায় হেঁটে হু টে এসে এলায়ে পড়েছ ঘুমে,
রাত্তির শেষ না হতে আবার চলেছ খোকারে চুমে।

খাজনার লাগি জমিদার-বাড়ী সহেছ যাতনা কত,
মহাজন, দেনা সুদের লাগিয়া গঞ্জনা দেছে শত।
চুপ ক'রে সবি সয়েছ, আহা রে! দুটি হাত জোড় ক'রে,
সকলের কাছে সময় নিয়েছ হাতে পায়ে ধ'রে প'ড়ে।
রোগে প'ড়ে থেকে সংসার নিয়ে কতই দিয়াছি জ্বালা,
ক্ষুধায় কাঁদিয়া করেছে ছেলেরা কানদুটো ঝালাপালা।
যাতনা দুঃখ কতনা সয়েছ কথাটি ছিল না মুখে,
ফিরে এস আজ ঘরটি তোমার ভরিবে সোণার সুখে।

ঘনায়ে আসিছে সাঁজের আঁধার নাহি মোর কোন কাজ,
এ ঘর-দুয়ারে পড়েনিক ঝাট জ্বলেনি এখনো সাজ।
চালের বাতায় ঝিঁঝি পোকাগুলো বুক চিরে চিরে ডাকে,
উঠিতে বসিতে টিক্‌টিকি পড়ে ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে।
(ঐখানে আহা! পী ড়ের উপর শুইতে গামছা পাতি,
ঝুলিতেছে ঐ লাঠি, চোঙ, মই, মাথালী, তালের ছাতি।
ঘাটের ধারের বাঁশবন পানে সারারাত চেয়ে কাঁদি,
ঐখান হতে নিঠুর বাঁধনে লয়ে গেছে তোমা বাঁধি!)

(তেমনি পড়ে গো কাল' ছায়া ঐ ভরিয়া বকুলতল,
বৈকালে যেথা এলানো শরীরে চাহিতে ঠাণ্ডা জল।
সাজে ভোরে সেই পাখীগুলো ডাকে—প্রাণ আন্‌চান করে,
বেলা হয় তবু গোরুগুলো সব বাঁধা র'য়ে যায় ঘরে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পথ চেয়ে হায়! ব'সে থাকি ঠায় জ্বলে না দুপুরে চুলো,
আপন ছেলেরো নাম ভুলে যাই—মনটা হয়েছে ভুলো।
মালতী তোমার ফিরিয়া এসেছে শ্বশুরের ঘর থেকে,
খোকা যে তোমার হাঁটিতে শিখেছে, একবার যাও দেখে!

এত সব ফেলি জন্মের মত চলে যাওয়া কিগো সাজে?
তবে কিগো তুমি প্রবাস গিয়েছ আমাদেরি কোন কাজে?
বাবুদের আর গদাই পালের অত্যাচারের ভয়ে
চ'লে গেলে কিগো মনের দুঃখে কিছুই না ব'লে ক'য়ে?
তাই যদি হয়, ফিরে এস তুমি, তোমারে সঙ্গে পেলে
খোকারে লইয়া পলাইয়া যাই বাড়ীঘর সব ফেলে।
ভিক্ষা মাগিব, কাঠ কুড়াইব, ফিরিব না আর বাড়ী;
আঁচলের গিঁঠে বাঁধিয়া রাখিব, তিলেক দিব না ছাড়ি!

ক্রীতদাস

কালিদাস রায়

বোগদাদ-পথে করেন ভ্রমণ লোকমান পণ্ডিত,
জীর্ণ-বসন শীর্ণ-শরীর কদাকার কুৎসিত।
নিজ পলাতক ক্রীতদাস-ভ্রমে একজন নাগরিক,
গৃহে লয়ে এসে তাঁহারে প্রহার করিল অত্যধিক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সপ্তাহ ধরি বন্দী রাখিল অন্ধকূপের মাঝে,
অবশেষে তাঁরে নিয়োজিল নিজ গৃহনির্ম্মাণ-কাজে।
রোদে পুড়ে, শীতে জ'মে, জলে ভিজে, অবিরত দিনরাত,
খাটিতে লাগিল সুধী লোকমান করিয়া শরীরপাত।

আসল নফর ফিরিল, এদিকে আসিল বছর ঘুরে,
তাহারে হেরিয়া গৃহস্বামীর ভ্রান্তি যাইল দূরে।
লজ্জিত হ'য়ে জোড়হাতে কয় নাগরিক সদাগর,
"কর ক্ষমা মোরে, কে তুমি অতিথি, কোথায় তোমার ঘর?"

লোকমান কয়, "ওগো নির্দ্দয়, মিছে চাও আজি ক্ষমা,
গোটা বছরের লাঞ্ছনা ঢের পিঠে হয়ে আছে জমা।
মম শ্রমজল হয়নি বিফল,—বছরো ত গেল কেটে,
বহু জ্ঞান আমি লভিয়াছি স্বামী, তোমার দুয়ারে খেটে।

বুঝেছি সত্য ক্রীতদাসত্ব কত যন্ত্রণাময়,
মানুষেরি হাতে হায় রে মানুষ কত লাঞ্ছনা সয়!
আমারও রয়েছে বহু দাসদাসী, এমনি ত তাহাদের
হয় যন্ত্রণা লাঞ্ছনা কত, এখন পেয়েছি টের।

এ জ্ঞানের ভাগ, কিছু লও তুমি, হ'ওনাক নির্ম্মম,
পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা, অন্ততঃ তারে ক্ষম'।
গৃহে ফিরে মম ক্রীতদাসগণে মুক্ত করিব আমি,
বোগদাদে এসে যে জ্ঞান লভিনু সব হতে তাহা দামী।"

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পদ্যের

প্রথম পঙ্‌ক্তির সূচী

(অকারাদিক্রমে) পত্রাঙ্ক

আজি কি তোমার মধুর মূরতি ... ৩৬
আনমনে একা একা পথ চলিতে ... ১১৮
আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে ... ৭৪
আশার ছলনে ভুলি', কি ফল লভিনু, হায় ... ১৬
আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা-উদয় ... ২৩
উমরাটিপুরে সুবেদার-গৃহে সেদিন বাজিছে বাঁশী ... ৯৮
এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে ... ১১২
এদেরও গড়েছেন নিজে ভগবান্ ... ৭১
ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া ... ৯
ওরে আমার সাধের বীণা, ওরে আমার সাধের গান ... ৬৭
করি পুত্রের কামনা ... ৩১
চাঁদ মুখে বেণু দিয়া সব ধেনু-নাম লইয়া ... ৭
জাগিল ঝঞ্ঝা কাল-বৈশাখী, বাংলা অন্ধকার ... ১০৯
জলে শৈলে সূর্য্য-কিরণ-বিম্ব ... ৬১
ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের ... ৫৯
তবু ভরিল না চিত্ত ... ৭৯
ত্রিদিবে দেবতা নাও যদি থাকে ... ৬৯
দিনমান যায় যায় প্রায় ... ৮০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

		পত্রাঙ্ক
দিন যায়, রাত্রি যায়, সিদ্ধার্থের হৃদয়েতে	...	২৭
দুরন্ত মধ্যাহ্ন-তাপে শ্রান্ত ক্লান্ত ধরণী যখন	...	১০৩
দেউলে দেউলে মন্দিরে কত	...	৮৪
ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ-ভবন	...	১৯
নম নম হিমালয়	...	৮৬
নিবেদন আছে শ্রীচরণে	...	৪৭
নৃপতি বিম্বিসার	...	৪২
পরের মুখে শেখা বুলি	...	৭৩
পুণ্য-নগরে রঘুনাথ রাও	...	৩৯
প্রভাকর-প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা	...	১২
বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গভালে	...	৫৪
বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে	...	৩
বোগদাদ-পথে করেন ভ্রমণ লোকমান পণ্ডিত	...	১২২
ভারত-ভানু কোথা লুকালে	...	৯৪
মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর	...	৮৯
সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া	...	৯৬
সন্ন্যাসী সাজি' শ্রীধর যেতেছে	...	১০৫
সারাদিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ	...	৭৬
সুখের এ ঘর গড়িয়া তুলিয়া বুকের রক্ত দিয়া	...	১২০
সে ডাকে আমারে	...	৯৫
হেমন্তে,—নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্ত দুপুর বেলা	...	৬৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar